শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী।

দ্বিতীয় খণ্ড

(চতুর্থ ও পঞ্চম দিন)

ভুলুয়া প্রণীত

প্রকাশক
শ্রীঅনুকুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,
হেড-মাষ্টার, বনোয়ারীনগর হাই স্কুল,
পোঃ বনোয়ারীনগর, জেলা পাবনা।

প্রথম সংস্করণ

১৩৩১ সাল

All rights reserved.

মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা।

চুঁচুড়া
সান্ রাইজ প্রেসে
শ্রীভগবতীচরণ পাল দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী প্রথম খণ্ড প্রকাশের ব্যয়ভার-বহনকর্ত্তা

শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

এডিশনাল জজ আলিপুর

প্রকাশকের নিবেদন
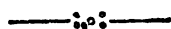
শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল; অথবা ত্রিলোকতারিণী ত্রিজগজ্জননীর অনন্ত মহিমার অমৃতময় সংবাদ আবার সন্তানমণ্ডলে প্রচারিত হইল। প্রথম খণ্ড অধ্যয়ন করিয়া যে সকল সাধক সজ্জনগণ, ভক্তি বিশ্বাসের সাধনায় আনন্দে অগ্রসর, উৎসাহে উপবিষ্ট এবং মা নাম মন্ত্রে সুদীক্ষিত, দ্বিতীয় খণ্ড তাঁহাদের সেই আনন্দ, সেই উৎসাহ দৃঢ়ীভূত করিতে বাহির হইল। যাঁহারা সেই পরমানন্দময়ীর পরমানন্দময় তত্ত্বজ্ঞানে এবং ভক্তি বিশ্বাসে সর্ব্বদা আনন্দ-সাগরে ভাসমান, যাঁহারা কলহময়ী ভেদবুদ্ধির দ্বন্দ্বসন্দ হইতে বিনির্ম্মুক্ত, যাঁহারা মাতৃভাবের চিরস্থির মহিমা শ্রবণ করিতে সর্ব্বদা উৎকর্ণ, তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে শ্রুতিমধুর জননী বিষয়ক সঙ্কীর্ত্তন আবার নগর ভ্রমণে বাহির হইল।

যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, অনুপম জননীস্নেহ তাহাদের অবিদিত নাই। জননীর অপার স্নেহ, অনন্ত করুণা স্মৃতি পথে ক্ষণকালের জন্য উদিত হইলেও অন্য সমস্ত স্নেহের কথা বিস্মৃত হইতে হয়। অমরত্ব-প্রদ অমৃত-ভাণ্ড করতলে প্রাপ্ত হইলে, দিবসে নিঃসরিত খর্জ্জুর রসের দুর্গন্ধময় ঘট কাহার নিকটে উপেক্ষিত না হয়? বহুমূল্য কষিত কাঞ্চন প্রাপ্ত হইলে কাঞ্চন-বর্ণ কাচের আদর কোন্ ব্যক্তি করিয়া থাকে! এই জীবনের জীবন-স্বরূপিণী মমতাময়ী জননী-পূজার উৎসবময় দিন উপস্থিত হইলে কোন্ ব্যক্তি উৎসবানন্দে আত্মহারা না হইয়া ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন সংসার-গৃহে আবদ্ধ থাকিতে পারে! এই গ্রন্থ স্নেহময়ী জননী-পূজার কীর্ত্তিকথায় সমলঙ্কৃত, সেই নিত্য-

মঙ্গলময়ী জগজ্জননীর মধুময় ভাবের আবরণে বিমণ্ডিত এবং তাঁহারই পাদপদ্মে শরণাগত অনন্ত ভক্ত সন্তানগণের চরিতামৃতে অভিষিক্ত।

এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে স্নেহময়ী বরাভয়দায়িনীর অর্চ্চনার হৃদয় প্রাপ্ত হওয়া যায়; জননীর কোলে উপবেশন করিবার যোগ্যতা লাভ করা যায় এবং কুলকুণ্ডলিনী-তত্ত্ব অবগত হইয়া, সেই মহাভাবের মহা-নগরের আলোকময় সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া, কৃতার্থ হওয়া যায়। এই গ্রন্থ সংসারের জটিল কুটিল পথে নিত্যভ্রমণশীল পথিকের প্রাণ জুড়াইবার ছায়াময় বৃক্ষ,—পরিশ্রান্ত পথিকের তৃষ্ণা জুড়াইবার জন্য সচ্ছ সলিলপূর্ণ মনোহর সরোবর,—এবং হৃদয়ের অহঙ্কাররূপ সুদুর্গম পর্ব্বতের হিংস্র-ভয়পূর্ণ বন্ধুর পথে ভ্রমণ করিতে সম্বলবাহী সুবিশ্বাসী সহচর।

ইহা যিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনি ভাবের নূতনত্বে বিমোহিত হইয়া, নিজের হৃদয়স্থিত ভাবের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে সাহায্য পাইয়াছেন। তিনি অভীষ্ট দেবের পুণ্য-মন্দিরের দুয়ার খুলিবার সন্ধান পাইয়াছেন। তিনি অজ্ঞানতার জড়ত্ব হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন। তিনি ভক্তি বিশ্বাসে বিভোর হইয়া জয় মা বলিয়া জয়কালী নাম কণ্ঠের ভূষণ করিতে পারিয়াছেন। যতদিন মানুষ মা নাম মন্ত্রে দীক্ষিত না হয়, যতদিন মানুষ শরণাগতপালিনীর শ্রীচরণ আশ্রয় না করে, ততদিনই এই সংসারের মমতা তাহার হস্তপদ বন্ধনের নিগড় স্বরূপ হয়, ততদিনই এই প্রিয়পরিজনপূর্ণ ঘরবাড়ী তাহার কারাগার স্বরূপ হয়, এবং ততদিনই এই আনন্দময় জগৎ তাহার চক্ষে নিরানন্দময় দুঃখাগার স্বরূপে প্রতীয়মান হয়।

সেই মা নাম মহামন্ত্রে মায়াবদ্ধ মানবের হৃদয় অলঙ্কৃত করিবার নিমিত্ত এই জ্ঞান ভক্তির লহরীপূর্ণ মনোরম ভাগবত গ্রন্থের অশ্রুতপূর্ব্ব প্রকাশ। ইহা শান্তিনিকেতনের পথপ্রদর্শক, দ্বাররুদ্ধ পর্ব্বত গুহার অন্ধকার নাশক এবং ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত চিত্তের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশক।

ইহা অধ্যয়ন করিলে মায়াবিমূঢ় অভাজনের অন্ধকারাচ্ছন্ন চিত্তও সেই নিত্য চৈতন্যময়ীর জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয় ; হৃদয় হইতে সরস ভগবদ্ প্রেমের উৎস উত্থিত হইয়া নয়নপথে ধীরে ধীরে, বহির্গত হয় ; ত্রিবিধ সন্তাপের অগ্নিময় জ্বালার প্রাবল্য উপশমিত হয় এবং সজ্জন দর্শনের প্রবৃত্তি ও সদালাপের আগ্রহ হৃদয়ে জাগ্রত হয়। এই ভক্তিগ্রন্থ শান্তিশৈলে আরোহণ করিবার সুপরিষ্কৃত অনায়াসগম্য সোপান সমূহে সমলঙ্কৃত ; ইহা ভাগবতগণের পূর্ণ-সুধাকর তুল্য কমলাকান্ত, গরীব ব্রহ্মচারী, মহেশমণ্ডল প্রভৃতি সাধকাগ্রগণ্য, বিস্ময়কর বিভূতিসম্পন্ন, মহাজনগণের সমুজ্জ্বল চরিত্রালোকে সমুদ্ভাসিত ; ইহা কর্ম্মবীরের দৃঢ়তার আশ্রয়, ধর্ম্মপ্রাণের উৎসাহ বাক্য এবং কর্ম্ম-ধর্ম্ম-ত্যাগী, ভগবানে একান্ত নির্ভরশীল সাধকগণের সাধনোচ্ছ্বাস।

এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ লোকসমাজে প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন বাবু ফণীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। তিনি তখন ইহার ব্যয়ভার সম্পূর্ণই বহন করেন। তিনি এখন আলিপুর (২৪ পরগণা) এডিসনাল জজ। তিনি যেমন ভক্তিমান তেমনি সদাশয়। তাঁহার নিকটে আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। এবং তাঁহার ফটো আমরা গ্রন্থের প্রথমেই গৌরবের সহিত প্রকাশ করিতেছি।

দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য বহুস্থান হইতে বহু সাধক উদ্‌গ্রীব হইয়া আমাদিগকে পত্র লিখিতেছেন। আমরা তজ্জন্য গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন যত শীঘ্র হয় শেষ করিলাম। তৃতীয় খণ্ডের সঙ্গে দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্ট প্রকাশ করিব। মুদ্রাঙ্কনের ভুল শুদ্ধিপত্রে প্রকাশিত হইল, শুদ্ধিপত্র পাঠ করিতে সকলকেই অনুরোধ করি।

শ্রী অনুকূলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সূচীপত্র

মঙ্গলাচরণ——মহাকালী স্তোত্র (বিশ্বরূপ বর্ণন) .

চতুর্থ দিন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ——গরীব ব্রহ্মচারী, কামদেব, যাদবেন্দ্রের পরিচয়; প্রতিনিধি দ্বারা পূজার অসারতা; সেবাপরাধ ও নামাপরাধ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ——কলহ কীর্ত্তন ও উচ্ছ্বাস।

পঞ্চম দিন।

প্রথম পরিচ্ছেদ——'মা' ও "প্রণব" অভিন্ন; মা ময় বিশ্ব; মুক্তির পরে ভক্তি; দেওয়ান রঘুনাথ; উদয়পুরে বাঘের বৃত্তান্ত; পদ্মা হইতে মৎস্য প্রাপ্তি; কাশীর পাঠশালার গুরুর কথা; শিলংএর পঞ্চানন ব্রহ্মচারী; করতোয়া স্নানে বেশ্যাদের মা নামে নম্রতাবলম্বন; মা নাম মহাত্ম্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ——কুলকুণ্ডলিনী-তত্ত্ব; ষঠচক্র।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ——কমলাকান্ত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ——মহেশ মণ্ডল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ——শিশুর স্বভাব বর্ণন; শিশু ও সাধক সমান; ছাগাদি বলিদানের নিষ্ফলতা; নারায়ণী ও সংহারিণী শক্তি পূজার ফলাফল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ——পরোপকার তত্ত্ব; জলদান মাহাত্ম্য। সুশিক্ষা দানের উপকার। পিতৃভক্তি। অতিথিসেবা কীর্ত্তন। নাভাগ ও রন্তীদেবের ইতিহাস।

সপ্তম পরিচ্ছেদ——ভক্তি কীর্ত্তন।

শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী।

মঙ্গলাচরণ

শ্রীশ্রীমহাকালী স্তোত্র।

কালী করুণাময়ী, কালী কলুষহরা,
কাল-হৃদয়াসীনা কালী।
কালী ত্রিলোক-তাপ-পাপ-নিবারিণী,
ত্রিজগত-ভরসা মা কালী ॥ ১

আতপন শশধর, ধরণী-ধূলিকা-কণা,—
—স্থিতির-শকতি-হেতু কালী।
যতরূপ-যতগুণ, জগভরি পরকাশ
আন নাহি বিনা সেই কালী॥ ২

দীন-দয়াময়ী, দীনার্ত্তি-হারিণী,
সুদিন-প্রদায়িনী কালী।
বিস্তর-দুখময়, দুস্তর-সংসার—
—সাগর-তারিণী কালী॥ ৩

বিপত্তি-ভঞ্জিনী, বিপন্ন-সঙ্গিনী,
ভয়াতুর-রক্ষিকা কালী।
জন্ম-মৃত্যু-জরা রোগ-সন্তাড়ন
মুক্তি-কারণ একা কালী॥ ৪

শাক্ত, শৈব আর, বৈষ্ণব, সৌরাদি
উপাসনা-তত্ত্ব মা কালী।
কৌল-হৃদয়-ধন, ভাগবত-জন-মন,—
—হ্লাদিনী বিনোদিনী কালী॥ ৫

সর্ব্ব-গ্রাসকার করাল-গ্রাসিনী
ঘোর-ঘন-বরণা মা কালী।
বরাভয়-দায়িনী বরদেশ-বাসিনী
শ্মশান-শাসিনী কালী॥ ৬

শঙ্কর-হর-উর, বিচরণ-কারিণী
কিঙ্কর-পালিনী কালী।
কৃপাণশালিনী নরশিরমালিনী
দুর্জ্জন-দলনী মা কালী॥ ৭

সাধু-শান্ত-হৃদে সন্তোষ-রূপিণী,
শান্তি-নিকেতন কালী।
নাস্তিক, অভাজন— অন্তরালঙ্কার,
দম্ভ, অহঙ্কার কালী॥ ৮

আধার-কমলাসনা স্বয়ম্ভূ-শায়িনী,
অমৃত-পায়িনী কালী।
বিচিত্র-বরণা প্রবাহিনী-চিত্রিণী
নাদ-চন্দ্র-শোভা কালী॥ ৯

মহিষ-মর্দ্দিনী, দশভুজধারিণী,
মৃগেন্দ্রবাহিনী কালী।
দুর্ব্বার দৈত্য-দেবতা-ঘোর-সংগ্রামে,
শ্রীরণরঙ্গিনী কালী॥ ১০

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব— শিরোপরি সমাসীনা,
পরম-পুরুষকোলে কালী।
ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু— বহ্নি, বরুণ, যম,
অর্চ্চিতা-জননী মা কালী॥ ১১

কৃষ্ণগত-প্রাণা রুক্মিণী অর্চ্চিতা
অম্বিকা বরদা মা কালী।
গোবিন্দে-তন্ময়া গোপী-সমর্চ্চিতা
দেবী কাত্যায়নী কালী॥ ১২

কৃষ্ণ-সমর্চ্চিতা, রাস-সহায়-যোগ—
—মায়া-পৌর্ণমাসী কালী।
দক্ষিণ-ভারতে, শ্রীগৌর-আরাধিতা,
দেবী অষ্টভুজা কালী॥ ১৩

মীন, কূর্ম্ম, নর— সিংহ, বরাহ দেব,
বামন, ভৃগুপতি কালী।
সীতাপতি শ্রীরাম, শ্রীহলধর দেব,
শঙ্কর, বুদ্ধ শ্রীকালা ॥ ১৪

প্রেম-ভক্তি-তনু গৌড়-গগন-চান্দ,
গৌর-কিশোর মেরা কালী।
উপাস্য উপাসক বিশ্বে বিরাজে যত,
সকলি সে এলোকেশী কালী ॥ ১৫

বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, সিদ্ধি, সাধনা, ধ্যান,
বিজ্ঞান বিভ্রম কালী।
আত্ম-প্রসন্নতা, শৌচাদি, জপ, তপ,
ধর্ম্ম, সত্য, ন্যায় কালী ॥ ১৬

জননী, জন্মদাতা, সহোদর, সহোদরা,
পুত্র, কন্যা মোর কালী।
আত্মীয়, উদাসীন, অধিপতি, অনুগত,
শত্রু, মিত্র সবই কালী ॥ ১৭

চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, সুনীল-গগন-তল,
জলদ-পটল সব কালী।
পর্ব্বত, প্রান্তর, কূলহীন-জলনিধি,
দেশ মহাদেশ কালী ॥ ১৮

জাহ্নবী, যমুনা, নর্ম্মদা, গোদাবরী,
ব্রহ্মাণী, সরযূ মা কালী।
ক্ষেত্র চতুষ্টয় বৈষ্ণবে চারিধাম,
তীর্থ সকল একা কালী ॥ ১৯

দানব, মানব, খেচর, বনচর,
কীট, পতঙ্গম কালী।
শৈল-শিখর-রুহ, তরু-বিজড়িত-লতা,
তটিনীর-তীর-তৃণ কালী ॥ ২০

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সহ—
অন্য সর্ব্ব জাতি কালী।
লক্ষ-লক্ষ-কোটী পরণাম তুয়া পদে
ভুলুয়াক ভরসা মা কালী ॥ ২১

ক্ষেত্র চতুষ্টয়—দশনামা সন্ন্যাসীগণের চারি ক্ষেত্র। দ্বারকা, বদরিকাশ্রম, রামেশ্বর ও শ্রীক্ষেত্র।

বৈষ্ণবে চারিধাম—বৈষ্ণবগণের চারিধাম। বৃন্দাবন, মথুরা, শ্রীক্ষেত্র ও দ্বারকা।

ভূলুয়াবাবা
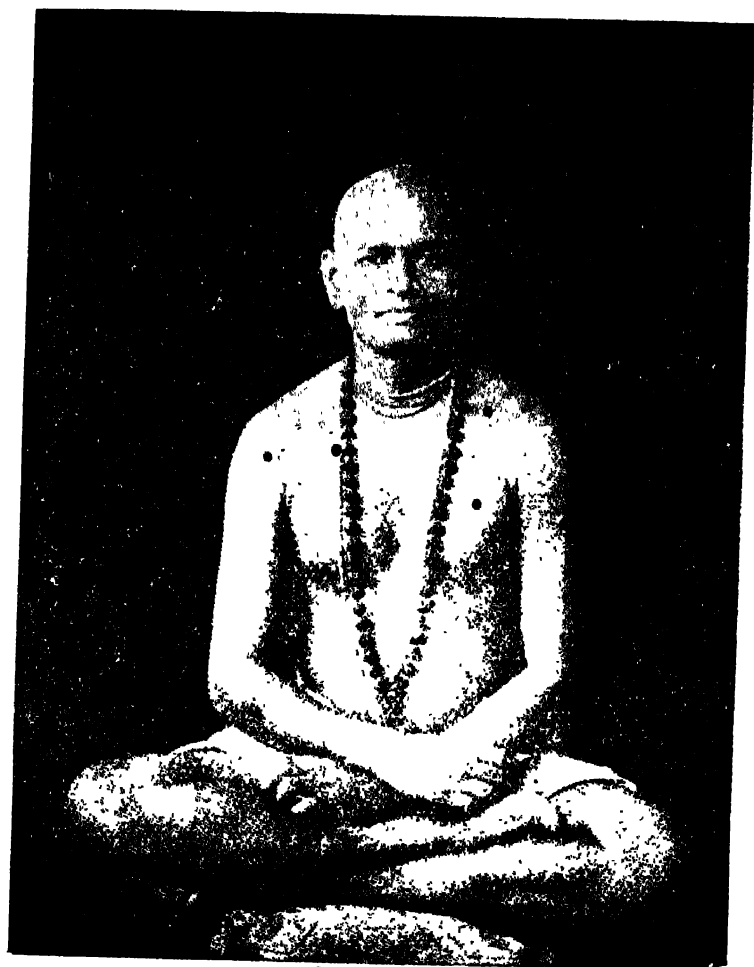
শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী।

চতুর্থ দিন

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শরণাগতদীনার্ত্ত পরিত্রাণপরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমস্তুতে ॥

শ্রীশ্রীচণ্ডী—

প্রভাতিল বিভাবরী, পুন নীলাচলে,
সমাপিয়া প্রাতঃকৃত্য ব্রহ্মপুত্র-জলে,
বসিলা সন্ন্যাসীবৃন্দ পুণ্যকুণ্ড-তীরে,
—বসিলা অগণ্য ভক্ত আসি ধীরে ধীরে।
সন্তান শ্রীপূর্ণানন্দ সম্মুখে বসিল,
পূর্ব্বমত প্রশ্নোত্তর চলিতে লাগিল ॥
বলেন আভিরানন্দ, "শুনহে ধীমন্,
ভক্তিমার্গ পক্ষপাতী তুমি সর্ব্বক্ষণ।
কিন্তু সেই ভক্তিমার্গে করিতে সাধন,
বলিতেছি যে সকল কর্ম্ম প্রয়োজন.

বিচারিলে দেখি তাহা যোগাঙ্গ বিশেষ,
ভক্তি আর যোগে তবে আছে কি বিশেষ ?”
উত্তরে সন্তান “পান্থ যে পথেরই হও;
যোগ ছাড়ি গমনে সমর্থ কেহ নও।
সর্ব্বপথে চিত্তের স্থিরতা প্রয়োজন,
স্থিরতার জন্য করি সংযমাচরণ।
যোগাঙ্গের মধ্যে পাই সংযম কেবল।
ভক্তিমার্গে ভক্তের সংযম মাত্র বল।
* চারিমার্গে সংযমে সমান প্রয়োজন,
—প্রয়োজন যে প্রকার ব্যঞ্জনে লবণ।
লক্ষ্য নিয়া ভক্তসনে যোগীর পার্থক্য।
না হইলে আচরণে দোঁহে প্রায় ঐক্য।
যোগী চাহে মুক্তি, ভক্ত চাহে ভগবান,
সংযমাদি কার্য্য সাধে দুজনে সমান॥
যোগের প্রথম তিন অঙ্গ সর্ব্বপথে,
তুল্যরূপে প্রয়োজন কহে সর্ব্বমতে।
অস্তেয় কি ব্রহ্মচর্য্য না সাধিলে পর,
শান্তি যুক্ত নাহি হয় চিত্ত কলেবর।
তার পরে নির্লোভতা নাম প্রত্যাহার,
যে না সাধে, চিত্ত স্থির না সম্ভবে তার।
পিপাসা তরঙ্গে যার চিত্ত সদা নাচে,
ইষ্টধ্যানে বসিয়া সে অনিষ্টকে যাচে।
বাসনার্ত্ত নরে যদি অনুষ্ঠানে যোগ,
যোগ নহে তাহা তার বৃথা কর্ম্মভোগ।

---

*চারী মার্গ - ১। জ্ঞানমার্গ ২। কর্ম্মমার্গ ৩। যোগমার্গ ৪। ভক্তিমার্গ
যোগের প্রথম তিন অঙ্গ—যম, নিয়ম, আসন।

বাসনার্ত্ত নরে যদি বসে প্রার্থনায়, *
কুবিষয় প্রার্থে, মুক্তি ভক্তি নাহি চায়।
বাসনার্ত্ত নরে যদি সাধে ব্রহ্মজ্ঞান,
মুখে ব্রহ্মবাদ, মনে ভোগ্যানুসন্ধান।
অতএব প্রত্যাহার সর্ব্ব পথে লাগে।
এইরূপ ব্রহ্মচর্য্য সকলের আগে॥
ব্রহ্মচর্য্যে অনভ্যাসী ধরি ব্রহ্মজ্ঞান,
চিত্তে করে দিবারাত্র কামিনীর ধ্যান।
করিবারে কামিনীর চিত্ত আকর্ষণ,
সন্ন্যাসী হইয়া অঙ্গে পরে অভরণ।
† ব্রহ্মচর্য্যে অনভ্যাসী রাধাকৃষ্ণে ভজে,
পরকীয়া নামে পরনারী সঙ্গে মজে।

---

* প্রার্থনা—ঈশ্বরোপাসনায়।

যোগাঙ্গ — শ্রীশ্রীদত্তাত্রেয় সংহিতায়।

যমশ্চ নিয়মশ্চৈব আসনঞ্চ ততঃ পরম্।
প্রাণায়াম চতুর্থ স্যাৎ প্রত্যাহারশ্চ পঞ্চম।
ষষ্ঠীতু ধারণা প্রোক্তা ধ্যানং সপ্তমুচ্যতে।
সমাধিরষ্টম প্রোক্তঃ সর্ব্বপুণ্য ফলপ্রদ॥

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগ।

† ব্রহ্মচর্য্য —"বীর্য্য ধারণম্ ব্রহ্মচর্য্যম্॥"

"শ্রবণং কীর্ত্তনং কেলীঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণং।
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিবেবচ।
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যমনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ॥

"কামাতুর হইয়া রতির বিষয় শ্রবণ, কীর্ত্তন, কেলি, গুহ্যস্থান দর্শন, গুহ্য-ভাষণ, সঙ্কল্প, তদ্বিষয়ে অধ্যবসায় এবং ক্রিয়া নিষ্পত্তি এই আটটী অষ্টাঙ্গ মৈথুন। ইহার বিপরীত ব্রহ্মচর্য্য।

শাক্ত হ'লে ভৈরবী চক্রের নাম করি,
নারী সঙ্গে মত্ত হয় তত্ত্ব পরিহরি।
ব্রহ্মচর্য্যে উদাসীন নিত্য কামাতুর,
সাধনার দেশে সেই জঘন্য কুকুর।
দেবতা মন্দিরে সেই ঘৃণিত পুক্কশ,
শান্তি নিকেতনে সেই নাশক রাক্ষস।
অমৃত বলিয়া পান করে সে গরল,
ঘৃত ঢালি নির্ব্বাপিতে চাহে সে অনল।
ব্রহ্মচর্য্য পরিহরি সাধনার আশা,
ভগ্নতরি নিয়া যথা সিন্ধুনীরে ভাসা॥

সমস্ত সাধন'পথে ধ্যান বিদ্যমান।
ধারণা, সমাধি, মাত্র যার পরিণাম॥

অতএব চিন্তি দেখ যোগাঙ্গ সকল,
আত্মোন্নতিলিপ্সু পক্ষে আচারে মঙ্গল।
যোগাঙ্গ আচরি ভক্ত স্থির করি মন,
চিন্তাকরে জগদ্ধাত্রী জননী চরণ।

যম আর নিয়ম করিলে সুবিচার,
দেখিবে পার্থ্যক্য বড় নাহি সে দোহার।
একের সাধনে অন্য সুসাধিত হয়,
মাখন তুলিতে যথা ঘোলের উদয়।
সুনিয়মে যে যম নিয়মে সমাসীন,
সুলভে সে লভি সিদ্ধি হয় সুপ্রবীণ॥

যমের লক্ষণ শ্রীশ্রীদত্তাত্রেয় সংহিতায়—

"শান্তি সন্তোষ আহার নিদ্রাল্পং মনসোদমঃ।
শূন্যান্তঃকরণঞ্চেতি, যমাঃ ইতি প্রকীর্ত্তিতঃ॥

"শান্তি, সন্তোষ, অল্পাহার, অল্পনিদ্রা, ইন্দ্রিয় দমন ও শূন্যান্তঃকরণ যমের লক্ষণ।"

অহিংসা, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অসঞ্চয়,
আস্তিক্য, অসঙ্গ, সত্য, লজ্জা, ক্ষমা, ভয়,
মৌন আর স্থৈর্য্য এই দ্বাদশটী যম।
আচার্য্য-সেবন, জপ, তপ, শৌচ, হোম,
শ্রদ্ধা আর তীর্থবাস, তীর্থপর্য্যটন,
পরসেবা-তুষ্টি; দেবগুরু-আরাধন,
শাস্ত্রে কহে এসকল নিয়ম লক্ষণ,
নিয়মী যে, যত্নে করে এসব পালন॥"
বলেন আভীরানন্দ, "ইহা সত্যকথা।
সংযমী নাহ'লে শান্তি কেবা পায় কোথা?

যম নিয়ম—শ্রীশ্রীঅমৃত সিন্ধু উপনিষদে এইরূপ লিখিত আছে—

"অহিংসা সত্যমস্তেয়মসঙ্গোহীন সঞ্চয়ঃ।
আস্তিক্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ, মৌনং স্থৈর্য্যং ক্ষমাভয়ং।
এতদ্দ্বাদশ লক্ষণাঃ যমাঃ ইতি প্রকীর্ত্তিতা॥"
"শৌচং জপস্তপো হোমঃ শ্রদ্ধা তীর্থং সুরার্চ্চনং,
তীর্থাটনং পরার্থেহা তুষ্টিরাচার্য্যসেবনং।
এতে নিয়মাঃ॥

শ্রীশ্রীদত্তাত্রেয় সংহিতায় নিয়ম লক্ষণ—

"চাপল্যন্তু দূরে ত্যক্ত্বা মনস্থৈর্য্যং বিধায় চ।
একত্র মেলনং মাত্রি প্রাণমাত্রেণ সাম্যতি।
সদোদাসীনভাবস্তু সর্ব্বত্রেচ্ছাবিবর্জ্জিতম্
যথালাভেন সন্তুষ্টঃ পরমেশ্বর মানসঃ।
মানদানপরিত্যাগঃ এতত্তু নিয়মাঃ ইতি॥"

"চপলতা ত্যাগ করিয়া মনস্থির করা, মনের সঙ্গে পঞ্চপ্রাণের মিলন, আত্মতৃপ্তি, সর্ব্বদা উদাসীন ভাব, সর্ব্বপ্রকার বাসনা বর্জ্জন, যথালাভে সন্তোষ, পরমেশ্বরে নির্ভরতা এবং মানদান পরিত্যাগ" এই সকল নিয়ম লক্ষণ।

এ যম, নিয়ম, যারা সাধে সুনিয়মে,
মর হয়ে অমর তাহারা হয় ক্রমে ॥"

রত্নগিরি কহে, "মোরা নিয়ম বলিতে,
বুঝিতাম নিয়ম সময় নিরূপিতে।
আজ সে মনের ভ্রান্তি হল বিদূরিত।
বুঝিলাম, নিয়ম সুকার্য্যে বিরাজিত।
সময়ের সঙ্গে তার সম্বন্ধ না রয়,
নিয়মী হইতে হ'লে হবে কর্ম্মময়।"

উত্তরে সন্তান, "ভদ্র, যারা কর্ম্মবীর
সময়েরও নিয়মে তাহারা সদা স্থির।
কর্ম্মপথে সময়ের নিয়মী নাহ'লে,
বহু বিড়ম্বনা ঘটে এই মহীতলে।
কর্ম্মের সময় ঠিক যার নাহি রয়,
যে কার্য্য সে করে সব কষ্টসাধ্য হয়।

এ নিয়ম দৃঢ় ভিত্তি অভ্যাস যোগের,
ইথে উপশম ঘটে অগণ্য রোগের।
নিয়মে যে কর্ম্মরত, লভে সে মঙ্গল।
নিয়মে পালিত অশ্ব ধরে মহাবল।
নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সৌর-জগৎ চলিছে;
মাস, ঋতু, বৎসর তাহাতে সম্পাদিছে।
নিয়মিত গমনে পৃথিবী সুখধাম।
নিয়মিত কর্ম্মে আছে আরাম বিশ্রাম।
নিয়মানুসারে ঘটে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়।
নিয়ম-মাহাত্ম্য মুখে বলা সাধ্য নয়।

ভোজন, ভ্রমণ কিম্বা শ্রবণ, কথন,
জপ, তপ, যজ্ঞ, পূজা, সন্ধ্যা, আরাধন,

সমস্ত বিষয়ে যারা নিয়ম অধীন,
নিশ্চয় উন্নতি পথে চলে দিন দিন।
নিয়ম যাহার নাই সে নহে সাধক,
আপনি সে আপনার উন্নতি-বাধক।
অনিয়ম করমে যন্ত্রণা বহু ঘটে,
অনিয়ম আচারে সমাজে নিন্দা রটে।
অনিয়মী আজ যদি নিরামিষ খায়,
কাল পুনঃ সর্ব্বভূক কুম্ভকর্ণ প্রায়।
আজ শোয় মৃত্তিকায় চটের উপরে,
কাল দুগ্ধফেননিভ শয্যায় বিহরে।
আজ সত্য সাধনায় মৌন হয়ে রহে,
কাল গ্রাম্যালাপে রাশিরাশি মিথ্যা কহে।
আজ বনে, কোণে কিম্বা শ্মশানে আসন,
কাল পুনঃ লোকাকীর্ণ সহরে ভবন।
আজ একাহারী, কাল খায় দশবার,
আজ লেংঠী পরে, কাল বাবুগিরি সার।
আজ দয়াময়, কাল নির্দ্দয় চণ্ডাল,
আজ মৌনী চক্ষু মুদি, কাল সে বাচাল।
আজ প্রাতঃস্নায়ী, করে সন্ধ্যা পূজা ভারি,
কাল পুনঃ সর্ব ছাড়ি জঘন্য-আচারী।
আজ নিদ্রাশূন্য, কাল দিবসে ঘুমায়,
আজ ফলাহারী, কাল পশুপক্ষী খায়।
আজ ধর্ম্মপত্নী ছাড়ি বৈরাগী হইল,
কাল ধরি পরনারী বৈষ্ণবী করিল।
এইরূপ অনিয়মে যে সাধক চলে,
সিদ্ধি দূরে, তাহার দুর্গতি সর্ব্বস্থলে।

শুদ্ধ পথে, শুদ্ধ মতে, দুইদিন চলে,
অধৈর্য্য হইয়া পুনঃ মিশে মন্দ দলে।
শুদ্ধ পথে আ'সি যারা পুনঃ মন্দে যায়,
সেঁচি নৌকা তারা পুনঃ সাগরে ডুবায়।
বাছিয়া তণ্ডুল, ফিরে কঙ্কর মিশায়,
গন্তব্যে অর্দ্ধেক আসি, পুনঃ ফিরে যায়।
আটিয়া যে খাঁটি দুধ জল ঢালে তায়,
ক্ষীরের দর্শন সেই জীবনে না পায়।
অতএব সর্ব্বকার্য্যে হবে নিয়মিত ;
নিয়মে রহিলে দৃঢ়, মঙ্গল নিশ্চিত।
যে কার্য্য করিবে কর নিয়ম তাহার।
দৃঢ়চিত্তে সে নিয়মে চল অনিবার।
সমস্ত পৃথিবী যদি বাদী হয় তায়!
রবে তাহে অচঞ্চল পর্ব্বতের প্রায়।
অভ্যস্ত হউক সেই দৃঢ়তা তোমার,
দেখিয়া বলুক বিশ্ববাসী "চমৎকার!"
ঘড়ির নিয়মে কার্য্য সম্পন্ন যথায়,
অবশ্য ঘটিবে সিদ্ধি সন্দেহ কি তায়।"
বলেন শ্রীশ্যামানন্দ, "সাধক যাঁহারা ;
উচ্চজ্ঞানে অলঙ্কৃত চিরকাল তাঁরা।
স্থির-শান্তি প্রাপ্তি হেতু তপস্যায় যান,
বুঝিনা কি হেতু তাঁরা কর্ত্তব্য হারান!"
উত্তরে সন্তান, "দেব, তা আশ্চর্য্য নহে,
চণ্ডী মধ্যে তাহাকেই বিষ্ণুমায়া কহে।
মায়া যিনি, তিনি ভ্রান্তি, সংসার কারণ,
বুঝিতে তাঁহার কার্য্য শক্ত কোন্ জন ?

"তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিত।
মহামায়া প্রভাবেন সংসার স্থিতিকারিণঃ ॥" ১

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমো নমঃ ॥" ২

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ; নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমো নমঃ ॥" ৩

শ্রীশ্রীচণ্ডী—

পুনশ্চ শ্রীশ্রীভাগবতে ——

"বিমোহিতোহয়ং জনঃ ঈশ মায়য়া,
ত্বদীয়য়া ত্বং ন ভজত্যনর্থদৃক্।
সুখায় দুঃখপ্রভবেষু সজ্জতে
গৃহেষু যোষিৎ পুরুষশ্চ বঞ্চিত ॥" ৪

সাধনার পন্থা এত দুর্গম পিচ্ছিল,
চিন্তিলে হতাশে তনু হয় শৃঙ্খবল।
অত্যন্ত সতর্ক আর সংযমী যে জন,
আর যার প্রতি কালী সুপ্রসন্না হন,

১। তত্ত্ব অবগত হইয়াও জীব সকল সংসার পরিচালিকা মহামায়ার প্রভাবে মমতারূপ আবর্ত্তপূর্ণ মোহগর্ত্তে পতিত হইয়া থাকে।

২। যিনি সর্ব্বভূতে বিষ্ণুমায়া রূপে পরিচিতা, তাঁহাকে নমস্কার করি।

৩। যে দেবী সর্ব্বভূতে ভ্রান্তিরূপে বিরাজিতা, তাঁহাকে বারবার নমস্কার করি।

৪। মুচুকুন্দ বলিতেছেন—"হে পরমেশ্বর! তোমার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া মানুষ সর্ব্বদা, অনর্থদর্শী হয়। মানুষ সুখই চায়, কিন্তু যে পথে দুঃখ বাড়ে, সেই পথে গমন করে। সুখের আশায় স্ত্রী পুরুষে একত্রে মিলিত হয় এবং সুখ না পাইয়া বিড়ম্বিত হয়।

কৃতকার্য্য হন তিনি, নহিলে যা আর,
কোটীতে একটী সিদ্ধি নাহি পায় তার।
ত্যাগমাত্র লক্ষ্য করি অন্তরে-বাহিরে,
অগ্রবর্ত্তী হন যিনি পথে ধীরে ধীরে ;
সে আনন্দময়ীর আনন্দ নিকেতনে,
প্রবেশিতে অধিকারী তিনি এ ভুবনে।
উত্তম ভোজন, আর উত্তম শয়ন,
উত্তম বসন সঙ্গে উত্তম ভূষণ,
ধনরত্নে পরিপূর্ণ উত্তম ভবন,
অন্তঃসার শূন্য, আর ঘৃণ্য বলি, যার
নিকটে অস্পৃশ্য উপেক্ষিত অনিবার
বিবেক বৈরাগ্যে মাত্র আনন্দ যাঁহার,
মায়া করে মুক্তি লাভে শক্তি আছে তাঁর।
ত্যাগে শান্তি, ভোগে দুঃখ ইহা সুনিশ্চয়,
"অনাসক্ত ভোগী" বাক্য চতুরতাময় ॥"

বলেন আভীরানন্দ, "তা কিরূপে বল ?
অনাসক্ত-ভোগ কিসে চতুরতা হল ?"

উত্তরে সন্তান "ভোগে আনন্দ যে পায়,
সে ভিন্ন কে ভোগ্য বস্তু অন্বেষণে ধায় !
মদের আনন্দ জানি মাতালে তা চায়,
দুগ্ধ-ফলাহারী সাধু স্পর্শেনা ঘৃণায়।
নিরামিষ-ভোজী মৎস্যে আসক্তি বিহীন,
অনাসক্ত-ভোগ তার নাহি একদিন।
রাজর্ষি ভরত তুল্য মহা মহাজন,
সামান্য মৃগের মায়াপাশে বদ্ধ হন।

সে মায়ায় পশুদেহে ঘটিল গমন,
বদ্ধজীবে অনাসক্তি বৃথা উচ্চারণ ॥”
জিজ্ঞাসিল রত্নগিরি, “কহ সে কেমন ?”
উত্তরে সন্তান ভাগবত বিবরণ ।
“রাজর্ষি ভরত রাজ্য, প্রিয় পরিজন,
পরিহরি তপস্যায় করেন গমন।
নিশ্চিন্ত হইয়া বসি নির্জ্জন কাননে,
সুনিযুক্ত করিলেন চিত্ত নারায়ণে।
দীর্ঘকাল একভাবে করিয়া কর্ত্তন,
একদিন এক মৃগী করেন দর্শন।
প্রসব করিবা মাত্র সে মৃগী মরিল,
সদ্যজাত শিশু তার পড়িয়া রহিল।
মৃগশিশু দর্শি ঋষি, মাত্র করুণায়,
আনেন আশ্রমে বাঁচাইতে অসহায়।
নব নব তৃণ পত্র যত্নে আহরিয়া,
আপনার হাতে ঋষি খাওয়ান বসিয়া।
ক্রমে ক্রমে হ’ল তাঁর মমতা সঞ্চার,
ভাঙ্গিল নিযুক্ত মন কি কহিব আর!
দারাপুত্রে যে সাধক আসক্তি বিহীন,
পশু প্রতি হন তিনি মায়ার অধীন!
মৃগশিশু রক্ষাতরে নিবেশিয়া মন,
ভুলেন ব্রহ্মজ্ঞ-ঋষি ভজন সাধন।
কালক্রমে মৃগশিশু যৌবনে পশিল,
একদা আশ্রমে এক মৃগী প্রবেশিল।
যুবতী সে মৃগী, মৃগ তার সঙ্গ নিল।
আশ্রম ছাড়িয়া দূর বনে প্রবেশিল।

স্বকরে পালিত মৃগ হারাইয়া ঋষি,
মস্তকে থাপিয়া হস্ত পড়িলেন বসি।
ভুলি ভাগবত কর্ম্ম, ভুলি নারায়ণ,
"হা মৃগ, হা মৃগ!" বলি করেন রোদন।
মৃত্যুকালে সেই মৃগ চিন্তা করি মনে,
মৃগত্ব হলেন প্রাপ্ত পরের জনমে।
কৃষ্ণার্চ্চনা প্রভাবে সে মৃগ-কলেবরে,
পূর্ব্বস্মৃতি জাগ্রত রহিল ঋষিবরে।
মৃগের জনম কাটি অনুতপ্ত মনে,
সঙ্গত্যাগে সঙ্কল্প করেন মৃত্যু-পণে।
মানুষ হইয়া পুনঃ, জড়ের মতন,
লাগিলেন রাজর্ষি করিতে বিচরণ।
লোকে "জড় ভরত" বলিয়া খ্যাতি যাঁর,
গৌরবে লিখেন ব্যাস যাঁর সমাচার।
রাজর্ষি ভরত তুচ্ছ মৃগের সেবায়,
ভগবান ভুলি, বদ্ধ হলেন মায়ায়।
তুচ্ছ নরে সে মায়ায় বদ্ধ না হইয়া,
অনাসক্ত চিত্তে ভোগ করিবে বসিয়া?
এ কথার নাহি মূল্য, তর্ক কি ইহায়?
—পিপাসার্ত্ত ভিন্ন জল পানার্থ কে ধায়?
অনেক সন্ন্যাসী পরে বহুমূল্য বাস,
জানিও সে ছাড়ে নাই বিলাসের আশ।
ভৈরবী, বা সেবাদাসী সঙ্গে যে সবার,
জানিও, তাহারা মনে প্রার্থী ললনার।"
বলিলেন নিত্যানন্দ, "কোন সদাত্মার,
সুনিয়ম কহ, যদি জান কিছু তার।

সুনিয়মে সময়ের করি ব্যবহার,
অন্তরে অতুলানন্দ উপলব্ধি যাঁর,
সন্ন্যাসীর মধ্যে যিনি কর্ম্মী নিয়মিত,
জান যদি কিছু, কহ তাঁহার চরিত।”

উত্তরে সন্তান, “এই শ্যামানন্দ সনে,
চৌদ্দমাস ছিনু আমি তীর্থ পর্য্যটনে।
স্বচক্ষে দেখেছি আমি কার্য্য যা ইঁহার,
বলিলে অবশ্য হবে শ্রোতব্য সবার।
যখন যে কর্ম্মে ইনি, তথা কর্ম্ম-বীর;
সময় সম্বন্ধে সদা বলিতেন ধীর;
সময়ের মূল্য বোধ যে দেশে না রহে,
অভাবের দাবানলে তাহা নিত্য দহে।
সময়ের ব্যবহার শিখিয়াছে যারা,
কি সন্ন্যাসী, কি সংসারী, ভাগ্যবান তারা।”

“সূর্য্যোদয়-পূর্ব্বে নিত্য উত্থিত হইয়া,
কি শীত, কি বর্ষা, প্রাতকৃত্যঃ সমাপিয়া,
বসিতেন যোগাসনে জপমালা ধরি,
মধ্যে মধ্যে বলিতেন শঙ্করি! শঙ্করি!
জপ সমাপিয়া চণ্ডী করি অধ্যয়ন,
করিতেন তারিণীর স্তোত্র সঙ্কীর্ত্তন।
ভৈরবীতে সিদ্ধ, সুমধুর কণ্ঠস্বর,
শুনিতাম সঙ্গীত শ্রবণ-সুখকর।
রূপনাথে একদিন ফণা বিস্তারিয়া,
স্থিরভাবে ছিল ফণী সঙ্গীত শুনিয়া।
প্রহর-পর্য্যন্ত ভক্ত করিয়া ভজন,
করিতেন নিজকরে প্রসাদ রন্ধন।

জগদ্ধাত্রী-পদে অন্ন নিবেদন করি,
করিতেন গ্রহণ, বলিয়া "শুভঙ্করী।"
"তারপরে বসিতেন নির্জ্জনে যাইয়া;
করিতেন গ্রন্থপাঠ নিবিষ্ট হইয়া।
চৌদ্দমাস ছিনু এই মহাত্মার সনে,
দেখিনাই দিবা-নিদ্রা কভুও নয়নে।
"অপরাহ্নে গ্রন্থ ব্যাখ্যা করি মহাজন,
করিতেন আগন্তুকে জ্ঞান বিতরণ।
সায়ংকৃত্য সমাপিয়া আনন্দ কীর্ত্তনে,
কভুও বা নানারূপ তত্ত্ব আলোচনে,
সার্দ্ধযাম রাত্রি গুরু করি অবসান,
করিতেন নিবেদিত দ্রব্যে জলপান।
নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে হ'ত তাঁহার শয়ন,
—করিতেন কার্য্য সদা যন্ত্রের মতন।
"গ্রাম্যালাপ তাঁর মুখে কভু শুনি নাই।
প্রশ্ন করি অনুত্তরে কভু আসি নাই।
পরিহাস, উচ্চবাক্য, হীনসম্ভাষণ,
ভ্রমেও না উচ্চারিত তাঁহার বদন;
"কাশীধামে ছিনু যবে, এক স্বরূপসী,
—ত্রিশবর্ষ বয়সিনী—গুরুস্থানে আসি,
নিবেদিল "ব্রাহ্মণের কন্যা আমি হই,
এ প্রার্থনা, তোমার আশ্রমে প্রভো রই।
সামান্যা দাসীর মত আশ্রমে রহিব,
দাসীর কর্ত্তব্য যত সন্তোষে করিব।
সতী আমি, স্বভাবে সন্দেহ যদি হয়,
বিনা বাক্যে দূর হব কহিনু নিশ্চয়।

তুমিত সাক্ষাৎ শিব, তোমার সেবায়,
জীবন কৃতার্থ হবে, রাখ মোরে পায়।"
　　স্নেহভরে গুরু তারে করেন উত্তর,
"হেন মোহে মত্ত কেন তোমার অন্তর ?
কাশীধামে একমাত্র বিশ্বনাথ শিব,
তাঁহার দাসানুদাস মোরা ক্ষুদ্র জীব।
বিশ্বনাথে ছাড়ি, মোর সেবা তরে মন,
অমৃত হেলিয়া, বিষে পিপাসা যেমন।
সতী ভগবতী তুমি সন্দেহ কি তায়,
সতীর সম্মান বর্ত্তে সর্ব্বত্র ধরায়।
কিন্তু মোর সঙ্গে আজ রাখিলে তোমায়,
তোমার সম্মান রক্ষা হবে মহাদায়।
কাল সর্ব্বজনে মিলি করিবে ঘোষণা,
"করিয়াছে বাবাজী মাতাজী একজনা।"
তোমার সতীত্বে বৃথা কলঙ্ক পড়িবে,
সাধুর মণ্ডলে মোর মুখ না থাকিবে।
তাই বলি কাশীধামে আসিয়াছ যদি,
বিশ্বনাথে পূজা-ধ্যান কর নিরবধি।
সন্ন্যাসীর সেবাদাসী কভু না হইও।
আপন তপস্যা নিয়া সম্মানে থাকিও।"
　　শুনিয়া সে ভক্তিমতী প্রণাম করিয়া,
নতশিরে চলি গেল শুদ্ধজ্ঞান নিয়া।
　　বহুমূল্য বস্ত্র কেহ করিলে অর্পণ,
না পরিয়া করিতেন অন্যে বিতরণ।
উল্লসিত সদাকাল দরিদ্র সেবায়,
বলিতেন, "দরিদ্র দেবতা এ ধরায়।"

জগদ্ধাত্রী গুণকথা শ্রবণ কীর্ত্তন,
ভিন্ন তাঁর মুখে নাহি ছিল আলোচন।
পরচর্চ্চা তাঁহার সম্মুখে ক্ষণতরে,
যত বড় যে আসুক, কাঁর সাধ্য করে।
সর্ব্বদা গম্ভীর মহাসিন্ধুর সমান,
যে আসিত বিনয়ে করিত অবস্থান।
না পাইত বৃথা বাক্য বলার সুযোগ,
আরোগ্য হইত ধৃষ্ট বাচালের রোগ।
সংযমের মূর্ত্তি সাধু, নিয়মে নিয়ত,
সর্ব্বকার্য্যে তাঁহার সময় নির্দ্দেশিত।"
জিজ্ঞাসিল রত্নগিরি, "শুন মহোদয়!
আসে যদি সাধু-বেশে দুর্জ্জন যে হয়,
সাধুসেবা হয় কিনা তাহাকে পূজিলে?"
উত্তরে সন্তান, "ভদ্র, যদি জিজ্ঞাসিলে,
আমার বিশ্বাস যাহা বলিব তাহাই,
অন্যের বিরুদ্ধ হ'লে তাহে ক্ষমা চাই।
কেবল পোষাকী-সাধু সংসারে যাহারা,
সাধনার রাজ্যে মহাবিঘ্নকারী তারা।
কুচরিত্র দুর্জ্জনকে ভাবি ভাগবত,
সেবা করি কত লোকে বিড়ম্বিত কত।
ভণ্ডসঙ্গ ধরি, সাধুসঙ্গ যারা চায়,
প্রস্তর নিঙড়ে তারা জলের আশায়।
বৈষ্ণবের পরিচ্ছদ পরিলেই তারে,
ধ্রুব কি প্রহ্লাদ বলি নারি গণিবারে।
স্বভাবে, আচারে, আর তত্ত্ব আলোচনে,
বৈষ্ণব কি ভণ্ড তাহা চিনে সাধুজনে।

কনক-বরণ কাচে কনক ভাবিয়া,
যত্ন করি কেহ যদি রাখে উঠাইয়া,
কালে তাহা নাহি দিবে কনকের মূল্য,
পোষাকী-বৈষ্ণব স্বর্ণবর্ণ কাচতুল্য।
সুবর্ণ বলয় আর অনন্ত আনিয়া,
গর্দ্দভের হস্ত পদে দেও পরাইয়া ;
বহুমূল্য হীরক-খচিত রত্নহার,
আনিয়া পরাও তার গলে শত ধার।
সম্রাটের মুকুট পরাও তার শিরে,
লেজে প্রতি রোমে বান্ধ মণি-মুক্তা-হীরে।
কাঞ্চন খচিত পট্টবস্ত্রে নিরমিয়া,
রাজবেশে ঢাক তার গর্দ্দভের-হিয়া,
রাজছত্র ধর তার মস্তক উপরে,
তবু তার গর্দ্দভত্ব নাহি যায় দূরে!
তাহার সেবায় রাজ-সেবা যে প্রকার,
সে প্রকার ভণ্ড-পূজা বিশ্বাস আমার।
দুরাচার ভণ্ডে সাধুবেশ পরিধিলে,
তাহার সেবায় নাহি সাধুসেবা মিলে।
তত্ত্বদর্শী ভক্তিমান মহাত্মার ঠাঁই,
মাত্র পরিচ্ছদে কভু সম্মান না পাই।
গুণ যদি থাকে বেশ ভূষায় কি করে,
উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বিদ্যাসাগর ঈশ্বরে॥

* বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিচ্ছদের কোনরূপ পারিপাট্য ছিল না। সামান্য ছয় আনার চটী ও মোটা বোম্বাই চাদর তাঁহার পরিচ্ছদ ছিল। তিনি স্বীয় গুণে সমগ্র ভারতের অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ আদর্শ পুরুষ। পরিচ্ছদের গর্ব্ব যে কিছুই না বিদ্যাসাগর মহাশয়ই তাহার সাক্ষী।

গুণেরই সম্মান, পরিচ্ছদের সম্মান নাই।

"সুন্দরী কুলটা পরি বসন ভূষণ,
সুগন্ধী লেপিয়া সর্ব্বগায়,
জনপূর্ণ রাজপথে করে বিচরণ,
ভাবে যদি কেহ ফিরে চায়।
কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এত সাজসজ্জা তবু
সজ্জনে ঘৃণায় পরিহরে।
অশ্লীল উচ্চারে, ঠারে কুচ্চরিত্র নরে,
পশু ভিন্ন পরশে না করে।
অন্যদিকে সতীলক্ষ্মী গৃহমধ্যে রহে,
অঙ্গে তার নাহি অলঙ্কার,
লোকপূজ্য সাধু তাকে উদ্দেশে প্রণমে,
সম্মানের সীমা নাহি তার।
অতএব নর নারী যে হও সে হও,
রাখ যদি স্বভাব সুন্দর,
বহিতে ভূষণ ভার নাহি প্রয়োজন,
স্বভাবই জগত মনোহর।"
বলেন মাধবদাস, "ইহা সত্যকথা,
পণ্ডিতের পরিচ্ছদ নিয়া,
অন্তঃসারশূন্য নর মান্য হয় কোথা ?
ঘৃণ্য হয় সভামধ্যে গিয়া।"
কহিল সন্তান, "শক্তি-গুণেরই অর্চ্চনা
পরিচ্ছদে কিবা আসে যায়,

অভিনয়ে পরিচ্ছদ পরিয়া সম্রাট,
　　থালাহস্তে পুরস্কার চায়।
যেথানে বিরাজে শক্তি সেখানে সম্মান,
　　শক্তিহীনে গ্রাহ্য কেবা করে,
শক্তিহীন সম্রাট ভিখারী যদি হয়,
　　কেহ ভিক্ষা না দেয় আদরে।
হীনপ্রাণ সিংহাপেক্ষা জীবিত কুকুর,
　　বহুরূপে ভয়ের কারণ ;
আলানে আবদ্ধ হস্তী করি দরশন.
　　ভীত নহে পথিকের মন।
বিষদন্তহীন সর্পে কৃচ্ছলিকা সম,
　　বাজীকরে করে ব্যবহার,
দন্তহীন জীর্ণ ব্যাঘ্র সারমেয় স্বরে,
　　বনত্যাগ করে বারবার।
সামর্থ্যবিহীন হলে কে করে সম্মান,
　　পুরাতন গর্ব্বে নাহি ফল ;
সুবিশাল নদীগর্ভে করে মলত্যাগ,
　　ভুলুয়ারে শুকাইলে জল।”
জিজ্ঞাসিল রত্নগিরি, “শুনহে সন্তান,
　　কোলাহলপূর্ণ এ সংসারে,
স্থিরশান্তি আছে কোন্‌স্থানে বিদ্যমান,
　　গুরুদুঃখ কোথা বা ঝঙ্কারে ?
উত্তরে সন্তান, “ভদ্র, ভক্তসঙ্গ ভিন্ন,
　　স্থিরশান্তি কোনস্থানে নাই,
ভক্তসঙ্গ ঘটে যদি ক্ষণকাল তরে,
　　আনন্দের অবধি না পাই।

সাধুসঙ্গ, সদালাপ, সাধুসেবা আর,
এ সংসারে শান্তির আলয়,
মর্ম্ম অবগত যে হয়েছে একবার,
পরানন্দে আছে সে নিশ্চয়।
পুনঃ শুন, নিত্য দুঃখ অশান্তি আগার
এ সংসারে আছে যে সকল,
তত্ত্বহীন নরে যথা ঘুরে অবিরাম,
আর অশ্রু ঝরে অবিরল॥
কু-পুকুরে স্নান করি অঙ্গে জ্বর আসে,
পুন ফিরে তাহাতে ডুবায়।
ওলে গলা ধরিয়া ফুলিয়া হয় ঢোল,
তবু ফিরে ফিরে ওল খায়॥
মূর্খ আর কলঙ্কের-শঙ্কাহীন সনে,
বাস করি কোন শান্তি নাই,
দুর্জ্জন প্রভুর সেবা যে ভৃত্য করিবে,
বিষবৃক্ষ তলে তার ঠাঁই।
পরবাক্য শুনি যার অস্থির হৃদয়,
তার প্রেমে অশান্তি বিষম,
আজ স্বর্গে তুলে কাল নরকে ডুবায়,
ইহা তার প্রেমের নিয়ম।
ক্রোধবতী ভার্য্যাপাশে শান্তিবারি চায়,
জানেনা সে মরু-পরিচয়;
জামাতাকে পুত্রজ্ঞানে সর্ব্বস্ব অর্পয়
সেই মূর্খ নির্ব্বোধ নিশ্চয়।
দারা-পুত্র-পরিজন অবাধ্য যাহার,
কারাগার তাহার সংসার;

অসত্যবাদিনী-পত্নী অশান্তি আগার,
—বিনা মেঘে বজ্র শিরে তার।
অর্থ হেতু গুরুগিরি ব্যবসা যাহার,
সত্য তার উপদেশে নাই,
গুরুত্ব হারায় শিষ্য তার সঙ্গ ধরি,
কলঙ্কের ছত্র তার ঠাঁই।
পরনারী সঙ্গী যারা সাধনার নামে,
নিলাজ কে তাদের মতন,
তাহাদের সঙ্গ নিলে সম্মান থাকে না,
অপঘাতে সংঘটে মরণ।
মূর্খের সহিত যদি বন্ধুত্ব করিবে,
হবে তাহা ধ্বংসের কারণ,
বানরের সঙ্গে রাজা বন্ধুত্ব করিয়া;
করিয়াছে দৃষ্টান্ত স্থাপন।
সুধান মাধবদাস, "কি সে বিবরণ ?"
উত্তরে সন্তান, "যাহা জানে সাধুজন।
বানরের সঙ্গে ছিল রাজার বন্ধুত্ব,
রামে আর সুগ্রীবে যেমন একাত্মত্ব।
করিতে ভ্রমণ কিংবা ভোজন শয়ন,
একসঙ্গে রহিত দুজনে সর্ব্বক্ষণ।
বানর প্রেমান্ধ এত কি বলিব আর,
প্রাণ দিয়া পরিচর্য্যা করিত রাজার।
রাজা আর বানরে বন্ধুত্ব যে শুনিত,
সেইজন প্রথমতঃ হাসিয়া মরিত।
পরে যবে স্বচক্ষে করিত দরশন,
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে মুদিত নয়ন।

একদিন সেই রাজা ভোজন করিয়া
শয়ন করিল স্বীয় পালঙ্কে উঠিয়া।
ব্যজন করিতে পার্শ্বে মর্কট বসিল,
বন্ধুর সেবায় রাজা নিদ্রিত হইল।
কিছুক্ষণ পরে এক মক্ষিকা আসিয়া,
পড়িল রাজার বুকে ; বানর দেখিয়া,
পাখার বাতাসে তাকে উড়াইয়া দিল,
আবার মক্ষিকা পুনঃ আসিয়া বসিল।
যতবার উড়ায় সে বসে ততবার,
বানর রুষিল তাকে করিতে সংহার।
বাতায়নে ছিল খড়্গ ধরিল তু'করে,
অপেক্ষা করিল ক্ষণ মক্ষিকার তরে।
যেমন পড়িল পুনঃ বুকের উপরে,
বানর হানিল খড়্গ সরোষে সজোরে।
মক্ষিকা উড়িয়া গেল খড়্গের আঘাতে,
দুভাগে বিভক্ত রাজা বানরের হাতে।
দুর্ভাগা নৃপতি মুর্খে বন্ধুত্ব করিয়া,
যেভাবে মরিল তাহা বুঝ বিচারিয়া।
মুর্খ সনে বন্ধুত্ব কখনো শ্রেয়ঃ নয়,
মুর্খের আদরে প্রায় সর্ব্বনাশ হয়।
বন্ধুসেবাগত প্রাণ মর্কটের মনে,
রাজার মঙ্গল চেষ্টা ছিল সর্ব্বক্ষণে।
মঙ্গল করিতে তাকে করিল বিনাশ,
অতএব পরিহর মুর্খ সহবাস।
কভু গ্রহণীয় নহে ছলের আদর,
আদরি লুণ্ঠন করে ছল স্বার্থপর।

মুখে মিষ্ট বচন বলিয়া বন্ধু হয়,
স্বার্থাশা হইলে নষ্ট আর বন্ধু নয়।
জ্ঞানহীন মূর্খ নিত্য বিপদ জনক,
স্বার্থপর ছল ধনপ্রাণ হন্তারক।
অশান্তি আলয় সংসারে এসকল,
শান্তির সহায় সাধুসঙ্গই কেবল।
পুনঃ শুন দুর্বিবনীত ধৃষ্ট হয় যারা,
অশান্তি যাঁচিয়া আসি ঘটায় তাহারা।
প্রবীণে তাহার নাহি করে প্রতিবাদ,
সাধারণে রটায় তাহার অপবাদ।
ক্রোধান্ধের হস্তে শেষে পড়ে সে যখন,
অপঘাতে আর্ত্তনাদে হারায় জীবন।"
জিজ্ঞাসেন শ্যামানন্দ, "শুন মহাজন,
ইতরে যখন গর্ব্বে করে আস্ফালন,
কি ব্যভার প্রবীণের কর্ত্তব্য তখন ?
—ধৃষ্টের উৎপাত প্রায় ঘটে সর্ব্বক্ষণ !"
উত্তরে সন্তান, "হিংস্র পশুর সমান,
ছাড়িয়া ধৃষ্টের সঙ্গ প্রবীণেরা যান।
সম্মুখে আসিয়া দর্প করিলে ইতরে,
প্রবীণে বিদায় দেন মৃদু মধুস্বরে।
আপন স্বভাবে দুঃখ পায় সে ইতর,
কি হেতু নিমিত্ত বল হবে শ্রেষ্ঠ নর।
শূকর-সিংহের-বার্ত্তা তাহার প্রমাণ।"
জিজ্ঞাসেন পূর্ণানন্দ, "কি সে উপাখ্যান ?"
উত্তরে সন্তান, "ঐ পর্ব্বতের কোলে,
সিংহ এক পর্ব্বত প্রমাণ ;

সর্ব্ববন জয় করি হইয়া সম্রাট,
পাতিল আপন বাসস্থান।
অন্য দিকে এক বন্যবরাহ প্রধান,
জয় করি শূকরের পাল,
আর জয় করি এক খট্টাস প্রাচীন,
আপনাকে মানিল ভূপাল।
শূকর আসিয়া শেষে সিংহের নিকটে,
যুদ্ধতরে করি আস্ফালন,
উচ্চরবে কহে তার বীরত্ব মহিমা,
পশুরাজ দেখি অঘটন,
মৃদুহাসে মধুভাষে বসিতে বলিল,
ধন্য ধন্য বলি বহুবার,
জিজ্ঞাসিল বরাহের দিগ্বিজয় বার্ত্তা ;
তার প্রতি কিবা আজ্ঞা তার।
বরাহ উত্তরে তবে গদ গদ স্বরে,
"যূথপতি শার্দ্দুল, ভল্লুক,
গণ্ডার বৃহদাকার, উন্মত্ত মহিষ,
আর বন্য মানুষ, উল্লুক ;
সর্ব্বে করিয়াছি জয় সম্মুখ সংগ্রামে,
মাত্র তুমি একা অবশিষ্ট,
ইচ্ছাহয় দেহ রণ, নহে জয়পত্র,
চাহ যদি আপনার ইষ্ট।"
শুনিয়া সে পশুরাজ, "বটে বটে" বলি,
সসম্ভ্রমে উঠিল ত্বরায় ;
জয়পত্র লিখি তার গলায় বান্ধিয়া,
নমস্কারি করিল বিদায়।

বরাহ বাহিরে আসি ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস,
উর্দ্ধ পুচ্ছে দল মধ্যে যায়,
মৃগেন্দ্র-বিজয়-বার্ত্তা মহাগর্ব্বে কহে,
যে শুনে সে হাসিয়া উড়ায়।
সিংহ আর বরাহের বলে যা প্রভেদ,
এ সংসারে কেনা তাহা জানে ?
যত গর্ব্ব করে ক্ষুদ্র মহতের নামে,
দেখ তাহা ক্ষুদ্রেও না মানে।
দুর্ভাগা ইতর যবে করি আস্ফালন,
দর্প করে প্রবীণের ঠাঁই,
প্রবীণ প্রবলে সহ্য করে তা নীরবে,
যেন তার কোন শক্তি নাই।
ইতরের সঙ্গে যদি সমানে সমান
উত্তর করয়ে বলবান,
ইতরের আস্ফালন তাহে বৃদ্ধি পায়
বলবানে হারায় সম্মান।
দৈবে একদিন বৃথা গর্ব্বী সে বরাহ,
দেখি এক বাঘিনী শাবকে,
যুদ্ধ দেহ বলি তাকে করে তিরস্কার,
ক্ষুদ্র পুচ্ছ নাচায় পুলকে।
শায়িতা বাঘিনী শির তুলিয়া তখন,
একবার নয়ন মেলিল,
কোথা যাবে শাবকের আহারান্বেষণে,
তখন সে, সে চিন্তায় ছিল।
বরাহে নিরখি মনে মানিল বিস্ময়,
দৈবের কি এত অনুগ্রহ !

কৃতজ্ঞ প্রকাশি দৈবে, এক লম্ফ মারি,
কালগ্রাসে ধরিল বরাহ।
আর্ত্তনাদে বরাহ ভরিল বনভাগ,
দুর্গতি দেখিয়া সবে হাসে;
দিগ্বিজয় বার্ত্তা শুনি দ্বারা পুত্র যারা,
গৃহ ছাড়ি পলায় তরাসে।
ধৃষ্ট-দুষ্ট বরাহের দুর্গতি ভাবিলে,
মনে সদা জাগে উপদেশ ;
সিংহে উপেখিলেও বাঘিনী যবে ধরে,
ধৃষ্টকে সবংশে করে শেষ।
সময় অপেক্ষা কর দুর্ভাগা ইতর,
আপনি সহিবে দণ্ড তার ;
তুচ্ছসনে উচ্চজনে সমান ভাষিলে,
উচ্চেরই সম্মান থাকা ভার।
ঘন যবে গর্জ্জে ঘন, মৃগেন্দ্র তখন,
প্রত্যুত্তর করে সগর্জ্জনে,
শৃগালের রবে কিন্তু নীরব সে রহে,
রহে স্বীয় চক্ষু নিমিলনে।
মূর্খের গর্জ্জনে তথা পণ্ডিত সুজন,
নীরবে রহিলে থাকে মান,
ভেক যবে কোলাহলে, দেখরে ভুলুয়া,
কোকিলায় নাহি ছাড়ে তান ॥

শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী

চতুর্থ দিন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং
বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বং।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি
বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ॥ ১।

জয় জয় কালীকুলকুণ্ডলিনী তারা,
ধ্রুবতারা তাহাদের যারা পথহারা।
শান্তির শীতল ছায়া সন্তাপিত ঠাঁই,
সহায় সুহৃদ তার, যার কেহ নাই।

১। মহিষাসুর বধের পর দেবতাবৃন্দ একত্র হইয়া ভক্তিভরে শ্রীশ্রীজগজ্জননীর স্তুতি করিয়া বলিতেছেন—তুমি এই বিরাট বিশ্বের বিশ্বেশ্বরী; তুমি বিশ্বের পালনকারিণী, তুমি বিশ্বের আত্মারূপিনী এবং তুমিই বিশ্বধারিণী জগদ্ধাত্রী। তুমিই বিশ্বের আশ্রয় এবং বিশ্বেশ্বরেরও আরাধনীয়া। যাহারা তোমার শ্রীচরণ কমলে ভক্তিভরে অবনত শির, তাহাদের সুখ সৌভাগ্যের অবধি কোথায়?

নিঃস্বের ঐশ্বর্য্য তুমি, এ বিশ্ব ব্যাপিয়া,
বিশ্বেশ্বরী বিশ্বপ্রাণ, বিশ্ব-বরণীয়া।
আশ্বাসদায়িনী নিত্য বিপন্ন জনের,
দীন-দৈন্য-বিনাশিনী সঙ্গী সজ্জনের।
শ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণ, শ্রীপ্রসাদ
আর শ্রীকমলাকান্ত তোমার প্রসাদ,
লাভ করি নিত্যানন্দ লাভে ভাগ্যবান,
জগতে কে শান্তিদাত্রী তোমার সমান।
শক্তি তুমি, ভক্ত-কীর্ত্তি-বিস্তার-কারিণী;
সর্ব্ববিদ্যা, সর্ব্বানন্দ-বাঞ্ছা প্রদায়িনী।
সর্ব্বলোক-রক্ষয়িত্রী; স্নেহে সর্ব্বে সমা,
সর্ব্বেশ্বর সদানন্দ শিব মনোরমা।
বর্ষিতে করুণা তুমি ভাদর বরষা,
ভুলুয়ার বল বুদ্ধি আশা বা ভরসা।
বলিলেন নিত্যানন্দ, "শুন বিচক্ষণ!
শুনিবারে ইচ্ছা করি ভক্তির লক্ষণ।
চতুর্ব্বিধা ভক্তি তুমি পূর্ব্বে বলিয়াছ,
সুনির্গুণ যোগ ভক্তে—উচ্চে রাখিয়াছ।
সেই চতুর্ব্বিধা ভক্তি কি কি নাম ধরে,
কোন্ ভক্তিমান্ কি প্রকার কর্ম্ম করে?"
উত্তরে সন্তান ধীরে, "শুন মহোদয়!
গুণত্রয় বশীভূত জীব কর্ম্মময়।
তিলার্দ্ধ নিষ্কর্ম্মা হয়ে এ তিন সংসারে,
কখনও কোন ব্যক্তি রহিতে না পারে।
যে গুণে যে অন্বিত, সে সেইরূপ চলে,
যেমন সে চলে সেইরূপ কথা বলে।

জগদ্ধাত্রী জগত-জননী যদি ভজে,
যে গুণ প্রধান যার সেই ভাবে মজে।
　　বুদ্ বুদ্ উঠয়ে যথা দুগ্ধে, তৈলে, জলে,
ত্রিগুণে ত্রিবিধা ভক্তি সেরূপে উথলে।
বুদ্ বুদ্ হলেও সব আকারে প্রকারে,
পার্থক্য যথেষ্ট আছে গুণের বিচারে।
এরূপে ত্রিবিধা ভক্তি গুণত্রয়ে হয়,
সবাই ভক্ত তবুও পার্থক্য সবে রয়।
　　তামসিকী, রাজসিকী, সাত্বিকী যাহারা,
তামসিকী হতে হয় ক্রমে উচ্চতরা।
সুনির্গুণ যোগভক্তি হয় সর্ব্বোত্তমা,
কল্পনায় দিতে নারি যাহার উপমা।
এক এক করি কহি সবার লক্ষণ,
প্রথমতঃ তামসিকী ভক্তির গণন।
　　বৈরাগ্য অন্তরে নাই আসক্তি প্রবল,
আত্মসুখভোগ তরে সর্ব্বদা চঞ্চল।
বাসনার প্রতিকূলে দাঁড়ায় যে জন,
মহাশত্রু সম তাকে করে দরশন।
পরস্ব লুণ্ঠনে আত্মসম্পদ বাড়ায়,
শত্রু ভয়ে রহে সদা কম্পিত হিয়ায়।
বিবেকবিহীন, নিত্য অবসন্ন মন,
অবধানশূন্য, অল্পে ক্ষুণ্ণ অনুক্ষণ।
দীর্ঘসূত্রী, মায়ান্ধ, কাতর পরিশ্রমে,
সুকথা বলিলে তর্ক আরম্ভে প্রথমে।
কামাতুর, ক্রোধাতুর, লোভাতুর আর,
অকর্ম্মা অথচ মনে অতি অহঙ্কার।

প্রতারক, মিথ্যাবাদী, কৃতঘ্ন, পামর,
কর্ত্তব্যে বিমুখ, বৃথা কর্ম্মে অগ্রসর।
পরশ্রীকাতর হেন তামসিক নরে,
দুরাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হেতু একাগ্র অন্তরে,
জগদ্ধাত্রী পূজা করে উন্মত্ত সমান,
তাহার যে ভক্তি তার তামসিকী নাম।

মন্ত্রবলে কৌশলে করিতে তুষ্টি মার,
অনুষ্ঠান করে যত উদ্ভট আচার।
অলস, অকর্ম্মা তবু দৈবশক্তি তরে,
মহাভয়ঙ্কর কর্ম্মে পরবেশ করে।
জগদ্ধাত্রী পূজা করে নৃশংস সমান,
গুরুও তেমন মিলে চণ্ডাল প্রধান;
দোঁহে মিলি করে কর্ম্ম প্রাণী হত্যাময়,
কভু রক্ত দেয় চিরি আপন হৃদয়;
হেন ভক্তিযোগ হয় সবার নিকৃষ্ট,
তবুও নাস্তিকাপেক্ষা হেন ভক্ত শ্রেষ্ঠ।

জিজ্ঞাসেন পূর্ণানন্দ, "এ ভক্তি সাধনে,
কি কল্যাণ লাভ করে সাধক সজ্জনে?"
নিবেদে সন্তান, "দেব! মোহাবিষ্ট নরে,
ক্রমে উচ্চে তুলে ইথে বহি স্তরে স্তরে।
কারণ ইথেও আছে বুদ্ধি মনার্পণ,
স্পর্শমণি স্পর্শ করি শুদ্ধ হয় মন।
আছে শাস্ত্রে তামসিকী অর্চ্চনা বিধান;
যাহা অবলম্বি ক্রমে হয় ভক্তিমান।
গুণ অনুসারে কর্ম্ম জীবের প্রকৃতি,
বিধি না থাকিলে তার কিসে হত গতি?

তমে পরিপূর্ণ হয় প্রকৃতি যাহার,
তামসিক কর্ম্মে রতি স্বভাবে তাহার।
তাঁর ইচ্ছামত কর্ম্মে তাহাকে উদ্ধারে,
—ধন্য আর্য্যশাস্ত্রের কৌশলে সুবিচারে।

প্রথমতঃ দুর্ব্বাসনা পূরণের তরে,
মা বলিয়া ডাকে ভক্ত একাগ্র অন্তরে।
যত ডাকে, আছে নামে এমনই প্রভাব,
ধীরে ধীরে দূরে যায় নিষ্ঠুর স্বভাব।
ধীরে ধীরে জন্মে সাধুসঙ্গের পিপাসা,
সাধুসঙ্গ সুর্ব্বরূপ কুপ্রবৃত্তি নাশা।
দেখিয়া শুনিয়া যত সাধুর চরিত,
লজ্জা পায় ফিরে কর্ম্ম করিতে গর্হিত।
সাধুসঙ্গে সদালাপে আনন্দ উথলে,
মা-নাম প্রভাবে যায় দুর্ব্বাসনা ভুলে।
দুষ্কামী নিষ্কামী হয় ছাড়ে অহঙ্কার,
সাধুসঙ্গ সদালাপে মহিমা অপার।

নাহি তত্ত্ব আলোচনা, নাহি সাধুসঙ্গ,
কেবল অন্তরেতে সংস্কারের তরঙ্গ।
প্রচলিত প্রথার কেবল পক্ষপাতী,
সমস্ত জীবনে মাত্র গোঁড়ামী বেশাতি।
অসম্ভব ক্রমোন্নতি এমন জনের,
—উন্নতি নির্ভরে সঙ্গে সুজ্জনগণের।

মূর্খই প্রথমে থাকে, করি অধ্যয়ন,
ক্রমে ক্রমে হয় নর পণ্ডিত সুজন।
সেইরূপ প্রথমতঃ জড় থাকে নর,
জগদ্ধাত্রী অর্চ্চনায় হয় উচ্চতর।

তথা তামসিকে পশি সাধনার দেশে
ক্রমে ত্যাগ করি যায় মিথ্যা, হিংসা, দ্বেষে

তারপরে রাজসিকী ভক্তির লক্ষণ,
তামসিকী সঙ্গে যার ঐক্য বিলক্ষণ।
অত্যন্ত বিষয়াসক্তে যাহা কিছু করে,
ব্যস্ত হয়ে হস্ত পাতে ফলাকাঙ্ক্ষা তরে।
অতিশয় লুব্ধচিত্ত, রূপ, জয়, যশ,
ধন-ধান্য প্রভৃতির চিন্তায় অবশ।
হর্ষ-শোক-যুক্ত আর হিংসাপরায়ণ,
স্বার্থতরে পরার্থ নাশিতে হৃষ্টমন।

অনির্ম্মল, অপবিত্র, অশুদ্ধ অন্তর,
অহঙ্কারে মত্ত হেন রাজসিক নর ;
রূপ, জয়, যশ, ধন লাভের আশায়,
একাগ্র অন্তরে ডাকে জগদ্ধাত্রী মায়।
লোভ-মত্ত মনপ্রাণ একত্র করিয়া,
ডাকে মাকে অসম্ভব উৎসব ছাঁদিয়া।
প্রয়োজন হলে সে প্রার্থনে শত্রুনাশ,
না হইলে স্বর্গ ধন সম্পত্তিতে আশ।
মনোরমা ভার্য্যা চাহে সম্ভোগের তরে,
কত যে সৌভাগ্য চাহে ভাষায় না ধরে।
নিজপ্রিয় পশুমাংস করে বলিদান,
জীবে দয়া প্রশ্নে তার নাহি কোন জ্ঞান।
অগণ্য সংকল্প করি ভাবে মনে মনে,
বাঁচিবে অনন্তকাল এ মর্ত্ত্য-ভুবনে।
এরূপ নরের ভক্তি রাজসিকী হয়,
তামসিকী সঙ্গে অতি অল্প ভেদ রয়।

একাগ্র অন্তরে সেই ভজে মহাশক্তি,
কভু মর্ত্ত্য, কভু স্বর্গ-সুখে আনুরক্তি।
ভোগের নিমিত্ত তার যোগ অনুষ্ঠিত,
ভোগ না পাইলে যোগ হয় বিচলিত।
অতঃপর শুদ্ধাভক্তি সাত্ত্বিকী লক্ষণ,
সাত্ত্বিকী ভক্তির অধিকারী সেইজন।
কোন ফলাকাঙ্ক্ষা নাই তার অর্চ্চনায়,
ইন্দ্রিয় ভোগের সুখ সেজন না চায়।
নাহি জয়, যশ, শত্রুনিধন কামনা,
নাহি চাহে সৌভাগ্য বা ভার্য্যা মনোরমা ;
তুচ্ছ করে ইহসুখ আর স্বর্গবাস,
তার ইচ্ছা মাত্র হয় মার সেবাদাস।
তারিণী-করুণা তার প্রার্থনা কেবল,
প্রার্থনা কেবল কালী-চরণ-কমল।
জগদ্ধাত্রী কালী-পাদপদ্ম আরাধন,
করিতে পারিলে গণে সার্থক জীবন।
কালীভক্ত সেবা করা তার মুখ্য কর্ম্ম,
পরসেবা ব্রত তার পরাৎপর ধর্ম্ম।
জগদ্ধাত্রী মহিমা কীর্ত্তন সদা করে,
শ্রবণে কীর্ত্তনে ভাসে আনন্দ সাগরে।
জীবে দয়া ধর্ম্ম তার হীন পশু ঘাতে,
সর্ব্বদা সে প্রতিবাদী জননী-সাক্ষাতে।
সর্ব্বজীব জননীর তুল্য প্রিয় ভবে,
তাই তার ভ্রাতৃভাব সদা সর্ব্বজীবে।
সম্পর্কে যে হয় ভ্রাতা জননী সন্তান,
কাটিতে তাহার শির কান্দে তার প্রাণ।

মৎস্য, মাংস সে না পারে করিতে ভোজন,
—এই সভামধ্যে তার আছে বহুজন।
জীবের কল্যাণ সাধা সাত্ত্বিকের ধর্ম্ম.
জীবহত্যা মনে করে ভয়ঙ্কর কর্ম্ম।
নির্ব্বিষয়ী সে মহাত্মা দারিদ্র্য না ডরে,
ধরাকে সে অভিনয়-মঞ্চ মনে করে।
কেহ পত্নী, কেহ পুত্র, কেহ কন্যা হয়,
ভব-রঙ্গমঞ্চে করে নিত্য অভিনয়।
কেহ জন্মে, কেহ মরে, কেহ ভোগে রোগ,
কেহ কুচরিত্র, কেহ অনুষ্ঠানে যোগ।
কেহ দস্যু হয়, করে পরস্ব লুণ্ঠন,
কেহ সাধু হয়, করে বিপন্নে মোচন।
কেহ দাতা হয়, হয় কেহ বা কৃপণ,
কেহ মূর্খ হয়, কেহ পণ্ডিত সুজন।
সকলেই অনুরূপ করে অভিনয়,
ভবরঙ্গ দর্শনে সে চঞ্চল না হয়।
জগতের নশ্বরত্ব অনুভব করি,
রহে সে সংসার-সুখ যত্নে পরিহরি।
আব্রাহ্মণ চণ্ডালে সে ভেদ বুদ্ধিহীন,
না রহে সে সামাজিক বন্ধনে অধীন।
যে ভক্ত, যে শুদ্ধবুদ্ধি, সে তার আপন,
তার সঙ্গ লভি হয় আনন্দে মগন।
কালীনাম মহামন্ত্র বদনে যাহার,
সে তার সর্ব্বস্ব; তার পাত্র অর্চ্চনার।
সত্য-পক্ষপাতী সেই, সত্যে সদা শুদ্ধ,
না মানে সে সংস্কার সত্যের বিরুদ্ধ।

ভক্তিমান সর্ব্বদা সে সত্যনারায়ণে,
সত্য ভিন্ন সাত্ত্বিক কে কোথায় ভুবনে ?
যে সকল লোকাচারমূলে সত্য নাই,
অগ্রাহ্য সে সমস্তই কালীভক্ত ঠাঁই।

"হয় যদি দারা, পুত্র, পরিজন ক্রুদ্ধ,
বিপক্ষে দাঁড়ায় যদি ত্রিজগত শুদ্ধ,
তবুও সে সত্যনারায়ণে নাহি ভুলে,
যথা যায়, যাহা করে ভুল নাহি মূলে।
সাত্ত্বিক যে ভক্ত তার সর্ব্বত্র সম্মান,
সাত্ত্বিক সর্ব্বত্র পূজ্য দেবতা সমান।

"সুনির্গুণ যোগভক্ত হয় সর্ব্বোপরে,
কোন কিছু সেজন প্রার্থনা নাহি করে।
বিভোর সর্ব্বদা কালী ভাবামৃত পানে,
পৃথিবীর শব্দ নাহি পশে তার কাণে।
যে যা বলে, যে যা করে সর্ব্বত্র সমান,
দৃষ্টি করে ব্রহ্মময়ী-লীলা সে মহান্।

"নিরখিয়া ভয়ঙ্কর শার্দ্দূলের মূর্ত্তি,
আনন্দে তাহার চিত্তে মাতৃভাব স্ফূর্ত্তি।
শত্রুমিত্র নাহি তার, নাহি পাপপুণ্য,
গোলক-নরক-মর্ত্ত্য ভেদবুদ্ধি শূন্য।
মা ভিন্ন ভুবনে কিছু সে জন দেখেনা,
মাতৃভাব ভিন্ন কিছু অন্তরে বুঝেনা।

"যত শব্দ উঠিতেছে প্রকৃতি হইতে,
উৎপাদিছে বহুজ্ঞান আমাদের চিতে।
কিন্তু সেই মহাত্মার অন্তরে কেবল;
জাগায় জননী-লীলা স্মরণ মঙ্গল।

"নীরব নিস্তব্ধ বিশ্ব রজনীতে হয়,
তাঁর কর্ণে মা নাম প্রবেশে সে সময়।
কখনো উন্মত্তবৎ হাসে নাচে গায়,
কভু শোকাতুর তুল্য করে হায় হায়।
অসম্মান অপমান যাহা কর তারে,
সুমঙ্গল আশীর্ব্বাদ করে সে সবারে।
"বৈষ্ণবজগতে যিনি ব্রহ্মহরিদাস,
সুনির্গুণ যোগভক্তি তাঁহাতে প্রকাশ!
যবনে প্রহার করে বাইশ বাজারে,
তাঁহার প্রার্থনা "দয়া কর তা সবারে।"
"নিত্যমুক্ত সে মহাত্মা বাসনাবিহীন,
নিয়তি তাঁহার আজ্ঞা বহে চিরদিন।
নিকেতন নাহি তাঁর, নাহি করণীয়,
অবধূত শিরোমণি বিশ্ববরণীয়।
সন্ধ্যাপূজা নাহি তাঁর, না আছে নিয়ম,
নাহি যাগ, যজ্ঞ, তীর্থসেবা পরিশ্রম
না আছে আপন কেহ, নাহি কেহ পর,
যেখানে রজনী, তাঁর সেইখানে ঘর।
আনন্দময়ীর মূর্ত্তি তাঁহার অন্তরে,
অবিরাম আনন্দের প্রবাহ সঞ্চারে।
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বাধা, বিঘ্ন পড়িলে সমক্ষে,
অন্তরীক্ষে খড়গ ধরি কালী করে রক্ষে।
নিত্যানন্দ-সাগরে সে নিত্য ভাসমান,
কি কহিব সে ভক্ত সাক্ষাৎ ভগবান।
"তাহার দৃষ্টান্ত এক রাজর্ষি ভরত,
যাহার চরিতে অলঙ্কৃত ভাগবত।

হরিদাস ঠাকুরকে বাইশ বাজারে প্রহার করিতেছে

দস্যু নিল দেবীর মন্দিরে বলি দিতে,
মরে শেষে সকলে দেবীর খড়্গাঘাতে।
"জীবন মরণ সদা তুল্য তাঁর কাছে,
তাঁহার তুলনা এই বিশ্বে কোথা আছে ?
আনন্দের মূর্ত্তি তিনি বাসনাবিহীন,
জননীদর্শন বাঞ্ছাহীন সে প্রবীন।"
বলেন মাধবদাস, "শুন মহোদয়,
এ বড় আশ্চর্য্য কথা শুনিতে বিস্ময়,
অর্চ্চিয়া না চাহে ভক্ত ইষ্টের দর্শন,
না জানি তাহার ভক্তি সাধনা কেমন!
ডুবুরী হইয়া ডুবি অগাধ সাগরে,
সে কেমন ডুবুরী যে মুক্তা পরিহরে?
গিরিশিরে আরোহি যে আকাশ দেখেনা,
আরোহণ ক্লেশ কেন সহে সে বুঝিনা।
অমর-বাঞ্ছিত-রূপে তৃষ্ণা যার নাই,
কি কঠিন প্রাণ তার বুঝিতে না পাই।
প্রার্থনা যে নাহি করে তারিণী-দর্শন,
মায়ামুক্ত কি প্রকারে হবে'সে কখন ?"
উত্তরে সন্তান, "কথা কি বলিব তার,
আশ্চর্য্য উপরে তাহা আশ্চর্য্য ব্যাপার।
বৃক্ষ ডালে ফুটে ফুল উদ্যান ভিতরে,
পার্শ্ববর্ত্তী পথে পান্থ যাতায়াত করে।
চাহেনা সে গন্ধ, তবু আসি সমীরণ,
তার নাসারন্ধ্রে করে গন্ধ বিতরণ।
সেরূপ সে ভক্ত মুক্তি, মোক্ষ নাহি চায়,
দাসীরূপে মুক্তি তার পাছে পাছে যায়।

মুক্তি দূরে জগদ্ধাত্রী সঙ্গে সঙ্গে তার,
ছায়ার মতন ফিরে শুন সমাচার।
নির্ব্বাসনা নির্ব্বিকার স্থিতধী সে জন,
যত কর্ম্ম করে তার না ঘটে বন্ধন।
দশভুজা দশভুজ উত্তোলন করি,
বেষ্টিয়া রাখেন তাকে দিবা-বিভাবরী।
ধন্য ধন্য সুনির্গুণ যোগভক্ত জন,
যাঁহার পরশে ধরা তীর্থীকৃত হন।”

রত্নগিরি উঠি কহে, “শুনিলাম যাহা,
মোদের অর্চ্চনা মধ্যে নাহি কিছু তাহা।
অবলম্বী দারা-পুত্র-সম্পত্তি-সম্বন্ধ,
জগদ্ধাত্রী পূজায় মোদের অনুবন্ধ।
কালীপূজা করি পুত্র রোগ মুক্তি তরে,
পরে বলি কালী মিথ্যা পুত্র যদি মরে।
দেশ মধ্যে আমি যে প্রধান একজন,
জানাইতে করি দুর্গাপূজা আয়োজন।
আমি ব্যস্ত থাকি অন্য আমোদে মাতিয়া,
করাই পূজার কার্য্য দাসদাসী দিয়া।
এ অর্চ্চনা কহ কোন্ ভক্তি অনুসারে?”

উত্তরে সন্তান, “সত্য কহিলে বিচারে,
সেবা-ভক্তি-শূন্য-পূজা ধনের গরবে,
চতুর্ব্বিধা ভক্তি মধ্যে তাহা নাহি রবে।
বহে যথা মাত্র কোলাহলের তরঙ্গ,
প্রতিমা সম্মুখে তাহা কার্য্য বহিরঙ্গ।
তামসিকে রাজসিকে আছে মনার্পণ,
ইথে মনার্পণ নাই, কেবলই নর্ত্তন।

"তামসিকে বাঞ্ছা করে পরস্ব লুণ্ঠন,
পরমার্থ নাহি চাহে, চাহে উৎসাদন।
রাজসিকে দারা, পুত্র, ধন বাঞ্ছা করে,
আর স্বর্গ বাঞ্ছা করে ইহকাল পরে।
স্বর্গের আশায় করে যজ্ঞ অনুষ্ঠান,
গয়া করে, কাশী করে, করে গঙ্গাস্নান।
মায়াবন্ধে করি মুক্তিদাত্রীর অর্চ্চন,
যত্ন করি প্রার্থে ফিরে মায়ার বন্ধন।
যে মদ্য করিয়া পান, চৈতন্য হারায়,
চিন্ময়ী অর্চ্চিতে বসি সেই মদ্য খায়।

"দুঃখ এড়াইতে অর্চ্চি দুঃখবিনাশিনী,
দুঃখের নিমিত্ত যাহা,
প্রার্থনায় বাঞ্ছে তাহা,
না পাইলে বলে "অতি নির্দ্দয়া তারিণী,
ভবে আনি দুঃখ দিল দিবসযামিনী।"

"অর্চ্চি মাকে রাজসিকে মাকে নাহি চায়,
সৌভাগ্যের নামে দুঃখ যাচিয়া বাড়ায়।

"সাত্ত্বিকে প্রার্থনে কালী-চরণ-কমলে,
ধন রত্ন দিলেও সে অবহেলি চলে।
স্বর্গের রাজত্ব যদি দান কর তারে,
উপেক্ষায় ভ্রূভঙ্গি করিয়া প্রত্যাহারে।
উলঙ্গ শিশুর তুল্য চাহে মাত্র মাকে,
আনন্দময়ীর পুত্র নিত্যানন্দে থাকে।

"সুনির্গুণ যোগভক্ত নির্ব্বাসনা মন,
মোক্ষধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ তার তাও বিস্মরণ।

সদানন্দময়ী-ভাবে তন্ময় সতত,
ত্রিসংসারে নাহি তার তুল্য ভাগবত।"
বলেন শ্রীশ্যামানন্দ সস্নেহ বচনে,
"চতুর্ব্বিধ ভক্তিতত্ত্ব শৃঙ্খলার সনে,
সংক্ষেপতঃ কহিলে যা অতিশয়োত্তম।
পরানন্দে আছি লভি তব সমাগম।
হেন ভক্তি জন্মে কিসে শুনিতে বাসনা,
অমৃতের উৎস সম তোমার রসনা।"
প্রণমি সন্তান বলে, "তুমি শক্তিমান,
শক্তিমান এ সকল সন্ন্যাসী প্রধান।
মহাভাগবত ভক্ত তোমরা সকলে,
যবে যথা বস, তথা পুণ্যস্রোত চলে।
আমি হীন তৃণ সেই স্রোতে ভাসিয়াছি,
যে কথা বলাও মুখে তাই বলিতেছি।
"কিরূপে বলিব নরে কিসে ভক্তি পায়,
এইমাত্র বুঝি পায় তারিণী-কৃপায়।
ভক্তির বিরোধী মায়া ভুলায়ে সংসার,
ঘুরাইছে বহির্ম্মুখ করি অনিবার।
রাজরাজেশ্বরী সেই, সে মায়াও তাঁর,
জীবসঙ্ঘ তার, আর তার এ সংসার।
তার মায়া-দড়ি দিয়া রাখে সে বান্ধিয়া,
যারে ইচ্ছা হয় তারে দেয় সে খুলিয়া।
"এ সংসার রঙ্গমঞ্চে অভিনয় যত,
সমস্ত কালীর রঙ্গ জানে ভাগবত।
অভিনয়ে সে যাকে সাজায় যে পোষাকে,
সাজি সে তেমন অভিনয় করি থাকে।

সাত্ত্বিক বা সুনির্গুণ যোগভক্ত তাই,
ভাল মন্দে সমজ্ঞান, কিছু মধ্যে নাই।
মা যাকে সাজায় ভক্ত, সেই ভক্ত হয়,
তাঁর কৃপা ভিন্ন কিছু ঘটিবার নয়।
আছে কর্ম্মে অধিকার জীবের সামান্য,
ফলদাত্রী সে যখন তাহা নহে মান্য।
তবে যাহা উপদেশ দেন সাধুগণ,
তার কিছু সংক্ষেপতঃ করি নিবেদন।

"উদর, উপস্থ, জিহ্বা সংযত যাহার,
ভক্তি লাভে প্রাপ্ত হয় সেই অধিকার।
ষড়রিপু মধ্যে ক্রোধ চণ্ডাল সমান,
তার হস্তে অল্প লোকে পায় পরিত্রাণ।
সাবধানে যে পারে করিতে ক্রোধ জয়,
ক্ষমাশীল সে সাধুর ভক্তি লাভ হয়।
লভি উচ্চ জাতি পদ সম্পদ অতুল,
ব্যবহারে বিনয়ী যে তৃণ সমতুল,
কালীনাম সংকীর্ত্তনে সেই অধিকারী
ভক্তি লাভে সমর্থ সে বলিবারে পারি।

"হিতকর্ম্মে উৎসাহী, নিশ্চিত সুবিশ্বাসে,
দয়াময়ী ভক্তিদেবী আসে তার পাশে।
গগন সদৃশ যার বিস্তৃত হৃদয়,
সঙ্কটে যে স্মরি মাকে অচঞ্চল রয়,
অনলস, পরসেবারত কায়মনে,
যত্ন করি ভক্তিদেবী তাকে অভ্যর্থনে।
জনমে জনমে জীব ক্রমোন্নত হয়,
ক্রমোন্নতি সঙ্গে সঙ্গে হয় জ্ঞানোদয়।

বহু কর্ম্মে, বহু ভোগে, বহু দরশনে,
বিষয়ে বৈরাগ্য কিছু উপজয়ে মনে।
জগতের নশ্বরত্ব বুঝিয়া তখন,
পরকালে কি ঘটিবে করে আলোচন।
সংসার-সন্তাপে সহি অসহ্য যাতনা,
প্রথমে আরম্ভ করে মুক্তির কামনা।
"মাত্র মুক্তিদাত্রী ভাবি জগদ্ধাত্রী পায়,
অঞ্জলি অর্পিতে নর বসে সাধনায়।
সাধুসঙ্গে তখন আগ্রহ আসে তার,
যোগে ভাগ্যে সঙ্গ যদি ঘটে একবার।
শ্রবণে কীর্ত্তনে ঘটে উৎসাহ তখন,
শিক্ষা করে জীবে দয়া অহিংসা সাধন।
সুনির্ম্মল চিত্ত হয় সাধু সঙ্গে মিশি,
আত্মানুশীলনে মগ্ন রহে দিবানিশি।
অনর্থ নিবৃত্ত হয়, হয় মহাপ্রাণ,
ক্রমে ক্রমে হয় শেষে মহাভক্তিমান।
"শিহরে যে নিরখিয়া নির্দ্দয় ব্যভার,
পরনিন্দা শ্রবণে বিরক্তি ঘটে যার,
আত্মনিন্দা শুনিয়া যে না হয় চঞ্চল,
পর্ব্বত সমান রহে কর্ত্তব্যে অটল,
সময়ের মূল্য জানি মহারত্ন জ্ঞানে,
সময়ের ব্যবহার করে সাবধানে,
সে নর-গৌরবে সদা যাই বলিহারি,
সেই ভাগ্যবান হয় ভক্তি অধিকারী।
"বিনা কর্ম্মে, বৃথা গল্পে যে নাহি বেড়ায়,
তোষামোদী আত্মীয়তা অবহেলে পায়,

যোগাইতে মানুষের মন নাহি চলে,
আমি কর্ত্তা, আমি হর্ত্তা, মুখে নাহি বলে,
বিলাস বসনে লিপ্সা নাহি রহে যার,
ভদ্রোচিত পরিচ্ছদে সন্তুষ্টি যাহার,
আতিশয্য নাহি যার আহারে বিহারে,
সাধুর সিদ্ধান্ত ভক্তি দয়া করে তারে।

"অষ্টবিধ রতি সঙ্গ ঘৃণ্যের সমান,
ত্যাগকরি পরদারে মাতৃবুদ্ধি মান,
ব্রহ্মচর্য্য আচরণে তনু জ্যোতির্ম্ময়,
জগতজননী পদে তার ভক্তি হয়।"

জিজ্ঞাসেন নিত্যানন্দ, "শুন মহোদয়!
শুভদা ভক্তির অন্তরায় কি কি হয়?"

উত্তরে সন্তান, "যারা নিত্য অত্যাচারী,
রসনার তৃপ্তি সাধে হীন প্রাণী মারি,
হিংসা নিন্দাদিতে হয় অভ্যস্ত এমন,
দুর্গতি দুর্নামে আর না বিচলে মন,
অনুতপ্ত নাহি হয়, বরং সমাজে
দাড়ায়ে উন্নত বক্ষে আত্মগুণ ভাঁজে,
অহঙ্কারে মত্ত সদা, দানব প্রকৃতি,
ভক্তির করুণা কভু নাহি তার প্রতি।

"নারীসঙ্গপ্রিয়, মিথ্যাবাদী, অসরল,
পর কুৎসাকারী, ভাবে পর অমঙ্গল,
বহু কর্ম্মপ্রয়াসী, আশার নাহি অন্ত,
বিষয়ের কৃমি কীট কল্পনা অনন্ত,
লালায়িত রসনায় স্বার্থ অন্বেষণে
ভক্তির উদয় কিসে হবে তার মনে?

"স্থিরভাবে বসিতে যে নারে এক ক্ষণ,
না পারে করিতে স্থির চক্ষুর ঈক্ষণ,
বসিতে বসিতে পড়ে শয়ন করিয়া,
এক দণ্ড স্থির হলে পড়ে ঘুমাইয়া,
সর্ব্বকার্য্যে দীর্ঘসূত্রী, কোন কর্ম্মে তায়
নির্ভর করিলে তার ফলাশা ফুরায়।
সর্ব্বদা থাকিতে চায় কোলাহল নিয়া,
উপদেশ চায় মাত্র সঙ্কটে পড়িয়া,
দায়িত্ববিহীন, গুরু কর্ম্মনাশকের,
অবাধ্য হইয়া চলে উপকারকের,
লক্ষ লক্ষ জনমে সে ভক্তি নাহি পায়,
তার সঙ্গী যে হয় সে মরে যন্ত্রণায়।
"আচ্ছন্ন কুসংস্কারে বৃথা কর্ম্মপর
পরহিত কর্ম্মে যার অঙ্গে আসে জ্বর,
কার্য্যে নাই, বাক্যে আছে, আছে অভিমান,
তার প্রতি ভক্তিদেবী ফিরিয়া না চান।
"পরগৃহে বসি গল্প করিয়া বেড়ায়,
পরগৃহে খাইয়া পরম সুখ পায়,
ধনী উচ্চপদস্থের অনুগ্রহ তরে,
আগ্রহ করিয়া বিনাহ্বানে কার্য্য করে,
ভগবানে দৃষ্টি তার কভুও না যায়,
মানুষ হইয়া মনুষ্যত্ব সে হারায়।
"দুর্ব্বল দরিদ্র প্রতি ধনশালী নরে,
অহঙ্কারে উৎপাত আরম্ভ যবে করে,
যাঁচিয়া ধনীর পক্ষে আসি যে দাড়ায়,
স্বার্থ নাই তবুও সে দুর্ব্বলে তাড়ায়,

নরকের প্রেত হেন নরের অন্তরে,
পরম ঈশ্বরে মতি কভু না সঞ্চরে।
"বেশে আর ভাষায় সাজিয়া সাধুজন,
অন্তরে ইন্দ্রিয়সুখ করে অন্বেষণ,
লোক যাত্রা, জনতা, উৎসব ভালবাসে,
প্রাধান্য লাভের জন্য মধুর সম্ভাষে,
বাজীকর তুল্য কোন কৌশল শিখিয়া,
বিভূতি দেখায় যারা গৌরব করিয়া,
প্রবীণ সম্মুখে ভীত ; নির্ব্বোধ ঠকায়,
ঈশ্বরে বিশ্বাস তারা পাইবে কোথায় !"
বলেন মাধবদাস, "সাধক যাঁহারা,
তোমার এ ভক্তিযোগে সম্মত তাঁহারা।"
বলেন শ্রীনিত্যানন্দ, "শাক্ত, শৈব যত
আত্মোন্নতিপথ যারা অণ্বেষে সতত,
এ উত্তম উপদেশে নিয়োগিলে মতি,
সকলের পক্ষে লভ্য সহজে উন্নতি।"
বলেন আভীরানন্দ, "হেন শুদ্ধ পথ,
অবলম্বী কার বা না পূরে মনোরথ ?"
বলেন শ্রীপূর্ণানন্দ সস্নেহে হাসিয়া,
"তোমার এ ভক্তি ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া,
মোরা কেন, তুষ্ট হবে সর্ব্ব সম্প্রদায়,
চিত্ত বা চরিত্রোন্নতি বাঞ্ছিত যথায়।
সর্ব্বদেশে সর্ব্বলোকে আগ্রহে শুনিবে,
নীতিবাক্য সমর্থন সবাই করিবে।
ভক্তির সাধনা হয় অতি উচ্চ কথা,
চরিত্রবিহীনে তার সম্ভাবনা কোথা ?
আশীর্ব্বাদ করি তোমা মঙ্গল প্রদানি।"
ভুলুয়া প্রণাম করে জুড়ি দুই পাণি।

শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী।

চতুর্থ দিন

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নমস্তে জগদ্বন্দ্য পদারবিন্দে
নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে॥ *

জয় নিস্তারকারিণী নির্ব্বিশেষা,
জয় স্বর্গাপবর্গদা শান্তিরূপা।
জয় বিশ্ববিসম্বাদ সংহারিকা,
লোকপালিকা অম্বিকা অম্বালিকা॥

* হে মঙ্গলময়ী। তুমি সর্ব্বদা শরণীয়া এবং অনুকম্পা দ্বারা অন্বিতা তোমাকে নমস্কার। তুমি এই চরাচর বিশ্বের অন্তর বাহির ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছ এবং তুমি বিশ্বরূপিণী, তোমাকে নমস্কার। ত্রিজগৎ তোমার যে চরণ বন্দনা করে, সেই চরণকমলে নমস্কার করি। হে জগত্তারিণী দুর্গে। আমাকে সংসার সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ কর।

জয় রাজরাজেশ্বরী অন্নময়ী,
জয় সর্ব্বজীবাশ্রয়া শক্তিরূপা।
জয় বিশ্বপ্রপালিনী নারায়ণী,
লোকপালিকা অম্বিকা অম্বালিকা॥

জয় দীনজনাশ্রয়া দুঃখ-হরা,
জীবমণ্ডল মঙ্গল সংসাধিকা।
জয় শঙ্করী সর্ব্বাণি সিদ্ধিপ্রদা,
লোকপালিকা অম্বিকা অম্বালিকা॥

পরাভক্তি বিধায়িনী সত্যপ্রিয়া,
জয় নির্ম্মল হৃদয়োল্লাস প্রদা।
জয় ভুলুয়া-সংসার-বিঘ্নহরা,
লোকপালিকা অম্বিকা অম্বালিকা॥ (তোটক)

জিজ্ঞাসিল বিষ্ণুদাস, "গোবিন্দ দর্শনে,
কোন্ ভাবে উপাসনা কর্ত্তব্য এখণে ?"

উত্তরে সন্তান, "তুমি বৈষ্ণব প্রবর,
বৈষ্ণবীয় ভাব তব পক্ষে শ্রেয়তর।
শান্ত, দাস্য, সখ্য আর বাৎসল্য, মধুর,
এই পঞ্চভাবে তব আনন্দ প্রচুর।
এ পঞ্চের যাহা ইচ্ছা কর অঙ্গীকার,
সে ভাবের অনুরূপ কার্য্য কর সার।
সেইভাবে নিষ্ঠাবান হও প্রাণপণে,
অবশ্য কৃতার্থ হবে গোবিন্দ দর্শনে।

"মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য করুণাসাগর,
প্রেমের মূরতি দেব মহাশক্তিধর।

তাঁর অনুগত যত বৈষ্ণব প্রধান,
সুবিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্মরসে ভাসমান।
বৈরাগ্যের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি যে জগতে,
অহিংসা প্রেমের মূল-সূত্র যাঁর মতে।
নারীসঙ্গ বিষ্ঠাযুক্ত তৃণের সমান,
যে জগতে সাধক সর্ব্বদা করে জ্ঞান ;
ছিন্ন কন্থা অঙ্গে দিয়া শীত বর্ষা সহে,
অবহেলি উত্তম ভোজন সুখে রহে।
তৃণাদপি হীন হয়ে বিনয়ের মূর্ত্তি,
দারিদ্রে গ্রহণ করি মনে মহা স্ফুর্ত্তি।
সে জগত সর্ব্বাপেক্ষা সুখময় স্থান।
শান্তিদেবী মূর্ত্তি ধরি তথা বিদ্যমান।
''বৈষ্ণবের নিকটে ত্রিতাপ নির্ব্বাপিত।
বৈষ্ণব হৃদয় পরানন্দে উদ্ভাসিত।
যে সাধক চলে ধরি বৈষ্ণবীয় সূত্র,
বিশ্বেশ্বরী তারিনীর সেই প্রিয়পুত্র।
গুণময়ী মা আমার গুণের সন্তানে,
গুণগ্রাহী জন মধ্যে বসায় সম্মানে।
''কুলশীল মর্য্যাদার শিরে পদাঘাতি,
সহে যারা লোকের উপেক্ষা দিনরাতি,
নির্জ্জনে বসিয়া যারা কান্দে কৃষ্ণ বলে,
সাধনায় ভাগ্যবান তারা ধরাতলে।
ভক্তি আর বৈরাগ্য যেখানে বিদ্যমান,
সেইখানে গোবিন্দের বসিবার স্থান।
হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান যে হও সে হও,
ভক্তিবলে ভগবানে বাধ্য করি লও।

কেবল সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীহরি,
অনর্থ নিবৃত্ত হলে উপলব্ধি করি।”
বলিলেন শ্যামানন্দ, “দাস্যাদি-সাধন
জান যদি সংক্ষেপতঃ কর আলোচন।”
উত্তরে সন্তান, তবে শিরনত করি,
“সাধকের তত্ত্বে আমি নহি অধিকারী।
তবে যদি অনুমতি করহ আমারে,
বৈষ্ণবে যা শিখাইল পারি বলিবারে।
“জগত নশ্বর আর সত্য ভগবান,
যবে মনে দৃঢ়রূপে জাগে এই জ্ঞান,
বিতৃষ্ণ জনমে যত সংসারের সুখে
“হায় কি হইবে” বলি ঘুরে মনদুখে
ইন্দ্রিয়ের সন্তাড়ন ভস্মীভূত হয়,
সুখের সামগ্রী দেখে দুঃখের নিলয়,
তখনও হরি সঙ্গে না ঘটে সম্বন্ধ,
তখন যে ভাব তাহা শান্তে অনুবন্ধ।
“তারপরে ভগবানে জানি ইষ্টসার,
ভক্তিভরে বাঞ্ছে ভক্ত পদ-সেবা তাঁর।
প্রভু বলি গোবিন্দের পদ পূজা করে,
আপনাকে তাঁর নিত্যদাস মধ্যে ধরে,
দাসের সঙ্কোচ-ভয় স্বভাবে জনমে,
সর্ব্বদা সঙ্কোচে থাকে নরমে সরমে।
তার ভাব দাস্যভাব, শুন মহাজন,
পূর্ণদাস্যে মাধুর্য্য বিরাজে অতুলন।
রামপদে দাস্যভাবে ভক্ত হনুমান,
অবগত সে মাধুর্য্য-রসের সন্ধান।

"তারপরে সখ্যভাব সমান সমান,
ব্রজবালকের সঙ্গে যথা ভগবান।
কভুও চড়য়ে কান্ধে, কভুও চড়ায়
কভুও ধরিয়া ক্রুটী কৃষ্ণে ধমকায়।
মূলে কিন্তু সকলেই কৃষ্ণগত প্রাণ,
দেহের জীবন কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ধন মান।

"আনিয়া বনের ফল অগ্রে নিজে খায়,
মিষ্ট হ'লে প্রাণসখা কৃষ্ণকে খাওয়ায়।
নাহি ভয় সঙ্কোচ দাস্যের যে স্বভাব,
সমান সমান তবু সেবকের ভাব।
শান্ত দাস্য দুই ভাব দাস্যে বিরাজিত,
শান্ত দাস্য সখ্য নিয়া সখ্য সুশোভিত।
সখ্যেও সঙ্কোচ আছে সূক্ষ্ম অনুভবে,
—সখার সঙ্কোচ পত্নী সঙ্গে সখা যবে।
চড়াইয়া কান্ধে, কান্ধে চড়িবারে চাহে,
সূক্ষ্ম ভাবে আত্মসুখ-বাঞ্ছা রহে তাহে।

"তারপরে বাৎসল্যে যে ভাব অনুপম,
আত্মসুখ-বাঞ্ছাশূন্য তাহা তিনোত্তম।
কার নাই এ সংসারে পুত্রস্নেহ জ্ঞান?
কে না জানে পুত্রে কি আনন্দ মূর্ত্তিমান!
মিষ্ট দ্রব্য দিলে তাহা আপনি না খায়,
"প্রিয়তম পুত্রে খাবে" বলি নিয়ে যায়।
শীত গ্রীষ্ম নাহি বোধ করি মৃত্যুপণ,
পিতামাতা পুত্র কন্যা করয়ে পালন।
ঘটিলে আপন মৃত্যু লক্ষ্য নাহি তায়,
আপনি মরিয়া পুত্র বাঁচাইতে চায়।

"এইরূপ ভগবানে ভাবিয়া সন্তান,
যে পারে বাসিতে ভাল অর্পি মনপ্রাণ,
তার ভাব বাৎসল্য ; দৃষ্টান্ত বৃন্দাবনে,
দৃষ্ট হয় নন্দ আর যশোমতী সনে।
অথবা যে ভাব নিয়া নন্দ যশোমতী,
বিশুদ্ধ বাৎসল্য রসে গোপালের প্রতি,
সেই ভাবে পিতামাতা প্রতি ঘরে ঘরে,
পুত্র কোলে করি সে বাৎসল্য ভোগ করে।

"সখ্যভাবে জ্ঞান করে সমান সমান,
বাৎসল্যে গণয়ে হীনতর ভগবান।
আপনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করে অনুক্ষণ,
ব্যস্ত হ'য়ে করে কৃষ্ণে রক্ষণাবেক্ষণ।
কৃষ্ণের মঙ্গল তরে সদা উচাটন,
কৃষ্ণেরই কল্যাণ চাহে না চাহে আপন।
কৃষ্ণদোষ গণিয়া করয়ে তিরস্কার,
কভুও বা বান্ধি কর করয়ে প্রহার।
ডাকিয়া পাড়ার লোক কৃষ্ণনিন্দা করে,
নিন্দা করে, কিন্তু স্নেহে আনন্দ অন্তরে!
বলে "নারি সহিতে কৃষ্ণের অত্যাচার।"
লোকে বলে "দুষ্ট ছেলে কি করিবে আর!"
চক্ষুর আড়াল হ'লে গণে মহাত্রাস,
মনে আশীর্ব্বাদ মুখে কহে কটুভাষ।

"বাৎসল্য স্বভাবে আপনাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান,
যে স্বভাবে সমধিক তুষ্ট ভগবান।
আত্মসুখ-বাঞ্ছা নাই বাৎসল্য বিচারে
সঙ্কোচ সামান্য থাকে নীতি অনুসারে।

শান্ত, দাস্য, সখ্য আর বাৎসল্য মিশ্রণে,
বাৎসল্যে বিশেষত্ব বুঝি আলাপনে।
"তারপরে সুমধুর প্রকৃতি মধুর,
পঞ্চবিধ ভাবযুক্ত জানে সুচতুর।
ভয় আর সঙ্কোচ সকল যাহে নাশ,
যাহে মাত্র গোবিন্দের পদসেবা আশ।
জাতি মান কুলশীল ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান,
পরিহরি চলে ভক্ত উন্মত্ত সমান,
কৃষ্ণসেবা লক্ষ্য মাত্র জীবনে মরণে,
কৃষ্ণ ধর্ম্ম, কৃষ্ণ মর্ম্ম, কৃষ্ণ মাত্র মনে।
হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ বলি উধাও হইয়া,
কুলবধূ হ'য়ে চলে বিশ্ব পাসরিয়া।

তথা শ্রীশ্রীভাগবতে—

তা বার্য্যমানাঃ পতিভির্পিতৃভির্ভ্রাতৃ বন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মনো ন ন্যবর্ত্তন্তমোহিতাঃ॥ *

"কান্তভাবে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি অনুরাগে,
তুলনা তাহার নাই গোপীগণ আগে।
ব্রজগোপী সরবস করি সমর্পণ,
অনন্য অন্তরে করে কৃষ্ণে আরাধন।
গোপীর যা-মান তাহা কৃষ্ণসেবা জন্য,
কৃষ্ণেসুখ বাঞ্ছা ভিন্ন বাঞ্ছা নাহি অন্য।
কৃষ্ণকে করিতে সুখী অনন্ত যাতনা,
অনন্ত নরকে তারা নহে ভীতমনা।

---

* গোপীগণ গোবিন্দপ্রেমে তন্ময়ী হইয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন। তখন তাহাদের পতি, ভ্রাতা ও পিতৃগণ এবং আত্মীয়গণ সকলেই একবাক্যে নিষেধ করিতে লাগিলেন। কুলবধূ হইয়া উন্মাদিনীর মত কুলধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হা গোবিন্দ বলিয়া বাহির হওয়া সঙ্গত নহে বলিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমে বিভোরা গোপীগণ তাহা শ্রবণ করিলেন না।

কান্তভাব সর্ব্বোত্তম ; রাধাভাব যাহা,
সাধারণ নরে নহে বোধগম্য তাহা।
চাহি আত্মসমর্পণ, চাহি আত্মত্যাগে,
তাহার পূর্ণত্ব প্রাপ্তি গোপী অনুরাগে।
সর্ব্বভাব সম্মিলিত মধুর মাধুর্য্য,
বোধগম্য তাঁর, যিনি সাধক আচার্য্য।
" কান্তভাব হয় সর্ব্বভাবের প্রধান,
গোপী বিনা তাহার দৃষ্টান্ত নাহি আন।
শান্ত হতে ক্রমে দাস্য সখ্যাদি প্রকাশ,
—বর্ণ হতে ক্রমে যথা পদের অভ্যাস।
কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণা ত্যাগ করিয়া প্রথম,
যে ভাবে সাধনা কর, হইবে উত্তম।
" কিন্তু মাতৃভাবে যেন দৃঢ় মতি থাকে,
দৃঢ় ভক্তি থাকে যেন কাত্যায়নী মাকে।
মাতৃভাব অন্তর্গত অন্য ভাব যত,
মর্ম্মগ্রাহী মহাজন সবে অবগত।"
সুধালেন শ্যামানন্দ, " শুনহে সুজন,
পঞ্চ ভাবে মাতৃভাব কোন প্রয়োজন ?"
উত্তরে সন্তান, " মাকে দেখি সর্ব্বমূলে,
অসম্পূর্ণ পঞ্চভাব মা রহিলে ভুলে।
" প্রথমত গোপীর মধুর ভাব যায়,
পৌর্ণমাসী যোগমায়া তাহার সহায়।
পৌর্ণমাসী যোগমায়া না সহায় যার;
গোপীভাবে তার পক্ষে কৃষ্ণলাভ ভার।
" ঘরে ঘরে কান্তভাব দেখ বিদ্যমান,
যুবক যুবতী অনুরাগে ভাসমান।

অনুরাগ যথা, তথা শান্তি-নিকেতন,
অনুরাগ (ই) ভক্তি নামে ধরে ভক্তগণ।
" পিতামাতা থাকে যাঁর গৃহে, সে যুবকে,
ভার্য্যা নিয়া ভুঞ্জে সুখ পরম পুলকে।
পিতৃ-মাতৃহীন যুবা সংসার তাড়নে;
পুলকের পরিবর্ত্তে পরিতাপ সনে।
" মার কোলে যে রহে সে রহে শৈলকোলে,
এ ভবসমুদ্র পার হয় কৌতূহলে।
বৃন্দাবনে যোগমায়া লীলার সহায়,
গোপী অতিক্রমে বিঘ্ন তাঁহার কৃপায়।
" তার নিম্নে বাৎসল্য যে ভাব দেখি তায়,
মা যশোদা না থাকিলে মিশে কুয়াশায়।
গোবিন্দের লীলা যত জননীর সঙ্গে,
চিন্তিলে তা পুলকে তরঙ্গ বহে অঙ্গে।
পরম পুরুষ কৃষ্ণ মহা অবতার,
ভুঞ্জিতে বাৎসল্য পিতৃমাতৃ-সেবা তাঁর।
পুত্রোচিত শ্রদ্ধা ভক্তি করি মাকে দান,
রাখে মার অকপট স্নেহের সম্মান।
বাৎসল্যে হারায় দর্প হরি দর্পহারী,
বাৎসল্যের প্রভাব বলিতে বলিহারী।"
শুধান মাধবদাস, " তাহা কি প্রকার ?"
বাখানে সন্তান, কত বিশেষত্ব মার,
" দর্পহারী হরি দেব দানব মানব,
যে কেহ করয়ে দর্প চূর্ণ করে সব।
প্রজাপতি ব্রহ্মা আর ইন্দ্র দেবরাজ,
দর্প করি সম্বরিতে নারে শেষে লাজ'।

দুর্ব্বল প্রবল ভক্ত অভক্ত যা হবে,
দর্প করি বিড়ম্বনা সঙ্গে সঙ্গে সবে,
দর্প করি কাহার(ও) নিস্তার ভবে নাই,
অগণ্য দৃষ্টান্ত তার যুগে যুগে পাই।
অধিক কি গোপীগণ করি অভিমান
হারা হন জীবনসর্ব্বস্ব ভগবান।"

তথা শ্রীশ্রীভাগবতে—

তাসাং তৎ সৌভগমদ বীক্ষ্যমানঞ্চ কেশব
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ১

"কিন্তু যশোমতী মাতা বান্ধি দুই করে;
দুষ্ট বলি যষ্টি দিয়া প্রহারে জর্জ্জরে।
সর্ব্বদা মা করে কত তাড়ন ভৎর্সন,
বান্ধে উদুখলে করি সুদৃঢ় বন্ধন,
তাঁর দর্পচূর্ণ হরি কভু না করিল,
নতশিরে মার গর্ব্ব সম্মানে সহিল।
"একদিন বন্ধনের সময় শ্রীহরি,
আরম্ভিল জননীর সহিত চাতুরী।
বারবার হ্রস্য হয় বন্ধনের দড়ী,
সংগ্রহিতে দড়ী মাতা করে দৌড়দৌড়ি।
গৃহের সমস্ত রজ্জু একত্র করিল,
তথাপি সে দুষ্ট সুতে বান্ধিতে নারিল।
কুন্তল খুলিল গণ্ডে বাহিরিল ঘর্ম্ম,
জননীর ক্লান্তি হেরি বিদরিল মর্ম্ম।

১। ভগবান গোবিন্দ সেই ব্রজগোপীগণের সৌন্দর্য্যাভিমান ও গর্ব্ব নিরীক্ষণ করিয়া তাহার প্রশমন ও তাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্নতা প্রদানের নিমিত্ত সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

বলে "মা এবার মোরে করগো বন্ধন,"
এ ভাবমাধুর্য্য বিশ্বে বুঝে কয়জন ?

"আরো শুন অন্য অন্য ভাবে জননীর,
সঙ্গে কত নিকটতা, সহায় শান্তির।
সখ্যভাবে যবে সবে গোচারণে যায়,
সাজাইয়া দেয় সবে নিজ নিজ মায়।
ভোজনাদি চিন্তে মায় খেলিয়া বেড়ায়,
মাতৃহীন বালকের উল্লাস কোথায়।

"দাস্যে ঘটে মাতৃভাব প্রভুপত্নী প্রতি,
প্রভুর অপেক্ষা তার প্রতি ভক্তি অতি।
যে প্রভুর পত্নী রহে ভোজনাদি তরে,
নিরুদ্বেগে রহে ভৃত্য সে প্রভুর ঘরে।
ভৃত্যের পরমানন্দ মাকে মা বলিয়া,
প্রভুসেবা করে মার আশ্রয়ে বসিয়া।
অকপট স্নেহ মার সমান কাহার ?
যে ঘরে মা নাই তথা ভৃত্য থাকা ভার।
পরম পুরুষ সঙ্গে পরমা প্রকৃতি,
সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ নিতি নিতি।
প্রকৃতি বিয়োগে একা পুরুষ নির্গুণ,
নিষ্ক্রিয় যে ব্রহ্ম তার নাহি কোন গুণ।
তাই বলি বিশ্বপিতা সঙ্গে বিশ্বমাতা,
ত্রিলোক উপমাহীন মায়ের মমতা।
দাস্যভাবে জননীগৌরব ভক্তে রাখে,
প্রভু সন্তোষিতে মার আজ্ঞাকারী থাকে।
তাহার উজ্জ্বল সাক্ষী ভক্ত হনুমান,
জনকনন্দিনী যার ধন মান প্রাণ।

"শান্তভাবে মাতৃভাব সাধন সঙ্গতি,
যেহেতু মা ভিন্ন নাই বিশুদ্ধ প্রকৃতি।
অতএব মাতৃভাব সর্ব্বভাবসার,
মাতৃভাব এই পঞ্চ ভাবের আধার।
"জননী বুদ্ধিতে সদা চিত্তশুদ্ধি যার,
দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয় সদা পদতলে তার।
কাত্যায়নী পূজা ভিন্ন কৃষ্ণ কেবা পায়,
কাত্যায়নী দিলে কৃষ্ণ কবে কে হারায়।
কাত্যায়নী স্মরি যে সাধনপথে যায়,
সে মহাত্মা বৈষ্ণবের পতন কোথায়।
"যে ভাবে যে ভক্তি করে তাহাই উত্তম,
সর্ব্বস্থলে মাতৃভাব বর্ত্তে অনুপম।
যত যত অবতার যত দেশে হয়,
নারিকেল বৃক্ষে তার কেহ না ধরয়।
জননীর শোণিতে হয় শরীর গঠন,
বুকের শোণিতে শেষে জীবন ধারণ।
শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বায়ু সমানে সহিয়া,
সন্তানের মেথরালী আহ্লাদে করিয়া,
যে কষ্টে মা করে পুত্রে লালন পালন,
পাষাণ (ও) বিদীর্ণ হয় করি তা'স্মরণ।
কোন জাতি, কোন ধর্ম্মী, কোন প্রাণী ভবে,
হেন মাতৃপূজা ভুলি রহিবে নীরবে?
"মা নাম কি মহামন্ত্র কি কহিব আর,
মা নামে উন্মুক্ত এই বিশ্বের দুয়ার।
বিশ্বপ্রাণ পবনের অভাব হইলে,
এ জীবজগৎ তবু কিছুক্ষণ চলে,

কিন্তু মাতৃস্নেহ বিনা মুহূর্ত্তে সংসার,
নৃশংস আচারে ধরে বীভৎস আকার।
নিঃসম্বল গৃহত্যাগী গৃহস্থ দুয়ারে,
যাও যবে ভিক্ষাতরে ক্ষুধার্ত্ত অন্তরে।
অগ্রে মা বলিয়া পরে দুয়ারে দাঁড়াও,
মা নাম সম্বল করি ভিক্ষা মাগি খাও।

"একবার গণ্ডগ্রাম ভ্রমণ করিতে,
দেখিলাম এক দৃশ্য কান্দিতে কান্দিতে।
জাতিতে কায়স্থ এক গৃহস্থ ভবনে,
এক গাভী কষ্ট পায় প্রসব বেদনে।
গৃহকর্ত্তা গৃহে নাই কি হবে উপায়,
কুলবধূকুল বসি করে হায় হায়।

"ক্ষণপরে বালক বালিকা দুইজন,
বাহিরিল সন্ধানী করিতে অন্বেষণ।
ডাকিয়া আনিল এক বর্ব্বর প্রধান,
জাতিতে সে মহম্মদী হীনকাণ্ডজ্ঞান।

"প্রাঙ্গণে পড়িয়া গাভী ধড় ফড় করে,
যমদূততুল্য আসি সে তাহাকে ধরে।
ক্ষুর ধরি টানিতে লাগিল গা'র জোরে,
হস্ত চালাইয়া দিল পেটের ভিতরে।
বাহির করিল বৎস নাড়ী ভুঁড়ী সহ,
—কি ভীষণ দৃশ্য রোমহর্ষণ দুঃসহ।
হায় হায় করিতে লাগিল সর্ব্বজন,
ধীরে ধীরে সে দুর্জ্জন করে পলায়ন।

"উঠিতে সামর্থ্য নাই আর দণ্ড পরে,
যাবে সে অদৃশ্য দেশে ত্যজি কলেবরে।

আসন্ন সময় তবু মুগ্ধ মমতায়,
সঙ্কেতে সে বৎসমুখ দেখিবারে চায়।
"বৎস ধরি জননীর সম্মুখে স্থাপিল,
মরে তবু পুত্র-তনু চাটিতে লাগিল।
ভাব ব্যক্ত করিবার ভাষা নাহি তার,
তবুও সে জননী যে স্নেহের আধার,
—স্নেহের সমুদ্র সে যে—করিল প্রচার,
সুদীন নয়ন কোণে ফেলি অশ্রুধার!
" স্থির দৃষ্টি তার যেন বলিতে লাগিল,
—সমস্ত দর্শক অশ্রু ফেলি তা বুঝিল।—
" প্রাণপ্রিয়তম পুত্র! ফেলিয়া তোমায়,
—নিবান্ধবা এ ধরায়—অতি অসহায়,
অসহায় মাতৃহীন একা রহ তুমি,
দূর দূরতম দেশে চলিলাম আমি।
তোমার বলিতে আর কেহ না রহিল,
—যে ছিল তাহাকে মৃত্যু লইয়া চলিল।
" সদ্যজাত শিশু তুমি বুঝিতে নারিলে,
কি নির্দ্দয়া জননীর গর্ভে এসেছিলে।
দুঃখের সমুদ্রে আমি ফেলিয়া তোমায়,
মা হ'য়ে জন্মের মত নিলাম বিদায়।
"কণ্ঠ যবে শুষ্ক হবে কার দুগ্ধ পান,
করি তুমি শান্ত হবে দুঃখিনী-সন্তান?
কে স্নেহে পালিবে, যত্নে কে করিবে কোলে,
ভীত হ'লে সান্ত্বনিবে কে মধুর বোলে?
অন্ধকারে কার পার্শ্বে করিবে শয়ন?
পার্শ্বে রাখি কে তোমাকে করিবে রক্ষণ?

" রে নির্দ্দয় বিধে ! তোর নাই কি সন্তান ?
সন্তানের স্নেহ কি জানেনা তোর প্রাণ ?
পূর্ণ দশমাস গর্ভযন্ত্রণা সহিয়া,
প্রাণান্ত বেদনে পুত্র প্রসব করিয়া,
একদণ্ড নারিলাম অঙ্কে উঠাইতে,
একবার(ও) নারিলাম দুগ্ধধারা দিতে,
একবার(ও) নারিলাম জুড়াতে নয়ন,
নিরখিয়া সন্তানের সুধাংশু বদন !

" পশু আমি, পশুদেহে কি সুখ আমার,
মরণই মঙ্গল মোর শত শত বার।
কেবল সন্তানস্নেহে বাঁচিতে বাসনা,
আমি গেলে তারে যত্ন কেহ করিবে না।
হইলে সমর্থ পুত্র, গ্রাসিলে আমায়,
রে মৃত্যু ! কি ক্ষতি তোর হ'ত বল তায় ?

" পশু আমি রহ সাক্ষী তুমি চরাচর,
—রহ সাক্ষী ধরায় যে করুণ অন্তর,
রহ সাক্ষী তরুলতা আকাশ বাতাস,
রহ সাক্ষী সূর্য্যদেব অনন্ত প্রকাশ !
নিরাশ্রয় পুত্র মোর রহিল পড়িয়া,
কেহ যদি থাক, রক্ষা করিও আসিয়া।"
বলিতে বলিতে মাতা জন্মের মতন,
সন্তানে রাখিয়া দৃষ্টি মুদিল নয়ন।"

"শুনি এ বৃত্তান্ত সবে মুছি অশ্রুধার,
" কালী কালী " সর্ব্বজন বলে বারবার।
সন্তান নীরবে করে অশ্রু বরিষণ,
নীরব নিস্পন্দ সবে রহে কিছুক্ষণ।

আবার মুছিয়া অশ্রু সম্বোধে সন্তান,
" কি কহিব কি করুণাপূর্ণ মার প্রাণ !
মোর তরে সর্ব্বদা কে হিত বাঞ্ছা করে ?
সে মোর জননী আমি ছিনু যার উদরে ।
"মোর তরে সর্ব্বশক্তি কে করে নিযুক্ত ?
কে পারে সর্ব্বস্ব দিয়া আমার নিমিত্ত,
রহিতে পরমানন্দে এ ভব নগরে ?
সে মোর জননী, আমি ছিনু যার উদরে ।
"দুরারোগ্য রোগে রুগ্ন হ'য়ে যে সময়,
বিহীন উত্থানশক্তি রহি বিছানায়,
মলমূত্র করি ত্যাগ, ঘৃণায় নিকটে
কেহ না আসিতে চাহে, তখন সঙ্কটে
পরিহরি আপনার ভোজন শয়ন,
দুর্গন্ধে না করি লক্ষ্য, রহি উচাটন
কে মোর শুশ্রূষা তরে মৃত্যুপণ করে,
সে মোর জননী, আমি ছিনু যার উদরে ।
"অন্ধ খঞ্জ আমি জড়পিণ্ডের মতন,
জঞ্জাল সমান মোরে গণে সর্ব্বজন,
যে গৃহে বসতি করি সে গৃহের লোকে,
হতাদরে উচ্ছিষ্ট ভোজন দেয় মোকে ।
যাহে শীঘ্র মরি আমি সবার প্রার্থনা ।
তখন কে মোর দীর্ঘজীবন কামনা
করিয়া ঈশ্বরে ডাকে, জানি সমাচার;
সে মোর জননী, আমি গর্ভে ছিনু যার ।
"হেন মাতৃপদে মতি সর্ব্বদা যাহার,
সর্ব্বদা যে হেন মাতৃপূজা করে সার,
ভূলুয়া পরশি গঙ্গা কহে তিনবার,
সে মোর সর্ব্বস্ব, আমি নিত্যদাস তার ।"

শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী

চতুর্থ দিন

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতি মতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র দুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা
সর্ব্বোপকার করণায় সদার্দ্রচিত্তা ॥১।

আমি ভাবনা করিব না মা আর।
দিয়াছি তোমার চরণতলে যখন সকল ভার ॥
সর্ব্বান্তর্য্যামিনী, তোমার কিছুই নাই অগোচর,
ত্রিনয়নে ত্রিজগত দরশিছ নিরন্তর,
অন্তর বাহির যত যার।

১। মহিষাসুর বধের পরে দেবগণ স্তুতি করিয়া বলিতেছেন—মা দুর্গতিনাশিনী দুর্গে! তোমার স্মরণে প্রাণিমাত্রের ভয় বিনষ্ট হয়; যাহারা বিপন্ন বা ভীত নহে, তাহারা পরম পবিত্র মঙ্গলপ্রদায়িনী মতি (ভক্তি) লাভ করে। হা মা দুর্গে। দীনদরিদ্রজনের অভাব ও ভয় নাশ করিতে তোমা ভিন্ন আর কে আছে? তোমার মত করুণার্দ্র হৃদয়ই বা কার আছে? এবং সকল লোকের উপকার সাধন করিতে তোমার মত হিতৈষিণী বা আর কে আছে?

তাই মা মনের কথা কি আর জানাব বৃথা,
ঢালা জল ঢালিব কি আবার ॥
এবার আনিয়া তুমি আমাকে এ ধরায়
রাখিয়াছ রাখিতেছ চিরকালই করুণায়,
প্রার্থনা কি আছে করুণার।
আমার, মঙ্গলামঙ্গল যাহা, তুমি ভাল জান তাহা,
করিও মা বাসনা তোমার ॥
আমারই আনন্দ তরে দারা পুত্র পরিজন,
আদরি আপন হাতে করিয়াছ অরপণ,
পালনে করিছ, অনিবার।
জীবন মরণ যত, তোমারই ত ইচ্ছামত,
আছে বলিবার কি তাহে ভুলুয়ার

মাতৃস্নেহ পরিচয় শুনি সর্ব্বজন,
নীরবে নয়ন মুদি রহে কিছুক্ষণ।
গুরুলোকতিলক শ্রীপূর্ণানন্দ ধীর,
নীরবে নয়ন মুদি নিক্ষেপেন নীর।
মহা ভাগবত ভক্ত শ্রীমাধবদাস,
মা বলিয়া ছাড়িলেন দীরঘ নিশ্বাস।
"জয় মা করুণাময়ী" বলি বহুজন,
অন্তরের আবেগ করিল সম্বরণ।
"জয় মা আনন্দময়ী" বলি দলে দলে,
উচ্চরোলে চঞ্চল করিল নীলাচলে।
—মাতৃভাবে অটল পর্ব্বত শিহরিল,
দুর্ভাগা ভুলুয়া মাত্র অগড় রহিল।
কিছুক্ষণ পরে উঠি কহে বিষ্ণুদাস,
"কহ কিছু যাহে জন্মে সাধনে উল্লাস।"

কহিল সন্তান " আর কি বলিব তার
হৃদয়ের নির্ম্মলতা সাধনার সার।
ভাগবত কর্ম্মে সদা রহে যারা রত,
সাধুসঙ্গী, সদালাপী, আর অবিরত,
বৈরভাবশূন্য হ'য়ে জীব সেবা করে,
প্রাপ্ত হয় তারা সেই পরম ঈশ্বরে।'

তথা শ্রীশ্রীগীতায়—

† মৎকর্ম্মকৃৎ মৎপরম মৎভক্ত সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈর সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডবঃ॥

পুনঃ কহে বিষ্ণুদাস, "ইহা যদি হয়,
ভাগবত কর্ম্ম কি কি কহ মহোদয়।"
উত্তরে সন্তান, " সত্য বলিতে হইলে,
নিশ্চয় জানিও ভদ্র মন সর্ব্বমূলে।
যে কর্ম্মে অন্তর হয় গোবিন্দে তন্ময়,
শ্রীগোবিন্দে ভাবোচ্ছ্বাস যাহে জনময়,
সেই কর্ম্ম ভাগবত, অন্যথা হইলে,
বন্ধনের হেতু তাহা এই ধরাতলে।
" মন্দির মার্জ্জন ফুল তুলসী চয়ন,
কিম্বা সন্ধ্যাপূজা করি, কিন্তু যদি মন,
চিন্তা করে কার কাছে প্রাপ্য কত টাকা,
কেবা শত্রু, কেবা মিত্র, কেবা ধূর্ত্ত, বোকা,
এ সকল কর্ম্ম তবে ভাগবত নয়,
অভ্যস্ত মুখস্থ ইহা যথা অভিনয়।"

---

†হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি আমার কর্ম্মানুষ্ঠান করে, যে আমার ভক্ত ও একান্ত অনুরক্ত, যে পুত্র কলত্র প্রভৃতি পরিবারের প্রতি আসক্তিরহিত, যাহার কাহারও সহিত বিরোধ নাই এবং আমিই যাহার পরম পুরুষার্থে, সেই ব্যক্তিই আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

রামতনু বিপ্র কহে, " ইহা যদি হয়,
যাহে মন গোবিন্দ চরণে রত রয়,
তবে সন্ধ্যাপূজায় বসিয়া নিরজনে,
বিশেষ গুরুত্ব নাহি দেখি আলোচনে ;
মুদিয়া নয়ন দুটি যবে ধ্যান করি,
হরি পরিবর্ত্তে যত মাছ ধরা হেরি ।
বরং সাধুর সঙ্গে সাধু আলাপনে,
পরম আনন্দ পাই ভক্তি জাগে মনে ।
মণ্ডপে আসনে বসি মন উড়ি যায়,
কীর্ত্তনে জনমে ভক্তি অনেক সময় ।
মনশূন্য সন্ধ্যাপূজা চিরকাল করি,
চিরকাল(ই) একভাবে পরিশ্রমে মরি ।
সাধন আনন্দ মনে কভু নাহি পাই,
উঠি, বসি, খাটি, খাই, ঘুমাই বেড়াই ।"
উত্তরে সন্তান, "ভদ্র মন সর্ব্বমূলে,
বহু ভক্ত আছে ভবে বৃথাভ্যাসে ভুলে ।
সন্ধ্যাপূজাকালে যদি মন নাহি খাটী,
পণ্ডশ্রম মাত্র তাহা, সদভ্যাস মাটী ।
কোটী কল্প হেন সন্ধ্যাপূজা অনুষ্ঠানে,
কোনরূপ উন্নতি না সম্ভবে জীবনে ।
মনের ঠাকুর হরি মন বুদ্ধি চান,
মনহীন অর্চ্চনার নৈবেদ্য না খান ।

তথা—শ্রীশ্রীগীতায়—

†ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অতঃ ঊর্দ্ধং ন সংশয় ॥

†হে অর্জ্জুন ! তুমি আমাতে দৃঢ় মন ও বুদ্ধি সন্নিবেশিত কর, তাহা হইলে পরকালে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে কোন সংশয় নাই ।

"যে দিন ভবনে করে ভক্ত আগমন,
ভক্ত সঙ্গে সেদিন আসেন জনার্দ্দন।
ভক্তিশাস্ত্র একবাক্যে করে পরচার,
ভক্ত সঙ্গে ভোজন শয়ন নিত্য তাঁর।
সে দিন না করি সন্ধ্যা পূজা আড়ম্বর,
সংক্ষেপিয়া সংসারের কার্য্য প্রিয়তর,
কর্ত্তব্য সাধক সঙ্গে শ্রবণ কীর্ত্তন,
—সাধনার উত্তমাংশ যাহে সম্পাদন।
"এইত উদ্দেশ্য সন্ধ্যা করি প্রতিদিন,
অভ্যাসে হইবে চিত্ত সত্ত্বের অধীন।
আজন্ম করিনু কার্য্য মনস্থির তরে,
মন যদি সত্ত্ব ছাড়ি বাহিরে সঞ্চরে,
অস্থিরতা অভ্যস্থ হইল মাত্র তায়,
—কণক বলিয়া কাচ তুলিনু কৌটায়।
"সাধনায় চেষ্টা শ্রেয় মনস্থির তরে,
সাধুসঙ্গে সদালাপে লভে যাহা নরে।"
শুনিয়া মাধবদাস মহাত্ম প্রধান,
বলেন, "একথা সত্য ইথে নাহি আন।
যে সাধনে নিষ্ঠা জন্মে তাহাই সাধনা।
অস্থির অন্তরে নিষ্ঠা কভুও হবেনা।
জগদ্ধাত্রী তত্ত্বকথা শ্রবণ কীর্ত্তন,
মনশূন্য পূজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সর্ব্বক্ষণ।"
"বাখানি সন্তান, "নির্ভরতাই সাধনা,
অস্থির অন্তরে অসম্ভব সে বাসনা।
শ্রবণ কীর্ত্তন আর স্মরণ মনন,
আত্মসুখবাঞ্ছা ভুলি আত্মনিবেদন।

আর সাধুসঙ্গে বসি শুনি সদালাপ,
সাবধানে পরিহরি বিষয় প্রলাপ,
যে সাধক করে সদা আত্মানুশীলন,
নির্ভরতা আসে তার স্থির হয় মন।

"যে সন্ধ্যাপূজায় স্থির নাহি হয় মন,
ইষ্ট ছাড়ি দূরদেশে করে বিচরণ,
ভাগবত-কর্ম্ম তাকে কিরূপে বলিব,
নিষ্ফল নিয়মে কতদিন বা চলিব!
যাহে ইষ্টে মজে মন ভুলিয়া সংসার,
সাধকের পক্ষে তাহা উত্তম আচার।"

রামতনু বিপ্র কহে, "প্রিয় পরিজন,
উপেখিয়া সাধুসেবা নাহি চাহে মন।"
সন্তান কহিল, "যারা মায়াবদ্ধ জীব,
দারাপুত্র তরে তারা উপেখায় শিব।
চিত্ত যার ভগবানে সেই ভক্ত চায়,
তাঁহাকে করিয়া লক্ষ্য ভক্তকে খাওয়ায়।
দারাপুত্র প্রতি তার কর্ত্তব্য না টলে,
পালি দারাপুত্র ভক্তসেবায় সে চলে।
এ সংসারে সেই তার প্রিয়তম জন,
যার সঙ্গে জাগে মনে গোবিন্দ স্মরণ।"

উঠি কহে বিষ্ণুদাস, "একথা নিশ্চয়,
সেই মোর প্রিয়তম বিশ্বমাঝে হয়।
বৃন্দাবনশতকে প্রকাশানন্দ স্বামী,
সমর্থেন এই বাক্য, কি অধিক আমি।
যার সঙ্গে কৃষ্ণগুণগানে মতি ঘটে,
সেই মোর ধনপ্রাণ এই বিশ্বপটে,

যে জাতি হউক কিছু না বিচারি তার,
—শুক্তিতে জনমে মুক্তা ত্যক্ত তাহা কার
সাধনার রাজ্যে নাহি উচ্চ কুল মান,
যে যত নির্ম্মল পাবে সে তত সম্মান।
সে তত উত্তপ্ত, যত যে অগ্নি-নিকটে,
তত শক্তি তার, ভক্তি যার যত ঘটে।
কে বিচারে লোকাচার কলহ তথায় ?
সাধুসঙ্গ তুল্য স্থান কি আছে ধরায় ?
“যার সঙ্গে কৃষ্ণগুণগানে মতি ঘটে,
সেই মোর ধনপ্রাণ এই বিশ্বপটে।
তার সেবা তরে মোর ভবন নির্ম্মিত,
তার সেবা তরে ধনধান্য আকাঙ্ক্ষিত।
তার সেবা তরে মোর সর্ব্বস্ব অর্পণ,
কৃষ্ণভক্তি দিতে পারে মোরে যে সজ্জন !”
কহে বিপ্র রামতনু, “কথা সত্য বটে,
কিন্তু হেন দৃঢ়তায় বহুস্থানে ঘটে,
বহুরূপ বিড়ম্বনা অনেক সময় ;
তাই হেন দৃঢ়তায় চিত্তে জাগে ভয়।”
উত্তরে সন্তান, “যদি ভণ্ড নাহি হয়,
নিশ্চয় জানিও নাহি বিড়ম্বনা-ভয়।
“তার পরে বিড়ম্বনা ভিন্ন এ ধরায়
সাধন-সংগ্রামে কবে কেবা সিদ্ধি পায় ?
কত বিড়ম্বনা কত দুঃখ দুর্ব্বিপাক,
সিন্ধুসম ধীর ভক্তে করে পরিপাক।
বাধা বিঘ্ন অতিক্রম যে নারে করিতে,
আত্মোন্নতি তার পক্ষে অসাধ্য মহীতে।

"যাহারা বিষয়াসক্ত, বিশ্বাসবিহীন,
ভাগবত-কর্ম্মে ভীরু তারা চিরদিন।
বিষয়ীর সঙ্গী আর বিষয়-ভজন,
স্বভাবতঃ নরে করে কর্কশ কৃপণ।
স্থূল-দৃষ্টি-যুক্ত হয়, তুচ্ছসুখ চায়,
উচ্চকর্ম্মে উচ্চআশে মনে ক্লেশ পায়।
চঞ্চল বিষয় জন্য চঞ্চল যে জন,
অচঞ্চল ধর্ম্মে কোথা মজে তার মন?
ধৈর্য্য তার কোন কার্য্যে নাহি তিনমাস,
মহত্তর কর্ম্মে তার জন্মেনা উল্লাস।
স্বজাতি স্বধর্ম্ম কিংবা স্বদেশের তরে,
কোন লোকহিতকর কর্ম্ম সে না করে।
লক্ষ্য যার স্থির, যার সুদৃঢ় অন্তর,
সর্ব্বকার্য্যে কৃতকার্য্য সে গরিষ্ঠ নর।
হিমাচল তুল্য যার চিত্ত অচঞ্চল,
ভক্তির সাধনা সাধ্য তাহার কেবল।"
উঠি বলে বিষ্ণুদাস, "ইহা সত্য কথা,
দৃঢ়তাবিহীন কর্ম্মে সিদ্ধিলাভ কোথা?"
বলেন আভিরানন্দ, "কি হেতু ইহার,
কর্ম্ম করে অথচ দৃঢ়তা নাই আর!"
উত্তরে সন্তান, "ইথে কি আছে বিস্ময়,
সর্ব্বদা যা দেখে শুনে, সেইরূপ(ই) হয়।
সঙ্গের প্রভাব বড়, নিত্য সঙ্গী যারা;
হয় যদি উচ্চমতি উচ্চে তুলে তারা।
না হইলে অলস অকর্ম্মা সঙ্গ ধরে,
অকর্ম্মা হইয়া নানা দুঃখে ডুবি মরে।

যে যত অজ্ঞান তার তত অহঙ্কার,
মায়াবদ্ধ নরের অদ্ভুত ব্যবহার।
"জানে তত্ত্ব একেবারে নহেত অজ্ঞান,
জানে এ সংসার মিথ্যা সত্য ভগবান।
জানে এ সংসারে মাত্র দুইদিন স্থিতি,
ক্ষণতরে সংসার সম্বন্ধে নাতিপুতি।
তবুও আপনা ভুলি কুটুম্বের গতি,
কি হইবে চিন্তা করি মরে দিনরাতি।

তথা শ্রীশ্রীভাগবতে—

বিদ্বানপীত্থং দনুজা কুটুম্বন্,
পুষ[illegible]স্বলোকায় নকল্পতে বৈ॥
যঃ স্বীয় পারক্য বিভিন্ন ভাব,
স্তম প্রপদ্যেত যথা বিমূঢ়॥

মায়ায় উন্মত্ত হয়ে কত ক্লেশ পায়,
তথাপি দুর্ভাগা আত্মহিত নাহি চায়।
"সংসারের উচ্চপদ, তুচ্ছ ধনমান,
ভাবে যারা জীবনের সর্ব্বস্ব মহান্,
তাহারাই একসঙ্গে উঠে, বসে, ভাষে,
কল্পনার প্রবাহে আনন্দে সদা ভাসে।
যথায় মানুষ সদা ঊর্দ্ধ দৃষ্টিহীন,
উন্নতির সূত্র ছিন্ন তথা চিরদিন।
ভাগবত-ধর্ম্মে তারা কি প্রকারে যাবে,
দৃষ্টি যার নিম্নে সেই ঊর্দ্ধে কি দেখিবে?

১। পরম ভাগবত প্রহ্লাদ দনুজবালকগণকে উপদেশ দিতেছেন, হে দনুজবালকগণ। মানুষ তত্ত্ব জানিয়াও কেবল কুটুম্বগণের কি হইবে সেই চিন্তায়ই অধীর হয়, কিন্তু তাহার যে কি হইবে তাহা একবারও চিন্তা করে না। মোহোন্মত্তের মত, আপন পর বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া দুঃখময় নরকে গমন করে।

"বিষয়ী কি ধৃষ্ট শুন, হরিঘোষ নামে,
ছিল এক বড়লোক নলহাটী গ্রামে।
জজগিরি চাকুরি করিত সেই ঘোষ,
হাকিমী লভিয়া মনে পরম সন্তোষ।
অধীনস্থ যত তাকে প্রণাম করিত,
প্রণামে সে আপনাকে ঈশ্বর ভাবিত।
তাহার বিশ্বাস সব তত্ত্ব সে জানিত,
যে ভাবেরই কথা হোক দু'কথা বলিত।
চারিবেদ চৌদ্দশাস্ত্র সব জানা তার,
কথা তুলি তার হাতে বাঁচা হত ভার।
"কোন কোন হাকিম স্থানীয় জমীদার,
ছিল তার দলভুক্ত বান্ধব এয়ার।
সকলেই তুল্যাকার অহঙ্কারে ভরা,
তাহাদের কাণ্ড যত দেখিতাম মোরা।
"উচ্চপদ সম্পদ ভুগিত যে সকল,
বলিত তাহারা নিজ পরিশ্রম-ফল।
পুত্রকন্যা জামাতা মরিত যে সময়,
উচ্চরোলে বলিত ঈশ্বর কি নির্দ্দয়।
ভয়ে ভয়ে দিত চাঁদা কলেরা লাগিলে,
মানিত ঈশ্বর খুব সঙ্কটে পড়িলে?
"রোগে ভোগে হরিঘোষ যখন পড়িত,
গ্রহাচার্য্য ডাকি স্বস্ত্যয়ন আরম্ভিত।
যেমন দেবতা, দেবী তেমন মিলয়,
—প্রজাপতি-নির্ব্বন্ধ কভুও মন্দ নয়।
"গঙ্গাজল কোথা" বলি আচার্য্য ডাকিত,
বরফ-গলিত-জল পত্নী আনি দিত।

যন্ত্র কই ব'লিলে দুআনি দিয়া করে,
বলিত " এখন মন্ত্রে সার, দিব পরে।"
"আরম্ভিল দুর্গাপূজা প্রতিমা গড়িয়া,
অন্নদান দূরে, গুরু দিল তাড়াইয়া।
বলে, "বহু ব্রাহ্মণের নাহি প্রয়োজন।"
শুনি স্থিরচক্ষু গুরু করে পলায়ন।
পিতৃশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিয়া ব্রাহ্মণ,
কলিকাতা প্রত্যুষে করিল পলায়ন।
" হরিলুট দিব," বলি বৈরাগী ডাকিয়া,
ঘুমাইল নিরলাজ ঘরে খিল দিয়া।
সাধুসেবা দিবে বলি আমাদিগে ডাকি,
" আজ না " বলিয়া শেষে দিল এক ফাঁকী।
"কাঙ্গালী ভোজন গৃহে আরম্ভ করিয়া,
বসাইয়া ভোজনে তাড়ায় গালি দিয়া।
চাকর রাখিয়া তাকে মজুরি না দিত,
শেষে তার চাকর কিছুতে না মিলিত।
তখন বলিত সব ঈশ্বর-সন্তান,
নাহি পাপ ভবে ভৃত্য রাখার সমান।
দিতনা পয়সা তাই নাপিত না পেত,
চুল দাড়ী হত বনমানুষের মত।
কেহ লক্ষ্য করিলে সে আরম্ভি উপমা,
বুঝাইত চুল-দাড়ী রাখার মহিমা।
সন্দিহিত চিত্তে সদা করি পাতি পাতি,
কে কি বলে অন্বেষিত তাহা দিনরাতি।
"মরণের পূর্ব্বে তাকে বাতে আক্রমিল,
যক্ষ্মাকাশ তার পরে আসি দেখা দিল।

এত গুণবতী সতী তার পত্নী ছিল,
নগদ সম্পত্তি নিয়া সে চলিয়া গেল।
দুটী কন্যা ছিল, গেল জননীর সঙ্গে,
মাঠে বসি কৃষকেরা গালি দিত রঙ্গে।
ছিল যারা সম্পদের কুটুম্ব এয়ার,
দুর্দ্দিন দেখিয়া তারা আসিতনা আর।
পেন্সনের টাকা বলে গেল কাশীবাসে,
সেখানে তাহার কাণ্ডে সর্ব্বলোকে হাসে।
"ক্ষুদ্র এক গৃহ ভাড়া করিয়া রহিল,
কাশীর যুবতী এক রান্ধুনী রাখিল।
সে তাহার উপপতি ডাকিয়া আনিল,
হরিঘোষ সে দুষ্টকে সেবক রাখিল।
বাজার করিতে টাকা যা দিয়া পাঠায়,
তাহার অর্দ্ধেক চুরি করে সে দোহায়।
খাবার সময় ভাল দ্রব্য সে যুবতী,
লুকাইয়া খাওয়ায় তাহার উপপতি।
জামা জুতা চুরি করে মাসে দুইবার,
ছলনায় ঘোষে বাধ্য রাখে অনিবার।
শুশ্রূষার অভাবে বান্ধবহীন দেশে,
কাশীলাভ করিয়াছে বৈশাখের শেষে।
বহুকষ্টে জীবনের হল অবসান,
আদর্শ বিষয়ী সেই অদ্ভুত অজ্ঞান।
"মায়ান্ধ মানব হয় দিব্যদৃষ্টিহীন,
নির্ভরতাহীন আর দৃঢ়তাবিহীন।
নির্ভরতা সাধনার প্রধান বিষয়,
সুদৃঢ় বিশ্বাস তার মূলাশ্রয় হয়।

বিবেক-বৈরাগ্যহীন বিষয়ী মানব,
করে কার্য্য জ্ঞানীজন চক্ষে অসম্ভব।
কত হরিঘোষ বর্ত্তে নগরে নগরে,
—সবে হরিঘোষ তাই কেবা কাকে ধরে!
সাধুভক্ত হলে পুত্র পিতার না সহে,
বেশ্যাবাড়ী গেলে "পরে ভাল হবে" কহে।
এমন জগতে নির্ভরতা বিড়ম্বনা,
থাকিলেও ইচ্ছা, সঙ্গদোষে সম্ভবেনা।"
বলেন শ্রীনিত্যানন্দ, "বিড়ম্বনা ভয়,
ভক্তকেও ক্ষুণ্ণ করে অনেক সময়।
সমাজে থাকিয়া বৃথা লোকনিন্দা ভয়,
শুনিতে সবার(ই) হয় শঙ্কিত হৃদয়।
এমন কি, রাম নিন্দা সহিতে না পারি,
বিনাদোষে বনে দেন জানকী সুন্দরী।
লোকনিন্দা ভয়ে শ্যামানন্দ সরস্বতী,
আশ্রমে না দেন স্থান বিপন্না যুবতী।
বিড়ম্বনা ভয় ভুলি সত্য পথ ধরে,
এমন নির্ভরশীল বিরল ভূপরে।"
কহিল সন্তান, "চিত্ত কালীপদে যার,
লোকনিন্দা বিড়ম্বনা কি রোধিবে তার।
মহারাজা রামকৃষ্ণ এক সাক্ষী তার,
আপনি লিখিয়া মর্ম্ম করিল প্রচার।

" ভবে সেই সে পরমানন্দ,
যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে

সে না যায় তীর্থ পর্য্যটনে,
সন্ধ্যাপূজা কিছু না মানে,

বসি থাকে সদা কালীনাম ধ্যানে,
যা করেন কালী আপনা গুণে ॥
কালীচরণ যে জন জেনেছে স্থূল,
সহজে ঘটে তার বিষয়ে ভুল,
পায় সে ভবার্ণবেরই কূল,
সে জনা মূল হারাবে কেনে ॥
রামকৃষ্ণ কয় তেমতি জনে,
পরের নিন্দা না শুনে কানে,
তার আঁখি ঢুলু ঢুলু রজনী দিনে,
কালীনাম-পীযূষ পানে ॥"
" যা করেন কালী " বলি ভাগবত জনে,
ঘৃণা, লজ্জা, নিন্দা, ভয় দলে তুচরণে।
গজরাজ চলে যবে গ্রাম্যপথ ধরি,
কুকুর পশ্চাতে ধায় ঘেউ ঘেউ করি।
কিন্তু করিবর তাহা উপেক্ষা করিয়া,
গন্তব্যের পথে চলে মদমত্ত হিয়া।
"সে প্রকার ভক্তজনে গ্রাম্য-কোলাহল,
মনে করে আষাঢ়ের ভেকের কোন্দল।
অগ্রে কর আপনার কর্ত্তব্য সুস্থির,
পরে চল মৃত্যুপণে যথা যুদ্ধে বীর।
যায় প্রাণ যাবে, মৃত্যু বলিয়া কি ভয়,
—মৃত্যুময় জগতে কে চিরকাল রয়।
সঙ্কল্প সাধন করি হও কীর্ত্তিমান,
কীর্ত্তি যার অমর সে মহাভাগ্যবান।
"বিড়ম্বনা ভয় লোকে করয়ে অন্তরে,
বিড়ম্বনা কীর্ত্তিমান শিরে তুলি ধরে।

পরখিলে বিড়ম্বনা ভিন্ন এই ভবে,
কে কোথায় কীর্ত্তিমান হইয়াছে কবে!
কভু বিড়ম্বনা হয় পরীক্ষা কারণ,
কভু বিড়ম্বনা অন্তে যশ নিকেতন।
কভু বিড়ম্বনায় উপজে দৃঢ়ভক্তি,
কভু বিড়ম্বনায় জাগায় মহাশক্তি।
কভু বিড়ম্বনায় বীরত্ব করে দান,
কভু বিড়ম্বনায় আনায় ভগবান।
কভু বিড়ম্বনায় স্ববশে নর আসে,
কভু বিড়ম্বনায় জড়ত্ব দোষ নাশে।
কভু বিড়ম্বনায় গন্তব্য করে স্থির,
—কভু বিড়ম্বনায় মরিয়া হয় বীর।
কভু বিড়ম্বনায় পাপের ক্ষয় হয়,
মেঘমুক্ত করি চন্দ্রে* করে প্রভাময়।
"অনলে নির্ম্মল হয় স্বর্ণ যে প্রকার;
বিড়ম্বনানলে চিত্তশুদ্ধি সে প্রকার।
ভক্তিপথে বিড়ম্বনা ভাগ্যে যার ঘটে,
অক্ষয় সে প্রহ্লাদের তুল্য বিশ্বপটে।
সংশয়পূরিত সদা চিত্ত নহে খাঁটী,
ভক্তিমার্গে নিষ্ফল তাহার হাটাহাটী।
"বিশুদ্ধ নির্ম্মল বায়ু সেবনের তরে,
কাশী যদি যাও, কি সম্বন্ধ বিশ্বেশ্বরে?
মলত্যাগ করি শৌচ করিতে গঙ্গায়,
ডুবাইলে গঙ্গাস্নান ফল কেবা পায়?
দুর্ব্বাসনা চিত্তে পুষি ধর্ম্মপথ ধরে,
লোক ভণ্ডাইতে যপ তপ ধ্যান করে,

* চন্দ্র = আত্মা।

বিশ্বাসীর সুখশান্তি সে পাবে কোথায় ?
জাহ্নবীর তীরে বসি মরে পিপাসায়।
"জগদ্ধাত্রী পদে মতি যে করে অর্পণ,
বিড়ম্বনাভয়ে ত্রস্ত সে নহে কখন।
জগদ্ধাত্রী রাখিলে মারিতে সাধ্য কার ?
মারিলে সে রক্ষা করে সামর্থ্য কাহার ?
জগদ্ধাত্রী সম্মানিলে কে করে অমান ?
জগদ্ধাত্রী অমানিলে কে করে সম্মান ?
জগদ্ধাত্রী উচ্চে নিলে কে পারে নামাতে ?
জগদ্ধাত্রী নিম্নে নিলে কে পারে উঠাতে ?
"যা করেন তিনি সব মঙ্গল কারণ,
তাঁহার ইচ্ছায় নিত্য জীবন মরণ।"
এই বুদ্ধি আছে যার হৃদে বিদ্যমান,
অচলের তুল্য তার অচঞ্চল প্রাণ।"
জিজ্ঞাসিল রত্নগিরি, "মোর গণ্ডগ্রামে,
এক চঙ্গ বাস করে হরিদাস নামে।
তার তুল্য সাধু মোর চক্ষে দেখি নাই,
ইচ্ছা হয় তার সঙ্গে সদালাপে যাই।
কিন্তু কি করিব সে যে চঙ্গের সন্তান,
লোকনিন্দাভয়ে মোর সদা কাঁপে প্রাণ।"
উত্তরে সন্তান, "যদি সাধুসঙ্গ চাও,
যেখানে সাধুতা তুমি সেইখানে যাও।
কালীভক্ত হয় যদি চণ্ডাল সন্তান,
নাস্তিক ব্রাহ্মণ নহে তাহার সমান।
তত্ত্বজ্ঞানে অঙ্কিত অনর্থ নাহি মনে,
সর্ব্বদা নির্ভরশীল জননী চরণে।

সর্ব্বাগ্রে আদর করি আনি উচ্চাসন,
বসাইয়া তাহাকে করিও সম্ভাষণ।
শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে গুণ আর কর্ম্মে
এই সত্য সার জানি আচারিও ধর্ম্মে।”

বলেন শ্রীনিত্যানন্দ, “যদি মুসলমান,
সত্যধর্ম্ম সাধি হয় জননী সন্তান,
জগদ্ধাত্রী অর্চ্চিতে কি পারে সেইজন,
পারে কি সে করিবারে মন্ত্র উচ্চারণ ?”

উত্তরে সন্তান, “যদি হন জগদ্ধাত্রী,
আর যদি হন তিনি জগজ্জনয়িত্রী,
যত জীব আছে বিশ্বে সবই তাঁহার,
আছে তায় সকলের তুল্য অধিকার।
হিন্দু ভিন্ন যত জাতি আছে পৃথিবীতে,
সমস্তই তাঁর, আছে কি সন্দেহ ইথে ?
তাঁর পূজা, তাঁর মন্ত্রে কে না অধিকারী,
তিনি তার, যে তাঁহার, নেহারি বিচারি।

“বিশ্ব-প্রসবিনী কালী সন্তান তাঁহার,
মাত্র তুমি আমি নই, এ বিশ্ব-সংসার।
তাঁর মন্ত্র, তাঁর নাম, করি উচ্চারণ,
পবিত্র হইতে অধিকারী সর্ব্বজন।

“তাঁর সূর্য্য সর্ব্বদেশে কিরণ সঞ্চারে,
সে কিরণ পরবেশে সর্ব্বজন ঘরে।
ব্রাহ্মণ বলিয়া কেহ বেশী নাহি পায়,
অন্য জাতি বলি অন্ধে কেহ না বেড়ায়।
অমৃতবাহিনী নদী অমৃত আনিয়া,
তাঁহার আজ্ঞায় চলে তৃষ্ণা জুড়াইয়া।

উচ্চজাতি হলে জল বেশী নাহি পায়,
নিম্নজাতি বলি কেহ না মরে তৃষ্ণায়।
সমস্ত জাতিকে তাঁর করুণা সমান,
উচ্চজাতি বলি বৃথা করি অভিমান।
"রাজরাজেশ্বরী যবে করিবে বিচার,
জাতির দোহাই দিয়া সাধ্য আছে কার,
এড়াইবে কর্ম্মফল তাঁর সন্নিধান,
—সেদিন থাকিবে মাত্র সাধুর সম্মান।"
বলেন আভিরামন্দ, "সদ্‌গুণের পূজা,
যে দেশে, সে দেশ হয় সর্ব্বদেশ রাজা।
সমস্ত জাতির মধ্যে প্রতিভা জনমে,
তারা হয় শ্রেষ্ঠ যারা প্রতিভাকে নমে।
গুণ ছাড়ি কুল-পক্ষপাতি হয় যারা,
অকুল দুঃখের সিন্ধু গড়ায় তাহারা।"
জিজ্ঞাসে জগদানন্দ, "জগদ্ধাত্রী পায়,
কহ কিসে অনায়াসে মন বুদ্ধি যায়?"
উত্তরে সন্তান, "তাহা কব কতবার;
বাঁকা লৌহ না পোড়ালে সোজা করা ভার।
দুঃসময়ে মনে ঘন জাগে দুর্গানাম,
ক্লান্তি না ঘটিলে কোথা প্রার্থে কে বিশ্রাম?
নিত্য দুঃসময় তবু উপলব্ধি নাই,
উপলব্ধি না ঘটিলে মুক্তি কোথা চাই?
মুক্তি-প্রার্থী নহে যে, সে মুক্তিদাত্রী পায়,
অর্চ্চিবে কিজন্য বল—স্বার্থ কি তাহায়?
"যতক্ষণ আমিত্বের নাহি অবসান,
যতক্ষণ রহে চিত্ত অনর্থপ্রধান,

যতক্ষণ নশ্বরত্ব বিচারে না বসে,
যতক্ষণ রহে মত্ত সুখভোগ রসে,
ততক্ষণ মনার্পণ ঈশ্বরে না হয়,
অতএব চিন্তি তত্ত্ব চল মহোদয়।"
জিজ্ঞাসিল বিষ্ণুদাস, "অস্থির হৃদয়,
কি তবে কর্ত্তব্য এবে কহ মহোদয়।"
উত্তরে সন্তান, "নাম আশ্রয় করিয়া,
কর্ত্তব্যের পথে সদা চল মন দিয়া।
পুরাকৃত কর্ম্ম যদি ফেলায় গহ্বরে,
কর শ্রম মৃত্যুপণে উত্থানের তরে।
তারিণী কৃপায় কেহ উপেক্ষিত নহে,
হস্ত পদ মন বুদ্ধি সর্ব্বঘটে রহে।
আর আছে কর্ম্মক্ষেত্র মুক্ত জগভরি,
শম, দম, তিতিক্ষাদি হস্তগত করি।
সাধিলে অবশ্য সিদ্ধি লভিতে পারিব,
জীয়ন্তে মৃতের তুল্য কি হেতু রহিব!
উৎসাহে উদ্যমে যদি হই অগ্রসর,
দেখিবে নিকটবর্ত্তী শান্তির নগর।"
সুধান মাধবদাস, "কহ মহোদয়,
শমাদির সাধনায় কি কর্ত্তব্য হয়?"
উত্তরে সন্তান, "ভাগবতে যাহা আছে,
অগ্রে বর্ণনীয় তাহা ভক্তজন কাছে।

তথা শ্রীশ্রীভাগবতে ১১শ স্কন্ধে ১৯ অঃ—

শমঃ মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধের্দ্দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ।
তিতিক্ষা দুঃখসংমর্ষো জিহ্বোপস্থ জয়োধৃতিঃ ॥১

১। আমাতে (শ্রীভগবানে) নিবিষ্ট বুদ্ধির নাম শম, ইন্দ্রিয়সংযমের নাম দম, দুঃখসহিষ্ণুতার নাম তিতিক্ষা এবং জিহ্বা উপস্থ বশীকরণের নাম ধৃতি।

শমাদিতে সিদ্ধজনে কে না ভক্তি করে,
ঈশ্বর সমান তিনি অর্চ্চিত ভূপরে।
তিনি ধীর সুনির্ভীক এ মহীমণ্ডলে,
তার অনুগত হয় মনুষ্য সকলে।
ঘটে তায় জগতের অশেষ কল্যাণ,
তীর্থ হয় তথা, যথা তার অবস্থান।
তার সঙ্গে ভগবান করেন গমন,
ভুলুয়া প্রার্থনে মাত্র তাঁহার দর্শন।

শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী।

চতুর্থ দিন

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য
ভয়ার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারদাত্রী
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ ১

জয় জয় জগততারিণী নারায়ণী,
সর্ব্ববিধ ভয়ার্ত্তের ভয়নিবারিণী।
গণেশজননী বিদ্যাবুদ্ধি সিদ্ধিদাত্রী,
সর্ব্বলোকাশ্রয় বলি নাম জগদ্ধাত্রী।
করুণানয়নে আজ চাহ মা সন্তানে,
শরণ নিতেছি পদে, সন্তাপিত প্রাণে।

১। যাহারা অনাথ, যাহারা দীন, যাহারা তৃষ্ণাতুর, যাহারা ভয়ার্ত্ত, যাহারা ভীত, যাহারা বদ্ধ, হে দেবি। তুমি তাহাদিগকে নিস্তার করিয়া থাক। হে জগত্তারিণি দুর্গে। তোমাকে নমস্কার করি, আমাকে সংসারসঙ্কট হইতে পরিত্রাণ কর।

দুর্লভ জনম লভি জননী এবার,
তব পদ চিন্তা না করিনু একবার।
যৌবনের মদগর্ব্বে উন্মত্ত হইয়া,
গরল করিনু পান অমৃত হেলিয়া।
ভোগাশার সন্তাড়নে নাহি আত্মজ্ঞান,
পরিচয়ে বৃথা বলি তোমার সন্তান।
শান্তির সদন তব চরণ দুখানি,
ভুলিয়া অশান্তি-হ্রদে দিবসযামিনী,
ডুবিয়া মা কর্ম্মদোষে হাবুডুবু খাই,
তবুও তোমার পদে শরণ না চাই।
হীনকর্ম্মে করিয়াছি এতই অভ্যাস,
এতই মা হইয়াছি ইন্দ্রিয়ের দাস,
এতই মা ঘটিয়াছে মোর অবনতি,
হইয়াছি এত নীচ দুরাচার মতি,
ডুবিয়াছি এতই অগাধ পাপজলে,
তাহার তুলনা আর নাহি মহীতলে।
অসহায় অভাজন অধম বলিয়া,
তুমি যদি রক্ষা কর স্বকরে ধরিয়া,
—রক্ষা যদি কর রাখি চরণের তলে,
তবে রক্ষা পেতে পারি কালের কবলে।
তুমি ভিন্ন আর নাহি গতি ভুলুয়ার,
জানাইনু তোমা, কর যা ইচ্ছা তোমার।
বলেন আভিরানন্দ, "শুন মহাজন,
বহুরূপে ভক্তিযোগ করিছ কীর্ত্তন।
ভক্তির আহ্বানে হন দৃষ্ট ভগবান,
বিশ্বে কেহ শ্রেষ্ঠ নাহি ভক্তের সমান।

পরব্রহ্মমূর্ত্তি ধরি ভক্তের সহিত,
প্রকাশেন আপনার অদ্ভুত চরিত।
কিন্তু হেন ভক্তিযোগ সন্ন্যাসীমণ্ডলে,
কি নিমিত্ত নাহি দেখি অধিকাংশ স্থলে।"

রত্নগিরি উঠি কহে, "অন্তরে আমার,
যা কহিলে এই প্রশ্ন উঠে বার বার।
ভিন্ন ভিন্ন সন্ন্যাসীর ভিন্ন ভিন্ন ধারা,
অনেকের কার্য্য দেখি হই আত্মহারা।
অনেকেই বলে, "ভক্তি আবেগের খেলা,
যারা ভক্ত হয়, বকে প্রলাপ দুবেলা।
আত্মজ্ঞান-শূন্যে করে আত্ম-নিবেদন।"
আরো বলে, "বাজে কার্য্য শ্রবণ কীর্ত্তন।"
ভক্তগৃহে যে সকল আহ্নিক আচার,
স্ত্রীআচার সঙ্গে করে উপমা তাহার।
আমরা সামান্য লোক গৃহধর্ম্মে থাকি,
সাধুগণ কার্য্যে যদি একতা না দেখি।
সন্দেহ আসিয়া ধর্ম্মবুদ্ধি সব নাশে,
দৃঢ়তা না রহে, মন ভরে অবিশ্বাসে।"

উত্তরে সন্তান, "পূর্ব্বে বলিয়াছি তাহা,
যোগ, জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, চারিপথ যাহা।
রুচি অনুসারে নরে ধর্ম্মপথ ধরে,
যার যেই পথ, চলে সেই অনুসারে।

"অগণ্য সমাজ দেশে; অগণ্য ভাষায়,
অগণ্য মতের ব্যাখ্যা তরঙ্গ খেলায়।
মতে মতে বৈপরীত্য ঘটে যেইস্থানে,
যত পন্থী দেখ, কেহ কারে নাহি মানে।

"ভারতের গ্রামে গ্রামে নিত্য অবতার,
প্রত্যেকেই করে নিজ মত পরচার।
নিজ নিজ কলেবর-বর্দ্ধন কারণ,
একে অন্যে নিন্দে, করি প্রশংসা গোপন ।

"এক শক্তিপূজা যবে ছিল সর্ব্বঘরে,
ভারত তখন ছিল স্বর্গের উপরে।
যত মত হ'ল, হ'ল তত হিংসা দ্বেষ,
সত্যের মাধুর্য্য তত ক্রমে হল শেষ।
গেল শক্তি, গেল গুণ, কর্ম্মের সম্মান,
গুণ ছাড়ি আরম্ভিল কুলের ব্যাখ্যান।
আরম্ভিল ব্যক্তি বস্তু ধরি আরাধনা,
বংশ পরম্পরা তাহা হ'ল বহমানা।

"যাহার যে গুরু তাকে ঈশ্বর করিয়া,
নিজে অর্চ্চে, অর্চ্চনা করায় অন্য দিয়া।
অগণ্য ঈশ্বর এবে; আরো হইতেছে,
আরো হবে তাহাতে সন্দেহ নাহি আছে।
অনুচর বাহিরায় সব ঈশ্বরের,
দাবী করে সকলেই সন্ন্যাসী নামের।
কতই রং বিরঙের সন্ন্যাসী এখন,
—কার্য্য না থাকুক আছে গর্ব্ব বিলক্ষণ।
কাহারো ঈশ্বর ঘটী, কাহারো কলস,
কাহারো ঈশ্বর লাউ মাথালের বশ!
কলসের ভক্তে ঘটী নিন্দা না করিলে,
কলসের ঈশ্বরত্ব কি প্রকারে মিলে?
সে নিন্দায় (ও) পরিবর্ত্তে মানুষের মন,
—সত্য ধরি এই বিশ্বে চলে কয়জন?

"নবদ্বীপে চতুর্ব্বিধ গৌরাঙ্গ এখন,
—মাটী, কাঠ, স্বর্ণ আর পিত্তলে গঠন।
সোনার গৌরাঙ্গী যারা তারা বলে ভাই,
"এ গৌরাঙ্গ ভিন্ন আর খাঁটী কেহ নাই।"
কাঠের গৌরাঙ্গী বলে, "চাও যদি খাঁটী,
চারি আনা নিয়া তবে এস মোর বাটী।"
মাটীর গৌরাঙ্গী বলে, "রে বিদেশী নর,
গৌরাঙ্গ-তত্ত্বে কি তোরা এতই বর্ব্বর!
কাঙ্গালের বন্ধু গোরা, এক আনি দিয়া,
দেখিস্‌ত দেখ মোর অন্দরে পশিয়া।"
আসল গৌরাঙ্গ কিন্তু কাঁরো ঘরে নাই,
তবু অর্থ দিয়া তাহা দেখিবারে যাই।
এইরূপে কলহ করয়ে যাত্রী নিয়া,
তত্ত্বদর্শী কাণ্ড দেখি মরেণ হাসিয়া।
যথার্থ বৈষ্ণব কান্দে "হা গৌরাঙ্গ" বলে,
ভেট দিতে কাহারো মন্দিরে নাহি চলে।
সেইরূপ ভক্ত ভাগবত যারা হন,
পরের কথায় তারা বিচলিত নন।
অতএব তুমি কেন দেখি নানা মত,
বিচলিত হইয়া হারাও নিজপথ ?
"মণ্ডলী ওঙ্কারনাথে তোমরা সকলে;
অধিকাংশ ভক্তিবাদী আছ এইস্থলে।
তোমাদের দল মধ্যে ভক্তিহীন যারা,
তুলনায় দেখি তারা বিশেষত্ব হারা।
কাশীধামে অগ্নিরাম পণ্ডিত-প্রধান,
জগদ্ধাত্রীপদে ভক্ত বিশ্বাসী মহান।

শতাধিক বর্ষী বৃদ্ধ প্রত্যহ প্রভাতে,
কেদার হইতে উঠি যান বিশ্বনাথে।
প্রশ্ন হল, "সঙ্কটে কি নরের সম্বল ?"
উত্তরেন, "অম্বিকার চরণকমল।"
স্তোত্রপাঠে করেন মা নাম সঙ্কীর্ত্তন,
প্রণামে করেন তাঁর চরণ বন্দন।
নিত্য পরিক্রমেণ কেদার বিশ্বনাথ,
নাহি পাই তুলনায় যোগ্য তাঁর সাথ।

"হেথা নিত্যানন্দ তুমি চন্দ্র কামাখ্যার,
তব তুল্য মাননীয় নাহি দেখি আর।
তুমি ভক্তি পক্ষপাতি শাক্ত মহাজন,
শ্রবণ কীর্ত্তনে পক্ষপাতি অনুক্ষণ।
তোমার নিকটে আসি নাস্তিক দুর্জ্জন,
দুঃস্বভাব পরিহরি হয় ভক্তজন।
জগত ভক্তির বশ, অধিকাংশ নরে,
স্বভাবে সভক্তি ভাবে পরম ঈশ্বরে।
ভক্তি-তত্ত্ব অনুভবে স্বভাবে সমর্থ,
ভক্তিপথে অনায়াসে নিবৃত্ত অনর্থ।
তুমি ভক্ত, ভক্ত তব গুরু পূর্ণানন্দ,
গুণসিন্ধু, গুরুনাথ, ভাবে পূর্ণানন্দ।
তারাগণ মধ্যে যথা চন্দ্র সুশোভিত,
অগণ্য সন্ন্যাসী মধ্যে তথা বিরাজিত।
দাক্ষিণাত্য গগণের পূর্ণ সুধাকর,
তিনি বিশ্বনাথে সদা সভক্তি অন্তর।

"তা'পরে হাজার [illegible] সন্ন্যাসী যাহার,
অনুগত, প্রার্থী মাত্র বিন্দু করুণার।

বিদ্যা বুদ্ধি স্বভাবে সর্ব্বত্র যশস্বান,
সেই শ্যামানন্দ ইনি মহাভক্তিমান।

"এইক্ষেত্রে আছে অন্য উপস্থিত যত,
অন্বেষিলে দেখি প্রায় সবে ভাগবত।
ভক্ত না হইলে মোর মত অজ্ঞ সনে,
ভক্তিরসতত্ত্ব বল কেবা আলোচনে।
অরসিকে নাহি করে রস আস্বাদন,
বধিরে না যত্নে শুনে বাঁশীর নিস্বন।
মধুভিন্ন নাহি করে মধুর গুঞ্জন,
ভক্তভিন্ন কোথা আছে ভক্তির কীর্ত্তন ?

"ভক্ত শ্রীতুলসীদাস বৈষ্ণববিভব,
ভক্তিপন্থী শ্রীপ্রসাদ বঙ্গের গৌরব।
ভক্ত শ্রীকমলাকান্ত বর্দ্ধমান-মণি।
শ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণ ভক্তিখনি।
ভক্ত শ্রীশঙ্করাচার্য্য চৈতন্য নিতাই,
যারা ভিন্ন ভারতের গর্ব্ব কিছু নাই।
তবু যারা বলে ভক্তিরীতি স্ত্রী আচার,
মনুষ্য তারাই মাত্র ভবে চমৎকার !!

"ভক্তির সঙ্গীত হয় মত্তের প্রলাপ।"
এ কথা যে বলে তার অক্ষুণ্ণ প্রতাপ।
মহাবল হিরণ্যকশিপু তার ঠাঁই,
তুলনার যোগ্য নহে ; —তুলনাই নাই।
দিতির তনয় [illegible] প্রহ্লাদের প্রতি,
সম্বোধিত এইরূপ বাক্যে দিনরাতি।

তথা শ্রীশ্রীভাগবতে ৭ম স্কন্ধে ৮ম অঃ—

বক্তুং ত্বং মর্ত্তুকামোঽসি যোঽসি যোঽতিমাত্রং বিকত্থসে
মুমূর্ষূণাং হি মন্দাত্মন্ ননু স্যুর্ব্বিক্লবা গিরঃ ॥ ১ ।

তাই বলি ত্রিভুবন বিজয়ী প্রতাপে,
অন্বিত যে সেই ভক্তি নিক্ষেপে প্রলাপে।
যে রস যে আস্বাদনে অধিকারী নয়,
অমৃত হলেও তার পক্ষে বিষময়।
গরলের কৃমি ধরি অমৃতের ভাণ্ডে,
নিক্ষেপিলে জীবন হারায় একদণ্ডে,
বিপক্ষীর নিকটে তেমতি ভক্তিযোগ,
ভক্তিস্বাদে বাড়ে তার রসনার রোগ।"

বলেন শ্রীনিত্যানন্দ, "কাশীধামে যারা
বাস করে, অধিকাংশ জ্ঞানমার্গী তারা।
"সোহং" গ্রহণ করি চর্চ্চা করে জ্ঞান,
অর্চ্চিতে সে বিশ্বনাথে নহে মতিমান।
"সোহং" বা "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" যারা বলে,
ভক্তি ছাড়ি প্রায় তত্ত্ব বিচারেই চলে।
"আমি শিব" সর্ব্বদা যে এই চিন্তাভরে,
শিবের অর্চ্চনা পুনঃ কিরূপে সে করে?"

উত্তরে সন্তান, "আমি কি বলিব তার,
অতিশয় বলিতেছি আমি বার বার।

০১। হিরণ্যকশিপু ভাগবতোত্তম প্রহ্লাদকে বলিতে লাগিল, "রে মন্দ বুদ্ধে! নিশ্চয়ই তোর মরণের সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, তাই তুই অত্যন্ত বেশী বকিতেছিস্। মানুষের আসন্নকাল যখন উপস্থিত হয় তখন যেমন প্রলাপ বকে, তুইও তেমনি হরিভক্তির ব্যাখ্যারূপ প্রলাপ বকিতেছিস্।

অহঙ্কারী দলের দানিতে সমাচার,
মোর বাক্যে ঘটিতেছে বহু অহঙ্কার।
এইজন্য গ্রাম্যালাপ কভু না করিবে,
আলাপে অর্দ্ধেক দোষ সহজে ঘটিবে।
তবুও সাধক সিদ্ধ তোমরা সবাই,
মোকে দিয়া বলাইছ মোর দোষ নাই।
যে বলে আমিই "শিব" আমিই "ঈশ্বর"
ভগবদ্বাক্যে সে অসুর উগ্রতর।

তথা শ্রীশ্রীগীতায়—

ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান সুখী,
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যস্তি সদৃশং ময়া।" ইত্যাদি ॥ ১

"ঈশ্বরাংশ আছে জীবে এই সূত্র নিয়া,
"আমিই ঈশ্বর" তাহা বলি কি করিয়া।
বিন্দু কোথা সিন্ধু হয়, যদিও তা অংশ,
সিন্ধুত বাড়বে ধরে, বিন্দু আঁচে ধ্বংস।

"শিবের সদৃশ জীবসঙ্গে যাহা আছে,
গোদে আর চান্দে, কিম্বা পেঁচা আর পাঁচে।
উপেখায় মহাদেব মন্থেন সাগর,
মথনিতে কূর্ম জীব নহে শক্তিধর।
শিবের ইচ্ছায় সৃষ্ট এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড,
মাথা কুটি জীবে নারে সৃজিতে পলাণ্ড।

১। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অসুরের লক্ষণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—"হে অর্জ্জুন! যে বলে আমিই ঈশ্বর, আমিই সুখ ভোগের কর্ত্তা, আমি সিদ্ধ, আমি বলবান, আমিই সুখী, (আমিই আমার সুখের হেতু), আমি আঢ্য (শ্রেষ্ঠ), আমি অভিজনবান (কুলিন), আমার সমান শ্রেষ্ঠ কে আছে? তাহাকে তুমি অসুর বলিয়া জানিও।"

এককর্ম্মে কিছু ঐক্য আছে জীবে শিবে,
শিব খান সিদ্ধি ভাঙ, গাঁজা টানে জীবে।
"বাহুবলে আত্মজ্ঞানে মুক্তি লভে যারা,
কাশীধামে মুক্তি হেতু কেন বাসে তারা?
অন্নপূর্ণা শিবে যদি নাহি প্রয়োজন,
তাঁহাদের ধামে বাস করা কি কারণ?
আপনি যে বিশ্বেশ্বর, মন্দিরে না বসি,
বাড়ীভাড়া দিয়া কেন মরে দিবানিশি?
ভোজনাচ্ছাদন জন্য গৃহস্থ ভবন,
কি নিমিত্ত প্রতিদিন করে উৎপীড়ন?
বাঞ্ছাকল্পতরু শিব আপনি যে হয়,
পর গলগ্রহ বল কি জন্য সে রয়?
কৌশল করিয়া অর্থ করি উপার্জ্জন,
অন্নবস্ত্র পরচারে কেন সে দুর্জ্জন?
"মূলকথা মায়াদ্বারা অপহৃত জ্ঞান,
ভৃত্য হ'য়ে চাহে তাই প্রভুর সম্মান।
এক চক্ষু নাই, নাই নাসা কর্ণ যার,
সেও করে আপন রূপের অহঙ্কার।
শুষ্ক তৃণ পত্র সম, আসি এ ধরায়,
সুখদুঃখ বাতাসে যে উড়িয়া বেড়ায়,
চক্ষুর পলকে যাঁর জীবন মরণ,
সে বলে, "ঈশ্বর আমি দেখ সর্ব্বজন।"
"জীব নিত্যদাস, বিশ্বনাথ নিত্যপ্রভু,
বিন্দুজ্ঞানী এ সিদ্ধান্ত হারায় না কভু।
কার্য্যে আর কথায় যাহার ঐক্য নাই,
তার কার্য্য দেখি ভক্তি কি জন্য হারাই?

যে সকল সাধক ধরার অলঙ্কার,
বিনয়ের মূর্ত্তি তাঁরা শূন্য অহঙ্কার।
"ভগবান শঙ্করের অনুগত যারা,
শিব-শক্তি আরাধিতে নিত্য বাধ্য তারা।
প্রতি মঠে বিদ্যমান দেখ শিব-শক্তি,
নামতঃ সন্ন্যাসী সেই যে না করে ভক্তি।
"সত্য বিচারিলে এবে সন্ন্যাসী-সমাজে,
বৈরাগী বিবেকী অতি অল্পই বিরাজে।
মূর্খ অজ্ঞ অকর্ম্মা যাহারা এ ধরায়,
সন্ন্যাসী হইয়া প্রায় তারাই বেড়ায়।
"তত্ত্বালাপ তাহাদের সঙ্গে কিসে মিলে,
মিলে কি মিশ্রির স্বাদ অঙ্গার চিবালে?
কাশীধামে আছে বহু বাঙ্গালী টোলায়,
আনন্দ নামের সঙ্গে বসন কাষায়।
চা পান ও সিগারেট তামাকু সেবন,
পরভাতে যাহাদের ভজন সাধন।
তারা যদি বলে ভক্তি মত্তের প্রলাপ,
বলুক, তাহাতে চিত্তে না গণি সন্তাপ।"
হেনকালে পূর্ণানন্দ গুরুকুলেশ্বর,
জিজ্ঞাসেন সন্তানে তুলিয়া স্নেহকর।
"আমি ব্রহ্মা" বলিয়া যাদের অভিমান,
তাহাদিগে তুচ্ছ তুমি করিলে, সন্তান।
ভক্তিপন্থী ভিন্ন অন্যপন্থী যত জন,
তাহাদিগে তুমি নাহি কর সমর্থন।
জান কি তাহার তত্ত্ব তুচ্ছ কর যারে,
অথবা বলিছ মাত্র ধারণানুসারে?।

"অবধূত তুমি, তব সম্প্রদায়ী যারা,
পরিচিত তোমার হইতে পারে তারা।
তাহাদের কর্ম্মাকর্ম্ম তুমি যাহা বল,
বিশ্বাস করিতে পারি মোরা সে সকল।
অন্য সম্প্রদায়তত্ত্ব বল না জানিয়া,
বিশ্বাস করিব তাহা কি সূত্র ধরিয়া।
সন্ন্যাসীর পরিচয় কি কি জান বল,
কি কি মঠ কিসে কোন সম্প্রদায় হল।
কে দেব, কে দেবী, কিবা তীর্থ কোন মঠে?"
উত্তরে সন্তান, তবে জুড়ি দুইকরে,
"আশীর্ব্বাদ কর এই অজ্ঞান বর্ব্বরে।
রামানুজ সম্প্রদায়ী হনুমানদাস,
রামদাস, ভগবানদাস, লক্ষ্মীদাস,
মল্লারপুরের দাস গোপাল মোহান্ত,
মুরশিদাবাদে আছে ত্রিবেণী বেদান্ত,
বৃন্দাবনের গৌরব গৌর শিরোমণি,
বাবাজী চৈতন্যদাস ভক্তিরস-খণি,

১। হনুমানদাস—রামানুজ সম্প্রদায়ের একজন গুরুমহারাজ। শ্রীযুক্তভুলুয়াবাবা ইঁহার সঙ্গে চারি বৎসর ছিলেন এবং ভোটান, আসাম প্রদেশ, মনিপুর ও দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থান ইঁহার সঙ্গে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ইনি এখন নৈমিষারণ্য সম্প্রদায়ের গুরু মহারাজ, বয়স প্রায় একশত বৎসর। (পরিশিষ্ট দেখুন)।

২। রামদাস—ইনি ঢাকায় ছিলেন। ১০৭ বৎসর বয়সের সময় শ্রীযুক্তভুলুয়াবাবা ইঁহাকে দর্শন করেন। ঢাকা জগন্নাথ কলেজের সুপারিনটেনুডেণ্ট শ্রীযুক্তবাবু অনাথবন্ধু মৌলিক ভুলুয়াবাবাকে ইঁহার নিকটে পরিচিত করান। ইনি অতিশয় সদাচারী বৈষ্ণব ছিলেন।

৩। লক্ষ্মীদাস—হনুমানদাস বাবাজীর গুরুমহারাজ। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত।

৪। গোপালদাস—মল্লারপুর আখেড়ার মোহান্ত।

নিম্বার্কী সে নন্দরামদাস মহাজন,
বাবাজী গৌরাঙ্গদাস পণ্ডিত সুজন,
বর্ত্তমান বৈষ্ণব-জগত সুশোভন,
অলঙ্কার এ সকল মহাজন হন।
কভু তীর্থ বাসে, কভু তীর্থ পর্য্যটনে,
পরিচিত হই আমি ইঁহাদের সনে।

"মণ্ডলী ওঙ্কারনাথে আছি বর্ষত্রয়,
কাশীধামে গঙ্গাতীরে ছিনু মাসনয়।
ত্রিবেণী সঙ্গমে ছিনু পূর্ণ বারমাস,
পরিচিত তথায় এ শ্রীমাধবদাস।
ব্রাহ্মণী-সঙ্গমে ছিনু পরাশরাশ্রমে,
একমাস ছিনু পুণ্য সাগর-সঙ্গমে।

"এইরূপে বহুস্থান করি পর্য্যটন,
করিয়াছি বহুরূপ সন্ন্যাসী দর্শন।
শুনিয়াছি তাহাদের মুখে পরিচয়,
শুনিয়াছি যাহা তা বলিতে নাহি ভয়।
দীর্ঘকাল পূর্ব্বে আমি শুনিয়াছি যাহা,
অসম্ভব সম্পূর্ণ স্মরণ করি তাহা।
ভুল ভ্রান্তি বলিলে তত্ত্বজ্ঞ যিনি হন,
দেন যেন অনুগ্রহে করি সংশোধন।

"গুণসিন্ধু শঙ্করের যত শিষ্য হয়,
তার মধ্যে চারিজন শ্রেষ্ঠ গুণময়।
পদ্মপাদ, শ্রীহস্তামোলক, শ্রীমণ্ডন,
চতুর্থ তোটকাচার্য্য মনস্বী-ভূষণ।

"পদ্মপাদে দুই শিষ্য, তীর্থ ও আশ্রম,
হস্তামোলকের দুই, অরণ্য ও বন।

মণ্ডনের তিন, গিরি, পর্ব্বত, সাগর,
তোটকে ভারতী পুরী স্বরস্বতীবর।
"চারি শিষ্য হ'তে এই দশ শিষ্য হয়,
দশ হ'তে হল "দশ নামার" উদয়।
যে যাহার শিষ্য তার পরিচয় দিয়া,
চলে নিজ নিজ পথ পোষণ করিয়া।
শঙ্করের প্রতিষ্ঠিত চারি মঠ হেরি,
শারদা ও গোবর্দ্ধন জ্যোষী শৃঙ্গগিরি।
চারি শিষ্যে চারি মঠ লইল বাঁটিয়া,
প্রত্যেকের শিষ্য তাহা চলে প্রচারিয়া।
"পদ্মপাদে দুই শিষ্য তীর্থ ও আশ্রম,
রহিল শারদা মঠে শুন ধীরোত্তম।
হস্তামোলকের শিষ্য অরণ্য ও বন,
গুরু ভাগে পায় তারা মঠ গোবর্দ্ধন।
তোটকের স্বরস্বতী, পুরী ও ভারতী,
শৃঙ্গগিরি মঠ নিয়া করে অবস্থিতি।
মণ্ডনের শিষ্য গিরি পর্ব্বত সাগর,
জ্যোষী মঠে রহি তারা প্রসন্ন-অন্তর।
"অন্য পরিচয় কহি শুন গুরুবর,
শৃঙ্গগিরি মঠে গোত্র হয় ভবেশ্বর।
ভূরবার সম্প্রদায় বলিবে তাহারা।
নতেশ্বর গোত্রী জ্যোষী মঠধারী যারা,
কহিবে "আনন্দবার সম্প্রদায়" তারা।
কীটবার সম্প্রদায় শারদাবাসীরা।
গোবর্দ্ধন মঠধারী যে সকল হয়,
ভোগবার সম্প্রদায় দিবে পরিচয়।

গোবর্দ্ধনে শারদায় গোত্র নতেশ্বর,
ইহা গোত্র পরিচয় কহে এ কিঙ্কর।"
বলেন শ্রীশ্যামানন্দ, "সম্পূর্ণ না হ'ল।"
প্রণমিয়া সন্তান আবার আরম্ভিল,
"শৃঙ্গগিরি মঠে হয় ক্ষেত্র রামেশ্বর,
দেব আদি বরাহ জগত মনোহর।
তুঙ্গভদ্রা তীর্থ, দেবী শ্রীকামাখ্যা হন,
ত্বরা সিদ্ধি ঘটে করি যাঁর আরাধন।
মঠবাসী মান্য করে যজুর্ব্বেদ গ্রন্থ,
"অহং ব্রহ্মোঽস্মি" মহাবাক্য মহামন্ত্র।
জ্যোষীমঠে ক্ষেত্র মহা বদরিকাশ্রম,
পুন্নাগাধী দেবী, হন দেব নারায়ণ।
তীর্থ শ্রীঅলকানন্দ, বেদ শ্রীঅথর্ব্ব,
"অয়মাত্মা ব্রহ্ম" মহাবাক্য মানে সর্ব্ব।
"শারদামঠের ক্ষেত্র দ্বারকাকে বলি,
সিদ্ধেশ্বর দেব হন, দেবী ভদ্রকালী।
তীর্থ গঙ্গা গোমতী, বেদের নাম সাম,
মহামন্ত্র মহাবাক্য "তত্ত্বমসি" নাম।
"গোবর্দ্ধনমঠে তীর্থ শ্রীপুরুষোত্তম,
জগন্নাথ দেব, দেবী শ্রীবিমলা হন।
মহোদধি তীর্থ, বেদ ঋক সর্ব্বসার,
"প্রজ্ঞানামানন্দং ব্রহ্ম" মহাবাক্য আর।"
বলেন আভীরানন্দ মানিয়া বিস্ময়,
"কহিলে যা তাহা সব সত্য পরিচয়।
ইহা ভিন্ন পুনঃ প্রশ্ন আছে তব ঠাঁই,
তীর্থাদির কি লক্ষণ শুনিবারে চাই।"

উত্তরে সন্তান, "তাহা অবশ্য শুনিবে,
শুনি তত্ত্ব বিচারিয়া সকলে দেখিবে।
আছে কি না ভক্তিযোগ অন্তরে তাহার,
ভক্তি ভিন্ন নাহি চলে শঙ্কর সংসার।
"তত্ত্বমসি" মহাবাক্য অন্তরে ধরিয়া,
শুচি ও সংযত মনে তীর্থক্ষেত্র গিয়া,
যাঁহারা করেন বাস শুন মহোদয়,
গুরুবাক্যে তাঁহাদের নাম "তীর্থ" হয়।
তীর্থ ছাড়ি অন্যত্র না করেন গমন,
ভোগ তুচ্ছ করি, যোগে সুনিযুক্ত মন।
ভক্তিগ্রন্থ পাঠে কাল করেন হরণ,
অভক্তের দান নাহি করেন গ্রহণ।
ভোজন সময়ে ভক্ত গৃহস্থ বাছিয়া,
যথালব্ধ অন্নজল গ্রহণ করিয়া,
আপন আশ্রমে আসি করেন বিশ্রাম,
কাশীধামে দৃষ্টান্ত "অচ্যুতানন্দ" নাম।
"আশ্রম গ্রহণে যাঁরা পারদর্শী হন,
নিত্য নির্ব্বিকার চিত্ত নির্ব্বাসনা মন,
নিতান্ত নির্ভরশীল শিব-শক্তি পদে,
সুপ্রসন্ন চিত্ত সর্ব্বজীবে দয়া হৃদে,
প্রাণান্তেও না লঙ্ঘেন শাস্ত্রের নিয়ম,
তাঁহাদের নাম গুরু রাখেন "আশ্রম।"
"সুনির্ম্মল চরিত্র মহেশে সদা মনু,
শূণ্যকাম নিঝরবাসীর নাম "বন।"
"ধরিয়া অরণ্যব্রত, ছাড়িয়া সংসার,
চিরদিন অরণ্যে বসতি থাকে যাঁর,

পঙ্কিল বিষয়ী সঙ্গে নাহি বাহ্যালাপ,
দুঃখ দিতে নারে যাঁরে ত্রিবিধ সন্তাপ,
সংসার পাসরি সদা শঙ্করের দাস,
ব্রহ্মপদ ভিন্ন যাঁর নাহি অন্য আশ,
"অরণ্য" তাঁহার নাম শুন মহোদয়,
যাঁহার দর্শনে জীব সুপবিত্র হয়।

"গিরিবাসী গীতাভ্যাসী গম্ভীর প্রকৃতি,
বুদ্ধি অবিচলিত নির্ভরশীল অতি,
নারায়ণ-পরায়ণ, মহাবাক্য স্মরি,
গুরুবাক্যে তাঁহাদের নাম হয় "গিরি।"

"পর্ব্বতে বসতি যাঁর, যোগী মহাযোগে,
করতলে,আসিলেও উপেক্ষে যে ভোগে,
ব্রহ্মতত্ত্বে জ্ঞানী, ধ্যানে আস্থিত সতত,
এমন সন্ন্যাসী পান উপাধি "পর্ব্বত"।

"সাগর সদৃশ চিত্ত গম্ভীর যাঁহার,
ফলমূলাহারী তপযুক্ত অনিবার,
"যা করেন বিশ্বনাথ" বলিয়া সাধক,
প্রয়াস-প্রজল্পহীন, জীবোপকারক,
লক্ষ্য আত্মসম্মানে, অপেক্ষাহীন অতি,
"সাগর" উপাধি তাঁর সাধু মহামতি।

"স্বরজ্ঞান বিশিষ্ট, বিদ্বান কবীশ্বর,
স্বরবাদী, মহামন্ত্র প্রণবে তৎপর,
সারজ্ঞানী, সংসার সাগরে সমুত্তীর্ণ,
কামাদি যাঁহার চিত্তে সদা জীর্ণ শীর্ণ,
ভেদজ্ঞানশূন্য, হেন মহা মহামতি,
গুরুবাক্যে সর্ব্ববাদী মতে "সরস্বতী।"

"ভারতী" তাঁহার নাম শুন মহোদয়,
সর্ব্বরূপ দুঃখে মুক্ত যাঁহার হৃদয়।
অনর্থ নিবৃত্ত যাঁর, মহা উদাসীন,
বিদ্বান, ভ্রমণশীল, সংযমে প্রবীণ,
ভাগবত মধ্যে তিনি আদর্শ প্রধান,
সত্য-নারায়ণ-পরায়ণ ভক্তিমান।
"জ্ঞানতত্ত্বে অধীয়ান সুবৈরাগ্যে স্থিত,
সতত ব্রহ্মানুরক্ত "পুরী" অভিহিত।
অত্যন্ত নির্ভরশীল, অযাচিত বৃত্তি,
দৃঢ়চিত্ত, ভক্তিযোগে সাধনার ভিত্তি,
যে দেশে ভ্রময়ে পুরী সেই দেশ ধন্য,
ভ্রমণ করেন মাত্র লোকহিত জন্য।"
দশনামা সন্ন্যাসীর শুনি পরিচয়,
মহাত্মা সন্ন্যাসী সবে প্রসন্ন হৃদয়।
বলেন আভীরানন্দ, "শুনহে ধিমন!
অন্যায় করিনু তত্ত্ব করিয়া শ্রবণ।
এতদিন বরঞ্চ ছিলাম একরূপ,
আজ লজ্জা হইতেছে দেখিয়া স্বরূপ।
পুরী, গিরি, ভারতী আমরা বহুজন,
নামে মাত্র, কার্য্যে কিছু না দেখি লক্ষণ।
"কোথা ইষ্টপূজা ভক্তি, কোথা বা সংযম,
কোথা সে গম্ভীর চিত্ত নির্ব্বাসনা মন।
সত্য বলিয়াছ তুমি, সন্ন্যাসীর দলে,
লক্ষে এক সলক্ষণ সন্ন্যাসী না মিলে।
যাহাদের এত তীর্থক্ষেত্র দেবদেবী,
তাহারা বিহীন ভিত্তিহীন আত্মসেবী!

"কৌপীন পরিনু মাত্র আত্মসুখ তরে,
পরার্থ গ্রহণে ঘুরি নগরে নগরে।
পরসেবাব্রতে কারো চিত্ত নাহি ধায়,
পরসেবা নাম শুনি কম্প উঠে গায়।
গ্রহণ করিয়া দেববাঞ্ছিত বসন,
করিলাম এবার যেরূপ আচরণ,
জগতের কোন ইষ্ট না সাধিল তায়,
গেল দিন ছদ্মবেশে আত্মবঞ্চনায়।
"এবে যদি ত্রিলোকতারিণী নারায়ণী,
দীনে দয়াময়ী, দুর্গে পতিতপাবনী,
করুণানয়নে দৃষ্টি করেন কৃপায়,
কালদণ্ডে তবে থাকে রক্ষার উপায়।"
বলিতে বলিতে তাঁর কণ্ঠরুদ্ধ হ'ল,
নয়ন ফাটিয়া বেগে অশ্রু বাহিরিল।
দর্শনে স্তম্ভিত হল সমস্ত হৃদয়,
সবে বলে "জয় শ্রীআভীরানন্দ জয়।"
জিজ্ঞাসেন শ্যামানন্দ আনন্দ প্রকাশি,
"দশনামা ভিন্ন আছে অনেক সন্ন্যাসী,
তাহাদের পরিচয় জান যদি বল।"
প্রণমি সন্তান, ধীরে বলিতে লাগিল।
"সন্ন্যাসী সংবাদ যাহা সুত-সংহিতায়
বর্ণিত, তাহাতে পাই চারি সম্প্রদায়,
প্রথমতঃ কুটীচক সন্ন্যাসী মহান,
শিরে শিখা, গলে সূত্র রহে বর্ত্তমান।
কাষায় বসন ঝুল করে পরিধান,
করে জপ, গায়ত্রী, ত্রিসন্ধ্যা, পূজা, ধ্যান।

ত্যাগী হ'য়ে নিজগৃহে ভিক্ষা মাগি খায়,
কভুও বা আত্মীয় বন্ধুর গৃহে যায়।
রহিলে পরের গৃহে রহে যে প্রকার,
নিজগৃহে অনাসক্ত রহে সে প্রকার।
সম্পত্তি বা দারাপুত্রে ঘটিলে প্রলয়,
পার্শ্বে রহি কুটীচক উদ্বিগ্ন না হয়।
শুদ্ধাচারী আর দণ্ড কমণ্ডলুধারী,
গ্রাম্যালাপে অনভ্যাসী সংযত আচারী।
কলেবরে করে নিত্য ভস্ম বিলেপন,
ভালে হস্তে মন্ত্রপূত ত্রিপুণ্ড্র ধারণ।
দেব দেব শিবে অর্চ্চে শ্রদ্ধাভরে সদা,
অনাসক্ত কুটীচকে প্রসন্না অন্নদা।

"গৃহমধ্যে রহি মহাত্যাগী কুটীচক,
ত্যাগীর মণ্ডলে শ্রেষ্ঠ আদর্শ-সাধক।
ধন্য সেই ক্ষেত্র, যথা বর্ত্তে কুটীচক,
সূর্য্য সম পুণ্য করে ধ্বান্ত বিনাশক।

"দ্বিতীয়তঃ বহূদক সন্ন্যাসী লইয়া,
চলি যায় দারাপুত্র-ক্ষেত্র তেয়াগিয়া।
ভিক্ষা করি করে নিত্য জীবন ধারণ,
কিন্তু সেই ভিক্ষার বিচিত্র আচরণ।
সাত বাড়ী সাত মুঠ ভিক্ষা করি আনে,
ভোজন করয়ে বসি নিরজন স্থানে।

"গোবালে নির্ম্মিত রজ্জু, তাহাতে আবদ্ধ,
ত্রিদণ্ড ধারণ করে, ধরে চর্ম্ম শুদ্ধ।
ধরে শিক্য, কমণ্ডলু; পরয়ে কৌপীন,
কন্থা ছত্র পাদুকাদি আচরে প্রবীণ।

"পক্ষিনী, রুদ্রাক্ষমালা, খণিত্র, কৃপাণ,
যোগপট্ট বহির্ব্বাস ধরি জ্ঞানবান,
শুদ্ধচিত্তে স্বেচ্ছামত করে বিচরণ,
শিখা, সূত্র থাকে তার শুন মহাজন।
"অর্থ বা সম্পত্তি লাভে বিহীন বাসনা,
দেব দেব মহাদেবে করে উপাসনা,
মাৎসর্য্য বা কাম ক্রোধ লোভ হর্ষ মোহ,
আসক্ত্যাদি বর্জ্জি সদা রহে দুঃখসহ।
চাতুর্ম্মাস্য করয়ে সে সংযমী মহান,
জলে দেহ ক্ষেপণীয় তেয়াগিলে প্রাণ।
বহুদক সন্ন্যাসীরা রহে বৃক্ষতলে,
প্রয়োজন ভিন্ন কোন কথা নাহি বলে।
"তৃতীয়তঃ হংসনামা সন্ন্যাসীকে ধরে,
কমণ্ডলু, শিক্য, ভিক্ষাপাত্র, যার করে,
আচ্ছাদন বস্ত্র কন্থা, কপী বহির্ব্বাস,
বংশদণ্ড ধরি মনে পরম উল্লাস।
অঙ্গে মাথে ভস্ম, করে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ,
শিখা সহ করে শির কেশের মুণ্ডন।
ভক্তিভরে করে নিত্য শিবের অর্চ্চনা,
অচঞ্চল, নাহি করে গ্রাহ্য বিড়ম্বনা।
তীর্থ তীর্থ ভ্রমণে নগর গ্রামে যায়,
একরাত্রি ভিন্ন কোন স্থানে না কাটায়,
শরীর ধারণ যোগ্য ভোজ্য পরিধেয়,
গৃহস্থের নিকটে হংসের গ্রহণীয়।
যথালাভে তুষ্ট, সদা অনর্থবিহীন,
এ সব লক্ষণযুক্ত হংস উদাসীন।

"চতুর্থ পরমহংস সদানন্দভাগী,
সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ সব প্রায় ত্যাগী।
গোবাল নির্ম্মিত রজ্জু নাহি তার করে,
ত্রিদণ্ড কি কমণ্ডলু শিক্য নাহি ধরে।
পক্ষিনী অজিন সূচী খনিত্র কৃপাণ,
শিখা সূত্র নিত্য কর্ম্ম ছাড়ে সে মহান।
আচ্ছাদন বসন কৌপীন থাকে তার,
শীত-নিবারক কন্থা বহির্ব্বাস আর।
যোগপট্ট অক্ষমালা বংশদণ্ড ধরে,
শিরে ছত্র পদদ্বয়ে পাদুকা আচরে।
তিনবার প্রণব করিয়া উচ্চারণ,
করিবে পরমহংস ত্রিপুণ্ড্র ধারণ।
কলেবরে মাখে ভস্ম মহা উদাসীন,
ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রহ্মভাবে মগ্ন নিশিদিন।
হিত ভিন্ন জগতের অহিত সাধেনা,
তত্ত্ব ভিন্ন লোকাচার কিছুই মানেনা।
শিব ভিন্ন অন্য কিছু বুদ্ধি নাহি তার,
ব্রহ্মবাদী তুল্য গণে ব্রাহ্মণ চামার।
নাহি সুখ দুঃখ, নহে মায়ার অধীন,
দ্বন্দ্বাতীত, নির্ম্মৎসর, সন্দেহবিহীন।
পরম গম্ভীরবুদ্ধি, পরম পণ্ডিত,
এই সব লক্ষণ পরমহংসোচিত।

"অতঃপর শুন অবধূতের বিষয়,
কর্ম্ম অনুসারে যাঁরা চতুর্ব্বিধ হয়।
বিশ্বগুরু শিববাক্য অনুসারে চলে,
কেহ বা শঙ্করী কালী কেহ শিব বলে,

মানামে উন্মত্ত তারা মাভাবে তন্ময়,
কালী তারা মন্ত্র সাধে সাহসী নির্ভয়।
"ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র জাতি চারি,
অবধূত হইতে সকলে অধিকারী।
সন্ন্যাসী বা গৃহস্থ তাহাতে বাধা নাই,
শিববাক্যে অবধূত সর্ব্বস্থানে পাই।
কেহ ব্যক্ত, কেহ গুপ্ত অবধূত হয়,
সকলেই জগদ্ধাত্রীপদ আরাধয়।
"অবধূত সম্প্রদায় মধ্যে একদল,
শান্তি স্বস্ত্যয়নে করে লোকের মঙ্গল।
তান্ত্রিক আচারে করি শক্তির সাধনা,
বিনাশিতে পারে তারা বহু বিড়ম্বনা।
শ্রীগোপাল ব্রহ্মচারী সম্মুখে আমার,
মহাশক্তিমান সাধু একজন তার।
ভৌতিক উৎপাত কিম্বা দৈবের নিগ্রহ,
উপশমে সিদ্ধহস্ত ইনি অহরহ।
"ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ব্রহ্মমন্ত্র নিলে,
নির্ব্বিকার ব্রহ্মবাদী সমান রহিলে,
গৃহস্থ বা সন্ন্যাসী যাহাই কেন হয়
ব্রাহ্ম-অবধূত সেই মহাত্মাকে কয়।
"পূর্ণ অভিষিকে যে সন্ন্যাস নিয়া চলে,
শৈব-অবধূত সেই মহাত্মাকে বলে।
শৈব-অবধূতের না রহে শুদ্ধাচার,
নাহি করে সে মহাত্মা জাতির বিচার।
করি বিশ্বনাথপদে আত্মসমর্পণ,
পরিহার করে কর্ম্মাকর্ম্মের বন্ধন।

পূর্ণ অভিষিক্ত শৈব-অবধূত যাঁরা,
নির্ম্মল স্বভাবে শালগ্রাম সম তাঁরা।
"ভক্ত-অবধূত যাঁরা অবধূত সার,
পূর্ণ ও অপূর্ণ ভেদে তাঁরা দ্বিপ্রকার।
পূর্ণ ভক্ত অবধূত পূর্ব্বোক্ত প্রকার,
পরমহংসের মত চলে স্বেচ্ছাচার।
পরমহংসের নামে পরিচিত তাঁরা,
তন্ময় ভাবুক ভক্ত ভাবে আত্মহারা।
নির্ব্বাসনা যেমন, তেমন নির্ব্বিকার,
নির্ম্মল হৃদয় পবিত্রতার আধার।
সত্য ধরি সমাজ বন্ধনে স্বেচ্ছাচারী,
কৌল-কুল-তিলক জগত হিতকারী।
পরম যতনে পর শুশ্রূষানুরক্ত,
পূর্ণজ্ঞানারূঢ়, ধীর, সুনির্গুণ ভক্ত।
"অপূর্ণ যে ভক্ত-অবধূত নামা হয়,
লোকে পরিব্রাজক তাহার পরিচয়।
প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি তীর্থ পর্য্যটনে,
ব্রহ্মচর্য্যে সমাসীন, তপ আচরণে।
সুনির্ম্মল চিত্ত তার সংযমী প্রধান,
মাতৃভাবে পরিপূর্ণ গরিষ্ঠ সন্তান।
"পর্য্যটনে করে সত্যধর্ম্ম সে প্রচার,
প্রচারের অনুযায়ী তাহার আচার।
যেখানে সে যাবে হবে লোকে একছত্র,
আচরণে শিক্ষণীয় তাহার চরিত্র।
ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া নাশে অজ্ঞানান্ধকার,
ভক্তিপথে আনি করে পামরে নিস্তার।

যে সব নগরে পরিব্রাজক গমনে,
ধর্ম্মের রহস্য ভেদ জানে মূর্খজনে।
অপূর্ণ ভক্তাবধূত দর্শনে মঙ্গল,
ভুবনমঙ্গল তার বক্তৃতা সকল।
"হংস-অবধূতের তূরীয় অন্য নাম,
পূর্ণযোগে অবস্থিত পবিত্রতা ধাম।
ব্রাহ্ম শৈব ভক্ত তিন হয় যোগী ভোগী,
তূরীয় তেয়াগী ভোগ, রহে মাত্র যোগী।
স্ত্রীসঙ্গ না করে, দান না করে গ্রহণ,
না করে উত্তম পান, উত্তম ভোজন।
উত্তম শয়ন, আর উত্তম বসন,
তূরীয় তেয়াগে ঘৃণ্য তৃণের মতন।
উপাধানশূন্য পুণ্য অজিন আসনে,
তূরীয় পোহায় নিশি মৃত্তিকা শয়নে।
সাগর সমান তার চরিত্র গম্ভীর,
বৃথা বাক্যে অনভ্যাসী অতিশয় ধীর।
রসণায় দুর্গানাম সতত ঝঙ্কারে,
নম্রতার আধার বিমুক্ত অহঙ্কারে।
সর্ব্বদা সন্তুষ্ট চিত্ত আপন স্বভাবে,
অতীত কি ভবিষ্যৎ কিছু নাহি ভাবে।
কোনও আশ্রম চিহ্ন না করে ধারণ,
বর্জ্জিত সংকল্প, সদা সুপ্রসন্ন মন।
নিশ্চেষ্ট হইয়া নিত্য করয়ে ভ্রমণ,
ভক্ষ্য, পেয় যাহা পায় নাহি নিবেদন।
নাহি ধ্যান, ধারণা, বা পূজা, আরাধন,
হংস অবধূতে হয় এ সব লক্ষণ।

"পুনঃ শুন বৈষ্ণবসন্ন্যাসী পরিচয়,
বৈরাগী বলিয়া যারা সম্মানিত হয়।
প্রথমতঃ বৈষ্ণবের চারি সম্প্রদায়,
—ভক্তি পক্ষপাতি তারা যে রহে যথায়।
বিষ্ণুস্বামী, রামানুজ, নিম্বাদিত্য আর
মধ্যাচার্য্য এই চারি নাম তা সবার।

"দাস বলি আপনাকে যারা অঙ্গীকারে,
লক্ষ্মীনারায়ণ মন্ত্রে উপাসনা করে।
"বিষ্ণুস্বামী" তাহারা সবার বড় ভাই,
দাক্ষিণাত্যে তাহাদের বহুজনে পাই।
রুদ্রাচার্য্য ভাষ্য নিয়া বিষ্ণুস্বামী চলে,
সুপ্রাচীন এই দল বৈষ্ণবের দলে।

"রামানুজ ভাষ্য নিয়া রামানুজ দল,
সীতারাম-মন্ত্রে তারা দীক্ষিত সকল।
মহাবীর হনুমানে আর সীতারাম,
দাস্যভাবে উপাসনে তারা অবিরাম।

"তারপরে নিম্বাদিত্য ভাষ্য নিয়া যারা,
দীক্ষিত গোপাল-মন্ত্রে নিম্বার্কী তাহারা।
সুবাৎসল্যভাবে তারা ভজে ভগবান,
কাম্যবনে তাহাদের এক বাসস্থান।
গোপালের প্রসাদ তাহারা নাহি খায়,
পুত্রের উচ্ছিষ্ট বলি বাজারে বিকায়।
গোপালের দুষ্টবুদ্ধি শাসনের তরে,
বেত্রদণ্ড টাঙ্গাইয়া রাখে শ্রীমন্দিরে।

"তারপরে মধ্যাচার্য্য রাধাকৃষ্ণ ভজে,
শ্রীরাধাগোবিন্দ লীলা রসতত্ত্বে মজে।

গোবিন্দানন্দের ভাষ্য নিয়া তারা চলে,
দর্শনীয় তারা মাত্র গৌড়ীয় মণ্ডলে।
বঙ্গদেশে যত দেখ সব মধ্যাচার্য্য,
গোস্বামী গ্রন্থানুসারে তাহাদের কার্য্য।
অতঃপর শুন বহু উপসম্প্রদায়,
এ ভারতে যাহাদের সংখ্যা করা দায়।
ভিন্ন ভিন্ন গুরুর এসব সম্প্রদায়,
অনেকের নাম, কর্ম্ম অনুসারে প্রায়।

"জ্যোৎমার্গী একদল জ্যোতি নাম ধরে,
করে বালাসুন্দরী অর্চ্চনা ভক্তিভরে।
মহানিশাকালে কোন নির্জ্জন প্রান্তরে,
সাধনার জন্য স্থান পরিষ্কৃত করে।
বসে সবে জ্বালি দীপ ঘৃতে সুসজ্জিত,
ধরে অর্ঘ্য, দূর্ব্বাদলে চন্দনচর্চ্চিত।
বিল্বদলে মালা গাঁথি মস্তক সাজায়,
মনে মনে মন্ত্র পড়ে ; বালাদেবী পায়,
অঞ্জলি প্রদান করে প্রণাম করিয়া,
পুনঃ বসে সচন্দন দূর্ব্বাদল নিয়া।
বালাদেবী দীপে যবে আবির্ভূতা হন,
স্থির রহে দীপ, বেগে বহিলে পবন।
যে বাঞ্ছা করিয়া করে দেবতারাধন,
পূর্ণ হয় তাহা, এই আশ্চর্য্য ঘটন।

"নিজ নিজ দারাপুত্র মঙ্গলের তরে,
জ্যোৎমার্গী সন্ন্যাসীকে গৃহস্থে আদরে।
স্বভাবে তাহারা এত প্রশংসাভাজন,
জীবনেও নারীসঙ্গ না করে কখন।

বালিকা-কুমারী-কন্যা পূজে ভক্তিভরে,
যৌবনে পশিলে, তারে পরশে না করে।
ব্রহ্মচর্য্য শুদ্ধভাবে করে আচরণ,
কিন্তু করে মদ্য মাংস মৎস্যাদি ভোজন।
যে উত্তম জ্যোৎমার্গী তার এই রীতি,
বলি প্রতি দলে যাহা উত্তম প্রকৃতি।

"তারপরে নাগাদল শিশুর সমান,
নগ্ন রহে বলি তারা ধরে নাগা নাম।
"জনমে মরণে নগ্ন রহে সদা নর,
—নগ্না সত্যরূপা কালী, কাল দিগম্বর।
পরিচ্ছদে সত্যরূপ করি আবরণ,
প্রকটে কপটভাব বিশ্বে অনুক্ষণ।
সভ্যতা সংসারে যাহা, তাহা কপটতা,
কপটতা তাহা, যাহা বিশিষ্ট ভদ্রতা।
অতএব ধর সত্য, মৃত্যু করি পণ,
অবস্থান কর সত্য স্বভাবে সজ্জন।"
এত বলি শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, তারা সহে,
বীরেন্দ্র সাধক তারা ত্রিতাপে না দহে।
কামাদির দর্প চূর্ণ তাহাদের ঠাঁই,
মরণে নির্ভীক তাঁহাদের তুল্য নাই।
সর্ব্বজাতি এক সেই জননী সন্তান,
তাই নাহি তাঁহাদের জাতিভেদ জ্ঞান।
সদা সুপ্রসন্ন-চিত্ত, আনন্দ-আগার,
ঘোর কষ্ট-সহিষ্ণু, তেজস্বী অনিবার।
কুম্ভযোগে অগ্রে করে তাহারা সিনান,
অন্যান্যে অগ্রাহ্য করি তৃণের সমান।

"অলেখিয়া সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী যাহারা,
"আলেখ" "আলেখ" শব্দ উচ্চারণে তারা।
মূলতত্ত্বে তাহারাও নাগাদল ভুক্ত,
সবই শাক্ত, শিবশক্তিপদে শ্রদ্ধাযুক্ত।
ভিক্ষাপাত্র, ভিক্ষাঝুলি তাহারা সকলে,
সুপবিত্র মনে করে বর্ত্তে তিনদলে।
গণেশ-ভৈরব-কালী ঝুলিধারী নাম,
শ্মশানে প্রান্তরে করে তাহারা বিশ্রাম।
পূর্ব্বাহ্নে "গণেশ ঝুলিধারী" ভিক্ষা করে,
ভিক্ষা হেতু যায় তারা গৃহস্থ দুয়ারে।
বৈকালে "ভৈরব ঝুলিধারী" সম্প্রদায়,
"আলেখ" "আলেখ" শব্দ উচ্চারিয়া যায়।
কারো কাছে নাহি যাঁচে না যায় দুয়ারে,
রাজপথ বাহি চলে, কেহ কিছু তারে
দিতে যদি চাহে, দেয় সম্মুখে আসিয়া,
ডাকিলে পশ্চাতে সাধু না চাহে ফিরিয়া ;
"সন্ধ্যাকালে "কালীঝুলিধারী" যারা, চলে,
গমনপ্রণালী যথা বৈরবের দলে।
ভিক্ষাকালে অলেখিয়া অপরূপ সাজে,
সজ্জিত হইয়া রাজপথে সুবিরাজে।
অঙ্গে বান্ধে নানারূপ রঙিল 'বসন,
নাগজটা মুক্ত করি করে বিলম্বন।
রুদ্রাক্ষাদি নানারূপ মালা পরিধানে,
বাহুতে বলয় পরে, ভস্ম বিলেপনে।
বাম করে ধরে ঝুলি, ভিক্ষাপাত্র আর,
অন্য করে ধরে আংঠীভরা চেম্‌টী তার।

পদদ্বয়ে পরিধান করিয়া নূপুর,
উচ্চরবে ধায় করি ঝামুর ঝুমুর।
"কুকুরকে ভৈরববাহন বলি মানে,
—কুকুরকে অলেখিয়া নিরখে সম্মানে।
মাংসখণ্ড রাখে নিজ ঝুলির মাঝারে,
—অথবা রাখে যা তার ভক্ষ্য হতে পারে।
ঘেউ ঘেউ করি যবে পাছে পাছে ধায়,
ঝুলি হতে তুলি তার সম্মুখে ফেলায়।
মৎস্য নাহি খায়, হলে কালীর প্রসাদ,
ছাগ মাংস খায় তারা শুনহ সংবাদ।
"তাঁহাদের এক গুণ শুন মহোদয়,
অতিথিসেবায় রত সকল সময়।
ভিক্ষা করি করে তারা অতিথিসেবন,
এই হেতু অলেখিয়া সম্মানভাজন।
" মানস' সন্ন্যাসী হয় তাহাদের নাম,
সর্ব্বচিহ্নশূন্য যারা অন্তরে নিষ্কাম।
স্বেচ্ছামত বিচরণ করে সর্ব্ব ঠাঁই,
মর্ম্মী ভিন্ন কাহারো চিনিতে শক্তি নাই।
মানস সন্ন্যাসী হেথা দেখি দুইজন,
একজন শঙ্কর, দ্বিতীয় নারায়ণ।
দেবদেবী-অর্চ্চনা মানসে নাহি মানে,
নিরাকার ব্রহ্মবাদী রহে সদা ধ্যানে।
অযাচক বৃত্তি হলে ত্যাগী নাম ধরে,
প্রয়োজন ভিন্ন কিছু পরশে না করে।
জীবনধারণ জন্য যাহা প্রয়োজন,
তাহার অধিক সদা করে সে বর্জ্জন।

"এক দল সন্ন্যাসীর নাম "ব্রহ্মজ্ঞানী,"
স্থান ত্যাগ নাহি করে রহে একস্থানী।
বলে "অন্ত" সন্ন্যাসী তাদিগে বহুজন,
যেমন নির্ভরশীল, নিঃসঙ্গ তেমন।
আসন সম্মুখে যদি কেহ কিছু দেয়,
খায় তাই আর ব্রহ্মতত্ত্ব শুধু ধ্যায়।
" অতুর' সন্ন্যাসী যারা শুন মহোদয়,
তাহাদের সম্প্রদায় গৃহী মধ্যে রয়।
তাহাদের বিশ্বাস, সন্ন্যাসী যদি হবে,
একেবারে নীরব নিশ্চেষ্ট সদা রবে।
বিষয় বা বিষয়ীর সঙ্গে আলাপন,
সর্ব্বদা-করিবে ত্যাগ সন্ন্যাসী যে জন।
তাই তারা আমরণ আশায় রহিয়া,
মরণ সময়ে পুণ্য সন্ন্যাস লইয়া,
বিষয়ে বিরক্ত হয় মুদি আঁখিদ্বয়,
জন্ম জন্ম তরে তারা নির্ব্বিষয়ী হয়।
" পঞ্চমুখী' 'পঞ্চতপা' সন্ন্যাসী তাহারা,
পঞ্চ অগ্নিকুণ্ড জ্বালি মধ্যে বসে যারা।
আপন অভীষ্ট চিন্তা করে ধ্যানযোগে,
মনোযোগী রহে তারা আত্মানন্দ-ভোগে।
নাহি করে গ্রাম্যালাপ, সুস্থির স্বভাব,
ভিক্ষা করে সে-দিন, যে-দিন অন্নাভাব।
" মৌনী' যারা, কারো সঙ্গে কথা নাহি বলে,
দৃষ্ট হয় তারা প্রায় যোগীর মণ্ডলে।
" জলধারাব্রতী' নামে সন্ন্যাসী যাহারা,
চারিবর্গ হস্ত কাষ্ঠমঞ্চ গড়ে তারা।

করিয়া সহস্র ছিদ্র তার মধ্যদেশে,
চারি হস্ত উর্দ্ধে থাপে, তার নিম্নে বসে।
কেহ ঢালে জলধারা, কেহ ঝরণার,
নিম্নে করে স্থাপন কাষ্ঠের মঞ্চ তার।
মঞ্চতলে বসে সাধু জল পড়ে শিরে,
চক্ষু মুদি করে ধ্যান পরম ঈশ্বরে।
"জলশায়ী' সন্ন্যাসী বলিয়া তাকে ডাকে,
উদায়াস্ত যে সাধু, জলের মধ্যে থাকে।
বহুদিনে বহুকষ্টে করে এ অভ্যাস,
—বলিহারি তাহার যা ধরমে বিশ্বাস।
উদয়াস্ত সূর্য্য প্রতি দৃষ্টি রাখে স্থির,
কঠোরতা সহিতে সে এক মহাবীর।
"দঙ্গলী' সন্ন্যাসী নামে অভিহিত যারা,
ভিক্ষুকের দলে ধন-রত্নশালী তারা।
বাণিজ্যাদি করি করে সম্পত্তি সঞ্চয়,
কুঠী মঠ তাহাদের বহুস্থানে রয়।
চলে কিস্তি জাহাজে, অরজে বহু ধন,
করে তাহে ধর্ম্মশালা মন্দির গঠন।
বিস্তৃত নিজাম রাজ্যে, পুনা, সেতারায়,
তাহাদের বহু কুঠী মঠ পাওয়া যায়।
রামানুজ মধ্যে আছে বহু বহু জন,
যাহাদের আছে জমীদারী রত্ন ধন।
"নানকসাহীর' দল পাঞ্জাবী-প্রধান,
তাহাদের মধ্যে আছে সংযমী মহান।
গুরু নানকের দলে পণ্ডিত যাঁহারা,
দর্শনের আলোচনা করেন তাঁহারা।

আর্য্যদেশ রক্ষাকারী গুরু শ্রীগোবিন্দ,
অদ্ভুত প্রতিভাশালী তার শিষ্যবৃন্দ।
গুরুগ্রন্থ অধ্যয়ন করে যে সময়,
শুনিলে নীরস বৃক্ষ রোমাঞ্চিত হয়।
শিখগণ মধ্যে ধর্ম্মে ভেদবুদ্ধি নাই,
শান্তিপ্রিয় ভক্ত তারা আচরণে পাই।
এ পর্য্যন্ত দিলাম যাদের পরিচয়,
তাহাদের মধ্যে বহু মহাজন রয়।
"'ঊর্দ্ধ্ববাহু' সন্ন্যাসী আছয়ে একদল,
বামহস্ত ঊর্দ্ধ্বে রাখি করে তা বিকল।
নির্ব্বোধ, বিহীনতত্ত্ব গৃহস্থ যে হয়,
ঊর্দ্ধ্ববাহু দেখি তার জনমে বিস্ময়।
সেবা ভক্তি করে, কিন্তু যিনি জ্ঞানবান,
ঊর্দ্ধ্ববাহু প্রতি তাঁর না থাকে সম্মান।
"অপার করুণাময় করুণা করিয়া,
সিরজিল তাহাকে দুখানি হস্ত দিয়া।
স্থূলবুদ্ধি মোহে ভ্রান্ত এক হস্ত তার,
বৃথা ধর্ম্ম ভান করি করিল অসাড়।
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ অগ্রাহ্য করিয়া,
নরের করুণা চায় দুয়ারে আসিয়া।
লক্ষটাকা বিনিময়ে যাহা নাহি পায়,
হেন হস্ত নাশি মাত্র তিন পাই চায়।
"এইরূপ ঊর্দ্ধ্বপদী আছে একদল,
একপদ উচ্চে রাখি করে তা বিকল।
শেষে এক যষ্ঠি ধরি খঞ্জের মতন,
দ্বারে দ্বারে ঘুরি করে অর্থ উপার্জ্জন।

নাহি জানে কোন তত্ত্ব, সংস্কারে চলে,
না শুনিতে চায় সত্য কেহ যদি বলে।
উদ্ভট আচারী যারা অসুর প্রকৃতি,
তাহাদের উপদেশে মূর্খে হেন গতি।

"ঊর্দ্ধমুখী সন্ন্যাসী দেখিবে যে সকল,
তাহাদের আছে কিছু ব্যায়াম কৌশল।
মৃত্তিকায় রাখি শির ঊর্দ্ধে পা তুলিয়া,
ভিক্ষাবস্ত্র পাতি রহে নয়ন মুদিয়া।
কভু বা বৃক্ষডালে বান্ধি পদদ্বয়,
উল্লুকের মত ঝুলে দেখিতে বিস্ময়।

"যে দেশে শঙ্কর, বুদ্ধ, চৈতন্য সন্ন্যাসী,
সঙের সন্ন্যাসী দেখ সেই দেশে আসি।
"ঠারেশ্বরী" সন্ন্যাসীরা রহে দাড়াইয়া,
দাড়াইয়া দিবারাত্র যায় কাটাইয়া।
ঘুমায় অশ্বের মত, কুকুরের মত,
করে মূত্র মলত্যাগ, কি বলিব কত।
অগ্নি না পরশে, যত সূর্য্যপাক খায়,
বৃষ্টি না পড়িলে বৃক্ষতলে রহে প্রায়।

"কেহ খায় ফল কেহ দুধপান করে,
"ফরারি" ও "দুধাধারী নাম তারা ধরে।
"অলুন" সন্ন্যাসী যারা খায়না লবণ,
কলা কচু সিদ্ধ করি করয়ে ভোজন।

"অওঘড় মণ্ডলীর গুরু ব্রহ্মগিরি,
তাহাদের মত ভাল বুঝিতে না পারি।
প্রভাতে সিনান করি গোদাবরী জলে,
অগ্রে জল ঢালে তারা বিল্ববৃক্ষতলে।

ভোজন সময়ে সবে এক পাত্রে খায়,
কৌপীন না পরে, ভস্ম নাহি মাখে গায়।
শিরে জটা ধরে, তারা সম্প্রাদায়ে ছয়,
নাম ভিন্ন নাহি জানি অন্য পরিচয়।
"গুদড়, ভূখড় আর রুখড়, সুখড়,
অবশিষ্ট দুই নাম কুখড়, উখড়।
নাহি কোন পার্থক্য এসব ভিন্ন দলে,
একরূপ পরিচ্ছদ, একই মতে চলে।
রামব্রহ্ম গুদড বিরাজে এই স্থানে,
আমাপেক্ষা তার কথা সেই ভাল জানে।
"সন্ন্যাসী কণ্টকশায়ী নাম ধরে যারা,
বহু লৌহ কণ্টক পুতিয়া কাঠে তারা,
কৌশলে শয়ন করে উপরে তাহার,
অজ্ঞ লোকে দেখি কাণ্ড বলে "চমৎকার"!
"অঘোরী অঘোরপন্থী আছে একদল,
পৈশাচিক তাহাদের আচার সকল।
পঁুতি, পর্য্যুষিত, মৃত জীবদেহ খায়,
বিষ্ঠা মূত্র কভুও লেপন করে গায়।
ক্লেদপূর্ণ স্থানে সদা রহে হৃষ্টমনে,
বিধি নিষেধের দেশে আসেনা কখনে।
শত্রু মিত্র তাহাদের বিশ্বে কেহ নাই,
তান্ত্রিক সাধক তারা কার্য্যে সাক্ষী পাই।
লোকহিত সাধনে তাঁহারা সিদ্ধহস্ত,
স্থানে স্থানে তাহাদের জয় যশ মস্ত।
চুরি, নারী, মিথ্যা তিন করি পরিহার,
ধরে তারা তাহাদের সাধন-আচার।

বাক্যালাপ কারো সঙ্গে বেশী নাহি করে,
নির্জ্জনে লুকায়ে রহে, লোকে আসি ধরে।
তাহাদের মধ্যে সিদ্ধ দুই একজন,
দরশন করা যায় করি অন্বেষণ।
"সরভঙ্গী সন্ন্যাসীরা অঘোরীর মত,
কোন শাস্ত্র নাহি মানে স্বেচ্ছাচারে রত।
কুটীর নির্ম্মাণ করে নির্জ্জন প্রান্তরে,
অন্তরঙ্গ না পাইলে আলাপ না করে।
গ্রাম্যালাপে উদাসীন আত্মপরায়ণ,
আপনার ভাবে মত্ত রহে সর্ব্বক্ষণ।
দেবদেবী অবতার তারা নাহি মানে,
এক শক্তি বিশ্বময়ী এই তারা জানে।
নাহি মানে জাতিভেদ সামাজিক ধর্ম্ম,
সব খেলা ঈশ্বরের, এই সার মর্ম্ম।
"সন্ন্যাসী ঠিকরনাথ অন্য সম্প্রদায়,
ভৈরবের উপাসক কার্য্যে ভূত প্রায়।
বহু ছিদ্র বিশিষ্ট মাটীর পাত্র তুলে,
মন্ত্রপূত করিয়া ঠিকরা তাকে বলে।
তাহা হস্তে করি তারা ভিক্ষা করি খায়,
কপালে সিন্দূর পরে কালী মুখে গায়।
সঙ্গে রাখে শিকল চিমঠা লৌহশিক,
মদ্য মাংস খায় ; কেহ নাহি দিলে ভিক্
লৌহশিক্ পোড়াইয়া নিজ অঙ্গে ধরে,
সরল বিশ্বাসী গৃহী পাপ ভয়ে মরে।
যাহা চায় তাহা দিয়া করয়ে বিদায়,
—চিন্তি দেখ কি জঞ্জাল সন্ন্যাসে বিকায়

"কড়ালিঙ্গী সন্ন্যাসীর প্রকৃতি অদ্ভুত,
ব্যবহারে তাহারাও প্রেত আর ভূত।
লিঙ্গচর্ম্ম ছিন্ন করি তাহার ভিতরে,
কড়া ঝুলাইয়া মূঢ় কাম জয় করে।
যেখানে যখন যায় কাপড় তুলিয়া,
দেখায় নির্লজ্জ তাহা মানুষ ডাকিয়া।
তাহাদের মুখ্য লক্ষ্য অর্থ উপার্জ্জন,
সজ্জনের কাছে তারা ঘৃণ্য অনুক্ষণ।"

বলেন শ্রীশ্যামানন্দ, "করি প্রতিবাদ,
যথেষ্ট শুনিনু গোরা সন্ন্যাসী-সংবাদ।
শুনিতে শুনিতে শুনিলাম এতদূর,
যাহাতে জন্মিল মনে বিতৃষ্ণা প্রচুর।
তামসিকে যবে ধর্ম্ম জগতে প্রবেশে,
ধর্ম্ম আচরণে মন নাহি সে নিবেশে।
ধর্ম্ম নামে করে যত অধর্ম্ম আচার,
—স্বভাবে করায় কর্ম্ম দোষ কি তাহার?
অথবা সমস্ত রঙ্গ রঙ্গময়ী মার,
ভবরঙ্গমঞ্চে জীব অভিনেতা তার।
সে যাকে যেমন সাজে সাজায় যখন,
সাজিয়া তেমন সাজে নাচে সে তখন।"

বলেন শ্রীনিত্যানন্দ সস্নেহ বচনে,
"এত তত্ত্ব মুখে মুখে রেখেছ কেমনে?
যা হউক, সত্য তুমি জ্ঞান পরিচয়,
জান তত্ত্ব বহু তাহে না আছে সংশয়।"

কহিল সন্তান তবে শির নত করি,
"তাই মাত্র বলি যাহা বলান শঙ্করী।

কালীনাম ভিন্ন বল নাহি ভুলুয়ার
—তোষ, রোষ, দোষ এবে যাহা ইচ্ছা যার।”

“নিত্য রঙ্গময়ী তুমি মা, তোমার রঙ্গ কে বুঝিবে।
কিজন্য কি বিধান কর তাহার তত্ত্ব কে বলিবে॥
কারো ঘরে জন্মে পুত্র আনন্দে বাজায় ঢোল।
কারো মরে যোগ্য পুত্র উঠে মা কান্নারই রোল॥
কারো মুখে আনন্দের হাসি, কারো মুখে অশ্রুরাশি।
সংসারের এই অভিনয়ের মূলে বসি তুমি শিবে॥
কত দরিদ্রকে দিয়া রাজ্য, বসাও মা রাজ-সিংহাসনে।
রাজার রাজ্য কেড়ে নিয়ে ঘুরাও তারে বনে বনে॥
কারো বা ত্রিতলে চড়াও, কারো রসাতলে ডুবাও।
তোমার খেলা তুমি খেলাও, মানুষ মিছে মরে ভেবে॥
আজ যেখানে আনন্দের খেলা কাল সেখানে আর্ত্তনাদ।
আজ যেখানে প্রেমালিঙ্গন, কাল সেখানে বিষম্বাদ॥
আজ যেখানে রাজার ভবন কাল সেখানে নিবিড় কানন।
আবার মুহূর্ত্তে কর পরিণত মরুভূমি মহার্ণবে॥
যদি বল ভক্তের তুমি, ভক্ত তোমার মনপ্রাণ।
তাওত দেখি কত ভক্তে সহে কত অপমান॥
মূলকথা যা ইচ্ছা তোমার, নাই মা তাহে বিধিবিচার।
ভুলুয়া তাই ভাবি এবার করুণা আর কি চাহিবে॥

শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী

চতুর্থ দিন

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যে
　—নলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারহেতু
　নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ ১

জয় জয় জগদ্ধাত্রী জগতজননী,
শরণাগত পালিনী দেবী নারায়ণী।
শঙ্খ-চক্র-ধনুর্ব্বানধারিণী তারিণী,
মৃগেন্দ্রবাহিনী বক্ষে হার মহাফণী।
ললাটে প্রকাশ জ্যোতি চন্দ্র সূর্য্য জিনি,
সাধকেন্দ্র হৃদি-নিধি সাধক-সঙ্গিনী।

১। হে দেবি! অরণ্য মধ্যে, ভীষণ রণক্ষেত্রে, শত্রুগণ মধ্যে, অনলে, সাগরে, প্রান্তরে এবং রাজসকাশে একমাত্র তুমিই নিস্তারের হেতু। হে জগত্তারিণি দুর্গে! আমি তোমাকে নমস্কার করি, আমাকে সংসার হইতে পরিত্রাণ কর।

ক্ষিতি-রাক্ষসের ত্রাস, দুর্জ্জনশাসিনী,
উদ্ধর্ম্ম শার্ব্বরহরা, শান্তি প্রদায়িনী।
দয়া কর দয়াময়ী, নির্ব্বোধ সন্তানে,
বিপন্ন, অত্যন্ত ভীত, রক্ষা কর প্রাণে।
স্বকৃত পাপের অন্ত না আছে আমার,
ও চরণ ভিন্ন নাহি অন্যোপায় আর।
আশ্রয় লইনু পদে, করুণা প্রদানে,
বঞ্চিত কর'না মাগো, অধম সন্তানে।
করুণার সিন্ধু তুমি, আমি অভাজন,
আমায় করিলে কৃপাবিন্দু বিতরণ,
সিন্ধু তাহে শুকাবে না ; সিন্ধু না শুকায়
তৃষ্ণার্ত্ত বিহঙ্গ যদি বিন্দু জল খায়।
জগদ্ধাত্রি ! তুমি কত পর্ব্বত, সাগর,
কত গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র নিকর,
করে ধরি রক্ষা কর ; রক্ষিতে আমাকে,
অক্ষমা কি তুমি, লোকত্রয় রক্ষয়িকে !
অন্যাপেক্ষা হীন, পুণ্যশূন্য ভুলুয়ার,
অন্নপূর্ণে তোমা ভিন্ন অন্য নাহি আর।

ভৈরবী——একতালা

তেমন শুভদিন, পাবে কি এই দীন,
যেদিন মা তোর ভাবে উন্মাদ হবে।
যেদিন বিশ্ব ভরি, মা তোর দৃশ্য হেরি,
বিস্ময়ে অন্তর বিমুগ্ধ রবে॥
যেদিন ভুলে যাব সংস্কারের ভেদ,
রবে না অন্তরে অহঙ্কারের জেদ,

লুপ্ত হবে মনে দুরাকাঙ্ক্ষার ক্লেদ,
মা বলে নির্বেদ রব এই ভবে ॥
পরের ভাল মন্দ করি আলোচনা,
বৃথা দ্বন্দ্বে আর যাবেনা রসনা,
রবে না অন্তরে বৃথা সুখ-বাসনা,
ধ্যান ধারণা কেবল হবে "মা শিবে" ॥
সাধুসঙ্গে আর তীর্থ দরশনে,
গমন মাত্র কার্য্য রহিবে চরণে,
হস্ত রবে পরের উপকার সাধনে,
শত্রু মিত্র সকল সমান ভেবে ॥
মা তোর কথা ভিন্ন শুনিবেনা কর্ণ,
মা নাম ভিন্ন আর লিখিবেনা একবর্ণ,
ছুঁবনা এই হস্তে পেলেও মণি স্বর্ণ
যাহে তোর সেবা না হবে—
তেমন শুভদিন পাবে কি ভুলুয়া,
এড়ায়ে তোর বিশ্ব-বিমোহিনী মায়া,
"জয় মা কালী" বলে, মা-নাম-নিশান তুলে,
চলে যাবে যাওয়ার দিন হবে যবে ॥

হায় হেন ভাগ্য মোর হবে কি জননী !
চিন্তিব তোমার পদ দিবসরজনী ?
কুসঙ্গ পিপাসা মোর কবে শান্ত হবে ?
ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা দূর হবে কবে ?
আমিত্বের ভ্রান্তি মোর কবে হবে দূর ?
শঙ্কাহীন অহঙ্কার কবে হবে চূর ?

কুচিন্তা জলদে মোর অন্তর আকাশ,
আর কতকাল মা থাকিবে অপ্রকাশ ?
দ্বন্দ্বাদি অনর্থ আর কবে লয় পাবে ?
জননি ! এ জীবন কি এ ভাবেই যাবে ?
হবে না কি তব পদে ভক্তির উদয় ?
হবে না কি দূর মোর দুর্ব্বাসনা চয় ?
সর্ব্বস্ব নির্ভর করি তোমার চরণে,
নির্ম্মুক্ত কি হব না মা সংসার-বন্ধনে,
সুনির্ম্মল সুপবিত্র করিয়া হৃদয়,
হবে না কি ভূলুণ্ঠর দুর্ভাগ্যের লয় ?
ধন্য যাদবেন্দ্র কামদেব শ্রীকমল,
শ্রীগরীব ব্রহ্মচারী সাধক সকল।
মা তব কৃপায় সবে উত্তম চরিত,
আমি একা সে কৃপায় রহিনু বঞ্চিত।
জিজ্ঞাসেন নিত্যানন্দ কামাখ্যা-ভূষণ
"শ্রীগরীব ব্রহ্মচারী মহাত্মা কে হন ?"
উত্তরে সন্তান, "গৃহত্যাগী অবধূত,
তাঁহার চরিত্র-কথা শুনিতে অদ্ভুত
কোন্ দেশে জন্ম আর কোন্ বংশধর,
এখন নির্দ্দেশ করা অত্যন্ত দুষ্কর।
অবধূত-শিরোমণি যোগারূঢ় ধার,
অনিমা-লঘিমা-সিদ্ধি ছিল তপস্যার।
মনস্বীপ্রধান লোকমান্য মহাজন,
মহাতীর্থ যত সব করিয়া ভ্রমণ,
করতোয়াতীরে আসি উপস্থিত হন,
—যথা রাজা রামকৃষ্ণ করেন সাধন।

সাধনার যোগ্য স্থান দেখি ব্রহ্মচারী,
তথায় করেন বাস মাস তিন চারি।
"তথা হতে শিমলার জমিদার গৃহে
গমন করেন জমিদারের আগ্রহে।
তথা হতে ব্রহ্মচারী পুনঃ পর্য্যটনে,
উদ্যোগ করেন যবে ; বিনম্র বচনে,
প্রার্থনা করিল ধনী গ্রাম্যলোক সহ,
"কোথায় যাইবে আর এইস্থানে রহ।
অর্চ্চনা করিব তোমা আমরা সকলে,
শিষ্য হনু মোরা তব চরণকমলে।
গুরু তুমি, করি ইষ্টজ্ঞান বিতরণ
কর দেব মোসবার উদ্ধার সাধন।"
শুনি শান্ত ব্রহ্মচারী, সস্নেহ বচনে
বলিলেন, "বৃদ্ধকালে তীর্থ পর্য্যটনে,
ঘটে ক্লেশ বটে, কিন্তু নানা দৃশ্য দেখি,
বিস্ময়ে ঈশ্বরী-লীলাতত্ত্বে ডুবে থাকি।
মা মোর আনন্দময়ী আনন্দ রঙ্গিনী,
আনন্দ-নগরে বসি বিশ্ব-তরঙ্গিণী ;
সে তরঙ্গে ভাসমান হয় যবে জীব,
জীবত্ব ছাড়িয়া তত্ত্বে হয় সদাশিব।
সে শিবত্বে পরানন্দ মিলায় অন্তরে,
নিত্যানন্দে ভ্রমি তাই পর্ব্বতে প্রান্তরে।
সে আনন্দ ছাড়ি হেন গণ্ডগ্রামে বসি,
অবিবেকী অজ্ঞসনে কোন্ রসে রসি ?
অন্তরঙ্গ যার যথা সে দেশে সে যায়,
বাঘের জঙ্গলে মৃগ বিচরে কোথায় ?"

"জমিদার বলে, তুমি শান্ত মহাজন,
—শান্ত, দান্ত, প্রশান্ত-অন্তর অনুক্ষণ।
যেখানেই থাক তুমি যেরূপ মণ্ডলে,
তোমার অশান্তি কোথা এ মহীমণ্ডলে?
তুমি আত্মজয়ী, ধীর, স্থিতধী মহান্,
মহা শক্তিশালী তুমি সংযমীপ্রধান,
আত্মতৃপ্ত আত্মবন্ধু সর্বেন্দ্রিয় প্রভু,
অচল চঞ্চল, তুমি অচঞ্চল তবু।
সর্ব্বত্রে সমান তুমি নগরে জঙ্গলে,
শিবের সমান দৃষ্টি অমৃতে গরলে।
"স্রোতজলে ভাসমান বৃক্ষ তুমি হও।
যে পারে ধরিতে তুমি তারই হয়ে রও।
শালগ্রাম-চক্রসম সাধু মহাজন,
যে অর্চ্চে তাহার হয় অভিষ্ট পূরণ।
না ছাড়িব তোমা, তুমি যাইতে নারিবে।"
বলেন শ্রীব্রহ্মচারী, "যদি না ছাড়িবে
করতোয়াতীরে গৃহ করিয়া নির্ম্মাণ,
নির্দ্দিষ্ট করিয়া মোর সাধনার স্থান,
জগদ্ধাত্রী কালী মূর্ত্তি করিবে স্থাপন,
যোগাইবে প্রত্যহ পূজার প্রয়োজন,
নির্জ্জনে বসিয়া মাকে করিব অর্চ্চনা,
পার যদি, পারি পূর্ণ করিতে বাসনা।"
উত্তরে সুবুদ্ধি ভক্ত জমিদার তবে,
"তারিণী কৃপায় কিছু অসাধ্য না হবে।
আমরা নিমিত্ত মাত্র, ত্রিনেত্রধারিণী
সন্তানের বোঝা বহে দিবসযামিনী।

সন্তানের জন্য যবে প্রয়োজন যাহা,
দশ হস্ত ধরি নিত্য যোগায় মা তাহা।"

"এতবলি গ্রাম্যলোক সমস্ত ডাকিয়া,
পরম উল্লাসে দিল গৃহ নিরমিয়া।
ইষ্টকে নির্ম্মিল ভিত্তি, কাঁঠালে কবাট,
স্তম্ভ দিল আনিয়া নেপালী শালকাঠ।
শোণে শক্ত করি বাঁন্ধে অন্তর বাহির,
হ'লেও তৃণের গৃহ নাটের মন্দির।
চতুর্ভূজা কালী মূর্ত্তি মধ্যে বসাইয়া,
নিত্যপূজা তরে দিল ব্যবস্থা করিয়া।

"প্রতিমা সম্মুখে করি বসে ভক্তবীর,
ঘন খণ্ড-কোলে যথা শুভ্র গিরিশির।
অর্চ্চে সাধু জগদ্ধাত্রী, নির্জ্জনে বসিয়া,
ধ্যানমগ্ন সদাকাল সুপবিত্র হিয়া।
গ্রাম্যালাপে সুবিরক্ত শুদ্ধ ভক্তিমান,
সুবিশুদ্ধ-স্বভাব সর্ব্বত্র যশস্বান।
স্ত্রৈণ নরে যে প্রকার স্ত্রীনাম কীর্ত্তনে,
ব্রহ্মচারী তথা কালী নাম সঙ্কীর্ত্তনে।
সম্মুখে যে আসে, হয় আনন্দে বিভোর,
হয় ভক্তিজ্ঞানোদয়, ভাঙ্গে মায়া ঘোর।
যে আসে সে উৎসাহে ভক্তির পথে চলে,
নশ্বর এ বিশ্ববাস বুঝে সুকৌশলে।

"বহ্নিতটে বসি তনু তপ্ত যে প্রকার,
সাধুসঙ্গে জন্মে তথা স্বভাবে বিকার।
লৌহ যেন চুম্বকের নিকটে আসিয়া,
লোহের স্বভাব ছাড়ে চুম্বকত্ব নিয়া।

দেখি শুনি বহুবিধ মিথ্যা সংস্কারে,
জন্মাবধি বদ্ধ নর থাকে এ সংসারে।
একে অজ্ঞানের ভয়, তাহে সংস্কার,
মানুষে না দেয় সত্য পথে অধিকার।
মূর্ত্তিমান বহ্নিসম ব্রহ্মচারী ঠাঁই,
যে আসে তাহার সংস্কার হয় ছাই।
সত্যের উজ্জ্বল ভাতি অন্তর আলোকে,
মুক্তি পায় বহুলোক বৃথা দুঃখ শোকে।

"সমদর্শী ব্রহ্মচারী সর্ব্বজনপ্রিয়,
সুধা বিকিরণে যেন চন্দ্র শারদীয়।
সম্পূর্ণ নির্ভরশীল দৃঢ়মতি স্থির,
সুবিশাল সিন্ধু যেন সর্ব্বদা গম্ভীর।
শোকার্ত্ত ক্ষুধার্ত্ত অর্থহীন অভাজন,
মণ্ডপ সম্মুখে আসি বসে সর্ব্বক্ষণ।
সমস্তে সান্ত্বনা করি মধুর বচনে,
মরুভূমে যেন শান্তিবারি বরিষণে।

"করেন বৈকালে বসি ধর্ম্ম আলোচন,
শুনে তাহা একত্রে বসিয়া সর্ব্বজন।
সতীত্ব মহিমা শুনি রমণী সকল,
করয়ে মার্জ্জিত জ্ঞানে চরিত্র নির্ম্মল।
পুত্রে হয় পিতৃমাতৃ সেবাপরায়ণ,
দুর্জ্জনে দুষ্কার্য্য ছাড় ধর্ম্মে দেয় মন।
পরস্ত্রীগমনকারী হিতবাক্য শুনি,
নির্ম্মল চরিত্র হয়, ভণ্ড হয় মুনি।
দুষ্টানারী ছাড়ি পাপ অনুতপ্ত হিয়া,
সাধ্বী হয় ব্রহ্মচারী-বক্তৃতা শুনিয়া।

মদ্যপায়ী ছাড়ে মদ, হিংসা ছাড়ে খল,
সাধুর শিক্ষায় স্বর্গ হল ধরাতল।
"বিতণ্ডা করিতে আসি কত ধৃষ্টনর,
ধৃষ্টতা ছাড়িয়া হ'ত নম্রতা-সাগর।
কত ভণ্ড মিথ্যাবাদী সম্মুখে আসিয়া,
মিথ্যা পরিহরি সত্যে যাইত ভাসিয়া।
করতোয়াতীরে যেন সত্ত্ব-সুধাকর,
সমৃদ্ধি সুধায় উদ্ভাসিল সে নগর।
দূরগ্রাম হতে যাত্রী আসিত সেখানে,
অন্তরে বিশ্বাস যেন এল গঙ্গাস্নানে।
গণ্ডগ্রাম তীর্থ হল, সাধুবাস জন্য,
দর্শনীয় স্থান হল, ছিল যা অগণ্য।
এইরূপে মহানন্দে বহুদিন যায়
কোন দৈববিড়ম্বনা না ঘটে তথায়।
"পুণ্যক্ষেত্র কাশীধামে জ্বলন্ত অনলে,
ভ্রমেণ জঙ্গমবাবা সাধনা-কৌশলে।
যাহা দর্শি বিস্ময়ে বিমুগ্ধ সর্ব্বজন,
তদপেক্ষা এক অতি আশ্চর্য্য ঘটন।
ঘটান সে ব্রহ্মচারী করতোয়াতীরে,
যাহা স্মরি ভক্তলোক ভাসে আঁখিনীরে।
"তণ্ডুল, শর্করা, রম্ভা পূজোপকরণ,
ভক্তিভরে দিত যাহা আনি সর্ব্বজন।
নির্ভয়ে ভক্ষণ তাহা করিত ইন্দুর,
তাড়াতেন ব্রহ্মচারী করি দূর দূর।
"কভু মিষ্টবাক্য বলি করি অনুনয়,
বলিতেন, "আর না করিও অপচয়।"

পূজান্তে প্রসাদ কিছু ছড়াইয়া দিয়া,
বলিতেন, "খাও সবে আনন্দ করিয়া।"
কিন্তু তাঁর ব্যবহারে তারা না ভুলিত,
স্বভাবে তাহারা সব খাইত নাশিত।
শেষে করিতেন দ্বন্দ্ব কটুবাক্য বলি,
মানুষে মানুষে যথা করে বলাবলি।
আসিলে গ্রামের লোক হস্ত ঘুরাইয়া,
মূষিকের অত্যাচার বিস্তার করিয়া,
বলিতেন ব্রহ্মচারী ফেলি নেত্রজল,
শুনিয়া হাসিত সবে করি খল খল।
　　"সম্মুখে মূষিকে বসি রম্ভা চিনি খায়,
রোষভরে ব্রহ্মচারী বলেন সবায়।
"জানিলাম বিশ্বে তোরা যথার্থ দুর্জ্জন,
তোদিগের কার্য্য মাত্র পরস্ব লুণ্ঠন।
তস্করের থাকে ভয়, কিন্তু কি আশ্চর্য্য,
নির্ভয় হইয়া তোরা করিস কুকার্য্য।
জগদ্ধাত্রী নামে নাহি তোদিগের ভয়,
নাস্তিক তোদের তুল্য, বিশ্বে নাহি রয়।
পূজার নিমিত্ত দ্রব্য আনে ভক্তগণে,
কি সাহসে খাস্ তোরা বিনা নিবেদনে।
ধর্ম্মজ্ঞান গন্ধ নাই তোদিগের গায়,
সাধে কি বিড়ালে ধরি দুইবেলা খায়!
মোর জন্য দিল লোকে গৃহ নিরমিয়া,
তোরা তাহে কি নিমিত্ত রহিবি আসিয়া?
রহিবি আমারই ঘরে, আমারি আবার
অনিষ্ট করিবি, এত সহ্য হবে কার?

কি আশ্চর্য্য তবুও খাইবি কলা চিনি,
তোরাই কি হলি তবে জগতজননী ?
মঙ্গল চাহিস যদি কর পলায়ন।”
সাধুর কোন্দল শুনি হাসে সর্ব্বজন।
“একদিন দুপুরে দেখেন ব্রহ্মচারী,
মূষিক পশিয়া নাশ করিছে শীতারি।
দণ্ড ধরি যান সবে তাড়াইতে দূরে,
নির্ভীক মূষিক বিন্দুমাত্র নাহি সরে।
ধর্ম্মের দোহাই শেষে দিয়া বার বার,
বলিলেন, “মোর বস্ত্র না কাটিও আর।”
দুর্জ্জয় মূষিক তাহা গ্রাহ্য না করিল,
শীতবস্ত্র হতে তবু নাহি বাহিরিল।
অবশেষে অভিমানে অপমানে ফুলে,
বলেন মূষিকে মন্দ, চক্ষু ভাসে জলে।
“এ নহে তোদের গৃহ, সুধালে শুনিবি,
মোর গৃহে তোরা কভু থাকিতে নারিবি।
মঙ্গল চাহিস যদি কর পলায়ন,
না হইলে বংশশুদ্ধ নাশিব এখন।
তবু না যাইলি দূরে ? নাহি ভয় মনে ?”
এতবলি ব্রহ্মচারী জ্বালি হুতাশনে
ধরাইয়া দিয়া ঘরে, প্রতিমা সম্মুখে,
যোগাসনে বসিলেন ভাঁর ধীর মুখে।
হু হু শব্দে হুতাশন উঠিল জ্বলিয়া,
মুহূর্ত্তে সমস্ত গৃহ নিল আচ্ছাদিয়া।
ইন্দুর মরিল বহু, পুড়ি হুতাশনে,
স্পন্দহীন ব্রহ্মচারী বসি যোগাসনে।

গ্রামের সমস্ত লোক আগুন দেখিয়া,
ঊর্দ্ধশ্বাসে নদীতীরে আসিল ধাইয়া।
আসিল সে জমিদার, সহ অনুচর,
"কোথা ব্রহ্মচারী" বলি করি আর্ত্তস্বর।
সবে বলে "ব্রহ্মচারী পুড়িয়া মরিল,
তথাপি মণ্ডপ ছাড়ি নাহি বাহিরিল।"
চারিপার্শ্বে আগুন, আগুন গৃহশিরে,
অগ্নির সন্তাপ এবে অসহ্য শরীরে।
আর সাধ্য নাই জল ঢালিয়া নিবায়,
দূরে দাঁড়াইয়া সবে করে হায় হায়।
সাধুর নিমিত্ত সবে দুঃখী অতিশয়,
কেহ উচ্চৈস্বরে কহে প্রকাশি বিস্ময়,
"মুষিকের সঙ্গে সাধু কলহ করিয়া,
গৃহে অগ্নি ধরাইয়া মরিল পুড়িয়া।
হেন সাঙ্ঘাতিক কার্য্য কে কোথায় করে।
মারিতে ইন্দুর শেষে নিজে পুড়ি মরে।"
কেহ বলে "অসম্ভব কার্য্য করি গেল।
কেহ বলে "সাধুর মাথার দোষ ছিল।"
কেহ বলে "কথা সত্য ইথে নাহি আন,
সাধু ছিল, কিন্তু নাহি ছিল বুদ্ধিমান।"
কেহ বলে ধীরভাবে, "তিনি মহাজন,
বুঝিবে তাঁহার কার্য্য কে আছে এমন!
মরিলেন ইচ্ছামৃত্যু কৌশল করিয়া,
মায়ামুগ্ধ আমাদের চক্ষে ধূলি দিয়া।
একান্ত নির্ভরশীল সিদ্ধ অদ্বিতীয়,
তিনি কোথা আমাদের অনুভবনীয়?

ইন্দুর নিমিত্ত করি ত্যজি কলেবর,
গিয়াছেন নিজস্থানে সিদ্ধ নরবর।
অগ্নির কি সাধ্য আছে ক্লেশ দিবে তাঁরে
বঞ্চিলেন ইচ্ছাময় মূঢ় গোসবারে।"

হেনকালে পুড়ি ঘর ধরায় পড়িল,
ব্রহ্মচারী উপবিষ্ট সকলে দেখিল।
পার্শ্বে পৃষ্ঠে শিরে অগ্নি জ্বলিছে সমান,
লোহের পুতুল তুল্য সাধু বিদ্যমান।
বিস্ময়ে সবার নেত্রে আনন্দাশ্রু ঝরে
ঢালি জল হুতাশন নিবায় সত্বরে।
জমিদার আনন্দে আপনাহারা হয়,
উন্মাদ সমান বলে "ব্রহ্মচারী জয়"।

এত যে প্রচণ্ড বেগে জ্বলিল অনল,
শিরকেশ পর্য্যন্ত রহিল অবিকল।
ইন্দুরের দর্প নাশি সাধুর সন্তোষ,
শুনিতে অদ্ভুত হেন সন্ন্যাসীর রোষ।
ইষ্টকের গৃহ ধনী দিল নিরমিয়া।
পুনঃ মধ্যে বসে সাধু প্রতিমা লইয়া।

একবার বন্যা উঠি প্রবল বর্ষণে
ভাসায় সাধুর ঘর প্রখর প্লাবনে।
সাধুর আসনোপরে জল চারিহাত,
গৃহে বসি করে লোকে ভালে করাঘাত।
প্লাবনের জলে সবে এক দশাপন্ন,
অন্বেষণ কে আর করিবে কার জন্য ?

গত হল প্লাবন বাইশ দিন পরে,
বাহিরিল লোকে তাঁর অন্বেষণ তরে।

মন্দিরে আসিয়া দেখে ব্রহ্মচারী নাই।
কেহ বলে "কোথা গেল, কোথায় বা যাই
মনদুখে সকলে ফিরিল নিজ ঘরে,
জমিদার অন্বেষণে সহরে সহরে।
　　ক্রমেগত তিনমাস, করতোয়া ঘাটে
পাঁক শক্ত হইল, মানুষ নামে উঠে।
একদিন স্নানঘাটে স্ত্রীলোকের দল,
কলসী মাজিতে খুঁড়ে মৃত্তিকা কোমল।
দশে মিলে একস্থান খুঁড়িতে লাগিল,
জটাজুট যুক্ত এক শির বাহিরিল।
চিৎকারিয়া ভয়ে সবে যায় পলাইয়া,
তখন গ্রামের লোক নিরখে আসিয়া।
বিস্ফারিত নেত্রে হয় বিস্ময়ে মগন,
খুঁড়িয়া উঠায় ব্রহ্মচারী মহাজন;
সমাধিস্থ মহাজন মহাযোগ ভরে,
উল্লাসে উন্মত্ত লোক, জয়ধ্বনি করে।
　　সাতবর্ষ করতোয়াতীরে অবস্থান,
তারই মধ্যে উড়াইয়া কীর্ত্তির নিশান।
চিরস্মরণীয় তিনি হন সে অঞ্চলে,
অদ্যাবধি তাঁর কীর্ত্তি বহুলোকে বলে।
　　এইরূপে যায় কাল, দশগ্রাম নিয়া,
ব্রহ্মচারী প্রতি সবে পুলকিত হিয়া।
একদিন প্রভাতে আসিলে জমিদার,
বিজ্ঞাপেন ব্রহ্মচারী বাঞ্ছা আপনার।
"গুরুর আজ্ঞানুসারে পুণ্য কাশীধামে,
উচ্চারি অন্তরে অন্তে বিশ্বনাথ নামে,

অমৃত বহিনী গঙ্গানীরে কলেবর,
ভাসাইয়া তেয়াগিব এ মর্ত্ত্য নগর।
সে দিন নিকটবর্ত্তী ; শুন সদাশয়,
এ স্থানে বসতি আর এবে শ্রেয় নয়।
যাব আমি, চল সঙ্গে যদি ইচ্ছা হয়,
—অন্ত মোর এ দেশে আদিষ্ট অভিনয়।
"তুমিও ত বৃদ্ধ এবে, পূর্ণপ্রায় কাল,
আর কতকাল সহ্য করিবে জঞ্জাল।
সংসারের বোঝা পুত্রকরে সমর্পিয়া,
শান্তিলাভ কর পুণ্য কাশীধামে গিয়া।"
শুনি ভক্ত জমিদার ব্রহ্মচারী সনে,
কাশীযাত্রা করে নিয়া পুত্র পরিজনে।
একবর্ষ কাশীধামে করি অবস্থান,
মহর্ষিমণ্ডলে লভি প্রভূত সম্মান।
মহাযাত্রা তরে বীর মহা উল্লসিত,
একদা নিশিথে ঘোড়াঘাটে * উপস্থিত।
বসিলেন যোগাসনে সঙ্গে জমিদার,
—কৃষ্ণচতুর্দ্দশী রাত্রি ঘোর অন্ধকার!
অপরাধ ভঞ্জনের স্তোত্র পাঠ করি,
বার বার বলিলেন "শঙ্করী! শঙ্করী!"
রাত্রিভোর চতুর্দ্দিকে বসি সর্ব্বজন,
প্রভাতে আশ্চর্য্য দৃশ্য করে দরশন।
গতপ্রাণ ব্রহ্মচারী; জীবিতের মত,
সুখাসনে সমাসীন, সবে চমৎকৃত।

*ঘোড়াঘাট— শ্রীশ্রীকাশীধামে দশাশ্বমেধ ঘাটের সংলগ্ন উত্তরাংশের ঘাট।

পুণ্যতনু যজ্ঞে অর্পি মনিকর্ণিকায়,
শূন্যপ্রাণে জমিদার নিজস্থানে যায়।
কালীভক্ত কীৰ্ত্তি কথা অমৃত সমান,
পরানন্দ রসে ইথে ভাসে ভক্তিমান।
বলেন শ্রীনিত্যানন্দ, "জননী চরণে
যে কেহ অর্পিল মন এ মর্ত্ত্য ভবনে,
সেই ধন্য, কীৰ্ত্তিমান ; তাঁর কীৰ্ত্তিচয়,
শুনিতে অন্তরে নিত্য উপজে বিস্ময়।
জগদ্ধাত্রী পাদপদ্মে বাঁধা যার মন,
অসম্ভব সম্ভব তাহাতে অনুক্ষণ।
শ্রীরামপ্রসাদ পদ্ম তুলে ভাণ্ডীবনে,
গাবগাছে আম পাড়ি অতিথি সেবনে।
শ্রীগরীব ব্রহ্মচারী না পুড়ে অনলে,
কাশীধামে অনলে জঙ্গমবাবা চলে।
দেব কামদেব উঠি জ্বলন্ত চিতায়,
ইহলোক পরিহরি শান্তিলোকে যায়।
এমন মহিমাময়ী কালীনামে মোর,
ভক্তি না জন্মিল, আমি কি মোহান্ধ ঘোর।"
বলেন মাধবদাস, "দেব কামদেব,
মহাশক্তিমান ভক্ত, প্রত্যক্ষ ভূদেব।
তাঁর তত্ত্ব জান যদি কহ মহোদয়,"
উত্তরে সন্তান, যাহা শুনিতে বিস্ময়।
"বঙ্গদেশে বর্ত্তে এক ভূষণা অঞ্চল,
যে ভূষণা একদিন ছিল কীৰ্ত্তিস্থল।
চারিক্রোশ দীর্ঘ ছিল তার কলেবর,
অমৃতবাহিনী মধুমতীর উত্তর।

পূর্ব্বদিকে ছিল বিল চম্পাদহ নাম,
আকারে বিস্ময়কর হ্রদের সমান।
ব্যবসা বাণিজ্য ছিল প্রকাণ্ড বন্দর,
উৎপন্ন অগণ্য দ্রব্য হন্দর হন্দর।
কাজীর বিচারালয় সেইস্থানে ছিল,
রাজা সীতারাম যাহা উঠাইয়া দিল।
সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গবীর সীতারাম রায়,
কেল্লাবাড়ী করি সৈন্য রাখিত তথায়।
শ্রীরণরঙ্গিণী ছিল তাঁর অধিষ্ঠাত্রী,
মন্দির উৎসবময় ছিল দিনরাত্রি।
আরতি দর্শন হেতু প্রত্যহ সন্ধ্যায়,
মন্দিরে আসিত রাজা সীতারাম রায়।
"প্রায় ঘরে ঘরে ছিল দেবতা মন্দির,
সন্ধ্যায় বাজিত ঘণ্টা কাঁসর মুন্দির।
দূর হ'তে মনে হ'ত যেন তীর্থস্থান,
সর্ব্বদিকে ভূষণার বিস্তৃত সম্মান!
কত নৃত্য কীর্ত্তন হইত বারমাস,
ভূষণা বসতি ছিল ধনীর প্রয়াস।
"গোপীনাথ মন্দিরের বিস্তৃত প্রাঙ্গণ,
ভূষণার অঙ্গে যেন কাঞ্চন ভূষণ।
গোপীনাথ মন্দিরে প্রত্যহ পঞ্চমণ,
তণ্ডুলের ভোগে হ'ত অতিথি সেবন।*
দেশ দেশান্তর হতে সাধু মহাজন,
আসিতেন ভূষণা করিতে দরশন।

* গোপীনাথ মন্দিরের শেষদৃশ্য শ্রীগুরুভুলুয়াবাবা দেখিয়াছেন। রাজা সীতারামের প্রদত্ত দেবোত্তর এই মন্দিরে ছিল। গোপীনাথ দাস বাবাজী মোহন্ত ছিলেন।

কামদেব যাদবেন্দ্র দুই মহাজন,
শ্রীরণরঙ্গিনী ক্ষেত্র করিতে দর্শন,
পর্য্যটনি বহুতীর্থ আসেন তথায়।
অভ্যর্থনা করে রাজা সীতারাম রায়।
"চম্পকদহের* বিল হ্রদের আকার
পূর্ব্বদিক রক্ষক যা ছিল ভূষণার,
পুণ্যতীর্থ তুল্য তাহা সকলে মানিত,
স্নানযোগে বহু যাত্রী তথায় আসিত।
তার পুণ্যতীরে সপ্ত নির্জ্জন শ্মশান,
নির্ব্বাসনা সাধকের তপস্যার স্থান।
নাতিদূরে কুমারের রম্য তীরদেশে
সর্ব্বাভীষ্ট প্রদায়িণী মন্দির নির্দ্দেশে।
কামদেব যাদবেন্দ্র দুই মহাজন
উত্তম তপস্যাক্ষেত্র করি দরশন
সিদ্ধিলাভ তরে চিত্ত করিয়া সুস্থির
করিলেন তপস্যা আরম্ভ দুই বীর।
"ভক্ত হল গুণগ্রাহী রাজা সীতারাম,
জুটিল অগণ্য ভক্ত ভক্তিরস ধাম।
তার মধ্যে আসিলেন পরাভক্তিমান,
গোঁসাই শ্রীগোরাচান্দা বৈষ্ণবপ্রধান।

* চম্পকদহ বা চাম্পাদহ বা চাঁপাদহ—এই বিল এখনও এক ক্রোশ প্রশস্ত এবং চারি ক্রোশ দীর্ঘ আছে। প্রতি বৎসর এই বিলে দশ হাজার টাকার মৎস্য ধরা হয়।

ক গোঁসাই গোরাচান্দ—ইনি অদ্বৈত বংশীয়; ভূষণার গোপীনাথের মন্দিরের মোহান্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শ্রীশ্রী সংকীর্ত্তন বন্দনা নামক বৈষ্ণব গ্রন্থ ইনি প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থের কতকাংশ দৌলতপুর কলেজে রক্ষিত আছে। শ্রীশ্রী সংকীর্ত্তন বন্দনায় কামদেব যাদবেন্দ্রের যে পরিচয় প্রদত্ত আছে তাহা হইতে সংক্ষেপে এই বৃত্তান্ত লিখিত হইল। গোঁসাই গোরাচান্দ যাদবেন্দ্রের বা যাদবানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাদবেন্দ্রের

"সঙ্কীর্ত্তন বন্দনা" অপূর্ব্ব গ্রন্থ যাঁর,
শ্রীহস্ত লিখিত পাত্র নিত্য প্রশংসার।
মহাজন যাদবেন্দ্রে করি দরশন,
আর তাঁর ভক্তিতত্ত্ব করিয়া শ্রবণ,
করিলেন তিনি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ,
গুরু শিষ্যে ঘটিল অপূর্ব্ব সম্মিলন।
হইল অগণ্য শিষ্য ভক্ত সুজনার,
কামদেব হন গুরু সংগ্রাম সাহার।*
বহুকার্য্যে সংগ্রাম সে দেশে কীর্ত্তিমান,
অদ্যাবধি তাহার দেউল বিদ্যমান।
ধনে মানে উচ্চপদে সংগ্রাম তখন,
সর্ব্বজন সম্মানিত ব্যক্তি বিচক্ষণ।
সদ্‌গুরু লভিয়া চিত্তে আনন্দ অপার,
সর্ব্বান্তঃকরণে সেবাকার্য্য ছিল তার।
"গ্রামে গ্রামে শাস্ত্র পাঠ আর সঙ্কীর্ত্তন,
সর্ব্বজন চিত্ত নবভাবে নিমগণ।
মহাজনদ্বয়ে হেন প্রভাব-বিস্তার,
তেয়াগিল কত দুষ্টে মন্দ ব্যবহার।

অন্য নাম যাদবনিন্দ অবধূত'। তিনি ভক্তিপন্থী ছিলেন। যাদবেন্দ্রের অনেক পদ পাওয়া যায়। কামদেব তার্কিকেরও রচিত পদ পাওয়া যায়। 'শ্রীশ্রী সম্ভাবতরঙ্গিনী অধ্যয়ন করিলেও কামদেব ও যাদবেন্দ্রের বিস্তৃত বিবরণ পাঠক অবগত হইবেন।

* সংগ্রাম সাহা—জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত (ভূষণার একক্রোশ উত্তরস্থ) মথুরাপুরে এক গগনস্পর্শী দেউল নির্ম্মাণ করেন। তিনি পশ্চিম দেশীয়। বাঙ্গালায় আসিয়া "হ্যুমবদ্দা" বলিয়া বৈদ্যজাতীর অন্তর্গত হন। তিনি কামদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সংগ্রাম সাহা রাজা সীতারামের সমসাময়িক, সীতারামের মুসলমান সৈন্য কর্ত্তৃক পরাজিত হইবার পরও সংগ্রাম জীবিত ছিলেন। কামদেবের বংশধরগণ সংগ্রামের বংশধরগণের নিকট হইতে বহু প্রকারে সাহায্য পাইয়াছিলেন।

কত মত্ত, অহঙ্কার করি পরিত্যাগ,
সংযমে বসিল, চিত্তে পূর্ণ অনুরাগ।
যেন উদি চন্দ্র সূর্য্য ভূষণা অঞ্চলে,
অন্ধকার নাশি দেশ আলোকে উজলে।
অথবা আসিল যেন নিতাই গৌরাঙ্গ,
নামে প্রেমে করিল পাপের খেলা সাঙ্গ।
নিরখিয়া দুজনার ভক্তি সদাচার,
বিস্ময়ে বিভোর সবে ফেলি অশ্রুধার।

"চম্পাদহতীরে সপ্ত শ্মশান প্রাচীন,
প্রত্যেক শ্মশানে বসি সাত সাত দিন।
সাধনা করেন দোঁহে তান্ত্রিক আচারে;
—তত্ত্বদর্শী ভিন্ন তত্ত্ব বুঝিতে কে পারে!
গোঁসাই শ্রীগোরাচান্দ শিষ্য হন যাঁর,
উপাসনা পদ্ধতি কিরূপ ছিল তাঁর।
সঙ্কীর্ত্তন বন্দনায় পাই পরিচয়,
যাদবানন্দের পদ তত্ত্ব সুধাময়।

"মনরে, সাধনা কর যাঁর,
শুন বলি তাঁর সমাচার.
জগতজননী তিনি জগত সন্তান তাঁর॥
জননী তুষিতে যদি বাসনা,
তবে, জননীসন্তানে কেন কোলে করি বসনা!
সন্তানের গুণগানে রসনা, রাখ নিযুক্ত অনিবার॥
জগতের এই রীতি, জননীর হয় প্রীতি,
যতন করিলে তাঁর তনয়ের প্রতি ;—
হীনপ্রাণী বধে রে যাদবানন্দ, কর মতি পরিহার॥"

"যা কর করাল-ভয়-বারিণী!
শিব আজ্ঞা তাই বাধ্য হইয়া মানি॥
আমার সঙ্কটে যদি তার মা,
কেন ছাগের সঙ্কট ধার ধার না?
সে দুর্ব্বল তোমারই সন্তান তাকি হের না?
হর জীবত্রাস ত্রিজগত-তারিণী॥
প্রচলিত প্রণালী করিতে নারি পরিহার,
নির্ব্বিশেষে জীবসেবা হল না-মা আর আমার,
যাদবানন্দের দুঃখ শুনিও গো মা তুমি॥"

"শুনহে সাধকবৃন্দ, সে যে আনন্দময়ী জননী
জীবানন্দে শিবানন্দ আনন্দে শিবসঙ্গিনী॥
ছাগ মেষ মহিষ বলি, কি দিয়ে প্রশস্ত বলি,
তবে, শিব আজ্ঞা বিরুদ্ধ বলিতে ভয় মানি॥
যাদবার কপাল মন্দ, বলিদানে মনে সন্দ,
মার ঠাঁই সন্তান কাটি শান্তি না মানি॥" *
শুদ্ধ ভক্তি যোগী দুই মুক্ত মহাজন!
সর্ব্ববাদী সম্মত তাঁদের আচরণ।
কামদেব সাধনায় মুক্তি নাহি চান,
অদ্যাবধি তাঁর বার্ত্তা লোকে করে গান॥

কামদেব রহিলেন মহীশালাগ্রামে।
ঘোষপুর প্রতিষ্ঠিত যাদবেন্দ্র নামে।
বসতি করেন দোঁহে চব্বিশ বৎসর,
বহুমান্য হইয়াও সদা নির্ম্মৎসর।

* কামদেব ও যাদবানন্দ অবধূত শ্মশান-সাধনা করিয়াছিলেন কিন্তু মদ্যমাংসাদির সম্বন্ধ তাহাতে ছিল বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। যাদবানন্দ রচিত পদে বেশ বুঝিতে পারা যায় তাঁহারা বৈষ্ণবাচারী ছিলেন। "শ্রীশ্রীসদ্ভাবতরঙ্গিনীতে" কামদেব ও যাদবেন্দ্রের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং এই গ্রন্থে বিস্তৃত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন।

ধনধান্যে পরিপূর্ণ সে দেশ তখন,
ধর্ম্মকর্ম্মে ছিল নিত্য শান্তি নিকেতন।
ভাগবত কর্ম্মানন্দ করিয়া প্রকাশ,
তীর্থীকৃত করি দেশ করিলেন বাস।

কুমার নদের তীরে বিস্তৃত শ্মশান,
কয়ড়ার কালীবাড়ী সুপ্রসিদ্ধ স্থান,
রামাশ্যামা সিদ্ধিলাভ করিল যথায়,
দোঁহে মিলি তপস্যায় বসেন তথায়।
কামদেব তার্কিকের সাধন-আসন
বলিয়া সে কালীবাড়ী প্রসিদ্ধ এখন।
সাধন কর্ত্তব্য যত করি সম্পাদন,
মহাপ্রস্থানের তরে দুই মহাজন,
—আনন্দময়ীর পুত্র সদানন্দ হিয়া—
তনুত্যাগে পরামর্শ করেন বসিয়া।

মহাপ্রস্থানের দিন নির্দ্দিষ্ট হইল,
—মহাতীর্থে মহাযাত্রাক্ষণ ঘনাইল।
সে মহাসংবাদ হল সর্ব্বত্র প্রচার,
ঊর্দ্ধশ্বাসে আসে তথা যত শিষ্য যাঁর।
দৈবজ্ঞেব কামদেব আদেশে তখন,
চিতা সজ্জীভূত করে যত শিষ্যগণ।
করিল সজ্জিত চিতা রথের মতন।
গোঘৃতে করিল সিক্ত সমস্ত ইন্ধন।
পর্য্যাপ্ত কর্পূরখণ্ড মধ্যে মধ্যে দিয়া,
নির্ম্মিল চিতার রথ যতন করিয়া।

রামাশ্যামা—শ্রীশ্রীসদ্ভাবতরঙ্গিনী অধ্যয়ন কর।

পরদিন পরভাতে করিয়া সিনান,
সাধকমণ্ডলে বীর্য্যে সূর্য্যের সমান,
কামদেব পশিলেন কালীর মন্দিরে।
ভাবোন্মত্ত চিত্ত ; নেত্রে নীর পড়ে ধীরে।
দিব্যভাবে দিব্যোন্মাদ, দিব্য রূপ হেরি,
দিব্যালোকে সর্ব্বলোক উদ্ভাসিত করি,
"জয় মা করুণাময়ি ! বলি বার বার,
করিলেন জনসঙ্ঘে প্রভাব সঞ্চার।
করি মহাপ্রস্থানের পাথেয় সম্বল,
বাহিরান মহাবীর পুলক বিহ্বল।
যাদবেন্দ্র সুগন্ধী কুসুমে গাঁথা হারে,
সুগন্ধ চন্দনে পুন লিপ্ত করি তারে,
যত্ন করি পরালেন কামদেব গলে।
"জয় যাদবেন্দ্র কামদেব," সবে বলে।
সুবিপুল জনসঙ্ঘ সম্মুখে করিয়া,
দাঁড়ালেন কামদেব হস্ত উত্তোলিয়া।
সুপ্রসন্ন বদনে করিয়া সম্বোধন,
শেষ তুষ্ট করিলেন ভক্ত শিষ্যগণ।
আনন্দময়ীর পুত্র আনন্দে তখন,
করিলেন জ্বলন্ত চিতায় আরোহন।
"জয় মা করুণাময়ি জগদ্ধাত্রি !" বলি,
অগণ্য ভক্তের নেত্রে শোকাশ্রু উথলি,
হুতাশনে আহুতি দিলেন কলেবর।
স্তম্ভিত, সে যাত্রা দেখি, মৃত্যুর কিঙ্কর।
পঞ্চভূতাত্মক তনু গেল পঞ্চভূতে।
করিল মা জগদ্ধাত্রী কোলে নিজ সুতে।

সঙ্গী শ্রীযাদবানন্দ করি চমৎকৃত,
সহস্র নরের মধ্যে হন অন্তর্হিত।
"সঙ্কীর্ত্তন বন্দনায়" বিস্তৃত বর্ণন
আছে, যার ইচ্ছা হয় করিও দর্শন।
শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব তন্ত্রতত্ত্ব যাঁর,
দেব কামদেব পূর্ব্বপুরুষ তাঁহার।
যাদবেন্দ্র বংশীয় এ অধম সন্তান।
—পণ্ডিতের বংশে যথা মূর্খ হীনজ্ঞান।"
বলেন মাধবদাস "শুন মহোদয়,"
কামদেব যাদবেন্দ্র শুনিতে বিস্ময়!
কাল-শঙ্কা-বারিণী—তারিণীপুত্র যারা,
মৃত্যুসনে নিত্য ক্রীড়ামত্ত রহে তারা।
মৃত্যুত ভৃত্যের তুল্য তাহাদের ঠাঁই।
ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্ম তারা, তাতে সন্দ নাই।
তারিণীতনয় কীর্ত্তি শ্রবণে মঙ্গল।
শ্রবণে মঙ্গল নিত্য স্মরণে মঙ্গল,
সর্ব্ববিধ মঙ্গল শ্রীকালী নামে ঘটে।
জগভরি কালীভক্ত কীর্ত্তিকথা রটে।
শ্রীপরমহংস তার উত্তম প্রমাণ।
—মাতৃভক্তি ভিন্ন নর কোথা যশস্বান্।
অথচ অর্চ্চিয়া মাকে এই ধরাতলে,
কি জন্য সাধকে দুঃখ পায় বহুস্থলে ?
অর্চ্চি সর্ব্বমঙ্গলায়, ঘটে অমঙ্গল,
ইহার মীমাংসা করি নাশ কৌতূহল।
উত্তরে সন্তান, "অর্চ্চনায় দেবতার,
সুদৃঢ় বিশ্বাস ভক্তি শ্রেষ্ঠ উপচার।

যত যা নৈবেদ্য তুমি কর আয়োজন,
বিনা ভক্তি বিশ্বাস সমস্ত অকারণ।

"মানুষ হইয়া করি মানুষে আহ্বান,
কত কর তার অভ্যর্থনায় বিধান।
কত বা সঙ্কোচ, যত্ন, কত সাবধান
কত বা সম্ভ্রমবাক্য কত বা সম্মান!
তবে পাও প্রতিদান, পাও ধন্যবাদ,
ত্রুটী যদি ঘটে, ঘটে নিগ্রহাপবাদ।

"সেইরূপ অর্চ্চনা করিতে বসি মা'র,
—যিনি রাজরাজেশ্বরী, যাঁর করুণার,
বিন্দুমাত্র অভাবে জীবন অসম্ভব,
—যিনি জন্ম, মৃত্যু, ভবিষ্যতের উদ্ভব।

প্রার্থি তাঁর করুণা, বসিয়া অর্চ্চনায়,
নাহি যদি থাকে ভয়,
বিশ্বাস না মনে হয়,
পুতুলের বুদ্ধিমাত্র ঘটে প্রতিমায়,
না থাকে সম্ভ্রম-ভক্তি-নম্রতা হিয়ায়,
তবে সেই অর্চ্চনায়,
কে বা আসে, কে বা যায়,
কে কার মঙ্গল আসি করিবে প্রদান,
অর্চ্চিলেই অর্চ্চনা কি হয় মহাপ্রাণ?
একাগ্র অন্তরে যারা,
মাতৃভাবে মাতোয়ারা,
সুমঙ্গল লাভে তারা বঞ্চিত কে হয়?
—জ্বালি দীপ কে কোথায় অন্ধকারে রয়?

বিশ্বাসবিহীন পূজা মণ্ডপে যাহার,
তণ্ডুল না দিয়া জল,
জ্বাল দেয় সে কেবল.
অনন্ত জ্বালেও অন্ন নাহি মিলে তার,
ভক্তিহীন অর্চ্চনায় পণ্ডশ্রম সার।
বিদগ্ধ অন্তর শান্ত করিতে যে চায়.
স্নিগ্ধ ভক্তিসুধা যেন সঞ্চে সে হিয়ায়।
সভক্তি বিশ্বাসে কর অর্চ্চনা তাঁহার,
অর্প মন, বুদ্ধি, ত্যাগ কর অহঙ্কার।
অমঙ্গল হবে নষ্ট,
রবেনা মনের কষ্ট,
রবেনা ত্রিতাপতপ্ত চিত্তক্ষোভ আর,
হবে শান্তিময়, নিত্য দুঃখের সংসার॥"
বলেন আভীরানন্দ, "অর্চ্চে যতজন,
বিশ্বাসী যে হয় পায় মার কৃপাধন।
কিন্তু বল একেবারে কে বিশ্বাসহীন?
অবিশ্বাসী অর্চ্চে মাকে কোথা কোন দিন?
করিয়া শরীর ক্ষয়,
অর্থ যাহা উপার্জ্জয়,
তারিণীর অর্চ্চনায় দিয়া হয় দীন,
অতএব কি প্রকারে বলি ভক্তিহীন?
অন্য কি কারণ আছে করহ নির্ণয়,
দেবদেবী অর্চ্চি কেন হয় দুঃখময়?"
উত্তরে সন্তান, "শাস্ত্র বিধি অনুসারে,
অর্চ্চনা যে জন করে,
সঙ্কটে নিশ্চয় তরে,
বিধিহীন কর্ম্মে শান্তি সুখ এ সংসারে

কেহ নাহি প্রাপ্ত হয়।
বত্ন মিলিবার নয়,
রত্নাকরে না ডুবিয়া অন্বেষিয়া চরে ;
—রত্ন লভে ডুবুরি ডুবিয়া রত্নাকরে।
তারপরে এ দেশে যে প্রথা প্রচলিত,
গৃহস্থ অর্চ্চনে মাকে দিয়া পুরোহিত।
"পরাৎপরা" বলিতে যে বলে "ফরা তারা,"
সে ও হয় পুরোহিত,
চণ্ডী পড়ি চাহে হিত,
তাহারও প্রশংসা আছে জজমান পাড়া,
যজ্ঞ মিথ্যা ভাবে লোকে তার মন্ত্র ছাড়া।

"শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণও হেন পুরোহিত ডাকি,
অর্চ্চে কালী, রক্ষে প্রথা, নিজে ফাঁকে থাকি।
প্রথা রক্ষা যদি হয় উদ্দেশ্য পূজার,
ফলাফল সম্বন্ধে কি কথা আছে তার ?
না হইলে যোগ্য ব্যক্তি করি অন্বেষণ,
পৌরহিত্যে বরণ করিবে গৃহীগণ।
নিজ অপরাধ ভিন্ন অন্য অপরাধে,
সচ্ছল জলের নৌকা চরে আসি বাধে।
সাধক যে, সে যদি না আপনি অর্চ্চনে,
নাহি বুঝি কিরূপে সে তৃপ্তি পাবে মনে।
পর দিয়া পরাৎপরে উপাসনা যার,
পর দোষগুণে ঘটে দোষ গুণ তার।
হয় যদি অজ্ঞ ভক্তিহীন পুরোহিত,
গৃহস্থ হলেও ভক্ত, নাহি ঘটে হিত।

"পূর্ব্বকালে পুরোহিত মুনি ঋষি ত্যাগী,
করিতেন যাগযজ্ঞ গৃহস্থের লাগি।
যাগযজ্ঞ তাঁহাদের নিত্যকর্ম্ম ছিল,
করিতেন যত যজ্ঞ না হত নিষ্ফল।
যে কর্ম্মে যে দক্ষ, যদি সে কর্ম্ম সে করে,
তুল্য ফল পায় করি ঘরে কিম্বা পরে।
যে কর্ম্ম যে নাহি জানে, সে কর্ম্মে সে যায়,
যে পাঠায় সে সহিত মরে লাঞ্ছনায়।
সূত্রধর দিয়া যারা সন্দেশ গড়ায়,
করাতের গুঁড়া তারা চিনি বলি খায়।
"দম্ভ দর্প অহঙ্কারে মত্ত যার মন,
মাসান্তেও কালীনাম না করে স্মরণ,
বিষয়ে নিবদ্ধ চিত্ত তুচ্ছ ভোগোন্মত্ত,
নাহি লঘু গুরু জ্ঞান, নাহি মনুষ্যত্ব,
মানুষ হলেও বন্য জন্তুর মতন,
পৌরোহিত্যে কর যদি তাহাকে বরণ,
মর্কট ধরিয়া তবে করি অধ্যাপক,
কি দোষ, পাঠাও যদি শিক্ষার্থ বালক ?"
বিষ্ণুদাস বলে, "নাহি সন্দেহ ইহায়,
পৌরোহিত্য না থাকিলে দেবার্চ্চনা দায়।
তরিতে অতুল সিন্ধু উড়ুপ কে আনে ?
খর্জ্জুর সমর্থ নাহি হয় ছায়া দানে।"
বলেন মাধবদাস, "যাহাদের ঘরে,
দেবদেবী প্রতিষ্ঠিত বহু ভক্তিভরে,
তাহাদের ঘরে কেন দুর্গতি অগণ্য ?"
উত্তরে সন্তান, "সেবা-অপরাধ জন্য।

আত্মহিতে বংশহিতে পরাভক্তি ভরে,
কালী, কৃষ্ণ, কেহ ঘরে প্রতিষ্ঠিত করে।
যতদিন রহে, অর্চ্চে করি প্রাণপণ,
তারপরে আসে তার বংশধরগণ।
তারা মাত্র সম্পত্তি ভোগের ভাগী হয়,
সদ্‌গুণের-ভাগী হতে কেহ রাজী নয়।
"যত বাড়ে বংশ, বাড়ী তত অংশ করে,
সম্পত্তি করিয়া অংশ খায় বসি ঘরে।
ঠাকুর মন্দিরে পড়ি,
খান শুধু গড়াগড়ি,
"না করিলে নয়" বলি অর্চ্চনা যা করে,
অর্চ্চনা তা নহে ; মাত্র অপরাধে মরে।
দেবোত্তর আনি ঘরে,
বিলাস সামগ্রী করে।
দুধে মাছে পরমান্নে সবে মিলি খায়,
মাত্র দুটী চাল কলা মন্দিরে পাঠায়।
আপন শয়ন ঘর,
পারিপাট্যে যত্নপর,
মাসান্তেও মন্দির না করে পরিষ্কার,
চর্ম্ম চটিকার গন্ধে তাহা অন্ধকার।
পুরোহিত সামান্য মাহিনা মাসে পায়,
বেগার শোধের জন্য নিত্য আসে যায়।
অধৌত বসন, পদ না করে ক্ষালন,
না পাতে আসন, নাহি করে আচমন,
জানেওনা, করেওনা মন্ত্র উচ্চারণ,
ঘণ্টা নাড়ি গৃহস্থকে করে জাগরণ।

"চামচিকা বাদুরের নাদির উপরে,
দেবের নৈবেদ্য যাহা, স্থাপন সে করে।
শেষে পরশিয়া পৈতা মারি এক তুড়ি,
চাদরে বাঁধিয়া চাল কলা যায় বাড়ী।
এইরূপে যে মন্দিরে পূজা হয় শেষ,
তার ভাল মন্দে বচনীয় কি বিশেষ !!
দেবসেবা জন্য অন্য লোকে যা পাঠায়,
বংশধরগণ তাও অংশ করি খায়।
নাহি ভক্ত সেবা তথা, নাহি অন্ন দান,
প্রথা রক্ষা যথা, তথা কোথা ভগবান ?
"নিত্য পূজাছলে নিত্য অপরাধ ঘটে,
দৈব-দুর্বিবপাকের তরঙ্গ তাহে উঠে।
বর্ত্তমান আর্য্য-গৃহে শিক্ষা যে প্রকার,
যেরূপ বিশ্বাসহীন প্রতি দেবতার,
তাহে গৃহে দেবদেবী করি প্রতিষ্ঠিত,
নিত্য অপরাধী হওয়া অতি অনুচিত।
"আছে সেবা অপরাধ বত্রিশ প্রকার,
সাধক সতর্কে নিত্য করে পরিহার।
মন না চলিলে নাহি করিও সাধনা,
সাধনে বসিয়া কভু পথ ছাড়িও না।
আপনি ঘটিবে দুঃখ বিপথে হাঁটিলে,
ঘটিবে বাঘের ভয় জঙ্গল ঘাঁটিলে।"
বলেন আভীরানন্দ করিয়া আগ্রহ
"সেবায় যা অপরাধ সে সকল কহ।"
ধীরে ধীরে সন্তান প্রকাশে সে সকল,
সাধকের পক্ষে যাহা স্মরণে মঙ্গল।

১। "ভোগপূর্ব্বে গৃহস্থের আহার্য্য গ্রহণ,
সেবা অপরাধ মধ্যে গণ্য অনুক্ষণ ॥

২। ফুলদূর্ব্বা নৈবেদ্যাদি সামগ্রী সকল,
না করিয়া পরিষ্কার, সহিত জঙ্গল,
বিগ্রহের পাদপদ্মে করিলে প্রদান,
অপরাধ মধ্যে গণ্য জানে ভক্তিমান ॥

৩। নিবেদিত পর্য্যুষিত কুসুমে পূজিলে,
নৈবেদ্যের মধ্যে নিবেদিত দ্রব্য দিলে ॥

৪। উত্তম সামগ্রী রাখি দারা পুত্র তরে,
তদেতর দ্রব্য দিলে দেবতা মন্দিরে ॥

৫। পাদুকাদি পরি দেব মন্দিরে গমন,
নৈবেদ্য সাজায়, করে অন্ন আয়োজন ॥

৬। দাস দাসী দিয়া দেব সেবা সমাধিলে ॥

৭। শাস্ত্রের নিষিদ্ধ দ্রব্যে দেবতা অর্চ্চিলে ॥

৮। আরাম আসনে বসি, অথবা শয়ন
করি যদি কর পূজা আরতি দর্শন ॥

৯। তাম্বুলাদি চর্ব্বন, অথবা ধূম্রপান,
দেবতা মন্দিরে পাপ, হেতু তুচ্ছজ্ঞান ॥

১০। আসন না করি, বসি যদৃচ্ছাবস্থায়
অর্চ্চিলে তা সেবা অপরাধ মধ্যে যায় ॥

১১। মন্দিরে শয়ন খাট, পালঙ্ক পাতিয়া,
অপরাধ মধ্যে গণ্য শুন মন দিয়া ॥

১২। ঋতুস্নাতা রমণীকে করি পরশন,
সিনান না করি, করে মন্দিরে গমন,
অথবা পূজার দ্রব্য করে আয়োজন
সেবা অপরাধী তাকে কহে ভক্তগণ ॥

১৩। শক্তি সত্ত্বে পূজারি রাখিয়া দেবার্চ্চনা ॥

১৪। নিত্য যদি মন্দির না করয়ে মার্জ্জনা ॥

১৫। ভক্ত কিম্বা অন্যে নাহি করি বিতরণ ;
সমস্ত নৈবেদ্য নিজে করিলে ভোজন ॥

১৬। পূজাস্থান হ'তে শিশু খেদাড়িয়া দিলে ॥

১৭। অভ্যাগত অতিথি বা সাধু উপেক্ষিলে ॥

১৮। বিগ্রহ দেখায়ে করে অর্থ উপার্জ্জন,
সাধুগণ বাক্যে অপরাধী সে দুর্জ্জন ॥

১৯। বিগ্রহ সম্মুখে বসি গ্রাম্য আলাপন,
অপরাধ মধ্যে গণ্য, ধৃষ্টতা কারণ ॥

২০। মন্দির সম্মুখে হস্ত-পদ প্রক্ষালন,
অপরাধ মধ্যে গণ্য ধৃষ্টতা কারণ ॥

২১। পূজাকালে মৌন ভাঙ্গি বাক্য ব্যবহার ॥

২২। ঘর্ম্মাক্ত বা শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে পূজা আর ॥

২৩। গন্ধ-তৈল মাখিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ ॥

২৪। অর্চ্চনায় বসি বায়ু সরে গুহ্য-দেশ ॥

২৫। পদ ধৌত না করি মন্দিরে যদি যায় ॥

২৬। আঁধারে পরশ করে বিগ্রহের কায় ॥

২৭। কিঞ্চিৎ নিবেদি অবশিষ্ট ঘরে নিলে ॥

২৮। অতিথি সাধুকে অবশিষ্টোচ্ছিষ্ট দিলে ॥

২৯। বিচারিয়া সাধকের জাতি সম্প্রদায়,
হীন বোধে যদি না সম্মানে উপেক্ষায় ॥

৩০। সমাগত গুরু কিম্বা সাধু না সম্ভাষি,
করে যদি সন্ধ্যা পূজা গৃহমধ্যে বসি ॥

৩১। এক দেব অর্চ্চি যদি নিন্দে অন্য দেবে,
(একেশ্বরে অর্চ্চে মাত্র নানা রূপে সবে।)

৩২। ইষ্ট কৃপা ভরসায় করে পাপ কর্ম্ম,
অপরাধী সে, তাহার সাধনা অধর্ম্ম॥"
জিজ্ঞাসেন নিত্যানন্দ, "বলিলে যে সব,
তার প্রত্যবায় কি মুক্তেও অসম্ভব?"
উত্তরে সন্তান, "বিধি খণ্ডিত সেখানে,
সাধক তন্ময় যবে হয় ভগবানে।
ভবানী ভোগের অগ্রে পরসাদ খান,
ধৌত না করিয়া পদ শ্রীমন্দিরে যান।১
বাহ্যজ্ঞান শূন্য সদা রহে যে তন্ময়,
বিধি নিষেধের গণ্ডী তাঁর জন্য নয়।
প্রবৃত্ত সাধক সিদ্ধ ত্রিবিধ সোপান
আচরণ তাঁর তথা, যাঁর যথা স্থান।
রাগানুগা ভক্তি লাভে কৃতার্থ সে জন,
বৈধীর সহিত তাঁর আছে ব্যতিক্রম॥"
বলেন মাধবদাস তত্ত্বজ্ঞ মহান্,
"সেবা অপরাধ যাহা কহিলে সন্তান,
বৈষ্ণবীয় গ্রন্থ সঙ্গে তাহার সঙ্গতি,
কর্ত্তব্য সবার লক্ষ্য রাখা তার প্রতি।
শাক্ত হোক্ শৈব হোক্ হউক বৈষ্ণব,
অপরাধ শূন্য হলে সুখী হবে সব।"
জিজ্ঞাসিল বিষ্ণুদাস "শুন মহোদয়
এত অপরাধে দেবার্চ্চনা সাধ্য নয়

১। ভবানী ঠাকুর মহারাজ রামকৃষ্ণের সাধন আসন ভবানীপুরে পূজক ছিলেন। মা জগদম্বার আদেশে ভোগনিবেদনের পূর্ব্বে তাঁহাকে ভোজন করাইতে হইত। তিনি শিশুতুল্য সাধক ছিলেন। শ্রীশ্রীসত্তাবর্ত্তরঙ্গিনী পাঠ করিলে পূর্ণ বিবরণ জানিতে পারিবে॥

অপরাধ ভঞ্জনের নাহি কি উপায় ?"
উত্তরে সন্তান, "লহ নামের আশ্রয়।

তথা শ্রীশ্রীপদ্ম পুরাণে—

"সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরি সংশ্রয়ঃ।
হরেরপ্যপরাধান যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিপদ পাংশলঃ॥
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাৎ তরত্যেব স নামতঃ।
নাম্নোহি সর্ব্ব সুহৃদঃ হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ॥" ১

কালী বলে কৃষ্ণ বলে বলে শিব রাম,
নামাশ্রয়ে সাধকের পূর্ণ সর্ব্বকাম।
নামই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম, পরম সহায়,
নামের মাহাত্ম্য বাক্যে বরণন দায়।
কে কি জানে ঈশ্বরের জানে মাত্র নাম,
নাম মাত্র জীবের আশ্রয় শান্তি ধাম।
দুর্গা পূজা করি, করি দুর্গা নাম নিয়া,
পূজা অসম্ভব দুর্গা নাম বাদ দিয়া।
নামাশ্রয়ে জন্মে ভক্তি, যে ভক্তি জন্মিলে,
ক্ষুদ্র মানুষের ভাগ্যে ভগবান মিলে।

তথা শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—শ্রীমন্মহাপ্রভু বাক্য—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণ প্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি।

১। মায়ার বশে মানুষ নানা প্রকারে অপরাধী হয়। যদি সেই পরাৎপর পরম পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহা হইলে সমস্ত অপরাধের হস্তে নিষ্কৃতি লাভ করে। কিন্তু ভগবান হরির নিকটে যদি অপরাধ করে অর্থাৎ হরি সাধনায় বসিয়া সেবাপরাধ করে, তাহা হইলে নামাশ্রয় করিলে মুক্তিলাভ করিতে পারে। কিন্তু নামের নিকটে অপরাধ করিলে আর মুক্তির উপায় নাই। সে নিশ্চয়ই অধঃপতিত হইবে। নামই পরম সুহৃদ। নামাপরাধ সাবধানে পরিত্যাগ করা কর্তব্য।

তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্ত্তন,
নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেমধন।
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার,
তবু যদি নহে প্রেম নহে অশ্রুধার,
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর
কৃষ্ণ নাম বীজ তাহে না হবে অঙ্কুর॥"

"ক্ষুদ্র আমি নামের মাহাত্ম্য কি বলিব,
পরশ রতন নামে জীব হয় শিব।
নাম সন্নিধানে যারা নহে অপরাধী
স্থির শান্তি অধিকারী তারা নিরবধি,

জিজ্ঞাসেন শ্যামানন্দ "কি কি সে সকল ?"
উত্তরে সন্তান্, "যাহা স্মরণে মঙ্গল।
১। নামাশ্রয়ী নিন্দা যদি করে সাধু জনে,
২। বিষ্ণু সঙ্গে শিবাদিকে ভিন্ন করি মানে।
৩। গুরু কিম্বা গুরুজনে হয় শ্রদ্ধাহীন,
৪। নিন্দে বেদ কিম্বা শাস্ত্র বেদের অধীন।
৫। নামের মাহাত্ম্যে যদি করে অবিশ্বাস,
৬। নাম ব্রহ্ম না মানিয়া ভিন্ন অর্থে ভাষ।
৭। নামাপেক্ষা যাগ যজ্ঞ বড় করি মানে।
৮। নাম বলে পাপ করে ভয় নাহি প্রাণে,
৯। শ্রদ্ধাহীনে দেয় নাম রটে অপবাদ,
১০। মাহাত্ম্যে অপ্রীতি দশ নাম অপরাধ।

"এই দশ অপরাধ করি পরিহার,
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে অনুরাগ যার,
তারই ঘটে হরিপ্রেম, সেই ভাগ্যবান।
প্রেমাশ্রু তাহারই নেত্রে হয় বহমান।

জানিয়াও যদি সত্য পথে না হাটিল,
দুর্ভাগা ভুলুয়া কেন জন্মি না মরিল ॥

শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী।

চতুর্থ দিন

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অপারে মহাদুস্তরেত্যন্ত ঘোরে
বিপদ সাগরে মজ্জতাং দেহভাজাং।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তার নৌকা
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥১

শ্রীশ্রীবিল্বসার।

সূর্য্য যবে অস্তাচলে গমনে উদ্যোগী,
উপস্থিত পশ্চিম আকাশে,
শ্রীসৌভাগ্য কুণ্ডতীরে সন্ন্যাসী মণ্ডলী,
আসি বসে মনের উল্লাসে।

১। হে দেবি! যাহারা মহাদুস্তর অতিশয় ভীষণ বিপদ সাগরে নিমগ্ন হয় একা তুমিই তাদের গতিস্বরূপ নিস্তার নৌকা। হে জগত্তারিণি দুর্গে! তোমাকে নমস্কার করিতেছি, আমাকে রক্ষা কর।

সন্তান শ্রীপূর্ণানন্দ　সম্মুখে বসিল,
　　নিত্যানন্দ বামপার্শ্বে তাঁর,
স্বরস্বতী,শ্যামানন্দ　বসেন দক্ষিণে,
　　সর্ব্বদিকে অন্য যত আর।
রত্নগিরি উঠি কহে,　"প্রসাদ সঙ্গীতে
　　দেখি এক অদ্ভুত প্রকার,
ভক্ত হ'য়ে ভগবতী　গ্রাহ্য নাহি করে,
　　তীব্র বাক্যে করে তিরস্কার।
এ কেমন ভক্তিযোগ,　বুঝিতে না পারি
　　হৃদয়ের সর্ব্বস্ব যে জন,
পরশি জাহ্নবী নীর　সংসার উপেখি,
　　অর্পিয়াছি যাঁকে এ জীবন,
যাঁর কৃপাবিন্দু তরে　উন্মত্ত সমান,
　　করিতেছি এত পরিশ্রম,
সহিতেছি এত দুঃখ,　এত অনশন,
　　ক্ষুধা তৃষ্ণা যন্ত্রণা বিষম ;
ত্রিজগৎ অর্চ্চে যাঁরে,　যিনি জগদ্ধাত্রী,
　　সীমাশূন্য যাঁহার সম্মান,
মন্দ বাক্যে নিন্দি তাঁকে　নির্ভয় অন্তরে
　　তিরস্কারে কোন ভক্তিমান ?"
উত্তরে সন্তান, "ভদ্র,　মর্ম্মী না হইলে,
　　এ ভক্তির মর্ম্ম বুঝা ভার ;
গরল অমৃতাপেক্ষা,　শ্রেষ্ঠ সেই জানে,
　　সান্নিপাত ক্ষেত্র ঘটে যার।
সসম্মান ভক্তি　কিম্বা শ্রেষ্ঠ আচরণ,
　　প্রথম প্রথম শোভা পায় ;

নিকট সম্পর্কে যত হয় সম্পর্কিত,
অন্তর্হিত কুয়াশার প্রায়।
সতীর সর্ব্বস্ব পতি পরম দেবতা,
মানে সতী কয়ে তিরস্কার ;
পিতৃভক্ত-যোগ্য-পুত্র পিতৃশুশ্রূষায়,
মন্দ বলে ফেলি অশ্রুধার।
চল যাই বৃন্দাবনে, প্রেমের আদর্শ
রাধাকৃষ্ণ প্রেম যাহা শুনি,
করিয়া দুর্জ্জয় মান ব্রজের মঙ্গলে,
মন্দ বলে ভানুর নন্দিনী।
অভিমানে প্রেমের উৎকর্ষ বিস্তারিত,
উচ্চপ্রেমে কর্কশ ভাষণ ;
চিত্তে পূর্ণ অনুরাগ মুখে তিরস্কার
মাধুর্য্য তাহাতে অতুলন।
প্রসাদ সঙ্গীতে যাহা আছে তিরস্কার,
যে মাধুর্য্য তার মধ্যে রয়,
কালীপদে অনন্য-নির্ভরশীল ভিন্ন,
অন্যে তাহা বোধগম্য নয়।
দুগ্ধপোষ্য শিশু যবে আধ আধ স্বরে,
জননীকে করে সম্ভাষণ,
জননী সংসার ভুলি স্থির দৃষ্টি হয়,
—কর্ণে যেন অমৃত বর্ষণ।
সেই শিশু ক্ষুদ্র হস্তে ক্ষুদ্র যষ্টি তুলি,
চলে যবে প্রহারিতে মায়,
জননী উৎফুল্ল মনে স্বর্গ পায় হাতে,
প্রদানিয়া প্রশ্রয় পলায়।

তোমাকে সর্ব্বস্ব গণে, তুমি যার প্রাণ,
যে তোমার নিত্য অনুগত ;
আত্মসুখ পরিহরি উন্মত্ত অন্তরে,
নিত্য যে তোমার সেবারত ;
সে যবে কহয়ে মন্দ অভিমান ভরে,
সে মন্দেত বরষে অমৃত ;
ক্রোধযুক্ত ভক্তি যাহা তাহা ভগবানে,
সন্নিকট করে অবিরত।"
বলেন শ্রীশ্যামানন্দ, "ইথে কি সংশয়
কলহ ত উচ্চ অধিকার।"
বলেন মাধব দাস, "জান যদি গাও,
কলহ-সঙ্গীত সুধাসার।"
"গাও গাও কলহ সঙ্গীত আজ তবে"
উচ্চরোলে বলে সর্ব্বজন ;
উত্তরে সন্তান, "ক্রোধ না জাগিলে মনে,
সে সঙ্গীতে নাহি যায় মন।"
বলেন শ্রীশ্যামানন্দ, "রচিত সঙ্গীত
কীর্ত্তনে সে ভাব উপজিবে।"
প্রণমি সন্তান, করে কলহ কীর্ত্তন,
উল্লাসে শ্রবণ করে সবে।

পৃথিব্যাং পুত্ত্রাস্তে জননি বহবঃসন্তি সরলা
পরং তেষাং মধ্যে বিরল তরলোঽহং তব সুতঃ।
মদীয়োয়ং ত্যাগঃ সমুচিতমিদং ন শিবে
কুপুত্ত্র জায়তে ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥২

শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য।

আলেয়া—একতালা।

এবার, বিফল আমার আরাধনা।
বিফল আমার জপ, বিফল আমায় তপ,
বিফল আমার কালীনাম সাধনা ॥
বিফল যদি আমার সাধনা না হবে,
কালীনামে কেন মনের কালী রবে,
নিয়া কালীনাম, কে না হয় নিষ্কাম,
আমার মনে কেন রয় কামনা ॥
শত্রুনিপাতিনী কালী যদি হয়,
জয়ী তবে কেন আমার শত্রু ছয়,
অশুদ্ধ আমারই অর্চ্চনা নিশ্চয়,
আমার প্রতি কৃপা আর হ'লনা ॥
দীন হীন ভবে নাই আর আমার মত,
দয়াময়ী নাই শুনিলাম তার মত,
তাইত তাহার পদে পড়িলাম।

২। হে জগদ্ধাত্ত্রী জগজ্জননি। এই পৃথিবীতে তোমার অগণ্য ভক্তিমান সন্তান বিরাজিত আছেন। আমি সে সকলের মধ্যে অতিশয় ক্ষুদ্র ও অযোগ্য। কিন্তু হে শিবে। আমি অযোগ্য অধম বলিয়া আমাকে ত্যাগ করিলে তোমার যোগ্য কর্ম্ম হইবেনা। কারণ কুপুত্ত্র অনেক হয় কিন্তু মাতা কখনও কু হন না।

তাইত কালী বলে, ভাসি নয়ন জলে,
এতকাল তাকে ডাকিলাম ;——
লোকে করে বটে প্রশংসা তাহার,
আমি দেখিলাম তার মরম পাওয়া ভার,
যোগ্যে যদি ডাকে, দেখা দেয় সে তাকে
কাঙ্গাল যদি ডাকে, ডাক শোনে না ॥
যেমন ছিলাম আমি, তেমনি রহিলাম,
ভক্তি অনাসক্তি কিছুই না পেলাম,
কালীর অনুগ্রহ, কিসে বুঝি কহ,
ভুলুয়া তাই কহে, সব ছলনা ॥

বিভাস—একতালা।

তোমার, বাসনা হইলে, আঁখির পলকে,
সকলি করিতে পার মা।
পার, পাথার বাতাসে, পাহাড় উড়াতে
কিছুতে তোমার বাধে না ॥
কত, মহাসিন্ধু যানে, গোষ্পদে ডুবাও,
সিন্ধুকে বিন্দুতে আন মা।
কত, ব্রহ্মা বিষ্ণু হরে, মোহমত্ত করি,
নাচাইতে তুমি ছাড়না ॥
কর, ব্রাহ্মণে চণ্ডাল, চণ্ডালে ব্রাহ্মণ,
দানবে দেবতা গড় মা।
আবার, শূন্য দিয়া গড়ি, হর্ম্ম্য মনোহর,
শূন্যোপরি তাহা রাখ মা ॥

জীবের, জীবন মরণ, সম্পদ বিপদ,
সকলই তোমার বাসনা।
কত, আসন্ন শয়নে, মরিয়া না মরে,
তুমি, কর যদি বিন্দু করুণা॥
পার, জোনাকী আলোতে, জগতুদ্ভাসিতে,
চন্দ্র সূর্য্য তোমার লাগেনা।
তুমি, সবই পার, কেবল ভুলুয়ার দুঃখ,
হরিতে মা তুমি পার না॥

উচ্ছ্বাসে।

মা তুমি চৈতন্যময়ী, নিত্য পূজি তোমা,
এ অন্তরে কোথায় চৈতন্য ?
নিত্যানন্দময়ী তুমি জননী থাকিতে,
নিরানন্দে রহি মা কি জন্য ?
সমস্ত পৃথিবী ধায় উন্নতির পথে,
উদ্যোগী প্রভাতী পান্থ মত।
উন্নতিদায়িনী তুমি তোমার সন্তান
কি নিমিত্ত রহে অবনত ?
মহাবিদ্যারূপা তুমি, তোমার সন্তান,
অবিদ্যায় কি হেতু আচ্ছন্ন ?
মহাশক্তি তুমি যদি, অর্চ্চে তোমা যারা,
কি জন্য অশক্ত অবসন্ন ?
শরণাগত-পালিনী বিশ্বভরা নাম

সে নামের কোথা সার্থকতা ?
দীনার্ত্তি-হারিণী বরাভয়দাত্রী তুমি,
যত শুনি সব মিথ্যাকথা !
অকূল সমুদ্রে ফেলি ক্রোড়স্থ সন্তানে,
তীরে বসি যে মা করে নৃত্য।
না হব সন্তান তার, চণ্ডালের বাড়ী
বরং হইব আমি ভৃত্য।
কর্কশ পাষাণ তুমি, কিম্বা দগ্ধ মরুভূমি,
তোমার অন্তর।
দয়ার অমৃতধারা, তোমায় প্রার্থনে যারা,
তাহারা বর্ব্বর !
এ ব্রহ্মাণ্ড করি নাশ, তব মুখে অট্টহাস,
দিবস যামিনী।
পর্ব্বত, সমুদ্র, দেশ নিশ্বাসে করিছ শেষ,
কৃতান্ত রূপিণী ॥
কালী তুমি সংহারিণী, ত্রিসংসার সন্তাপিনী,
মহা ভয়ঙ্করা।
স্বভাব সদৃশ মূর্ত্তি, নিরখি রহে না স্ফূর্ত্তি,
মহামোহ-ঘোরা।
যার আছে তত্ত্ব জানা, নাহি করে সে প্রার্থনা,
করুণা তোমার।
কি দুর্ভাগ্য ভুলুয়ার তবু ডাকে বার বার,
খড়্গ হাতে যার ॥

১। ঝিঁঝিট—ঠেকা।

মায়াবিনী কে তোমার সমান-বিরাজে বল এই ভবে।
জানেনা যারা, দৃশ্য দেখি, বিস্ময়ে রয় তারাই সবে॥
সীতারূপে তুমিই শিবে সতীত্বের মহিমা বাড়াও,
আবার, কুলটারূপে, কত কুলের, কুল বিনাশের বীজ ছড়াও।
কত জ্ঞানীর দর্প চূর্ণ করি, ডুবাও তাহার যশের তরি,
কি শান্তি পাও তুমিই জান ভ্রান্ত করি ক্ষুদ্র জীবে॥
তত্ত্ববিহীন মোহমত্তের চিত্ত করি সমুধাও,
গণিকা গৃহে মোহিনীরূপে তুমিই ত মা নাচ গাও।
নরকের কুদৃশ্য যত, দেখাও তাকে তুমিই ত,
তুমি মার, তাই সে মরে, কলঙ্ক সাগরে ডুবে॥
তুমি, ধূর্ত্তরূপে উপায়বিহীন দরিদ্রের সর্ব্বস্ব হর,
আবার, সাধুরূপে দুর্ব্বিপাকে পতিত উদ্ধার কর,
তুমি সতের সরলতা, খলের হৃদে কপটতা,
একাধারে আলোক আঁধার ত্রিলোকাধার তুমি শিবে॥
তুমি, যতন করি সোণার গৃহস্থলী গড়াও আপন হাতে,
আবার, পল না যেতে ধুলায় বিলীন কর তাহা এক পদাঘাতে।
আপনি সন্তান ধরি পেটে, আপন হাতে খাও তা কেটে,
" বলিহারী মা তুমি বটে " বলি ভুলুয়া রয় নীরবে॥

২। মিশ্র—কাওয়ালী।

বিশ্বাস কে করে তোমার বিধানে!
বিধানের পলে পলে পরিবর্ত্তন যখনে॥

যতনে রতনাসনে আজ তুমি বসাও যায়,
কাল ফেলি চরণ তলে তৃণের মত দল তায়,
মূল্য কি আছে এমন যতনে,—
সাগর তরঙ্গের মত, চঞ্চলা তুমি সতত,
লোকে, উন্মাদের সমান তোমায় বাখানে ॥
ধন ধান্য পুত্রদানে কভুও কর ভাগ্যবান,
লোকের চক্ষে হও মা তখন দয়াময়ী অপ্রমাণ,
দয়ার আধিক্য কত তখনে,—
পরে সকল কেড়ে নিয়ে, দুঃখানলে নিক্ষেপিয়ে,
দগধি দগধি নাশ পরাণে ॥
আশা দিয়ে বঞ্চিত করিতে তোমার মত আর,
কে আছে এ বিশ্ব মাঝে জানিনা পরিচয় তার,
কুহকে ভুলাও যত অজ্ঞানে,
আশা দিয়ে গড়াও হর্ম্ম্য, ভূকম্পনে কর চূর্ণ,
কত, প্রাসাদ পরিণত কর শ্মশানে ॥
সন্তান বলিয়ে কত স্নেহে কোলে তুলে লও,
সমাদরে স্বকরে সুধার মণ্ডা খেতে দাও,
কিন্তু খেতে হাত তুলি যখনে,—
হাত হ'তে কেড়ে নিয়ে, দেও দূরে তাড়াইয়ে,
তোমার এ পরিচয় কে না জানে ॥
সম্পত্তি প্রভুত্ব যাহা মাগো তোমার আশীর্ব্বাদ,
ভুলুয়া পরমজ্ঞানে গণে তাহা পরমাদ,
কখন কেড়ে লও মা তাহা কে জানে ?
বরং যে জন বিশ্ব ভুলে, বসিয়াছে বৃক্ষমূলে,
বিশ্বভরা তাহার শান্তি সম্মানে ॥

৩। মিশ্র—কাওয়ালী।

অভাবসাগরে ভাসি কাঁদি মাগো নিশিদিন।
নিশিদিন ডাকি উচ্চৈস্বরে।
তুমি মা হ'য়ে যে বুঝিলেনা এই দুঃখে আরো দীন॥
এই কি দুঃখহারিণী তারিণি তব নাম,
এই কি পুরাও তুমি ভকতের মনস্কাম,
বুঝিলাম মা তোমারে, বুঝিলাম—বুঝিলাম,
তুমিও চাহনা ফিরে অদৃষ্ট যাহার হীন॥
ভূভার-হারিণী তুমি শুনি মা লোকের ঠাঁই,
কিন্তু এ দুঃখীর ভার হরিতে কি বল নাই?
অথবা পাপের ফল দিতেছ কি বল তাই?
পার কি পাবনা শিবে, হ'য়ে ও চরণাধীন॥
কুপুত্র সুপুত্র আমি ভাল মন্দ যাহা হই,
তোমারইত চিরদিন জানিনা মা তোমা বই।
দয়া কি হবে না দীনে তুমি ত মা দয়াময়ী,
মা হ'য়ে তনয়োপরে কে রহে মা সুকঠিন॥
এ তিন ভুবনে মাগো যখন যে দিকে চাই,
সন্তানের বড় বল দেখি মা জননী ঠাঁই।
তুমি মা নিদয়া হ'লে বল আর কোথা যাই?
ভুলুয়া ত চিরদিন সহায় সম্পদ হীন॥

৪। বিভাস—একতালা।

যদি, ডাকিয়া ডাকিয়া, ফল নাহি পায়,
কে পারে মা কত ডাকিতে?

কে পারে মা কত, ধৈরয ধরিয়া,
তোমাকে নির্ভর করিতে।
পারনা যে কিছু, এমনও ত নও,
সবই পার তুমি করিতে।
তবে, পাষাণের ধারা পাষাণ দুহিতে,
ছাড়িয়া না চাহ ছাড়িতে॥
তুমি, অনুগতে হও, অভয়-দায়িনী,
ইহা যদি হয় শুনিতে।
তবে, অনুগত হয়ে, ভুলুয়া কি হেতু,
চিরদুঃখী এই মহীতে॥

৫। মিশ্র—কাওয়ালী।

তবে, দুর্গা বলে ডাকি মা কোন্ বলে!
যদি যা থাকে কপালে হয় মা,
কূল না মিলে অকূলে॥
বরাভয়দায়িনী তুমি শুনি মা লোকের ঠাঁই,
সঙ্কট সময়ে যদি আমি না কিনার পাই,
যদি, আশ্রিতে না রাখ চরণ তলে।
আর, অসহ্য যাতনানলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
হারাই প্রাণ ভাসি নয়ন জলে॥
"তারিণি,, তার মা" বলে যত ডাকি বার বার,
দূর হওয়া দূরে দুঃখ বেড়ে আসি চারি ধার,
দুর্ভাগ্য ত আসে নিশান তুলে।
তারা নামে যদি না তরি, হাবু ডুবু খেয়ে মরি,
আমার, ভাসা তরি ডুবে রসাতলে॥

কর্ম্মদোষে এবার নাহয় পড়েছে নাও বিপাকে,
জগদ্ধাত্রী হ'য়ে যদি না উদ্ধার আমাকে,
অবহেলায় না উঠাও মা কূলে।
তবে, তোমার সঙ্গে কি সম্বন্ধ, ভুলুয়ার যা অনুবন্ধ,
জানিও তা কেবল বুদ্ধির ভুলে ॥

৬। সিন্ধু—মধ্যমান।

আর মিছে কেন কর অভিমান?
আপনি বড় হ'লে কি হয়, লোকে চায় তার পরমাণ ॥
শিবরাণী অন্নপূর্ণা, ভিক্ষায় শিবের গৃহকর্ম্মা,
তার, কটীতে কৌপীন জুটেনা, শ্মশান চির বাসস্থান ॥
কুলমান কুলীনের আছে, তোমার মান অকুলের কাছে,
মা বাপের নাই ঠিকানা যার, সমাজে তার কি সম্মান ॥
তারা নাম পেয়েছ বটে, যদি না তার সঙ্কটে,
তবে, ঢোল পিটে ভুলুয়া রটে, ঐ নাম কেবল কলঙ্কধাম ॥

৭। ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

কাজ নাই আমার কালীপূজায় বাপরে বাপ।
এত, কালী নয় কালবারিণী, মহাকালের কালসাপ ॥
আদি অন্ত যায়না পাওয়া, কূল ছেড়ে অকূলে যাওয়া,
আমার আমি শূন্যে মিশায়, ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল ছাপ ॥
ভেবনা মন সহজ কথা, ওটা একটা গোটা দেবতা,
কেবল জন্মায় ছাড়া জন্মে নাই ও, নাইরে উহার মা কি বাপ ॥

মানুষের কি সাধ্য আছে, অগ্রসর হয় উহার কাছে,
কত, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ বুঝেনা ওর তাপ উত্তাপ ॥
যার·প্রশ্বাসে হয় নিশ্বাসে লয়, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নিচয়,
ভুলুয়া কয় সবিস্ময়ে কর্‌বে কে তার যোগযাগ ॥

৮। ভৈরবী—একতালা।

এবার ভাল সং সাজালি কালী আমায়,
তারই বুঝি এই দশা মা, যে ধরে তোর পায় ॥
বসন ভূষণ.কেড়ে নিয়ে, ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে দিয়ে,
ঘুরালি মা পথে পথে, মরি যাতনায়॥
অনশনে তনু জ্বলে, লোকে দেখি পাগল বলে,
দাঁড়াইতে স্থান নাহি আর, এখন এ ধরায় ॥
বাঁধলি বোঝা মাথায় ঘাড়ে, যন্ত্রণা পাই হাড়ে হাড়ে,
ছেড়েও প্রাণ দেহ না ছাড়ে, এখন কি উপায় ॥
মা তোর নিদয় ব্যবহারে, তুলনা নাই ত্রিসংসারে
আজনম মা সমান দুঃখ, দিলি ভুলুয়ায় ॥

৯।, ভৈরবী—সুরফাক্‌।

এ কি কালী নামের দোষ, না কপালেরই দোষ,
কাহার এ দোষ; কব কেমনে।
জয় কালী কালী যে অবধি বলি
সে অবধি আছি নানা বেদনে ॥
সুখের আস্পদ ভাবি কালী পদ,
ধেয়ান করিনু অতি যতনে।

অশন বসন অভাব ঘটিল
না জানি মরণ ঘটে কখনে ॥
ভুলুয়া ভনয়ে, কালীর অভিনয়,
জীবের জনম মরণ সনে।
সে, যাকে যা করায় তাই করে নর
হাসে কাঁদে নাচে গায় ভুবনে ॥

১০। ঝিঁঝিট—ঠেকা।

ডাক্‌বনা আর "কালী" বলে করেছি এই পণ এবার।
নামে কেবল দয়াময়ী কাযে কিছু নাই গো তার ॥
দয়াময়ী যদি হ'ত, চোখের জল মুছায়ে দিত,
দুঃখে পড়্‌লে বাড়াইত দুখানি হাত করুণার ॥
তাকে মা বলে ডাক্‌বনা, তাহার আশায় আর থাক্‌ব না,
তাইতে যা কপালে থাকে, হবে এবার ভুলুয়ার ॥

১১। ভৈরবী—ঝাপতাল।

জানেনা যে ছেলের সোহাগ সে কেন মা হ'তে আসে।
কেন সে প্রসব করে, পরে যে স্বকরে নাশে ॥
সামর্থ্য থাকিতে যে মা, সন্তানের দুঃখ হরে না,
দুঃখহারিণী নাম তাহার, শুনিলে কে বা না হাসে ॥
তারিণী তনয় হ'য়ে, বিড়ম্বনা সয়ে সয়ে,
বাসনা আর হয়না এখন দাঁড়াতে তাহার পাশে।
অবোধ নহে ভুলুয়াত, দেখে সব বিমাতার মত,
ভয় পাছে যায় রামের মত, চৌদ্দ বছর বনবাসে ॥

১২। আলেয়া—একতালা।

হবি, তুই কি আমার মেয়ে হবি !
মেয়ে হ'য়ে এবার, মায়ের ধরম যত,
আমার কাছে তুই কি দেখ্‌বি শিখ্‌বি ॥
আমি যদি তোরে পেতাম মেয়ের মত,
শিখাতাম মা তোরে মায়ের ধরম যত,
মা বলি মা তোরে কাঁদিতে আর এত,
হ'তনা কাহারও জান্‌বি জান্‌বি ॥
কত মায়া মায়ের থাকে ছাওয়াল বলে,
সুধাতে হয় কথা কত মধুর বোলে,
কত সোহাগ ভরে কর্‌তে হয় মা কোলে,
আমার কাছে তুই কি জান্‌বি শুন্‌বি ?
কাঁদিতে কাঁদিতে জীবন যদি যায়,
সোহাগ দূরে থাকুক দেখা পাওয়াই দায়,
মা হওয়া ত মা তোর শোভা নাহি পায়,
এখন, মেয়ে হ'তে তুই কি পার্‌বি পার্‌বি ॥
মা হ'য়ে ভুলুয়ায় যত দুঃখ দিলি,
মা নামে কেবল কলঙ্ক রটালি,
আপনার নাম আপনি ডুবালি,
আমি, মরিলে সকলই বুঝ্‌বি বুঝ্‌বি ॥

১৩। বিভাস—ঝাঁপতাল।

মিছে সদাশিবের কথা, অশিব-নাশিনী শ্যামা
আমি দেখি অশিব-দায়িনী হর-মনোরমা ॥

মা হ'য়ে আপন হাতে, নিয়ত করবালাঘাতে,
তনয়-তনু-করতন করে ত্রিনয়না,——
ভুলুয়া ভনে মা ত নয় সে, রবি তনয় প্রতিনিধি,
কামনা যদি থাকে অপঘাত সহিতে নিরবধি,
নিরবধি কর তা হ'লে তাহার সাধনা ॥

১৪। ভৈরবী—গড় খেমটা।

আমি তাতে খেদ করিনে।
যদি, দুখ দিলে তুই সুখে থাকিস, দুখ দে আমায় নিশিদিনে ॥
পাপ থাকিলে সাজা দিবি, ওজর কর্‌ব কোন্ আইনে।
তবে, মা হয়ে কি কর্‌লি ক্ষমা, ঐটী আমায় বুঝালি নে ॥
শিব বেটা এক ভূতের মোড়ল, বিশ্বাস করে তার বচনে।
এবার যে ঝক্‌মারি করিয়াছি, মুখে তাহা আর বলিনে ॥
ভুলুয়া বলে বাজীকরের, মেয়ে তোকে যে না জানে।
সেই বলে তোয় দয়াময়ী, জলবিন্দু চায় পাষাণে ॥

১৫। খাম্বাজ—মধ্যমান।

ঘটে থাকে যদি অপরাধ, হর-মনোরমা!
তবে, স্নেহময়ী তুমি যখন, কেন ক্ষমা কর না মা ॥
অজ্ঞান অকর্ম্মা যারা, অপরাধই করে তারা,
হীন জ্ঞানে তাহাদিগে কোথা কে না করে ক্ষমা ॥
ভুলুয়া বিচারি বলে, তুমি দয়াহীনা হলে,
তোমার কি হবে, শিবের, কথা কেহ মানিবে না ॥

১৬। ভৈরবী—গড়্ খেম্‌টা।

আমি কেন দোষী হব!
আমায়, দোষী বলে সাজা দিলে, আমি কেন সইতে যাব ॥
পুতুল নাচের পুতুল ক'রে, নাচাচ্ছ মা আপন করে;
এখন, নাচার ত্রুটী যদি ঘটে, সে দোষ আমি তোমায় দেব ॥
একবার ভবে এনে আমায়, ঘুরালে মা গোলোক ধাঁধায়,
যা করালে তাই করিলাম, ভালমন্দ কোথায় পাব?
ভুলুয়া বলে স্পষ্ট বলি, যেমন চালাও তেম্‌নি চলি,
ইথেও যদি গোল কর মা, ডেকে শিবের কাছে কব ॥

১৭। মিশ্র—দশকুশী।

জননী জানি না কত, জনম তোমার সনে,
আমার আছিল মনোবাদ,
তাইতে আনিয়ে মোরে, সংসারে মানুষ করি,
এবার সাধিলে মনোসাধ ॥
প্রসব করিয়া মোরে, আর না চাহিলে ফিরে,
ঘিরিল আমাকে পরমাদ।
না পারি ছাড়িতে শ্বাস, দুখ সহি বারমাস,
তুমি তার না নিলে সংবাদ ॥
কি কঠিন হিয়া তব, ভুলুয়া কি আর কব;
দিলে বিষ বলিয়া প্রসাদ।
খাইয়া জ্বলিয়া মরি, রাম রাম হরি হরি!!
সুত সনে এমন বিবাদ ॥

১৮। ঝিঝিট—ঠেকা।

মাকেও যদি ডাকার মত ডাকিতে হয় তবে আর।
মা বলিয়া ডাকিব না, করিলাম এই পণ এবার॥
আমি ত মা বলিব না, আর কাকেও বল্‌তে দিব না,
মায়ের কৃপণতা কর্‌ব জগভরি পরচার॥
কঠিনা কৃপণা কত, জানাজানি হবে যত,
সাবধান হবে তত, (লোকে) অনুগত হতে তার॥
ভুলুয়া ডাকিয়া বলে, তেঁতুলে না আম ফলে,
করুণা সে কোথা পাবে, পাষাণে জনম যার॥

———

১৯। মিশ্র—পঞ্চম সওয়ারী।

মা হওয়া মা মুখের কথা নয়।
মা হলে সন্তানের লাগি, অনেক জ্বালা সইতে হয়॥
ক্ষুধায় অন্ন, পিপাসায় জল, যোগাতে হয় সমুদয়।
আবার, কাঁদ্‌লে ছেলে সকল ফেলে, কোলে তুলে নিতে হয়॥
বিপদ আপদ, সুখ সম্পদ যাহা ঘটে যে সময়।
সন্তানের মঙ্গলের তরে, সদাই কাছে রইতে হয়॥
তুমি, এই হাসিছ, এই নাচিছ, এই অমনি হচ্ছ লয়।
তোমার ঠিক থাকে না, ত্রিনয়নে, কোথায় যে কোন্ সন্তান রয়॥
মা হ'য়ে যে, দেখে না মা, সন্তান বেঁচে রয় না রয়।
ভুলুয়া বলে, তায় মা বলে, জীবন বিড়ম্বনাময়॥

২০। সিন্ধু—মধ্যমান।

আমি মা বলে ডাকিব কেন তোরে!
মা হয়ে ভাসালি যদি, অকূল দুখসাগরে॥

চিরকাল যাতনা দিলি,—চিরকালই কান্দাইলি,
একবারও এই নয়নধারা নাহি মুছাইলি করে ॥
চিরকাল এ রীতি আছে, ছেলের সোহাগ মায়ের কাছে,
কিন্তু মা তোর মত ছেলে, কেউ রাখে না অনাদরে ॥
মা বলিলে রাক্ষসীকে, সেও না খেয়ে বুকে রাখে,
রাক্ষসীরও রাক্ষসী তুই, তোরে কে বিশ্বাস করে ॥
তোরে মা বলে ডাক্‌ব না, মা তোর আশায় আর থাক্‌ব না,
চল ভুলুয়া যাই দুজনে, পূজিতে শিব পরাৎপরে ॥

২১। ঝিঝিট—ঠেকা।

ত্রিলোকতারিণী যদি তুমি গো জননী হও।
পাতকী তারিতে তবে কেন মা কৃপণা রও ॥
পতিতপাবনী তুমি আমি ত পাতকী হই,
গরল-পূরিত পাপ-কূপে সদা ডুবে রই।
যাতনা সহিতে নারি, ডাকি দিবা বিভাবরী,
কেন মা সদয়া হয়ে তুমি নাহি তুলে লও ॥
সংসারে তোমার মত জননী মা আছে যার,
কি হেতু সলিল-ধারা নয়নে বহিবে তার ?
কি হেতু রহিবে তার, আর্ত্তনাদ হাহাকার ?
ভুলুয়াও উঠি কহে সে কথা প্রকাশি কও ॥

২২। বেহাগ—আড়া।

তোমার এতই অভিমান ?
অকরুণায় রাখি আমায়, নিতই কর হতমান ॥

শিবের কথা সত্য ভেবে, মা বলি মা তোমায় শিবে,
নইলে কি সহজে তোমায়, দিতাম মন প্রাণ ॥
যে আসে সেই মা বলিয়ে, পড়ে পদে লুটাইয়ে.
তাইতে এত গরব, মার, মা হয়ে সন্তান ॥
অনুগত হইনু বলে, তুমি আমার মুখ হাসালে,
বসন ভূষণ কেড়ে নিলে, নিলে কুল মান ॥
চিনেছি চিনেছি তোমা, ওমা হর-মনোরমা,
কাঙ্গালের মা নও মা তুমি, তার, ভুলুয়া প্রমাণ ॥

২৩। বেহাগ—আড়া।

তুমি নিতে পার কৈ ?
আমিত দিয়াছি তোমায় দেখ সকল ঐ ॥
তুমি যদি সকল নিতে, তবে কি আর এ মহীতে,
পাইয়া ত্রিতাপের জ্বালা, এত দুখ সই ॥
মন বুদ্ধি দিলাম তোমায়, ফিরায়ে তা দিলে আমায়,
এখন আমার মন নাই আমার কাছে, মনের দুঃখে রই ॥
সুখ দুখ দুই একই থালায়, ধরি দিলাম তোমার সেবায়,
তুমি সুখ খেয়ে দুখ প্রসাদ দিলে, এ দুখ কারে কই ॥
না দিলেও সুখ লও মা কেড়ে, দুখ দেখিলে পলাও ডরে,
ভুলুয়া গায় উচ্চৈস্বরে, তার, আমি সাক্ষী হই ॥

২৪। সিন্ধু—মধ্যমান।

এতই দুখে রেখেছ এবার।
আমি ভজন সাধন করব কখন, চোখের জলেই অন্ধকার ॥
যে বোঝা দিয়েছ ঘাড়ে, যন্ত্রণা বাজিছে হাড়ে,
ভেঙ্গেছে ঘাড় দুখের বোঝা, সামাল দিতে নারি আর ॥

একেত দীপ নেবার সময় তেল সলিতা হয়েছে ক্ষয়,
ঝড় বাতাসে রয় কি তাহা, ফুৎকারে যা টেকা ভার ॥
ঘরে বাইরে আগুন জ্বলে, ভজন কি হয় এমন হলে,
তাই, আমার যাহা ডাকা ডাকি, দেহি দেহি মূলে তার ॥
দুখের চাপনে মরি, কিরূপে আর তোমায় স্মরি,
মর্ম্ম-ব্যথায় অষ্ট প্রহর, আমার মুখে হাহাকার ॥
ভুলুয়া কয় ভবে এনে, দুখই দিলে রাত্রি দিনে,
তাই যা বলি, তাই যা লিখি, সবই দুখের সমাচার ॥

—

২৫। নাচ্‌না সুর—গড়্ খেম্‌টা।

আমি নই মা তেমন ছেলে।
তুমি দিবা নিশি মারবে ধরবে,
তবু ডাক্‌ব "মা" "মা" বলে ॥
বহাবে পাঁচ ভূতের বোঝা, আনিয়ে ভূতলে।
বোঝা টেনে ঘাড় ভাঙ্গিলেও, করবে না মা কোলে
একটীও নয় দুইটীও নয়, তিনটী নয়ন ভালে।
তবুও কি দেখে থাক, ডুব্‌লে রসাতলে ?
মায়ের কি আর অভাব আছে, এই ধরণী তলে ?
আমি, মা বলে মা ডাক্‌ব যাকে, সেই করিবে কোলে ॥
নিতই নূতন দুঃখ দিবে, কালের হাতে ফেলে।
আবার, মা বলে যে কাঁদ্‌বে, তাকে, তাড়াও খাড়া তুলে ॥
নাই যখন সন্তানে মায়া, ভুলুয়াও তাই বলে।
তোমায় ডাক্‌ব না আর, মা বলে মা,
(তায়) যাহাই থাক কপালে ॥

২৬। ঝিঁঝিট—ঠেকা।

জগদ্ধাত্রী তুমি যখন, জগৎ যখন তোমার পায়,
তখন, দুখ্ যা দিবে, সইতেই হবে, দুখ্ বলি আর কি দুখ্ তায় ॥
যতক্ষণ বল আছে বুকে, ততক্ষণই সইব দুখে,
দুখের ভারে মরব যখন, তখন দুখ্ আর দিবে কায় ॥
এনেছ দুখ দেওয়ার লাগি, করেছ তাই দুখের ভাগী,
আমার, জলে স্থলে সমান দুঃখ, দুখ্ ভাসে আকাশের গায় ॥
দুখ্হারিণী নাম যা তোমার, তাতে আমার নাই অধিকার,
ভুলুয়া কয় থাক্‌লে কি আর, হতেম এত নিরূপায় ॥

২৭। মুলতান—একতালা ॥

কিছু জান্‌তে বাকী নাই।
তুমি যত স্নেহময়ী জননী তাহাই ॥
সংসারে আনিয়ে, মমতা ভুলিয়ে,
বাঁধিয়ে রাখিলে পাশে,
শেষে, দশ বৈরী সনে বসতি করালে,
যারা সরবস নাশে।
তাহারা সকলে অতি বলবান,
আঁটিতে না পারি আমি ক্ষুদ্র প্রাণ,
যখনে তখনে হয়ে হতমান
পরাণ হারাই ॥
যে তোমায় ডাকে, সে নির্ভয়ে থাকে,
তুমি বরাভয়-দায়িণী।
তুমি সহায় যার, কিসের অভাব তার,
আমার বেলায়, কৈ তা জননী ?

আত্মীয় স্বজন ভবে যারা ছিল,
একে একে আমায় সবাই তেয়াগিল,
ঘর বাড়ী ঝড়ে উড়াইয়া নিল ;
এখন কোথায় বা দাঁড়াই ॥
নিতান্ত যখন, ঘোর যন্ত্রণায়
রাখিতে বাসনা ক'রেছ,
উপকরণ যাহা থরে থরে তাহা,
চৌদিকে সাজায়ে দিয়েছ ॥
তখন, আমিও অন্তরে করেছি বাসনা,
করিব না আর তোমার উপাসনা,
ভুলুয়াও কহে বৃথা কেন আর,
তোমার মন যোগাই ॥

২৮। বিভাস—একতালা।

কালী নাম নিলে এত দুখ হয়,
আগে যদি কিছু জানিতাম।
তবে, মরিলেও প্রাণে কিছুতেই কালী,
নাম মুখে নাহি আনিতাম ॥
সকলেই বলে, কালী নাম নিলে,
কারো কোন দুখ্ থাকে না।
শিবেরও বচনে, পরমাণ দেখি
মোর ও ছিল সেই ধারণা।
কিন্তু হায় এবে কাজের বেলায়,
পরখিনু যাহা তাহা কহা দায়,
অমৃত ভাবিয়া, হলাহল নিয়া,
পান করি জ্বলি মরিলাম ॥

তার চরণে শরণাগত আজনম
এক মনে আমি রহিলাম,
ত্রিনয়না কালী, তিন বেলা দেখে,
মিছা কিছু নাহি কহিলাম।
ত্রিনয়নে দেখি পদানত জনে,
যত দুখ দিল, দেখিল ভুবনে,
আজ হ'তে আর, না রহিব তার,
তাকে, শুনায়ে শপথ করিলাম॥
রাজাকেও বলি, আইন করিয়া,
করুক এখন ঘোষণা।
"কালী নাম নিলে, কাল নাহি মানে,
নাম নিতে কেহ এস না।"
তবু যদি "কালী," সে ভুলুয়া বলে,
তাহা মাত্র তার অভ্যাসের ফলে,
অভ্যাসের দোষে, নাহি অপরাধ,
তাহাও বলিয়া রাখিলাম।

২৯। সিন্ধু—মধ্যমান।

অপরাধ এতই কি আমার?
মা হয়ে মমতা ভুলি, দুখ দিবি অনিবার॥
অপরাধ করিলে পরে, জননী শাসন করে,
কিন্তু কে করে মা চির বৈরীর মত ব্যবহার॥
ক্ষমা কর বলি কত, কাঁদিতেছি অবিরত,
এত কাঁদি পৌছে না কি, তোর কানে মা কিছু তার?

না পৌঁছে তায় দুখ কিছু নাই, এখন ইহাই শুনিতে চাই,
এ অনন্ত দুখের অন্ত, হবে নাকি ভুলুয়ার ॥

৩০। ক্ষেপাসুর—গড়খেমটা।

ব্যবহার তোর মায়ের মত নয় মা।
যদি মায়ের মত মা হতি তুই,
জীবের এত কি দুখ হয় মা ॥
জীব সকল যে মায়ায় ভুলে,
সর্ব্বত্র সেই ভুলের মূলে,—তুই মা।
তুই প্রসন্না হ'লে কি আর, নয়নে ধার বয় মা ॥
মা হ'য়ে সব মুণ্ড কাটি
পরিস্ মুণ্ডমালা আঁটি,—তুই মা।
ভবে, মা নামের যা গরব ছিল,
হ'ল, তো হ'তে সব লয় মা ॥
কালের হাতে ধরে দিয়ে;
রহিবি নিশ্চিন্ত হয়ে,—তুই মা।
ভুলুয়া কয় এমন হ'লে,
ছেলের মা হ'তে মা হয় না ॥

৩১। বিভাস—একতালা।

কর যা তোমার, বিচারে মা হয়,
আর আমি কিছু চাই না।
দেও দেও তোমায় আর বলিব না,
বলি যখন কিছু পাই না ॥

তোমার যা বাসনা, তাই যখন কর,
আমার কথা যখন শুননা।
সন্তানের সাধ পুরাণ যখন
প্রয়োজন মাঝে গণ না॥
তোমার নিকটে, আশা করি যখন,
হতাশার যত যাতনা॥
সহিতে হয় মা, রহিয়া রহিয়া,
আমি যেন তোমার কেউ না॥
প্রহারে মা পটু, তুমি চিরকাল,
বরাভয় কেবল ছলনা।
ভুলুয়া তাই বলে, মরি সেও ভাল,
তবু, তোমার কাছে আর চাবনা॥

৩২। কার্ত্তন—গড়খেমটা।

মেরনা মেরনা মা আর মেরনা॥
মারিলে মা নামের গৌরব আর বাড়িবে না।
সংহারিণী বলিতে আর কেহ ছাড়িবে না।
মা আর মেরনা॥
মেরে মেরে হিজলদাগা করনা করনা।
করিলে মারার ভয় আর করিব না।
মা আর মেরনা॥
মারিয়া মারিয়া হাতে করেছ বেদনা।
তোমার কমল করে বেদনা সহেনা।
মা আর মেরনা॥

আর না মারিয়া এখন ক্ষণেক জিড়াও।
ক্ষনেক জিড়াও মা, হাতের যাতনা জুড়াও।
মা আর মেরনা ॥
পাষাণীর পুত্র আমার, পাষাণের পিঠ।
চাপড়ে চাপড়ে হাত করিয়াছ ইট।
মা আর মেরনা ॥
পলাইয়া মার কভু সম্মুখে আসনা।
মারিয়া এ চোরা মার মুখ হাসাও না।
মা আর মেরনা ॥
ভুলুয়া ভণয়ে, ভয়ে সম্মুখে আসেনা।
আসিলে মা বলি খাতির কেহ করিত না।
মা আর মেরনা ॥

উচ্ছ্বাসে বচনে।

নাই মা অন্ন নাই মা বসন,
নাই মা গৃহ কর্‌ব শয়ন,
নাই মা সুহৃদ দুখের সহায়, চতুর্দ্দিকে অন্ধকার।
উপলব্ধি হচ্ছে এখন, কেমন তোমার এ সংসার ॥
তুমি, তারিণী কি সংহারিণী,
জননী কি যম-রূপিণী
মা কি মায়া, মহামায়ে! বল্‌বে কে তার সমাচার,
সইতে নারি, বইতে নারি, আর ত এখন দুখের ভার ॥

২

সৃজন পালন লয়ের কারণ, শক্তিরূপা হও যখন,
তখন, তোমার হাতেই নির্ভর করে, সুখ দুখ জীবন মরণ।

তোমাকে সর্ব্বস্ব দিয়ে,
আছে যে নিশ্চিন্ত হ'য়ে
পরিণামের চিন্তা সে জন করেনা ভ্রমেও কখন।
বাঁচাও, মার, যন্ত্রণা দেও, যা ইচ্ছা কর,—
তোমার ইচ্ছাই ইচ্ছা জানি, অনিচ্ছায় সে সর্ব্বক্ষণ ॥

৩

তবে, যতন করি ভবন গড়াও,
আপন হাতে যখন পোড়াও,
প্রাণ দিয়ে প্রাণ বধ যখন, তখন যে সজ্জন,
স্তম্ভিত হয়, নিঠুরাও কর,—কইবে না কেন ?
—তুমিই বা কোন্ রাজার মেয়ে, সেই বা কিসে কম !!

৪

তোমারই রাজ্যে বসত করি,
তোমারই খাই, তোমারই পরি,
উঠ্তে বস্তে প্রণাম করি তোমারই ঐ পায়,
আবার, মনে ভক্তি না থাকিলেও,
দায় ঠেকিলে, দি মা তোমার দায় ॥
তুমি, বিরাট বিশ্বের বিশ্বেশ্বরী,
বিপুল রাজ্যের রাজ্যেশ্বরী,
আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, আমার কথায় কা'র কি যায় !
তবুও বলি মনের ব্যথা, বল্‌ব না কেন ?—
কাঙ্গালের প্রাণ প্রাণ কি নহে ?—ব্যথা বোধ কি নাহি তায় ?

৫

সুখ দিলে সুখ পার দিতে,
বাঁচালেও পার বাঁচাতে, ইচ্ছা যদি হয় ;

আছি যখন, আছ যখন, অসম্ভব ত কিছুই নয়।
—মেরেছ যে ধনেপ্রাণে, তাতেও নাই বিস্ময় !!
তোমার খেলা খেল্লে তুমি,
ইহাই মাত্র বুঝ্লেম আমি,
তবে, দীন-তারিণী দুখ-হারিণী ও সব কথা কিছুই নয়।
কিছু হলে এমন করি আশ্রিতের কি দুখ হয় !!

৬

আমার "আমি" না থাকিলে তোমার "তুমি" নাই।
তোমার তরে যতন করি "আমি" রাখি তাই।
সমান হ'লে সুখ কি আছে,
ব্রহ্মে ব্রহ্ম হওয়া মিছে,
উপাসনায় যে আনন্দ, তাহার সীমা নাই,
তাই, সন্তান হ'য়ে, "মা" বলিয়ে মায়ের সোহাগ চাই ॥

৭

ভাল সোহাগ ক'রেছ মা,
এই সোহাগের নাই উপমা,
মায়ে পোয়ে এমন ব্যভার, বুঝ্‌বে ইহা কোন জন ?
ভাইটী খেলে, বোন্‌টী নিলে,
ঘর বাড়ী উড়ায়ে দিলে,
প্রলয়ের প্রবল ঝড়ে—অগনন সে নির্য্যাতন !
যা করেছ, যা করিছ, তাতেই তুষ্ট আমার মন।
ব্রহ্মবাদী হব না আর,
বল্‌ব না সব খেলা তোমার,
আমার খেলাও রাখ্‌ব কিছু, তোমার খেলাও অনুক্ষণ,
তাহার সঙ্গে বিচার করি করিব দর্শন।

৮

বিশ্বের বিশ্বেশ্বরী যে জন, কেমন তাহার সুবিচার,
আমাকে দৃষ্টান্ত করি দেখ্‌বে বিশ্ব অনিবার।
আমি, "জয় মা" বলি হাস্‌ব নাচ্‌ব,
অসহ্য দুখ পেলে কাঁদ্‌ব,
আর, দুর্ব্বিসহ দুখ সহি——
দেখ্‌ব কেমন অভিনয় তোমার॥

৯

রঙ্গিণী নাম ধর, কর কত রঙ্গের অভিনয়।
আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত সে অভিনয় ছাড়া নয়।
তুমি কুল-কুণ্ডলিনী,
সর্পিণী বিদ্যুৎ বরণী,
সুখদ ভ্রমণ তোমার ব্রহ্মরন্ধ্র পথে রয়,
—সহস্র-দল-পদ্ম তোমার পরম আনন্দালয়।
নিত্যানন্দময়ী তুমি, দুখীর দুখ তোমার বোধ্য নয়॥

১০

সে কথাও কি মিথ্যা যাতে তুমি বিশ্বময়,
তুমিই জীব, তুমিই শিব, সত্ত্বরজস্তমোময়।
—আবার, গুণাতীত নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম, তুমি ছাড়া অন্য নয়।
তুমি আছ তাই আছে মা জীবের জীবত্ব।
তাই আছে মা সত্ত্ব, রজ, তম, আর পঞ্চ তত্ত্ব।
তাই আছে মা অহঙ্কার,
অভিনয়ের এ সংসার,
তাই আছে মা আকাশ-পাতাল জোড়া সে মহত্তত্ত্ব।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের খেলা,
যুগল রাধা-কৃষ্ণের লীলা,

তাই আছে মা! তাই আছে মা আমার আমিত্ব।
তাই আছে আর সেব্য সেবক, ভক্তি মার্গের মহত্ব।
তাই ত আছে সুখ দুঃখ,
কর্ম্মমাত্র উপলক্ষ,
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে একা তোমার প্রভুত্ব।
দুখ দিতেছ, দুখ পেতেছি, ইহাই ঠিক সত্য॥

১১

তুমি বিশ্ব-প্রসবিনী, পালন-কারিণী,
আবার, তোমা ভিন্ন নাই কেহ আর বিশ্ব-ধ্বংসিনী।
তোমার ইচ্ছা যতক্ষণ,
জীবের জীবন ততক্ষণ,
ততক্ষণ মা এ সংসারে সম্বন্ধ আপন।
তোমার ইচ্ছা অনুসারে,
হাসি কান্দি বারে বারে,
শত্রু-মিত্র-ভ্রান্তি-বুদ্ধি তোমারই ত নিয়োজন।
তোমার ইচ্ছায় ভ্রান্তি-রূপে;
প্রভুত্ব বিস্তারে ভূপে,
প্রবলে দুর্ব্বলের অন্ন করে মা লুণ্ঠন।
—তুমি নাচাও, তাই মা নাচে সমর ক্ষেত্রে হুতাশন॥

১২

সুখের উপর সুখ মা যাহা,
তোমারই ত ইচ্ছা তাহা,
আবার, দুখের উপর দুখ যা ঘটে, তোমার ইচ্ছায় সে ঘটন।
জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, শোক কি সন্তাপে,
তোমার ইচ্ছাই মূল কারণ॥

১৩

সবই তুমি, সবই তোমার,
তুমিই আলোক, তুমিই আঁধার,
প্রেমের নৌকা সাজাইয়া তরঙ্গে তুমি ডুবাও।
—সুখের ঘরে সংগোপনে তুমিই আগুন ধরাও।
সংসারে কেউ সুখে রহে,
তোমার তাহা নাহি সহে,
তাইত সুধাময় রসালের মধ্যে পোকের বাসা দেও।
আর, আশা দিয়ে সিন্ধুজলে বাণিজ্যের ভরা ডুবাও॥

১৪

যে জন সাধু সজ্জন হবে
সাধু বুদ্ধির অধীন রবে,
করবে পরাৎপরার নামে নয়ন পুলকাশ্রুময়।
সে জন নিত্য দুখে রবে এই যদি সুবিধান হয়।
তবে আমি এ ভূতলে,
এবার দুর্গা দুর্গা বলে,
যে ঝকমারি করিয়াছি সে কথা আর বলার নয়।
যা হওয়ার তাই হয়ে যেত, তাতে একটা কিসের ভয়?

১৫

বল্‌ব কি তোমার মহিমা,
তুমি যা, তা জেনেছি মা,
প্রলয়ের ঝঞ্ঝারূপে হলে মা উদয়,
অগণ্য গ্রাম, মানুষ, পশু, ধ্বংস করলে সমুদয়।
প্রভঞ্জনের প্রলয় নিনাদ,
মিশালে তায় কি আর্ত্তনাদ।

বিষাদে করলে পূর্ণ, কত আনন্দের আলয়।
কত সোণার গৃহস্থলী, জন্মের মত হল লয়।
তুমিই গড়, তুমিই ভাঙ্গ, বলিবার তায় কার কি রয় ?
তবে, তুমি জীবের দুখ-হারিণী,
দীন-তারিণী, নিস্তারিণী,
শরণাগত পালিনী,—যত কথা শাস্ত্রে কয়,—
ভুলুয়া কয় উচ্চরোলে, সে সব কথা কিছুই নয়।

কিছুক্ষণ পরে।

বেদ পুরাণে করুক ব্যাখ্যা, ভক্ত হউক দেবাসুর।
সমাধির আসন করি,
সাধুন তোমায় হর হরি,
উপাস্য লোকের মধ্যে, হওনা তুমি কহিনুর।
নওমা তুমি তেমন, তোমার নামের ব্যাখ্যা যতদূর !!

২

ত্রিলোকহিতে ত্রিগুণ ধর,
ত্রিতাপে বিনাশ কর,
বিনাশ কর দেবতার্থে মহা শূর মহিষাসুর।
শরণাগত, দীন, আর্ত্ত,
তোমার কৃপায় হোক্ কৃতার্থ,
অসি ত্রিশূল করে ধরি, কর শূরের দর্প চূর ;
যত কথাই বলুক নরে,
যত ব্যাখ্যাই থাক্ ভূপরে,
যতই হোক্‌না কত্রি, হত্রি, বাহুবল তোমার প্রচুর।
নওমা তুমি তেমন, তোমার কীর্ত্তি কথা যতদূর !!

৩

দুর্গতি নাশের তরে,
দুর্গা তোমায় বলুক নরে,
রটুক দুর্গা নামের ব্যাখ্যা বিশ্বমাঝে ভরপূর ;
—মায়াবিনী মা, স্পষ্ট বল্লে রুষ্টা হওনা,—
নওমা তুমি তেমন, তোমার সুপ্রশংসা যতদূর।
এখন হতে থাক্‌ব আমি, ঠিক সহস্র হস্তদূর ॥

৪

আমি ছেলে নই তেমন,
আমার আছে আপন মন ;
আমি পরের মুখে চোখে নাহি, করি আহার, দরশন ;
আর, শুনা কথা শুনে, আমি হইনা মোহে অচেতন।
পেয়ে পরের প্রলোভন,
করি না মা আস্ফালন,
—আমি আলাল ঘরের দুলাল নই গো মা,
পর্‌তে জানি আপনার বসন ॥

৫

তোমার নামে মোক্ষ হয়,
সকল দুখের হয় বিলয়,
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্বর্গ—ফলদা,
মুক্তি-ভক্তি-শক্তি-দাত্রী,
জগত সহায়, জগদ্ধাত্রী,
এইত তোমার শিবের পরিচয় ?
আমি, শিবাশিবের ধার ধারি না, স্বভাবটী মোর কবির নয় ।
প্রত্যক্ষে যা দেখি মানি,
পরোক্ষে সব মিথ্যা গণি,
তুমি কিম্বা তোমার কীর্ত্তি কলাপ সমুদয় ॥

হও তুমি অন্তর্য্যামিনী,
আমিও তোমার অন্তর জানি,
জানি তোমার জন্মের খবর,—মরণ জানাও কঠিন নয়।
আমিও জানি, বিশ্বও জানে, তোমার সত্য পরিচয়॥

৬

চিকিৎসার প্রয়োজন হ'লে,
গরলকেও অমৃত বলে ;
প্রয়োজনের ওজন বড়, থাকেনা তায় ভিন্ন ভাগ,
—কত, মাছরাঙা হয় ডালে বসি বাদাবনের বড় বাঘ।
হয়, রায়বাহাদুর বোচা কলু,
হাকিম হয় মা কানা ভুলু,
গরজ পড়্‌লে কচ্ছপে হয় রাজকুমারীর অনুরাগ।
আবার, নিমাই ঢুলি মন্ত্রী হয়ে, পায় কত রাজার সোহাগ॥

৭

জন্মের তারিখ যায়না জানা,
পিতা মাতার নাই ঠিকানা,
যুগ যুগান্ত ধ্যান ধারনায় পায় যদি কেউ দরশন,
সে যা জানায় তাহাই ভিন্ন কে জানে তুমি কেমন!
তারা আপন গরজ মত,
তোমারি কীর্ত্তি রটায় কত,
নাম রাখে মা "দীন-তারিণী," কাণার নাম কমল-লোচন ;
বলুক তারা, তায় ভুলেনা, আমার মত যত জন।

৮

ডেকে ডেকে কণ্ঠ বদ্ধ,
কেন্দে কেন্দে নয়ন অন্ধ,

তবুও নাই তোমার সাড়া ; তোমার হৃদয় কি নিঠুর !
আমার দুখ দেখ্‌লে পরে দুখ হয় পশুর।
তোমার দর্শন পাওয়ার তরে,
উঠেছি পর্ব্বত শিখরে,
ঘুরিয়াছি হিমালয়ের দ্বাদশ মহাতীর্থ পুর,
কত কষ্ট সহিয়াছি, হয়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণাতুর।
তোমার দর্শন পাব ব'লে,
করিয়াছি যে যা বলে,
অনশনে, অশয়নে, করিয়াছি অঙ্গ চূর !
হারায়ে সর্ব্বস্ব, এখন হয়েছি ফতুর।

৯

দয়াময়ী যদি হ'তে,
একবার আসি দেখা দিতে,
অন্ততঃ মা একবার কোলে নিতে, হ'ত দুখ দূর।
—নামের গৌরব যে জন রাখে, সেই ভবে চতুর।

১০

নিরবধি তোমায় ডেকে,
নিত্য তোমার আশায় থেকে,
হায়রে এই হল।
অবিরাম শনির তাড়া,
হলেম ক্রমে স্বস্তি ছাড়া,
পরমায়ু থাক্‌তে আমার প্রাণবায়ু গেল।
অভাবে স্বভাব গেল,
দেশ বিদেশে নিন্দা হল,
তোমায় ডেকে এত শাস্তি,—শিখিলাম প্রচুর।
কি আর বল্‌ব বুঝিয়াছি,
দীনের প্রতি জগদ্ধাত্রি, তোমার দয়া যত দূর॥

শুনি বটে দীনতারিণী নামটী মা তোমার,
কাজে দেখি সংহারিণী, সংহারিতে ত্রিসংসার।
ভাল, তোমার মা বাপ-ভাল,
ভাল নাম রেখেছে ভাল,
সম্পালিনী, সংহারিণী, আলোকের মধ্যে আঁধার।
লোক-ভুলানো কৌশল নামে আছে অতি চমৎকার।

১২

বিশ্ববিমোহিনী তুমি ভুলায়ে মায়ায়,
মনের মত ঘুরালে মা, এবার আনি এ ধরায়।
অদৃষ্টে—যা ছিল হ'ল,
গণা দিন ফুরায়ে গেল,
অতিথশালা ছেড়ে আমার, যাওয়ার সময় এল প্রায়,
নিবেছে দীপ, তেল সলিতার, প্রার্থনা আর নাই তোমার।

১৩

মা বলে তোমায় ডেকে,
তোমার স্নেহের আশায় থেকে,
যে যাতনায় জর্জ্জর হল, ভুলুয়ার এ কলেবর।
সাক্ষী তাহার, রইল এবার, ব্রহ্মাদি আর চরাচর॥

সাধককুলগৌরব

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চৌধুরী

(দেবীযুদ্ধ প্রণেতা)

শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী।

পঞ্চম দিন

প্রথম পরিচ্ছেদ

নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমান স্বরূপে,
নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে।
নমস্তে সদানন্দানন্দ স্বরূপে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ (১)

শ্রীশ্রীবিশ্বসার তন্ত্র।

(১) এই চরাচর জগতের চিন্তার বিষয় তুমি, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি মহাযোগিনী জ্ঞানরূপিনী, তোমাকে নমস্কার। তুমি সদানন্দ সদাশিবের আনন্দ স্বরূপা, তোমাকে নমস্কার। হে দুর্গে! তুমি জগত্তারিণী, মা আমাকে পরিত্রাণ কর।

জয় নিত্য লীলাময়ী ব্রহ্মাণ্ড রূপিণী,
স্থাবর জঙ্গমে জয় শক্তি সঞ্জীবনী।
জয় জয় বিশ্বমাতা, বিশ্বপ্রসবিনী,
জয় নিঃস্ব প্রপালিনী, পতিত পাবনী।
জয় ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব শক্তি সমাহার,
জয় সর্ব্বমূলময়ী, মূরতি-ওঙ্কার।
জয় যাঁর অন্তহীন চক্ষু কর্ণ হস্ত,
ভূভুয়ার বুদ্ধি বল ভরসা সমস্ত।
উদিল অরুণ সিংহ আরক্ত লোচন
ধ্বান্ত দন্তী শঙ্কায় করিল পলায়ন।
নির্ভয় হইয়া হাসে এ মহীমণ্ডল,
আনন্দে কীর্ত্তন ধরে বিহঙ্গম দল।
তীর্থযাত্রী যত ছিল শয্যা পরিহরি,
সুমঙ্গল দুর্গানাম উচ্চারণ করি,
বাহিরিল, প্রাতঃকৃত্য করি সমাপন,
সৌভাগ্য কুণ্ডতীরে করিল গমন।
ঢাকাবাসী বৈষ্ণব বাবাজী রামদাস,
অতিবৃদ্ধ ; বিষ্ণুদাস সঙ্গে পরকাশ।
মোহান্ত ত্রিবেণীদাস আদর করিয়া,
সন্তানের সন্নিকটে দিল বসাইয়া।
অতিবৃদ্ধ ভাব-সিদ্ধ ভক্ত সুপণ্ডিত,
রামদাসে দর্শি সবে অতি হরষিত।
কালী কৃষ্ণ একই শক্তি সুন্দর করিয়া,
সে বৈষ্ণব চূড়ামণি দিল বুঝাইয়া।
কৃষ্ণ-লাভে গোপীর যা কাত্যায়নী ভক্তি,
প্রকাশিল বৈষ্ণব বিচারি বহু উক্তি।

মাতৃভাব ভিন্ন কেবা আছে ধরাতলে,
—যার যত বুদ্ধি, সেই ততদূর বলে।
কহে মহাবীর দাস, "শুন মহোদয়,
মাতৃভাবতত্ত্ব যদি এত মধুময়,
তবে কেন এ ভারত ভিন্ন কোন স্থানে,
হেন মাতৃপূজার সন্ধান নাহি জানে।
খৃষ্টীয় কি মহম্মদী ধর্ম্ম যে সময়
নাহি ছিল ; তখন মনুষ্য সমুদয়,
করিত কি মার পূজা ? মায়ের মন্দির,
(১) নির্ম্মিত কি কোন দেশে কোন ভক্ত ধীর ?
যাহা দেখি মাতৃপূজা, দেখি এ ভারতে
এ ভারত ভিন্ন কোন স্থান,
কি নিমিত্ত নাহি মানে হেন মাতৃভাব ?
এ পূজায় নহে আগুয়ান ?
তাই সদা মোর মনে হয় অনুমান,
এ সকল পূজা আধুনিক।
অন্যথায়—ইতিহাসে থাকিত অন্ততঃ,
কিছু কিছু না হোক্ অধিক।"
উত্তরে সন্তান হাসি, "জিজ্ঞাসিলে যদি,
আমার নিকটে ইতিহাস,
স্মরণে যা আছে অতি প্রাচীন সংবাদ,
করি তার এক পরকাশ ?
যীশুখৃষ্ট জন্মিবার শতবর্ষ পূর্ব্বে,
ছিল রাজ্য আশিয়া মাইনরে ;

(১) নির্ম্মিত— নির্ম্মান করিত।

নাম "ক্যাপাডোকিয়া" ঐশ্বর্য্য বীর্য্য-বলে,
সুবিখ্যাত তখন ভূপরে ॥
ছিল তথা "মা দেবী" মন্দির : (১)
রোম রাজ্য হ'তে যাত্রী আসিত তথায়,
আসে মেরিয়াস ভক্তবীর।
উন্নতি পতন জীবে নিত্য ঘটনীয়,
জলের তরঙ্গসম দেখ,
নূতন পাইলে জীব ছাড়ে পুরাতন,
এই সত্য সদা মনে রেখ ॥
সমাজের বিধি নাহি রহে চিরস্থির,
ইহা মাত্র তাহার কারণ,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া, সত্য মায়ান্ধ মানব,
আসে পুনঃ করিতে গ্রহণ।
তাই সে অতীত কালে তারিণীর পূজা
ছিল যাহা জগতে প্রচার,
কালের তরঙ্গে, আর জড়ত্ব-বিপ্লবে,
এবে নাহি প্রায় চিহ্ন তার ॥

(১) মা দেবী মন্দির——যীশুখৃষ্টের জন্মগ্রহণের বহুকাল পূর্ব্বে, আশিয়ামাইনরের মধ্যে "ক্যাপাডোকিয়া" নামে এক সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল। সেই স্থানে "মা দেবী মন্দির" ছিল। রোম গ্রীস প্রভৃতি দূরবর্ত্তী দেশ হইতে সেই মন্দিরে পূজা প্রদান করিবার জন্য যাত্রী সকল আগমন করিত। রোমের প্রসিদ্ধ সেনাপতি মেরিয়াস (Marius) যীশুখৃষ্টের জন্ম গ্রহণের ৯৯ বৎসর পূর্ব্বে, সেই মা দেবীর মন্দিরে পূজা প্রদান করিতে গমন করিয়াছিলেন। স্মীথ সাহেবের লিখিত রোমীয় ইতিহাসের ২০৮ পৃঃ দেখুন। (Vide Smith's History of Rome. Page 208).

এইরূপ বহুস্থানে অতি প্রাচীনকালে কালী মন্দির ছিল। এমন একটা সময় ছিল, যখন হিন্দুগণ পৃথিবীর সর্ব্বত্র উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। হারুণ আলরসিদের চিকিৎসালয়ে আড়াইশত হিন্দু ও বৌদ্ধ ডাক্তার ছিলেন। এখনও আরব সাগরের উপকূলে বহু শিব মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। ইজিপ্টের নাইল বা নীলনদী তন্ত্রের কালী নদী। পূর্ব্বে যাহার নাম মিশ্র দেশ ছিল, এখন তাহার নাম মিশর দেশ।

জড়ত্বে জগত বাধ্য, সে জগদীশ্বরী,
কে চিন্তে বিপদ না ঘটিলে,
ভোগাশায় বদ্ধ চিত্তে, শুদ্ধ সত্ব গুণ,
বোধ্য নহে, বন্ধন আঁটিলে। (১)
পাশ্চাত্য জগৎ, তুচ্ছ ইহসুখ তরে,
পরতত্বে হল দৃষ্টিহীন ;
অর্থে-পরমার্থ গণি, তপস্যার ক্লেশে,
ক্রমে ক্রমে হল উদাসীন।
গেল পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি, গেল মাতৃপূজা,
হ'ল নব ইন্দ্রিয়ের দাস ;
কামিনী সর্ব্বস্ব করি, তার অর্চ্চনায়,
করে মাত্র অর্থের প্রয়াস ॥
উত্তম দৃষ্টান্ত দেখ খৃষ্টীয় রাজত্বে,
পিতা মাতা পড়িলে সঙ্কটে,
রাজ কর্ম্মচারী নাহি কর্ম্মে ছুটী পায়।
কিন্তু যদি স্ত্রীর কিছু ঘটে,
তখনই পাইবে ছুটী, আগ্রহ সহিত,
পাবে বৃত্তি গৃহিণী তাহার ;
পিতা মাতা তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যে গণ্য,
এবে দেশে, এমন বিচার,
সেই দেশে থাকে যদি মা দেবী মন্দির,
কেবা যত্নে রক্ষী হয় তার ?
দয়া-ধর্ম্ম না বিকায় রাক্ষসের দেশে,
মর্কটে না চাহে মণিহার।

(১) বন্ধন আঁটিলে——মায়ার বন্ধন আঁটিলে সত্বগুণময়ী নারায়নী শক্তি অন্তরে বোধগম্য হয় না।

সত্যে যাহা ধর্ম্ম ছিল, ঘোর কলিকালে,
দেখ তাহা সব বিপরীত।
মাতৃ পূজা যাবে, যাবে মা দেবী মন্দির,
ইথে হবে কে বিস্ময়ান্বিত ?
বলেন শ্রীশ্যামানন্দ, "শুন মহাজন,
মা নামের ব্যাখ্যা তুমি কর সর্ব্বক্ষণ,
কিন্তু এই মা নাম উৎপন্ন কি প্রকারে,
জান যদি তার তত্ত্ব চাহি শুনিবারে।"
উত্তরে সন্তান ধীরে, করিয়া প্রণাম,
"কার সাধ্য সূত্র ধরি বলিবে মা নাম ?
যত জাতি বর্ত্তমান আছে এ ধরায়,
মা নাম সর্ব্বত্র শুনি সমস্ত ভাষায় !
"সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, ডাকে "মা বলিয়া,
"মা" শব্দ প্রথমে ফুটে দেখ বিচারিয়া।
পুনঃ পুনঃ এ নাম করিয়া উচ্চারণ,
রসনার জড়তা বিনাশে শিশুগণ।
মা শব্দ-সাধন বলে অন্য শব্দ ফুটে
—অক্ষর ধরিয়া যেন শব্দতত্ত্বে উঠে।
শব্দ-সাধনার তন্ত্রে মা মন্ত্র প্রথম,
কার সাধ্য নির্ণিবে মা মন্ত্রের জনম।
"তুমি আমি এ সংসারে সন্তান যেমন,
হরি হর বিরিঞ্চিও সন্তান তেমন।
রাম, কৃষ্ণ, বামন, শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য,
বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ, অন্য
সর্ব্বজন রসনায় মা নাম প্রথমে,
উচ্চারিত শুন দেব, স্বভাব-ধরমে।

"মা নাম উচ্চারি পুত্র মাতৃতত্ত্বে যায়,
মা ভিন্ন জানেনা অন্য, তন্ময় সে মায়।
মার সঙ্গহারা হ'লে হয় হতজ্ঞান,
দুর্বিসহ যন্ত্রনায় যায় যেন প্রাণ।
হেন মাতৃস্নেহ পুত্রে ভুলেনা জীবনে,
মার কথা চিন্তে চিত্তে জীবনে মরণে।
অতএব যতকাল সৃষ্ট লোক-ধাম
ততকাল সন্তান উচ্চারে মাতৃনাম।
চিন্তা করি আদি অন্ত তত্ত্বদর্শিগণ,
মা নামের মূল সূত্রে করেন গমন।

"দেখেন "প্রণব" হ'তে "উমার" উৎপত্তি,
"উমা" হ'তে "মা" হইল ইহা উপপত্তি।
"মা" বলিলে হয় শুদ্ধ প্রণবোচ্চারণ;
যাহার সাধনে হয় ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
"ওম" শব্দ পরিবর্ত্তি "উমা" নাম করি,
উমাকে সংক্ষিপ্ত করি "মা" নাম উচ্চারি।

"তাই তাঁরা বলেন "মা নাম মন্ত্র সার,
মা নামের তুল্য মন্ত্র বিশ্বে নাহি আর।
মূকেও এ মহামন্ত্র উচ্চারিতে পারে,
বলিহারি মহামন্ত্র "মা" নাম সংসারে।
মন্ত্র নির্ণায়ক তন্ত্রে "মা" নাম প্রথম,
প্রণবের সঙ্গে এই নামের জনম।

"কালী আর মা শব্দে পার্থক্য কিছু নাই।
তত্ত্বতঃ উভয়ই এক বিচারিলে পাই।
হয় বুঝ কালী তত্ত্ব শক্তি সূত্র ধরি,
না হয় প্রণব বুঝ শব্দ সূত্র করি।

সৃজন পালন লয় তিন শক্তিধর,
তিন শক্তি তিন মূর্ত্তি ব্রহ্মা বিষ্ণু হর।
"নিরবধি তিন কার্য্য কালে ঘটিতেছে,
অথবা কালের শক্তি কালী করিতেছে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব কালী, কালী নাম নিলে,
ত্রিশক্তি সে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবে উচ্চারিলে।
প্রণবোচ্চারণেও সে ত্রিশক্তি বুঝায়,
অতএব দেখ, নাহি পার্থক্য দোঁহায়।
"শক্তি ছাড়া যদি কিছু নাহি ভূমণ্ডলে,
তবে মোর মা কালী বিরাজে সর্ব্বস্থলে।
ভৈরবী ভৈরব কালী, কুমারী কুমার,
যুবতী যুবক, বৃদ্ধা বৃদ্ধ, যত আর।
পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা পর্ব্বত সাগর,
সঞ্জীবনী শক্তিরূপে সর্ব্ব কলেবর
ধরিয়া, একেলা কালী দেখ বিদ্যমান।
কালীরূপ-তত্ত্ব জানে মাত্র ভক্তিমান।
"বায়ুভরে বৃক্ষপত্র নাচিছে যখন,
নাচে সে আনন্দময়ী দেখে ভক্তজন।
অভ্রভেদী পর্ব্বতের সম্মুখে আসিয়া,
দেখে সে পর্ব্বত-কালী আছে দাঁড়াইয়া।
বিশাল প্রান্তরে দেখে শস্যরূপ ধরি,
সন্তান পালন তরে শায়িতা শঙ্করী।
দিব্য দৃষ্টি যে সময় লভিতে পারিবে,
জগভরি কালীরূপ স্বরূপে দেখিবে।
"কালী সিন্ধু, কালী বিন্দু, প্রান্তর, পর্ব্বত,
ব্রহ্মময়ী কালী ধর্ম্মাধর্ম্ম, সদসৎ।

কালী সর্ব্ববিদ্যা, কালী সমস্ত রমণী,
কালীময় বিশ্ব, কালী বিশ্বের জননী।”

তথা শ্রীশ্রীচণ্ডীতে—

বিদ্যা সমস্তাস্তব দেবি ভেদা
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কাঃ তে স্তুতি স্তব্যপরা পরোক্তি ॥ (১)

কালী ধর্ম্ম, কালী কর্ম্ম, কালী মুখ্য কাম,
কালী জপ, কালী তপ, কালী শান্তিধাম।
কালী সত্য, কালী তথ্য, নিত্য কীর্ত্তনীয়;
কালী পাদপদ্ম সেবা নিত্য করণীয়।
শান্তিধাম কালীনাম যে করে কীর্ত্তন,
আত্মপ্রসন্নতা লাভে শক্ত সেই জন।
জানি তত্ত্ব, অপ্রমত্ত, চিত্তবশে যার,
ত্রিতাপে কি তপ্ত হয় অন্তর তাহার ?
যে অন্তর নিরন্তর ভক্তিপথে চলে,
অন্তর-যামিনী তাকে রাখে কোলে কোলে।

যাহা দেখি বিশ্বমাঝে সকলই মা ময়,
মার কৃপা ভিন্ন কেহ তিষ্ঠিবার নয়।
অনাদি সৃষ্টির আদি জননী যখন,
কার সাধ্য করে মার জন্ম নিরূপণ ?

সন্তানের আদি অন্ত জানে মা সকল,
মাকে মা বলিতে জানে সন্তান কেবল।

---

(১) হে দেবী। ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যা সকল তোমা হইতে উৎপন্না। সমস্ত জগতে সমস্ত স্ত্রীরূপে তুমি বিদ্যমানা। এই দৃশ্যমান জগৎ একা তোমা দ্বারা পরিপূর্ণ। তুমি সর্ব্বলোক বরণীয়া। তোমার স্তুতি করিতে কে সমর্থ ?

সন্তানের সম্বল কেবল মার নাম,
মা বলিয়া পরানন্দে ফিরে অবিরাম।
মা ভিন্ন সংসারে মোর অন্য জ্ঞান নাই,
মা যেমন রাখে থাকি, মার গুণ গাই।
আমার জননী কালী জানি এই সার,
জননীর জন্ম কথা জানা থাকে কার?
"আমার বলিতে, আছে যা মহীতে
তাহা কেবল মায়ের পা দুখানি।
জননী আমার, আমি জননীর,
এবার কেবল ইহাই জানি॥
সুখ দুখ পাই, মাকে তা জানাই,
সতত মায়ের বিধান মানি।
মরম বলিতে, বাসনা হইলে,
বিরলে তাহাকে ডাকিয়া আনি॥
কেহ করে হিত, কেহ বা অহিত,
তাহার সহিত সে কানাকানি।
কেহ উপহাসে, কেহ ভালবাসে,
তাও যে সে জানে তাহাও জানি॥
যে যাহা বলুক, তাতে না ডরাই,
যার খাই শুধু তাকেই মানি।
ভুলুয়া যে শুধু মার অনুগত,
জগভরি আছে তা জানাজানি॥"
জিজ্ঞাসেন নিত্যানন্দ, "কহ মহোদয়,
জীবন্মুক্ত কাকে বলে কি প্রকার হয়?"
উত্তরে সন্তান, "যার না রহে বন্ধন,
মুক্ত কিম্বা জীবন্মুক্ত সেই মহাজন।

"যোগরাজ্যে জীবন্মুক্ত সমাধিস্থ নর,
ভাবরাজ্যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবুদ্ধিধর।
কর্ম্মরাজ্যে আত্মস্থিত নির্ব্বাসনা-মন,
ভক্তিরাজ্যে ইষ্টপদে তন্ময় যে জন।"
"বলেন মাধবদাস, "ভক্তিরাজ্যে যাঁরা,
জীবন্মুক্ত হন, বল কি প্রকার তাঁরা ?"
উত্তরে সন্তান, "ইষ্টনাম যে সাধিবে,*
দিনে দিনে শুদ্ধজ্ঞান তাহার জন্মিবে।
শুদ্ধজ্ঞানে হবে ক্রমে চিত্ত সুনির্ম্মল ;
সংগত হইবে বৃত্তি কামাদি সকল।
এ সংসার নশ্বর, সে ক্রমশঃ বুঝিবে,
দৃঢ় নির্ভরতা, পরমেশ্বরে আসিবে॥
"ঈশ্বরে বিশ্বাস হ'লে যাবে ভোগাসক্তি,
যত ভোগাসক্তি যাবে, পাবে প্রেম-ভক্তি।
ভক্তি হ'লে হবে সাধু সঙ্গের প্রবৃত্তি,
সাধুসঙ্গ গুণে হবে অনর্থ নিবৃত্তি॥
তখন সর্ব্বত্র হবে ইষ্ট দরশন,
না রহিবে ভেদবুদ্ধি, আসক্তি-বন্ধন।
সুখ-দুঃখ মানামান জয়-পরাজয়—
—বুদ্ধি না রহিবে, হবে সব ইষ্টময়।
ইচ্ছাময়ী ইচ্ছামত সংসারাভিনয়,
অনুভবে তার চিত্ত হবে শান্তিময়॥
"জীবন্মুক্ত সে-পুরুষ সর্ব্বত্র সমান,
কোথাও নির্দ্দিষ্ট তার নাহি বাসস্থান।

* নাম যে সাধিবে——যে নাম সাধনা করিবে। দশবিধ নামাপরাধ পরিত্যাগ করিয়া, তৃণাদপি সুনীচ হইয়া যে ইষ্টনামের সাধনা করিবে, সেই শুদ্ধজ্ঞান লাভ করিবে।

যেখানে সে যায় তথা অগণ্য মানব,
সম্পাদনে যত্নে তার প্রয়োজন সব ॥"

"জয় কালী নাম মহামন্ত্র
অন্তরে যাগেরে যার।
মরণের সে মারণ জানে,
রামপ্রসাদ এক সাক্ষী তার ॥
পিতা মাতা সুহৃদ সখা,
কারো অভাব নাই রে তার।
সে, যেখানে যায়, সেইখানে পায়,
নিত্যানন্দের হাট বাজার ॥
সে, মানাপমান শত্রু মিত্র,
ধারে না রে কারো ধার।
সে, কালী নামের ডঙ্কা মেরে,
হয়রে ভব-সাগর পার ॥
লোকে ভয়ে মিথ্যা বলে,
তার সাহসের নাহি পার।
তার স্বভাবই হয় সত্যে গড়া,
ন্যায়ের পথে অনিবার ॥
তার অনিষ্টে চেষ্টা যাহার,
তার কি আছে রক্ষা আর।
কালের মহা ত্রিশূলে হয়,
অপঘাতে মৃত্যু তার ॥
কালী নামের মালা গাঁথি,—
পরেছে যে গলায় হার।
তার, মুখ দেখিলেই যায়রে চেনা,
পরিচয়ের কি দরকার ॥

কামাদি ছয় দস্যু করে,
মুক্ত রয় সে অনিবার।
ভুলুয়া গায় জীবন্মুক্ত,
নাইরে তাহার সমান আর॥"

সুধান মাধবদাস, "ভাব-রাজ্য কোথা ?
কহ শুনি কি প্রকার, সে রাজ্যের কথা।"
উত্তরে সন্তান, "হলে দিব্যচক্ষু লাভ,
সাধকে জানিতে পারে সে রাজ্যের ভাব।
দর্শন করিতে বসি আপন অন্তর,
ধীরে ধীরে দর্শে এক আনন্দ নগর।
সে আনন্দ নগরে সমস্ত জ্যোতির্ম্ময়,
পশ্যা মাত্র উপজয়ে পরম বিস্ময়।

"সে নগরে আছে চন্দ্র, সূর্য্য, ঘরে ঘরে ;
বিদ্যুৎ বিরাজে তথা স্থির কলেবরে।
সে নগরে তিন নদী তাও জ্যোতির্ম্ময়,
এক নদী মধ্যে পুনঃ দুই নদী রয়।
* পর্য্যায় উজ্জ্বলতর তারা সমুদয় ;
অমৃতের ধারা বহে সকল সময়।
নদী মধ্যে বিরাজিত সপ্ত সরোবর ;
সপ্ত সরোবরে সপ্ত পদ্ম মনোহর।
এ সকলও জ্যোতির্ম্ময় দেখিবে যাইয়া,
জ্যোতির অন্তরে জ্যোতি, জ্যোতি বিস্তারিয়া।

"তার পরে দেখিবে সে পথ জ্যোতির্ম্ময়,
ছয় পদ্মভেদ করি নদী মধ্যে রয়।
সেই পথে শুন বলি কথা চমৎকার,
আছে এক মহাদেবী সর্পিণী আকার।

* পর্য্যায় উজ্জ্বলতর—পর্য্যায়ক্রমে উজ্জ্বলতর। একটী অপেক্ষা অন্যটী উজ্জ্বলতর।

আদি অন্ত পুনঃ পুনঃ করে গতাগতি,
আর সদা স্রোতের অমৃতপানে রতি।
"নদীমূলপদ্মে এক দেব বাস করে,
অমৃত উৎপন্ন তার বদন-বিবরে।
পদ্ম হ'তে উঠি নদী পদ্মবন দিয়া,
দৃষ্টি বহির্ভূতা হয় পদ্মে প্রবেশিয়া।
কভুও ঘুমায় সেই দেবতার শিরে,
মধুপানে, মুখ রাখি বদন বিবরে।
"সেই সর্পিণীর সঙ্গে দেখা যার হবে,
নয়ন ফিরাতে আর সে নাহি পারিবে।
আর না আসিবে ফিরে মোহের সংসারে,
আর কেহ না পারিবে বান্ধিতে তাহারে।
"প্রণব সে সর্পিণীর নাকের নিস্বন,
যে জন তা একবার করিবে শ্রবণ,
অন্য শব্দ শ্রবণে সে বধির রহিবে,
বজ্রধ্বনি ঘটিলেও কর্ণে না শুনিবে।
সেই এক ধ্বনি মাত্র শুনিবে শ্রবণ,
সেই এক রূপ মাত্র দেখিবে নয়ন।
সেই এক নগরে সে করিবে ভ্রমণ,
অবিরাম রবে তার আত্ম-বিস্মরণ।
একাঙ্গ করিলে ছিন্ন না পাবে বেদন,
জড় তুল্য তাহাকে দেখিবে সর্ব্বজন।
"জীবন্মুক্ত নাম তার সাধক মণ্ডলে,
দুর্লভ সেজন নিত্য এই ধরাতলে।"
বলেন মাধবদাস, "শুন মহোদয়,
মা নামের গুণ গাও সমস্ত সময়,

মা নামের বলে হয় অসাধ্য-সাধন,
কোথাও কি করিয়াছ স্বচক্ষে ঈক্ষণ ?
দেখে যদি থাক কিছু প্রত্যক্ষ বিচারে,
মহিমার বার্ত্তা কিছু বল মো সবারে।"

উত্তরে সন্তান ধীরে, "শুন সদাশয়,
তাহার মহিমা বাক্যে বলা সাধ্য নয়।
পঞ্চমুখে পঞ্চানন বর্ণিতে নারিল ;
চারিবেদে চতুর্ম্মুখ গণিতে হারিল।
যত ঋষি, তপস্বী, চিন্তিয়া আমরণ,
"বাঙ্মনসোতীতা" বলি ক্লান্ত, ক্ষান্ত হন।
আমি অজ্ঞ অভাজন কি বলিব তার,
মা নাম মহিমা বর্ণে ভবে সাধ্য কার !!

"জগদ্ধাত্রী কালী পদে বাঁধা যার মন,
মনে মুখে মা নাম যে করে উচ্চারণ,
ত্রিবিধ সন্তাপ তাকে পরশিতে নারে,
তার সাক্ষী রঘুনাথ জাহ্নবী কিনারে।

"উপযুক্ত পুত্র নাশে মানুষ উন্মাদ,
অর্থ তরে করে নরে কত বিসম্বাদ ;
কিন্তু দেব রঘুনাথ জগদ্ধাত্রী ভক্ত।
ইচ্ছাময়ী মাকে চিন্তি সদা জীবন্মুক্ত।
উপযুক্ত পুত্রনাশে নাহি শোক লেশ,
অর্থ-ত্যাগে তাহার মহিমা গায় দেশ।
কবিত্ব বা ভক্তিনিষ্ঠা গানে পরিচিত
তাহার গৌরবে বর্দ্ধমান সম্বর্দ্ধিত। (১)

(১) রঘুনাথ——বর্দ্ধমানের দেওয়ান রঘুনাথ রায় মহাশয়। তিনি বর্দ্ধমানের অন্তর্গত চুপী গ্রামে (গঙ্গাতীরে) জন্মগ্রহণ করেন। তঁহার রচিত গানগুলি "দেওয়ান মহাশয়ের গান" বলিয়া সমাদৃত। বাঙলা গানে তিনি বড় বড় রাগ রাগিণী যুক্ত করিয়াছিলেন।

"সঙ্কট-বারিণী কালী আশ্রয় যাহার,
শঙ্কর-শাসনে কোন্ শঙ্কা আছে তার ?
ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্রে তাকে করে না ভক্ষণ
দ্বারে বসি রক্ষা করে প্রহরী মতন।
ত্রিপুরাসুন্দরী ধামে তার নিদর্শন,
করিয়াছিলাম আমি স্বচক্ষে দর্শন।"
বলেন, শ্রীনিত্যানন্দ, "সে বৃত্তান্ত বল।
সন্তান জুড়িয়া কর কহিতে লাগিল,
"দুর্গম জঙ্গলাচ্ছন্ন সে উদয়পুর,
—প্রবাদ স্থাপিত তাহা করয়ে ত্রিপুর। (১)

প্রসিদ্ধ গায়ক আতহোসেনের নিকট তিনি গানবাজানা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি সাধক এবং পরোপকারী ছিলেন। পরের অভাব মোচন করিতে মুক্তহস্ত ছিলেন। এক ব্রাহ্মণ কন্যাদায়গ্রস্থ হইয়া তাঁহার নিকট ভিক্ষার্থী হয়। সে দিন তহবিলে টাকা ছিলনা এবং তখন লাটের কিস্তির সময়—লাঠের টাকা না দিতে পারিলে, "ভেরী পরগণা" বিক্রী হইয়া যায়। সে পরগণায় তখন ত্রিশ হাজার টাকা লাভ ছিল। সে দিন টাকা আসিবার ও সম্ভাবনা ছিল না। রঘুনাথ ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "আজ যে টাকা আসিবে সব আপনাকে দিব।" ঘটনাচক্রে লাঠের কিস্তি দেওয়ার জন্য সে দিন এক নায়েব পাঁচ হাজার টাকা লইয়া সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হইল। সত্য রক্ষা করিতে রঘুনাথ সমস্ত টাকা ব্রাহ্মণকে দান করিলেন কিন্তু ভেরী পরগণা বিক্রী হইয়া গেল। যদিও এ দান বর্ত্তমান জগতে প্রশংসনীয় নহে, তবুও সাধকের সত্যপ্রিয়তা ও নিষ্কিঞ্চনত্ব আশ্চর্য্য জনক। পাঁচ হাজারের জন্য ত্রিশ হাজার লোকসান। বরং ঐ ব্রাহ্মণকে দুদিন বসাইয়া রাখিয়া—লাঠের কিস্তি দিয়া, সেই ত্রিশ হাজার টাকার পরগণাই ব্রাহ্মণকে দান করিতেন। অথবা ব্রাহ্মণের কন্যার বিবাহ দিয়া তাহাকে দশহাজার টাকা দিয়া দিতেন। কিন্তু বিষয় বিমুক্ত সাধকের এই প্রকার বিবেচনা না থাকাই প্রশংসনীয়। এইরূপ এক ভদ্রলোকের ঘরবাড়ী পুড়িয়া যায়, রঘুনাথ তাহাকে ঘরবাড়ী করিয়া দেন।

কমলাকান্তকে রঘুনাথই মহারাজধীরাজ তেজচন্দ্র বাহাদুরের সভায় লইয়া পরিচিত করেন। তখন রঘুনাথ দেওয়ান পদ প্রাপ্ত হন নাই। তঁহার জ্যেষ্ঠ নন্দকুমার। জ্যেষ্ঠ দেওয়ান ছিলেন।

(১) রঘুনাথ নন্দকুমারের পরে তেজচন্দ্র বাহাদুরের দেওয়ান হইয়াছিলেন। মাত্র পাঁচ বৎসর দেওয়ানী করিয়াছিলেন। কমলাকান্ত দেহত্যাগ করিলে, তিনি বর্দ্ধমান ত্যাগ করিয়া চুপীর বাস ভবনেই অধিকাংশ সময় অবস্থান করিতেন। তেজচন্দ্র বাহাদুরের দেহাবসান হইলে তিনি আর বর্দ্ধমানে গমন করেন নাই। দেওয়ান বংশের তিনিই শেষ দেওয়ান। তাঁর পরে নামতঃ দেওয়ানরূপে এই বংশের এক এক জন রাজসরকারে চাকুরী করেন।

অতীতের চিহ্ন হেরি সমুখে অন্তর,
এককালে ছিল তাহা সমৃদ্ধ নগর।
দীর্ঘ জগন্নাথ দিঘী—হাসে স্বচ্ছ নীরে,
—সুশোভিত তীর, জগন্নাথের মন্দিরে।
মন্দিরে বিগ্রহ নাই, আছে কুমিল্লায়,
—অলঙ্কার নাহি যেন সুন্দর কায়ায়।
দিঘীর কিনার বাহি, দিবসাবসানে,
চলিলাম আমি একা মন্দির যেখানে।
মন্দিরের কি সুদৃঢ় নির্ম্মান কৌশল,
আর কত সুনির্ম্মল দির্ঘীকার জল ;
আর কি কালের গতি, কি হ'তে কি হয়,
কল্য রাজধানী, আজ বন্যপশুময় !
রাজত্ব, প্রভুত্ব, যার জন্য মূঢ় নর,
অহঙ্কারে আত্মদৃষ্টিহীন নিরন্তর,

রঘুনাথের লোকনাথ নামে পুত্র ছিলেন। লোকনাথ সংস্কৃত পার্শী ও ইংরাজী ভাষায় কৃতবিদ্য হন, এবং তিনিই দেওয়ানপদ প্রাপ্ত হইবেন বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। সহসা জ্বর বিকারে, ত্রিশ বৎসর বয়সে, লোকনাথ দেহ ত্যাগ করিলেন। সংসারের সর্ব্বপ্রধান আশ্রয় বৃদ্ধকালের একমাত্র অবলম্বন, উপযুক্ত গুণবান পুত্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেও রঘুনাথকে বিন্দুমাত্র শোকগ্রস্ত বা বিচলিত হইতে দেখা যায় নাই।

পুত্রশোক সহ্য করা এবং অর্থাসক্তি ত্যাগকরা সাধারণ জগতে অসম্ভব। রঘুনাথ জগতের নশ্বরত্ব সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন—মায়া মোহের প্রলোভন হইতে সর্ব্বথা বিমুক্ত ছিলেন, এবং ভগবানে একান্ত নির্ভরশীল ছিলেন। তিনি ১১৫৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১২৮৩ সালে নন্দোৎসবের দিন, মুক্তপুরুষের মত, সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, মহাপথে প্রস্থান করেন।

(১) ত্রিপুর—বর্ত্তমান ত্রিপুরা রাজ্য সংস্থাপন কর্ত্তা। তাঁর নামানুসারে ত্রিপুরা রাজ্য। অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম ত্রিপুরাসুন্দরী। ত্রিপুরে বংশধরগণ এখন আগরতলায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছেন। ত্রিপুরের রাজধানী উদয়পুর একেবারে ঘন জঙ্গলাচ্ছন্ন ছিল। সম্প্রতি সেখানে ত্রিপুরাধিপতি স্বর্গীয় রাধাকিশোর মানিক্য বাহাদুরের সময় উদয়পুরে একটী মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভুলুয়াবাবা যখন উদয়পুরে ত্রিপুরাসুন্দরী দর্শন করিতে যান, তখন কুমিল্লার দশবার মাইল দূর হইতেই উদয়পুর পর্য্যন্ত পথ লোকশূন্য দুর্ভেদ্য জঙ্গলে আচ্ছন্ন ছিল। ১২৯৯ সালে পৌষমাসে ভুলুয়াবাবা ত্রিপুরাসুন্দরী দর্শনে প্রথম গমন করেন।

বলদর্পী দুর্ব্বলে করিয়া আক্রমণ,
লুটিয়া সর্ব্বস্ব তাকে করে নির্য্যাতন;
কতক্ষণ থাকে তাহা, আখির পলকে
চলে যায়, নভে যেন বিদ্যুৎ ঝলকে!

কত স্থানে ধর্ম্মাধর্ম্ম ভুলিয়া বর্ব্বর,
আত্মসুখ তরে হিংসে অন্যের অন্তর,
ক'দিন সে রহে, করে কি সুখ সম্ভোগ!
মৃত্যু আসি বিনাশে মুহূর্ত্তে আশারোগ!
চূর্ণকরে অহঙ্কার, সর্ব্বস্ব কাড়িয়া,
যতনের দেহ ধ্বংসি, দেয় খেদাড়িয়া।
তবু পাপ অহঙ্কার না করি সংযত,
"মোর, মোর" রবে নর উন্মত্ত সতত।

যে করিল এই পুরী গেল সে কোথায়?
দেখেনা কি, এখন কি দুর্দ্দশা হেথায়!
যেস্থানে আছিল তার সুরম্য প্রাসাদ,
এবে তথা বংশ বন, বন্য করি নাদ।
গন্ধর্ব্ব, কিন্নর যথা করিত কীর্ত্তন,
অপ্সরী কিন্নরীগণ করিত নর্ত্তন,
তথায় আনন্দে এবে ডাকে ফেরুপাল,
চন্দ্রাতপ পরিবর্ত্তে উর্ণ-নাভ জাল!

অত্যাচারী মহারাজা ছিল যে সকল,
কোথায় বা গেল তারা লইয়া স্বদল,
নাই সে প্রহরী, আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়া,
শঙ্কিত করিতে ভদ্র পথিকের হিয়া,
নাই সে বিচারালয়, যথা সুবিচার
নামে হত দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার।

তুষিতে রাজার চিত্ত যথা বিচারক,
ছিল দীন দুর্ব্বলের শান্তি হন্তারক।
সত্য ন্যায় পদতলে করিয়া দলন,
যথায় হইত নিত্য ধর্ম্ম প্রহসন ;
এবে তাহা নিরজন, নিস্তব্ধ, নীরব ;
গিয়াছে কালের চক্রে পরিবর্ত্তি সব।
গেছে তারা, আছে মাত্র কলঙ্ক এখন,
নিঃশঙ্ক হইয়া যাহা গায় সর্ব্বজন।
ধরিলে, দণ্ডের তরে বসতি ধরায়,
তার মধ্যে কত খেলা নিয়তি খেলায়।

মন্দিরের মধ্যে বসি ছিলাম ভাবিতে,
অজ্ঞাতে আসিল রাত্রি আঁধার সহিতে।
সহসা মন্দিরদ্বারে ব্যাঘ্র ভয়ঙ্কর,
হুঙ্কারিল, রোমাঞ্চিত হল কলেবর।
কর্ত্তব্য বিমূঢ় হ'নু, পার্শ্বে লুকাইয়া
রহিলাম, সারা রাত্রি কালী নাম নিয়া।
ভয়ঙ্কর সে শার্দ্দূল করিয়া গর্জ্জন,
শয়ন করিল দ্বারে প্রহরী মতন।
মুক্তিরূপা কালী তার অন্তরে আসিয়া,
রাখিল হরিয়া লক্ষ্য ঘুম পাড়াইয়া।
সারা রাত্রি ঘুমাইয়া প্রভাতে গর্জ্জিয়া,
দূরবনে গেল বাঘ মন্দির ছাড়িয়া।

তখন ছিলেন সঙ্গে ভগবান দাস,
হনুমান দাস, আর মহাবীর দাস।
এই ধীরানন্দ, আর এই নরোত্তম,
মোর জন্য সকলেই বিপন্ন বিষম।

উদিলে অরুণ নভে সকলে মিলিয়া,
অন্বেষিতে আসিলেন মন্দিরে ধাইয়া।
হতজ্ঞান আমাকে করিয়া দরশন,
ধরাধরি করি মোকে করেন চেতন।
বন্য করি আক্রমিলে কালীভক্ত বাঁচে,
ভোটান জঙ্গলে তার পরমাণ আছে। (১)
শয্যাশায়ী রুগ্ন পুত্রে পথ্যদান তরে,
পদ্মায় ধরিয়া মৎস্য ফেলায় উপরে।

(১) শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী প্রথম খণ্ড পড়ুন।

* ১৩১৯ সালে কার্ত্তিক মাসে ভুলুয়াবাবা নৌকাযোগে ফরিদপুর রেল ষ্টেশন হইতে, জন্মস্থান ঘোষপুরে জগদ্ধাত্রী পূজা করিতে যাইতেছিলেন। তিনি তাহার পূর্ব্বে রক্তামাশয়ে তিনমাস শয্যাগত ছিলেন। তখনও তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বল। মাত্র দশ বার দিন পূর্ব্বে অন্ন পথ্য করিয়াছিলেন। মাছের ঝোল ও ভাত ভিন্ন অন্য কিছু পথ্য করিতে ডাক্তারেরা বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন।

তাঁহার সঙ্গে আমি, ঘাটশীলা গোপালপুরের জমীদার বাবু ভুজঙ্গভূষণ সিংহ, হাবড়া শালকীয়ার বাবু নরেন্দ্রনাথ বসু, পাবনার সাফল্লার বাবু বিপিনচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি অনেকে ছিলাম। সাধকের পথ্য মাছের ঝোল ও ভাত। ফরিদপুরের বাজার ভাঙ্গিলে আমরা ফরিদপুরে পৌঁছিয়াছিলাম। মাছের জন্য ৮।১০ জন লোকে চারিদিকে ছুটোছুটী করিলাম। প্রায় চারি ঘণ্টাকাল অন্বেষণ করিয়াও মাছ মিলাইতে পারিলাম না। যত ভেঁশাল আছে, যত জেলে নিকারীর আড্ডা আছে, সব গুঁজিলাম, কিন্তু মাছ মিলিল না। সাধকের আহারের ভাবনায় অথবা রোগীর পথ্যের ভাবনায়, সকলেই বিশেষ উদ্বেগে থাকিলাম। ফরিদপুর রেল ষ্টেশন হইতে বেলা প্রায় দেড়টার সময় আমরা নৌকায় উঠিয়া চলিতে লাগিলাম। মনকে বুঝাইবার জন্য ভুলুয়া বাবার রচিত এই গান গাহিতে লাগিলাম—

"মন ক'রনা ছুটোছুটী।
যোগে ভাগ্যে যাহা আছে, আপ্‌নি তাহা যাবে জুটি॥
কর্ম্মরজ্জু বদ্ধ তুমি মন, শ্যামা, মার বন্ধনের গুটী।
সে যখন বসায় তখন বসি, যখন উঠায় তখন উঠি॥
সে যেমন বলায় তেমনি বলি, যেমন হাঁটায় তেমন হাঁটি।
খাব খাব বল্লে কি হয়, তারই হাতে সরাকাঠী॥
সে না দিলে যায়না পাওয়া, মিথ্যা আশায় হলে মাটী।
ঐ যে কেউ মারে কেহ রক্ষা করে, তাও তার ইচ্ছা যেন খাটী॥

খল সর্প বন্ধু হয় রক্ষিতে পরাণ,
কাশীর ঘটনা তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। (১)
গুরু হইয়া ছাত্রের বধিতেছিল প্রাণ,
সর্প রূপে কৃপাময়ী রক্ষিল সন্তান।
কালী দূরে, কালীনাম করে-যে সাধক,
তার নাম হয় মহা বিঘ্ন বিনাশক।
তার সাক্ষী শিলং পর্ব্বতে দৃশ্যমান,
যাহে উড়ে রামকৃষ্ণ-নামের নিশান।
বলেন মাধবদাস, "সে বৃত্তান্ত বল।"
সন্তান তুলিয়া কর কহিতে লাগিল,
"শিলঙে রহিত এক শিক্ষক সুজন, (২)
রামকৃষ্ণ-গত-প্রাণ, ভক্তি-শুদ্ধ-মন।

কাহার সাধ্য আছে ভবে, তাহার বিধান যায় উলটি।
এখন, ছুটোছুটী ত্যাগ করি মন, ধর মায়ের চরণ দুটী॥
কতই ধরলে কতই ছাড়লে, তাই পেলে সে দিল যেটি।
ভুলুয়ার ভুল আগাগোড়া, বুঝ্‌লনা সার মোটামুটী॥"

যাহা হউক নৌকা যখন বড় পদ্মায় পড়িবে, তখন বিপিনবাবু দেখিলেন, প্রায় দশ সের ওজনের একটা আড় মাছ, সহসা জল হইতে লাফ মারিয়া উপরে উঠিল। বিপিনবাবু তখনই নামিয়া মাছ ধরিয়া নৌকায় তুলিলেন। আমাদের কাহারও মুখে আর কথা ফুটিল না। রাত্রে সেই মাছ আমরা প্রায় পঁচিশ জনে আহার করিলাম।

পরমহংসদেবের জন্য সন্তানগরবে গরবিনী বড় মানুষের ঘাড় ধরাইয়া মাছ পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু আজ পদ্মাগর্ভে পীড়িত সন্তানের পথ্যের জন্য, অলক্ষিতে স্নেহের হস্ত বিস্তার করিয়া আপনি মৎস্য ধরিয়া তীরে নিক্ষেপ করিলেন। দশভুজধারিণী দশভুজে সন্তানের বোঝা বহন করেন, পদ্মাগর্ভে আজ তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সকলে স্বচক্ষে দর্শন করিলাম। ভক্ত-জগতের বিভূতি অনুভবে যেমন অমৃতময়, দর্শনেও তেমনি উল্লাসজনক। প্রয়োজন হইলে ভক্তের জন্য মাছ জল ছাড়িয়া ডাঙ্গায় উঠে, ইহাপেক্ষা বিস্ময়কর বিভূতি আর কি আছে।

শ্রীহেমন্তকুমার চৌধুরী। খানখানাপুর।

(১) কাশীর ঘটনা—ভুলুয়া বাবা প্রণীত "হরিবোল ঠাকুর" পড়ুন।

(২) শিলঙের এই ঘটনা শিলং লাট আফিসের কেরানী পরম ভাগবত পুলিনবিহারী দত্ত কুমিল্লার থিওসফিক্যাল সোসাইটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার গুহের নিকট লিখিয়া পাঠান।

একবার সহসা আগুন লাগে ঘরে,
আর্ত্তনাদ হাহাকার উঠিল নগরে।
শিক্ষক ধাইয়া তবে সেখানে আইল,
ঘরের উপরে, অগ্নি নিবা'তে উঠিল।

গৃহরক্ষা তরে যবে উপরে উঠিল,
চতুর্দ্দিকে জ্বলি অগ্নি তাহাকে বেড়িল।
"দে জল, দে জল" বলি সে করে চীৎকার,
—চতুর্দ্দিকে অগ্নি, জল দিবে সাধ্য কার?
তখন সমস্ত লোক তার রক্ষা তরে,
নিরুপায়,হয়ে, শুধু হায় হায় করে।

শিক্ষক প্রাণান্ত বুঝি না দেখি উপায়,
"জয়রাম কৃষ্ণ" বলি বসিল চালায়।
কি আশ্চর্য্য চতুষ্পার্শ্বে প্রলয়াগ্নি জ্বলে,
তার ঘর, যেমন, তেমন মধ্যস্থলে!
তারপরে পুড়ি ঘর নিবিলে অনল,
পরিষ্কৃত করে পথ সবে ঢালি জল।
তারপরে সে শিক্ষক নামিয়া আসিল,
কর ধরি সর্ব্বজন আনন্দে মাতিল।
জিজ্ঞাসিলে সে সাধক কহিল হাসিয়া,
প্রাণান্ত সময় দেখি, মন বুদ্ধি নিয়া,

• ভুলুয়া বাবা কোচবেহারে যাইয়া এই ঘটনা শ্রবণ করেন। এই সকল ঘটনা গ্রন্থে, প্রকাশের সময় সন্নিবেশিত হইল। এই শিক্ষকের নাম পঞ্চানন ব্রহ্মচারী। বাড়ী ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বাস্কল গ্রামে। কোটালি পাড়া পোষ্ট আফিস। শিলং ইন্‌ফাণ্ট স্কুলে হেড পণ্ডিত ছিলেন। রাঢ়ী শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ। ১৯১২ খৃঃ 'প্রবুদ্ধ ভারত" নামক ইংরাজী কাগজে প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন কোচবেহারের পোষ্ট মাষ্টার বাবু অমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (বাগ্‌না পাড়াবাসী, বর্দ্ধমান জেলা) ভুলুয়া বাবাকে সেই কাগজ পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন।

দিনু রামকৃষ্ণ পদে, করিনু স্মরণ ;
বলিনু, "কোথায় তুমি বিপত্তি-ভঞ্জন ?
এ কাল সঙ্কটে আজ রক্ষা কর দাসে,
না রক্ষিলে নামের গৌরব তব নাশে।"
　　দেখিলাম রামকৃষ্ণ ভৈরব সাজিয়া,
রহিলেন চারিপার্শ্বে হস্ত বিস্তারিয়া।
বলিলেন "ভয় নাই, বিপন্ন সন্তান!"
মাত্র তাঁর করুণায় আছে মোর প্রাণ।"
　　সবে দেখে শিক্ষকের বদন মণ্ডল,
ঝলসিত করিয়াছে অগ্নির হিল্লোল।
দগ্ধ মুখ দেখিতে হইল কদাকার,
না হইল ঔষধ প্রয়োগে প্রতিকার,
　　একদিন সে শিক্ষক স্বপনে দেখিল,
যেন দেব রামকৃষ্ণ আসিয়া কহিল,
"চড়ক পূজার দিন যাবে মনোদুখ,
প্রাতঃস্নানে অবিকল হবে তব মুখ।"
শুনিয়া সকল লোক মানিল বিস্ময়,
কেহ কেহ বলে, "দেখ, সে দিন কি হয়।"
　　চড়ক পূজার দিন করি প্রাতঃস্নান,
হইল উজ্জ্বলতর বিদগ্ধ বয়ান।
　　কালী নাম নিয়া মূর্খ বিপ্র গদাধর,
হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ প্রণম্য-প্রবর।
তাঁর নাম নিলে হয় সঙ্কট-ভঞ্জন ;
কালী নামে কত শক্তি বুঝ সর্ব্বজন।
কালী-ভক্ত-নামে ঘটে হেন ত্রাণ যদি,
কালী নাম সুনিশ্চিত পরিত্রাণ-নিধি।

উমাসুন্দরীর—মূর্চ্ছা রোগে প্রাণ যায় (১)
কালীনাম-কবচে সে প্রাণে রক্ষা পায়।
সে মহিষাপুর ভক্ত মহেশের গ্রাম,
একদিন ছিল যাহা সুখময় ধাম।
কেহ রোগে মুক্তি পায়, কেহ পায় যশ,
কেহ কালী-ভক্তি-বলে বিশ্ব করে বশ।
কেহ জ্ঞান বৈরাগ্যে আসীন হয়, কেহ
স্বজাতি স্বদেশ তরে অর্পে মন দেহ।
স্বামী শ্রীবিবেকানন্দ তার এক জন,
লোক-সেবা-তরে যার দৃঢ় প্রাণপণ।
কেহ পায় রাজ্য, কেহ মুক্তি লাভ করে,
সুরত সমাধি তার দৃষ্টান্ত ভূপরে।
যে যা বাঞ্ছে, কালী নামে তাহাই সে পায়,
কালী নাম বাঞ্ছা-কল্পতরু এ ধরায়।
নামের মহিমা আমি দেখিয়াছি যাহা,
সাধ্য নাই অল্প দিনে শুনাইতে তাহা।
বেশ্যা যারা দুর্ব্বিনীতা চূড়ান্ত সীমায়,
তারাও মা নামে নম্র চান্দাই কোনায়।” [২]
বলেন মাধবদাস, “সে বৃত্তান্ত বল ;”
সন্তান বিনীত ভাবে বলিতে লাগিল।

(১) উমাসুন্দরী—ফরিদপুরের অন্তর্গত মহিষাপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ভৌমিকের স্ত্রী। গোপাল বাবু ধনবান ছিলেন ; প্রায় দুই হাজার টাকা খরচ করিয়াও উমাসুন্দরীর রোগ মুক্তি হয় না। শেষে তাঁহারা ভুলুয়া বাবার শরণাগত হন। তিনি তাঁহাদের নির্ব্বন্ধাতিশয়তায় এক বিল্বপত্রে “জয়কালী” নাম লিখিয়া, এক কবচ করিয়া, উমাসুন্দরীর গলায় বান্ধিয়া দেন। তাহাতে উমাসুন্দরী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেন। আরও আট জন সেই এক কবচে আরোগ্য লাভ করেন।

[২] চান্দাই কোনার বন্দর ভবানীপুর মা'র বাড়ী হইতে মাত্র তিন মাইল দূরে।

"রাজা রামকৃষ্ণের আসন সাধনার,
বগুড়া-ভবানীপুরে যাই একবার।
ভবানী ঠাকুর তথা সিদ্ধ মহাজন,
উদ্দেশ্য, তাঁহাকে মোরা করি দরশন।
এই হরানন্দ তথা আশ্রম করিয়া,
সাধনা করেন কালী পদে মন দিয়া।
এ গোপাল ব্রহ্মচারী সাধকাগ্রগণ্য,
সে স্থানে করেন তপ সিদ্ধি লাভ জন্য।
অন্য বহু সাধু তথা ছিলেন তখন,
গিয়াছিনু তাঁ সবারে করিতে দর্শন।
চান্দাই কোনায় আছে বিস্তৃত বন্দর,
করতোয়া তীরোপরি দেখিতে সুন্দর।
তার মধ্যে বিশেষত্ব বেশ্যা বহুতর,
যাহাদের অত্যাচারে নিঃস্ব কত নর।
এ বড় বন্দরে মোরা প্রবেশি যখন,
মোর সঙ্গে ছিল এক নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ।
বয়সে প্রবীন, কিন্তু শিষ্য সম রহে,
নির্জ্জনে বসিলে নিজ ইষ্ট কথা কহে।
এই স্থানে আছে মধ্য বঙ্গ বিদ্যালয়,
প্রধান শিক্ষক তার ভক্ত সদাশয়।
মো দোঁহাকে যত্ন করি বসাইল ঘরে,
দিন মাত্র বিশ্রামিতে অনুনয় করে।
করিতে না পারি তার প্রার্থনা লঙ্ঘন,
তার গৃহে বিশ্রামার্থ রহিনু দুজন।
পরিশ্রান্ত দোঁহে মোরা পথ-পর্য্যটনে,
তিষ্ঠি ক্ষণ চলিলাম সিনান কারণে।

করতোয়া ঘাটে মোরা যাইনু যখন,
দেখি তথা স্নান করে বেশ্যা বহুজন।
নিলাজ কুলটা নারী নাহি মানে ডর,
যো দোহে পাইল যেন বাজীর বানর।
যতবার উঠি মোরা সিনান করিয়া,
ততবার দেয় তারা জল ছিটাইয়া।
মোর সঙ্গী ব্রাহ্মণ নিবারে যতবার,
তত বেশী দেয় জল করিয়া চীৎকার।
উপায় না দেখি অন্য, নিকটে যাইয়া,
সবিনয়ে কহিলাম আমি সম্বোধিয়া,
"সন্তান পাইলে দুঃখ অন্য কোন ঠাঁই,
কান্দিয়া জানায় তাহা মার কাছে যাই।
সেই মা আপন করে করিলে প্রহার,
মা বলিয়া কান্না ভিন্ন গতি নাহি আর।
তোমরা জননী, মোরা দুজনে তনয়;
তনয়ে তাড়না মার সমুচিত নয়।
অন্যে জল ছিটাইলে তোমাদের কাছে,
জানাইব এই কথা মোর জানা আছে।
মা হয়ে তোমরা যদি কর অত্যাচার,
বুঝিনু, অযোগ্য মোরা মার করুণার।"
শুনিয়া মোদের কথা কুলটা সকল,
নীরবে উঠিল তীরে, তেয়াগিয়া জল।
চলিলাম গৃহে মোরা স্নান সমাপিয়া,
চলিল পশ্চাতে তারা শির নোয়াইয়া।
করিলাম সন্ধ্যা পূজা মোরা যতক্ষণ,
নিস্পন্দ হইয়া সবে করিল দর্শন।

পরে পুনঃ "মা" বলিয়া করি সম্বোধন,
সুধাইনু "কি নিমিত্ত হেথা আগমন।"
প্রবীনা রমণী যারা অনুতাপানলে,
দহিয়া ভাষায় মুখ, দুনয়ন-জলে।
সর্ব্বশেষে একজন প্রবীনা রমণী,
করজোড়ে কহে, "দেব! মোরা পিশাচিনী।
আমাদিগে "মা" বলিয়া করি সম্বোধন,
অমৃত লিখিয়া দিলে বিষে বিশেষণ।
আমাদের অন্য কিছু বলিবার নাই,
করিয়াছি অপরাধ তার ক্ষমা চাই।"
শুনিয়া সে অনুতাপপূর্ণ অনুনয়,
উপজিল আমাদের অন্তরে বিস্ময়।
কি উত্তর দিব, কিছু বুঝিতে না পারি,
মনে মনে বলি, "খেলা ভবানি, তোমারি।
তোমরা জননী, আর আমরা সন্তান,
সন্তানের প্রতি মার মমতা প্রধান।
করিয়াছ যাহা তাহে নাহি প্রতিবাদ,
না রটিবে তোমাদের তাহে অপবাদ।"
মোর সঙ্গী বিপ্র শেষে কহিল হাসিয়া,
"নিরখি কালীর খেলা জগত জুড়িয়া।
কত মূর্ত্তি ধরি কালী খেলে অনুক্ষণ,
যে বুঝে, সে পূর্ণানন্দে রহে নিমগন।"
মা মন্ত্র প্রয়োগে হয় নিলাজে লজ্জিত;
নীরস পাষাণে হয় রস সঞ্চারিত।
গ্রাসিনী রাক্ষসী-হৃদে জনমে মমতা,
কুলটা কুবুদ্ধি ছাড়ি হয় অনুগতা।

শীতলতা সঞ্চারিত হয় তপ্ত চিতে,
মা নামে তুলনা নাহি মিলে ত্রিজগতে।"
সখিনীর দর্প চূর্ণ যার নামে হয়,
পরিচয় দিয়া বেশ্যা গেল নিজালয়।
মা বলিলে বেশ্যা যদি হয় পদানত,
কামাদি তস্কর তবে প্রাণে হয় হত।
কামাদি মরিলে ভব যন্ত্রণা কি রয়,
যে যেখানে থাক, হও মা নামে তন্ময়।
হায় হেন মাতৃ বুদ্ধি জাগিল না হৃদে,
তাই চিত্ত নিত্য যাতনায়,
দগ্ধীভূত, তবু মন্ত্রমুগ্ধ অনিবার,
রহিলাম সংসার-মায়ায়।
জগদ্ধাত্রি, মা তোমার অনন্ত করুণা,
—করুণার ক্ষেত্র এ সংসার,
স্বগুণে মানুষ দেহে আনি অভাজনে,
আশীর্ব্বাদ করেছ অপার।
অযোগ্য, তবুও তুমি দিয়া উচ্চাসন,
করিয়াছ কত সম্বর্দ্ধনা,
কত রক্ষা করিয়াছ বিপত্তি-সাগরে,
নিবারিয়া কত বিড়ম্বনা।
কত বন্ধু সুহৃদ দিয়াছ প্রতিদিন,
করিয়াছে কত সমাদর;
প্রয়োজন নাহি তবু কত অন্ন বস্ত্র,
অর্পিয়াছ তুমি নিরন্তর।
দুর্ব্বিসহ ত্রিতাপাগ্নি, যাহে ত্রিজগত,
নিরবধি দেখি দহ্যমান,

কি আশ্চর্য্য, পৃথ্বীতলে ভ্রমি আজনম,
　　তবু তারা না করে সন্ধান।
জগদ্ধাত্রি! অনন্তরূপিনী তুমি কালী,
　　কালের উন্মুক্ত বক্ষে বাস।
ধরিয়া অনন্ত মূর্ত্তি নগরে জঙ্গলে,
　　নাশিয়াছ সন্তানের ত্রাস।
দুঃখ যাহা ঘটিয়াছে, তা সামান্য অতি,
　　—সুখ দুঃখ তারা দুটী ভাই,
সুখের সহিত দুঃখ তাই মা আসিত,
　　আমি তাহে দুঃখ পাই নাই।
এত যে আনন্দে হল গত এ জীবন,
　　তোমারি করুণা তার মূল;
তবুও কৃতঘ্ন আমি এমনই দুর্জ্জন,
　　এমনই আমার বুদ্ধি স্থূল,
একদিনও বসি নাই স্মরিতে তোমার,
　　অপার করুণা সমাচার,
একদিনও শুনি নাই সাধু সঙ্গে বসি,
　　স্নেহময়ী! সংবাদ তোমার॥
একদিনও রসনায় করি নাই আমি,
　　মা তোমার নাম উচ্চারণ!
উত্তম রসনা দিয়া দিলে পাঠাইয়া,
　　করি নাই গুণ সংকীর্ত্তন॥
জগদ্ধাত্রি! এ প্রার্থনা, আর করিও না,
　　এত কৃপা এমন দুর্জ্জনে,
ভুলুয়াও কহে কারাযোগ্য জনে ডাকি,
　　কে বসায় রত্ন সিংহাসনে!

নাম মাহাত্ম্য ।

যোগ, জ্ঞান, কর্ম্ম, যজ্ঞ, ব্রত, দান যত,
সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাঁর নাম,
নামাশ্রয় ভিন্ন জীব আর কি করিবে ?
নাম পরপুরুষার্থ-ধাম ।
বিশ্ববন্দ্য, বিশ্বাত্মক, বিশ্বনাথ, যিনি,
দুর্জ্ঞেয়, অজ্ঞেয় কোন্ দেশে,
বিশ্বজন বাঞ্ছনীয় শান্তিধাম তাঁর,
কার সাধ্য বর্ণে সবিশেষে ।
কোন্ রত্ন-সিংহাসনে, কি মূর্ত্তি ধরিয়া,
কি ভাবে কোথায় বিদ্যমান,
ক্ষুদ্র জীব বিদ্যা বুদ্ধি কৌশলে কভুও
শক্ত নহে করিতে সন্ধান ।
মায়ান্ধ জীবের জন্য আছে তার নাম,
সর্ব্বদেশে নামের ঝঙ্কার,
সর্ব্বদা সতর্কে তাই সাধক সজ্জন,
নাম-সংকীর্ত্তনে অনিবার ॥
সম্বল কেবল মাত্র সে পবিত্র নাম,
নামাশ্রয়ে কৃতার্থ সাধক,
"জয় কালী বিশ্বনাথ" বলরে ভুলুয়া,
নাম সর্ব্ব-সন্তাপ-নাশক ॥

শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী।

পঞ্চম দিন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ নমঃ।

ওঁ নমস্তে বিশ্বরক্ষিণি সর্পিণি সুমনোহরে,
বিদ্যুদ্দামসমপ্রভে স্বয়ম্ভুশিরমাস্থিতে।
নির্গলিতামৃতপানোম্মত্তে চামোদ-বিহ্বলে
কালী কুল-কুণ্ডলিনি জগদ্ধাত্রি নমস্তুতে॥ (১)

জয় জয় কালী কুলকুণ্ডলিনী শ্যামা,
জ্বলন্ত বিজলী-বর্ণা, শম্ভূ মনোরমা।

---

(১) হে চণ্ডিকে। তোমাকে নমস্কার। তুমি সর্ব্বত্র মুলাধারে অবস্থানপূর্ব্বক বিশ্ব রক্ষা কর, তুমি জ্বলন্ত বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাশালিনী, স্বয়ম্ভুশিরবাসিনী, স্বয়ম্ভু মুখ নিঃসৃত অমৃতপানে উন্মত্তা, সর্ব্বদা আমোদ বিহ্বলা, তুমি জগদ্ধাত্রী, কুলকুণ্ডলিনী কালী, তোমাকে নমস্কার করি।

যোগীন্দ্র মনোমোহিনী, নিদ্রিতা ফনিনী,
মধুপানে আত্মহারা দিবস যামিনী।
ব্রহ্মরন্ধ্র-বিচারিণী, সঞ্জীবনী শক্তি,
সঞ্জীবিত কর, দিয়া বিন্দুমাত্র ভক্তি।
জাগো কুল-কুণ্ডলিনি, জাগো একবার,
স্বয়ম্ভূর শিরে কত ঘুমাইবে আর ?
নির্গলিত মধুপানে,
বিভোরা কূজন গানে ;
শূলাষ্টকে বেষ্টিত, সুরম্য মূলাধার,
চতুষ্কোন গৃহখানি,
পৃথ্বীচক্রে শোভমানি,
জ্যোতির্ম্ময় চতুর্দ্দলে বিসরি সংসার,
স্বয়ম্ভুর শিরে কত ঘুমাইবে আর ?
তুমি ত ঘুমের ঘোরে, তোমার সংসার,
ছিল যাহা মা তোমার সন্তান সুসার,
রসাতলে মগ্ন প্রায়,
রত্নগৃহ যায় যায়,
মোহ-ঘুমে পুত্রকুল, নিম্মু্লিত প্রায়।
তুমি না জাগিলে মুগ্ধ পুত্রে কে জাগায় ?
জাগো মা চৈতন্যময়ি, জাগিয়া জাগাও,
রুগ্ন ভগ্নে জয় মঙ্গলাদি মা যোগাও।
সঞ্জীবিত কর পুনঃ অমৃত সিঞ্চিয়া,
বুকে শক্তি দেও সুধাপান করাইয়া।
জীবন্মৃত পুত্রে ডাকে, জাগো একবার।
স্বয়ম্ভুর শিরে কত ঘুমাইবে আর ?

বিন্দু শক্তি. বিন্দু জ্ঞান, দেও তুমি যারে,
সেই পারে কুণ্ডলিনী, জানিতে তোমারে।
জানিয়া তোমার তেজে তেজস্বী সে হয়।
কার সাধ্য তখন সম্মুখে তার রয়।
মহোৎসাহে তখন সে হয় উৎসাহিত।
যে কর্ম্মে সে যায়, তার সিদ্ধি সুনিশ্চিত।
জ্ঞানরূপা, বুদ্ধিরূপা, বিদ্যারূপা তুমি,
জ্ঞানহীন, বুদ্ধিহীন, বিদ্যাহীন আমি।
তবু ও ভরসা, তুমি কৃপা কর যদি,
পার হ'তে পারি এই মায়া মহানদী।
—পার হ'তে পারি এই ভব মহাসিন্ধু।
পাই যদি মা তোমার কৃপা এক বিন্দু॥
নির্গলিত মধুপানে আপনা ভুলিয়া,
যে ভাবে স্বয়ম্ভু-শির বেষ্টন করিয়া,
আছ মা, সে জ্যোতির্ম্ময় আনন্দ নগরে,
দয়াময়ি! একবার দেখাও আমারে।
তোমার অদ্ভুত জ্যোতি করি দরশন,
দরশন করি জ্যোতির্ম্ময় সে ভুবন,
আর দরশন করি জ্যোতির্ম্ময় যত,
দেব দেবী সে ভুবনে রন বিরাজিত,
নিমজ্জিতে পারি যাহে আনন্দ সাগরে,
দয়াময়ি, দয়া করি, ক'র তাই মোরে।
অসম্ভব সম্ভব মা তোমার কৃপায়,
নিত্য হয় স্বয়ম্ভুবে, দেখি এ ধরায়।
যদিও অযোগ্য আমি, তব দয়া হ'লে,
মোর জন্য অসম্ভব কি আছে ভূতলে!

যদি জ্ঞান-ভক্তি আর বৈরাগ্য মা পাই,
ত্রিলোকের রাজত্ব প্রভুত্ব নাহি চাই।
দিবে কি মা, সে জ্ঞান বৈরাগ্যে অধিকার ?
ভাঙ্গিবে মায়ার স্বপ্ন 'আমিত্ব বিকার ?
যাত্রাকালে দুর্গা বলি মুদিব নয়ন।
হায় ভুলুয়ার ভাগ্যে হবে কি এমন !
বলেন মাধবদাস, "শুন মহোদয়,
কহ কুল-কুণ্ডলিনী তত্ত্ব যাহা হয়।
কোথায় সে জ্যোতির্ম্ময় নগর প্রধান,
দর্শি যাহা, আনন্দে নিমগ্ন ভক্তিমান।
কিরূপ সে কুণ্ডলিনী, কোথা তার স্থিতি,
জানি তার তত্ত্ব, নর লভে কোন্ গতি ?"
উত্তরে সন্তান ধীরে, "শুন সদাশয়,
কুল-কুণ্ডলিনী-তত্ত্ব বর্ণনীয় নয়।
সাধন-প্রভাবে তাহা বুঝিতে যে পারে,
সেই বুঝে ; অন্যে ভাল বুঝাইতে নারে।
যমাদি অষ্টাঙ্গ যোগ করিয়া সাধন,
স্থির করি বলবান সুচঞ্চল মন,
—আজ্ঞাচক্রে নিয়া মন স্থির দৃষ্টি যার,
সেই জানে কুল-কুণ্ডলিণী-সমাচার।
অযুক্ত, অজ্ঞান, আমি তাঁহার কি জানি,
এই মাত্র জানি, তিনি শক্তি সঞ্জীবনী।
জিজ্ঞাসিলে যদি, তবে তাই মাত্র বলি,
—তাই মাত্র বলি, যাহা বলান মা কালী।
দিব্য চক্ষু লভি যথা অর্জ্জুন শ্রীমান,
কৃষ্ণের বিরাট মূর্ত্তি দেখিবারে পান ;

দিব্য জ্ঞান লভি তথা রসজ্ঞ সুজন,
এ দেহের অভ্যন্তর করে দরশন।
সুদর্শন ভাবরথে করিয়া ভ্রমণ,
অভ্যন্তর দেখি হয় বিস্ময়ে মগন।

দেখে এক জ্যোতির্ম্ময় দেশ মনোহর,
তার মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় কত সরোবর।
প্রতি সরোবরে পদ্ম অতি জ্যোতির্ম্ময়,
জ্যোতির্ম্ময় দেব দেবী তার মধ্যে রয়।
দেখিয়া অদ্ভুত দেশ আনন্দে সে রহে,
সুধালেও সে আনন্দ কহিয়া না কহে।
—কৃপণ পাইলে রত্ন, করিয়া গোপন,
রহে যথা মনানন্দে, না কহি বচন !

শরীর বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত যাঁহারা,
জড়দেহ বিচারে আনন্দে মত্ত তাঁরা।
জড় তত্ত্ব ভিন্ন আছে অন্য তত্ত্ব আর,
জড়ত্বের সঙ্গে নাহি সম্বন্ধ যাহার।
সেই তত্ত্ব ভাবজ্ঞ যোগীশ মতিমান,
সুষুম্নায় প্রবেশিয়া জানিবারে পান।

কোথা মোর আশ্রয় চিন্তিয়া মনে মনে,
প্রধাবিত হন তাঁরা কেন্দ্র অন্বেষণে।
প্রথমতঃ স্থূল দেহ আশ্রয় করিয়া,
ধীরে ধীরে শক্তিতত্ত্বে প্রবেশেন গিয়া।
শক্তি-তত্ত্বে প্রবেশি আসেন জ্যোতি-তত্ত্বে।
সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দেহী হন, স্থূল দেহি সত্ত্বে।
আলোক নগরে শেষে করিয়া প্রবেশ,
হইয়া আনন্দময় হন নির্ব্বিশেষ।

কি বলিব সে আশ্চর্য্য জ্যোতির নগর,
সে নগরে জ্যোতির্ম্ময় যত সরোবর !
জ্যোতির্ম্ময় কমল তাহাতে পরকাশ,
জ্যোতির্ম্ময় মধুকর করে তথা বাস।
জ্যোতির্ম্ময় পথ ঘাট, জ্যোতির্ম্ময় নদী,
জ্যোতির প্রবাহ যথা বহে নিরবধি ;
জ্যোতির্ম্ময় সে নগরে প্রবেশে যে জন,
সমস্ত সে জ্যোতির্ম্ময় করে দরশন।
জ্যোতির্ম্ময় হয় তথা পর্ব্বত, প্রান্তর,
জ্যোতির্ম্ময় হয় তথা সাগর, নগর।
জ্যোতির্ম্ময় হয় তথা যত দেবালয় ;
জ্যোতির্ম্ময়ী তার মধ্যে দেবী সমুদয়।
জ্যোতির্ম্ময় বীজ মন্ত্রে জ্যোতির্ম্ময়াসনে,
জ্যোতির্ম্ময় পুষ্পাদিতে তথা আরাধনে।

দেহের আশ্রয় মেরুদণ্ডের মাঝারে,
ভাবের আবেশে তাঁরা পান দেখিবারে,
নাড়ী আর চক্রের অপূর্ব্ব অবস্থিতি,
যার মধ্যে কুণ্ডলিনী করে গতাগতি।

প্রথমতঃ নাড়ীতত্ত্ব এইরূপ হয়,
মেরুদণ্ড হয় স্থূল দেহের আশ্রয় :
তিন নাড়ী বিদ্যমান মেরুর অন্তরে,
বামে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা নাম ধরে।
সুষুম্না নামীয়া নাড়ী আছে মধ্যস্থলে।
সুষুম্নার মধ্যে নাড়ী, "বজ্রা" তাকে বলে।
সুষুম্নার মধ্যবর্ত্তী ছিদ্র পথ দিয়া,
মেঢ্র দেশ হ'তে শিরে গিয়াছে বাহিয়া !

এই বজ্রা-মধ্যে নাড়ী চিত্রিনী নামিয়া,
চিত্রিনীর মধ্যে ব্রহ্মনাড়ী অদ্বিতীয়া। (১)
অতঃপর ধীর মনে শুন মহোদয়,
এই সব নাড়ীর ঔজ্জ্বল্য যাহা হয়।
পূর্ণচন্দ্র সদৃশ সে ইড়ার সৌন্দর্য্য,
পিঙ্গলার বর্ণ যেন মধ্যাহ্নের সূর্য্য।
চন্দ্র সূর্য্য অগ্নিরূপা সুষুম্না উজ্জ্বলে,
বজ্রনাড়ী জ্বলন্ত প্রদীপ তুল্য জ্বলে।
স্ফুলিঙ্গ উজ্জ্বল যথা অনল হইতে,
চিত্রিনী কি ব্রহ্ম তথা চিন্তা কর চিতে।
পুনঃ শুন সপ্তপদ্ম দেহ মধ্যে রয়,
বলি অগ্রে নামতঃ সবার পরিচয়।
লিঙ্গ-নিম্নে, গুহ্য-উর্দ্ধে, অথবা দেহার,
ঠিক মধ্যস্থলে রহে পদ্ম মূলাধার।
লিঙ্গমূলে আছে পদ্ম নাম স্বাধিষ্ঠান,
মণিপুর পদ্ম নাভিমূলে বিদ্যমান।

(১) বিদ্যুন্মালাবিলাসা মুনিমনসিলসত্তন্তুরূপা,
সুষুম্না শুদ্ধজ্ঞান প্রবোধা সকল সুখময়ী।
শুদ্ধ ভাব-স্বভাবা ব্রহ্মদ্বারং তদাস্যে
প্রবিলসতি সুধাসার রম্য প্রদেশং গ্রন্থিস্থানং
তদেতৎ বদনমিতি সুষুম্নাখ্য নড্ডালপন্তি॥

ব্রহ্মনাড়ী বিদ্যুন্মালার মত উজ্জ্বলা, মুনিগণের হৃদয়ে সূক্ষ্মতম যজ্ঞসূত্রের ন্যায় প্রকাশমানা এবং বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সর্ব্বপ্রকার শুদ্ধভাব বিশিষ্টা সর্ব্ব সুখময়ী। [যিনি এই ব্রহ্মনাড়ীতে মন দিয়া একাগ্র চিত্ত হন তিনি সর্ব্বপ্রকার সুখ ও আত্মজ্ঞান-লাভে কৃতার্থ হন। ব্রহ্মনাড়ীর বদনে ব্রহ্মানন্দের দ্বার। সেই বদন বিবর হইতে নিরন্তর অমৃত ধারা ক্ষরিত হইতেছে তথায় এক রম্যস্থান আছে, ঐ স্থানকে সুষুম্নার বদন বা উভয় নাড়ীর গ্রন্থি স্থান বলে।

হৃদয়ে যে পদ্ম রহে অনাহত নাম,
বিশুদ্ধ পদ্মের হয় কণ্ঠমূলে ধাম।
ভ্রূযুগলমধ্যে পদ্ম বিরাজে দ্বিদল,
মস্তকে বিরাজে পদ্ম সহস্র কমল॥
যথাশক্তি কহি এবে সবার প্রকৃতি,
—অনুভবে বুঝ, মোর না আছে শকতি।
মূলাধার হ'তে হয় সুষুম্না উদিত,
মস্তক পর্য্যন্ত শেষে হয় প্রবাহিত।
ধুস্তুর কুসুম তুল্য শিরোভাগ তার,
তাহার উপরে পদ্ম নাম সহস্রার।
সুষুম্নার মধ্যে বজ্রা; চিত্রিনী বজ্রার
মধ্যে রহে; কহি সে চিত্রিনী সমাচার।
আদি, অন্ত, মধ্য, তার প্রণব-বেষ্টিত,
—কিম্বা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবে নিত্য সমাবৃত।
যোগীন্দ্রের যোগগম্য এই নাড়ী হয়,
ইহার যা তত্ত্ব কথা নিত্যানন্দময়।
ছয় পদ্ম ভেদি ইহা উর্দ্ধে উঠি যায়,
অভ্যন্তরে ব্রহ্মনাড়ী সহস্রারে পায়।
আধারে হরের মুখবিবর হইতে,
ব্রহ্মনাড়ী উঠি পশে সহস্রদলেতে।
ত্রিশক্তির সমাহার আদ্যাশক্তি বলে
মহাশক্তি সমন্বিতা এ নাড়ীকে বলে।
ইথে চিত্ত সংযোগ করিয়া যোগিগণ,
সুষুম্নাকে কম্পিতা করেন অনুক্ষণ;
সুষুম্না কম্পনে ঘটে আনন্দ অপার;
কলেবর উচ্ছ্বসিত হয় বার বার।

সুষুম্নার মুখে লগ্ন পদ্ম মুলাধার,
*শোণ বর্ণ চারি দল অধোমুখ তার।
চারিদলে ব, শ, স, ষ, এই চারিবর্ণ,
—বর্ণ-জ্যোতি ? —যেন বিগলিত তপ্ত স্বর্ণ! (১)
মুলাধার পদ্মমধ্যে পৃথ্বীচক্র আছে,
দীপ্তিশালী চতুষ্কোন—কহি তব কাছে। (২)
শূলাষ্টক দ্বারা উহা পরিবৃত হয়,
কোমলাঙ্গ পীতবর্ণ বিদ্যুতের প্রায়।
চক্রমধ্যে পৃথ্বীবীজ লং মন্ত্র রহে,
তার অধিষ্ঠাত্রী মূর্ত্তি এইরূপ কহে। (৩)

[*] শোণবর্ণ—শোণ কুসুমের বর্ণ—গলিত সোনার বর্ণ।

১। আধারপদ্মং সুষুম্নাস্যলগ্নং
ধ্বজাধোগুদোর্দ্ধং চতুঃশোণপত্রং।
অধোবক্ত্র মুদ্যৎ সুবর্ণাভবর্ণৈঃ
বকারাদি সান্তৈর্যুতং বেদবর্ণৈঃ ॥

লিঙ্গের নিম্ন, গুহ্যের উর্দ্ধে, অথবা লিঙ্গ ও গুহ্য উভয়ের ঠিক মধ্যস্থলে, মেরুদণ্ডের ঠিক নিম্নে, সুষুম্নার মুখে সংলগ্ন আধার পদ্ম আছে। ঐ পদ্ম কুণ্ডলিনী শক্তির আধার বলিয়া মুলাধার নামে কথিত হয়। মুলাধার স্বর্ণবর্ণ, এবং ব, শ, স, ষ, বর্ণাত্মক শোণবর্ণ চতুর্দ্দলযুক্ত, ও অধোমুখে বিকসিত।

২। অমুষ্মিন্ ধরায়াশ্চতুষ্কোন চক্রং
সমুদ্ভাসি শূলাষ্টকৈরাবৃতন্তৎ।
লসৎ পীতবর্ণং তড়িৎকোমলাঙ্গং
তদন্তঃ সমাস্তে ধরায়া স্ববীজং ॥

উক্ত চতুর্দ্দলযুক্ত মুলাধার পদ্মমধ্যে, উদ্দীপ্ত অষ্ট সংখ্যক শূলদ্বারা অষ্টদিক বেষ্টিত, বিদ্যুতের ন্যায় পীতবর্ণ অথচ কোমলাঙ্গ বিশিষ্ট চতুষ্কোন পৃথ্বীচক্র আছে। (শরীর রক্ষক বীর্য্যাশ্রয় "ওজ" নামক সূক্ষ্ম পদার্থের স্থান পৃথ্বীচক্র)॥

৩। চতুর্ব্বাহুভূষং গজেন্দ্রাদিরূঢ়ং
তদঙ্কে নবীনার্কতুল্যপ্রকাশং।

চতুর্ভুজ বিবিধ ভূষণে বিভূষিত,
ইন্দ্রতুল্য ঐরাবত পৃষ্ঠে নিবসিত।
ঐ বীজ কোলে শিশু অরুণ সমান,
সৃষ্টিকর্ত্তা, বেদবাহু-ব্রহ্মা, তার নাম।
তাঁর মুখ-পদ্মশোভা চরিবেদ হয়,
সালঙ্কারা লক্ষ্মীর কান্তিতে কান্তিময়।
এই চক্রমধ্যে এক দেবী অবস্থিতা,
সমুজ্জ্বলা, চারিবেদবাহু সমন্বিতা।
ডাকিনী তাঁহার নাম; কোটী সূর্য্য জিনি,
দীপ্তিমতী শুদ্ধ বুদ্ধি বহন-কারিনী।
সুনির্ম্মল শিশু বুদ্ধি ব্রহ্মে তিন শক্তি
ধ্যানযোগে প্রার্থে যোগী যার অনুরক্তি ॥ (১)
বজ্রানাড়ী মূলাধারে লগ্ন কর্ণিকায়,
লগ্ন-স্থানে ধ্যানে এক যন্ত্র দেখা যায়,

শিশুং সৃষ্টিকারীং লসদ্বেদবাহুং—
মুখাম্ভোজ লক্ষ্মীশ্চতুর্ভাগবেদং ॥

পৃথীচক্রে যে বিশ্ববীজ বিরাজমান, তিনি নানা ভূষণ ভূষিত, চতুর্ভুজ, ঐরাবতবাহন, এবং তাহার কোলে বালকারুণের ন্যায় প্রভাযুক্ত এক শিশু ব্রহ্মা আছেন। তিনিও চতুর্ভুজ, তাঁহার হস্তে ঋক, যজু, সাম, অথর্ব্ব, এই চারিবেদ এবং তাঁহার মুখপদ্ম লক্ষ্মী দেবী ও চতুর্ভাগ বেদ প্রভায় কান্তিযুক্ত।

১। বসেদত্র দেবী চ ডাকিন্যভিখ্যা
লসদ্বেদবাহূজ্জ্বলা রক্ত নেত্রা।
সমানোদিতানেক-সূর্য্যপ্রকাশা
প্রকাশং বহন্তি সদা শুদ্ধবুদ্ধিঃ ॥

পূর্ব্বোক্ত চতুষ্কোণ পৃথীচক্র মধ্যে ডাকিনী নাম্নী এক দেবী বাস করেন। তিনি বেদবাহু এবং উজ্জ্বলা রক্ত-নেত্রা। তিনি সমকালোদিত বহু সূর্য্য কিরণের ন্যায় প্রভাশালিনী। তিনি শুদ্ধ বুদ্ধি বহন-কারিনী। (এবং যোগিগণের জ্ঞানগম্যা)।

ত্রৈপুর তাহার নাম বিদ্যুতের মত
দীপ্তিমান, মনোরম দর্শনে সতত। (১)
আকারে ত্রিকোণ যন্ত্র বিলাসের স্থান,
কন্দর্প নামক বায়ু যাহে বহমান।
জীবাত্মার ঈশ্বর সে পবন-প্রধান,
রক্তবর্ণ কোটী সূর্য্যসম তেজস্বান।
উক্ত যন্ত্রে লিঙ্গরূপী স্বয়ম্ভু মহেশ
অধোমুখে ; মূল যার ব্রহ্মরন্ধ্র দেশ।
(ব্রহ্মনাড়ী মধ্যে ব্রহ্মরন্ধ্র বিদ্যমান,
সহস্রার হ'তে সুধা যাহে বহমান।)
এই সুধা নির্গলিত স্বয়ম্ভু-বদনে,
কুলকুণ্ডলিনী মুখ যাহা আবরণে।

স্বয়ম্ভু কেমন শুন—

জাম্বুনদ হেম তুল্য কোমল, বরণে
রক্তিম পল্লব, নব ইন্দুকান্তি সনে।
স্রোতের আবর্ত্ততুল্য হন গোলাকার,
ত্রিভুবন পূজ্য সর্ব্বরসের ভাণ্ডার।

১। বজ্রাখ্যা বক্ত্রদেশে বিলসতি কর্ণিকা মধ্যে সংস্থং
কোণং তত্ত্রৈপুরাখ্যং তড়িদিব বিলসৎ কোমলং কামরূপং।
কন্দর্প নাম বায়ু বিলসতি সততং তস্যমধ্যে সমন্তাৎ
জীবেশ-বন্ধু-জীবপ্রকারমভিহসন্ কোটী সূর্য্য প্রকাশঃ

বজ্র নাড়ীর মুখে বিদ্যুৎ সদৃশ জ্যোতি বিশিষ্ট এক ত্রিকোণ যন্ত্র আছে। ঐ যন্ত্রের কর্ণিকা কামরূপীর পীঠের মত। সেই কর্ণিকা মধ্যে ত্রিপুরাসুন্দরী অবস্থান করেন। ঐ যন্ত্রে কন্দর্প নামক বায়ু ইচ্ছামত সর্ব্বাবয়বে বিচরণ করে। জীবাত্মার অধীশ্বর সেই কন্দর্প বান্ধুলী ফুলের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট, ও হাস্যমান, এবং কোটী সূর্য্যতুল্য দীপ্তিমান।

কাশীধাম পরায়ণ বিলাসী-ভূষণ,
তত্ত্বজ্ঞান ধ্যানের গোচর মাত্র হন। (১)

এ লিঙ্গের শিরোদেশে বিশ্ববিমোহিনী,
মৃণালের তন্তুসমা অতি সূক্ষ্মা যিনি,
শোভনা সর্পিণীরূপা, সর্বেশ্বর জিনি,
মহা মহা শক্তিমতী কুল-কুণ্ডলিনী।

সার্দ্ধ ত্রিবেষ্টনে বেষ্টি আনন্দে মগনা,
আনন্দে আপনহারা মুদিত-নয়না।
বদন ব্যাদানে ঢাকি লিঙ্গ ব্রহ্মদ্বার,
ব্রহ্মনাড়ী নির্গলিত অমৃতের ধার
পানরতা ধ্যানের গোচরা মহামায়া
কি বলিব তাহার কি অনুপম কায়া!
শঙ্খের আবর্ত্ত তুল্য বেষ্টনে বেষ্টিতা,
প্রজ্জ্বলিত দীপ্তিশ্রেণী যেন সুসজ্জিতা।
নবঘন-সৌদামিনী তুল্য শোভমানা,
অনুপমা সর্পীসমা অরুণ বরণা।
মহারাস মাধুর্য্যে বেষ্টিয়া স্বয়ম্ভুকে,
মধু-নির্গলন-মুখে মুখ রাখি সুখে,

(১) তন্মধ্যে লিঙ্গরূপী দ্রুত কণক কলা কোমল পশ্চিমাস্য
জ্ঞান ধ্যান প্রকাশ প্রথম বিশলয় কামরূপ স্বয়ম্ভুঃ।
উদ্যৎ পূর্ণেন্দু বিম্ব প্রকর করচয় স্নিগ্ধ সন্তানহাসী
কাশীবাসী বিলাসী বিলসতি সরিদাবর্ত্তরূপ প্রকাশঃ ॥

উক্ত ত্রিকোণ যন্ত্রে একলিঙ্গরূপী মহাদেব আছেন। তিনি পশ্চিমাস্য ও বিলাস-রত। তিনি গলিত কাঞ্চনের ন্যায় কোমল-কলেবর ও জ্ঞান ধ্যানের বোধগম্য। তিনি নবপল্লবের মত রক্তবর্ণ ও শরচ্চন্দ্রের মত স্নিগ্ধোজ্জ্বল এবং হাস্যযুক্ত। তিনি কাশীবাসরত, আনন্দময় এবং নদীর আবর্ত্তের মত গোলাকার দেহধারী।

যোগিগণ জ্ঞানগম্যা আনন্দ-রূপিণী,
নিদ্রিতা সে মনোহরা কুলকুণ্ডলিনী। (১)

সঞ্জীবনী এই শক্তি কুলকুণ্ডলিনী,
মূলাধারে বাস করে দিবস যামিনী।
কোমল প্রবন্ধ কাব্য রচনা সকল
বিষয়ে ভেদাতি-ভেদ ক্রমের কৌশল,
অবলম্বি মত্তমধু গুঞ্জনের মত,
মধুর কূজনে নিমগনা অবিরত।

সে কূজন যার কর্ণে পরবেশ করে,
শব্দ তত্ত্বে অধীশ্বর সে হয় ভূপরে।
অন্তরে বাহিরে শব্দ ঘটে যা যখন,
সমস্ত শুনিতে পারে তাহার শ্রবণ।
প্রণবের যে ঝঙ্কার চলে চরাচরে,
পশে তাহা সদা তার শ্রবণ বিবরে।
দৃষ্টি তার স্থির, তার অন্তর সুস্থির,
—সুস্থির সর্ব্বদা যেন স্থির সিন্ধুনীর।
স্থির তার বাক্য কার্য্য, স্থির তার গতি,
স্থির সত্যে দৃঢ়তায় সদা তার মতি।

---

(১) তদূৰ্দ্ধে বিষতন্তু সোদর লসৎ সূক্ষ্মা জগন্মোহিনী,
ব্রহ্মদ্বার মুখং মুখেন মধুরং সাচ্ছাদয়ন্তি স্বয়ং।
শঙ্খাবর্ত্ত নিভা নবীন্ চপলামালা বিলাসাস্পদা,
সুপ্তা সর্পীসমা শিরোপরিলসৎ সার্দ্ধ ত্রিবৃত্তাকৃতি ॥

সেই লিঙ্গরূপী স্বয়ম্ভুশিরে মৃণালতন্তু সদৃশ অতি সূক্ষ্মা কুলকুণ্ডলিনী সার্দ্ধ ত্রিবেষ্টনে নিদ্রিতা সর্পিণীর ন্যায় শোভমানা। দর্শনে বোধ হয় যেন নবীন জলধরে বিদ্যুন্মালা ক্রীড়া করিতেছে। কুলকুণ্ডলিনীর বেষ্টন শঙ্খের আবর্ত্তের মত। কুলকুণ্ডলিনী জগন্মোহিনী। তিনি বদন বিস্তার করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রের অমৃতক্ষরণ দ্বারকে আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন। এবং সেই নির্গলিত মধুরামৃত পান করিতেছেন। তিনি মধুপানে আমোদ বিহ্বলা।

কি কহিব, সে বড় সাধক ভাগ্যবান,
যে পায় সাধনে সেই কূজন-সন্ধান।
বিদ্যুৎ স্বরূপা এই কুলকুণ্ডলিনী,
শ্বাসোচ্ছাস বিবর্ত্তে যা দিবস যামিনী।
জীবের জীবন রক্ষা করেন সতত,
অথবা জীবের তিনি জীবন মূলতঃ।
তাঁহাকে করিতে বাধ্য সাধ্য যে জনার,
কালের তরঙ্গ শান্ত নিকটে তাহার॥ (১)
ক্ষুদ্র কি বৃহৎ জ্ঞান বিধান-কারিণী,
যে শক্তি, তাহার স্থান কুলকুণ্ডলিনী।
জীবে নিত্য পরানন্দ প্রদানকারিণী
যে শক্তি, আশ্রয় তার কুলকুণ্ডলিনী।
উজ্জ্বল পরম কলা ত্রিগুণরূপিণী
যে শক্তি, তাঁহার গৃহ কুলকুণ্ডলিনী।
আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত যাহা কিছু গণ্য,
উদ্ভাসিত মাত্র কুলকুণ্ডলিনী জন্য।
যত দেবশক্তি তিনি সবার আশ্রয়,
তিনি ভিন্ন বিশ্বে কিছু ভবনীয় নয়।

---

(১) কূজন্তি কুলকুণ্ডলিনী চ মধুরং মত্তালিমালাস্ফুটং
বাচঃ কোমল কাব্য রচনা ভেদাতিভেদ ক্রমৈঃ।
শ্বাসোচ্ছ্বাস বিবর্ত্তেন জগতাং জীব যথা ধার্য্যতে
সামূলাম্বুজ গহ্বরে বিলসতি প্রোদ্দামদীপ্তাবলী॥

মধুপানে বিহ্বল মধুকরগণের কূজনের মত কুলকুণ্ডলিনী কূজন করেন। শ্রুতিমধুর সুকোমল কাব্যের যে ভেদাভেদ ক্রম আছে, তাহা দ্বারা অন্বিত তাঁহার সেই কূজন ধ্বনি। তাঁহার শ্বাস প্রশ্বাস বিভাগ দ্বারা ত্রিজগতের জীবগণের জীবন রক্ষিত হয়। সেই ভুবন-মোহিনী কুলকুণ্ডলিনী মূলাধার পদ্মের গহ্বরে অবস্থান করেন। সম্যক প্রকারে প্রজ্জ্বলিত আলোকমালায় তিনি শোভমানা।

পরাৎপরা পরম বিজয়ে সুশোভিতা,
কুলকুণ্ডলিনী মহা মহিমা-অন্বিতা। (১)
মূলাধার কমলের মধ্যে অবস্থিতা,
ত্রিকোণ যন্ত্রের গুহা মধ্যে সুশোভিতা,
শত সূর্য্যসম দীপ্তিমতী অনুক্ষণ,
সেই কুলকুণ্ডলিনী তত্ত্ব যেই জন,
দিব্যজ্ঞানে দর্শি করে অবিরত ধ্যান,
বৃহস্পতি তুল্য সেই মনুষ্য মহান।
সর্ব্ব শাস্ত্রবেত্তা যদি হয় কোন জন,
অদ্বিতীয়, সর্ব্ববাদী প্রসংশা-ভাজন,
হয় সর্ব্ব তত্ত্ববেত্তা, হয় শুদ্ধজ্ঞানী,
সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্ত, বহুমানে মানী।
কবীশ্বর হয় যদি, হয় স্বরস্বতী,
সন্ন্যাসীর শিরোমণি, অনাসক্ত অতি,
তা হইলে যে আনন্দ তাহার অন্তরে,
কুণ্ডলিনী-বেত্তা তাহা নিত্য ভোগ করে।
কুলকুণ্ডলিনী ধ্যানে চিত্ত স্থির যার,
এ বিশ্বে অসাধ্য কর্ম্ম কিবা আছে তার।

(১) তন্মধ্যে পরমাকলাতিকুশলা সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মাপরা,
নিত্যানন্দা পরম্পরাতি চপলামালালসদ্দীধিতিঃ।
ব্রহ্মাণ্ডাদি কটাহমেব সকলং যদ্ভাসয়া ভাসতে
সেয়ং শ্রীপরমেশ্বরী বিজয়তে নিত্য প্রবোধয়তে ॥

সেই কুলকুণ্ডলিনীর অভ্যন্তরে অতিশয় সূক্ষ্মতমা যে পরমাকলা আছেন—ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি আছেন তিনি চপলামালার ন্যায় অত্যুজ্জ্বলা। নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার কিরণে কটাহের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে। তত্ত্বজ্ঞগণের জ্ঞানদায়িনী স্বরূপা (অথবা জ্ঞানোদয় স্বরূপা) তিনিই শ্রীশ্রীপরমেশ্বরী। তিনি জয়যুক্তা হউন।

দুর্নিগ্রহ সুচঞ্চল মন জয়ে যার,
বাঞ্ছা আছে, কুণ্ডলিনী ধ্যান শ্রেয় তার।”
বলেন মাধবদাস, “অন্য পদ্ম যত,
সকলের বিবরণ কহ সংক্ষেপতঃ ”।
উত্তরে সন্তান, “লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান,
ষড়দল চিত্রিনীতে তার বাসস্থান,
বিন্দুযুক্ত বঁ, ভঁ, মঁ, যঁ, রঁ, লঁ, এই ছয়
স্বাধিষ্ঠানে ষড়দলে বিরাজিত রয়।
এই পদ্ম মধ্যে আছে অর্দ্ধচন্দ্রাকার,
শুভ্রাভ বরুণ চক্র অপূর্ব্ব প্রকার।
নির্ম্মল শারদ চন্দ্র তুল্য সুশোভন,
আছে বীজ বরুণ “বং” মকর বাহন।
বীজাধার বরুণদেব কোলে নীলবর্ণ,
পীতাম্বরধারী নব যৌবনসম্পন্ন,
শ্রীবৎস কৌস্তুভমনি বিভূষিত-কায়
দেব দেব নারায়ণে দেখ মহাশয়।
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি হন এই নারায়ণ,
যাঁহার স্মরণে হয় অভীষ্ট পূরণ।
এ মহা বরুণ চক্রে শক্তি শ্রীরাকিণী,
নীলপদ্ম সম কান্তি নানাস্ত্র-ধারিণী।
সর্ব্বদা উন্মত্ত-চিত্তা রত্ন-বিজড়িতা,
চতুর্ভুজা হন তিনি সুমহিমান্বিতা।
স্বাধিষ্ঠান পদ্ম ঊর্দ্ধে নাভি পদ্মস্থলে,
আছে এক পদ্ম বিনির্ম্মিত দশদলে।
“ড” হইতে “ফ” পর্য্যন্ত বিন্দুযুক্ত করি,
দশবর্ণ রহে তার দশ দলোপরি ;

নীলবর্ণ পদ্ম, নীল দশবর্ণ তার
মণিপুর পদ্ম তাহা মাধুর্য্য ভাণ্ডার।
অগ্নির ত্রিকোণ কুণ্ড আছে এ কমলে,
নব ভানুতুল্য প্রভা অভ্যন্তরে জ্বলে।
কুণ্ডের বাহিরে দ্বারত্রয় সুশোভিত,
বহ্নিবীজ "রং" সেই কুণ্ডে সংস্থিত।
এই বহ্নিবীজপতি মেষের বাহনে,
চতুর্ভুজ নবভানু সমান বরণে।
বীজক্রোড়ে রক্তবর্ণ বৃদ্ধ ত্রিলোচন,
সৃষ্টি-সংহারক, অঙ্গে বিভূতি-ভূষণ।
জীবে শিবদাতা রুদ্রমূর্ত্তি মহাকাল,
বরাভয় হস্তে তার শোভে সর্ব্বকাল।
চতুর্ভুজা লাকিনী মঙ্গল-বিধায়িনী,
মণিপুর পদ্মে শক্তি শ্যামাস্বরূপিণী।
পীতাম্বরা বিভূষিতা বিবিধ ভূষণে
সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্তা জানে যোগিগণে।

হৃদয়ে সে অনাহত পদ্মের বসতি,
বন্ধুক কুসুম তুল্য সমুজ্জ্বল অতি।
উজ্জ্বল দ্বাদশদল-পদ্ম ইহা হয়,
"ক" হইতে "ঠ" পর্য্যন্ত বর্ণ শোভাময়।
ষঠ্‌কোণ চক্র এই পদ্মে বিরাজিত,
বায়ুবীজ "যং" তার মধ্যে সুশোভিত।
ধূম্রবর্ণ বীজ ইহা মাধুর্য্য-বিশিষ্ট,
চতুর্ভুজ, কৃষ্ণসারারূঢ়, সুগরীষ্ঠ।
ষঠ্‌কোণে চিন্তনীয় শ্বেতবর্ণ শিব,
নিত্যাভয় প্রাপ্ত যায় ব্রহ্মাণ্ডের জীব।

এই পদ্মে শক্তি শিবদায়িনী কাকিনী,
পীতবর্ণা, যেন সুবিমলা সৌদামিনী।
চতুর্ভুজা, অস্থিমালা ধারিণী তারিণী,
অভয়-খট্টাঙ্গ-পাশ-কপাল-ধারিণী।

এই পদ্ম কর্ণিকায় কল্যাণ-দায়িনী,
আছে শক্তি অধিষ্ঠিতা ত্রিকোণ নামিনী,
তার মধ্যে বাণ নামে শিবলিঙ্গ আছে,
শিরোদেশে অর্দ্ধচন্দ্র শোভা বিস্তারিছে।
নির্ব্বাত প্রদীপ-শিখা তুল্য জীবাত্মায়,
এই অনাহত পদ্ম নিত্য শোভা পায়।
ক্রীড়াশীল শিবের ইহাই বাসস্থান,
যোগী হ'য়ে জ্ঞান তত্ত্ব স্থির করি প্রাণ॥

কণ্ঠে পদ্ম বিশুদ্ধ, ষোড়শ দল তার,
অকারাদি ষোলস্বর তায় অলঙ্কার।
ধূম্রবর্ণ সর্ব্বদল ; পূর্ণচন্দ্র সম,
বৃত্তাকারাকাশ তাহে বর্ত্তে অনুপম।
ঐ আকাশ-চক্র-ক্রোড়ে আছে সদাশিব,
ত্রিলোচন, পঞ্চানন, দশবাহু শিব।
পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম গৌরীর অর্দ্ধাঙ্গ,
চিন্তিলে যাহাকে হয় ত্রিতাপের সাঙ্গ।

ভ্রূযুগল মধ্যস্থলে আজ্ঞাপদ্ম রহে,
দ্বিদলবিশিষ্ট, তাকে ধ্যান স্থান কহে।
দলদ্বয়ে বিন্দুযুক্ত হ, ক্ষ, দ্বি অক্ষর,
সুবিমল শুভ্রবর্ণ যেন সুধাকর।

পদ্মমধ্যে শক্তি ষড়াননা শ্রীহাকিনী,
বিদ্যা-মুদ্রা-কপাল-ডমরু-মালা-পাণি,

চতুষ্পাণি চারি হস্তে এই চারি রহে,
হাকিনীকে সর্ব্বদা বিমলচিত্তা কহে ॥

আজ্ঞাপদ্ম অভ্যন্তরে রহে সূক্ষ্ম মন,
যোনিরূপা কর্ণিকাতে শিবালিঙ্গ রন।
ইতর তাহার নাম, বিদ্যুতের মত
উদ্ভাসিত; ব্রহ্মজ্ঞান প্রদানে সতত।
বেদাদির প্রণব তাহাতে রহিয়াছে,
এ সকলই দর্শনীয় ভাবজ্ঞের কাছে।

এই আজ্ঞাপদ্মে অন্তশ্চক্রের অন্তরে,
জ্রর উর্দ্ধে জ্ঞান, জ্ঞেয় আত্মা বাস করে।
এই অন্তরাত্মা দীপ শিখার সমান,
ওঙ্কার-আত্মক, তত্ত্ব জানে জ্ঞানবান।
ওঙ্কারের উর্দ্ধভাগে অর্দ্ধচন্দ্র শোভে,
তদূর্দ্ধে "ম" বিন্দু যেন পূর্ণচন্দ্র লভে।
"ম"কারের অগ্রভাগে বলরাম সম
—শ্বেত ইন্দুসম—নাদ লিঙ্গ অনুপম।

পরম আনন্দময় আজ্ঞাপদ্মে মন,
বিলীন করিতে যোগী করে আরাধন।
পরম গুরুর শ্রীচরণে ভক্তিভরে,
নিরালম্ব মুদ্রাজ্ঞান ত্বরে লাভ করে।
তার পরে আত্মজ্যোতি করে দরশন,
অখিল ব্রহ্মাণ্ড আত্ম স্বরূপে তখন।
আজ্ঞাপদ্মে দৃষ্টি রাখি যে ত্যজে জীবন,
ব্রহ্মে ব্রহ্ম মিশি মুক্ত হয় সেই জন।

অন্তরাত্মা যেই স্থানে অবস্থিত রয়,
তরুণ তপন তুল্য তাহা জ্যোতির্ম্ময়।

সহস্রার হ'তে উহা হইয়া বাহির,
পৃথ্বীচক্রে প্রবেশিয়া রহিয়াছে স্থির।
পরব্রহ্ম অব্যয় ঈশ্বরে ওই স্থানে,
নিরখিতে পায় যোগী স্থিরচিত্তে ধ্যানে।
 দ্বিদল পদ্মের ঊর্দ্ধে নাদ লিঙ্গ আছে,
নিত্য বরাভয় নাদ দুহাতে দিতেছে।
সে নাদের অর্দ্ধ দুর্গা ষঠ্চক্রে বলে
বায়ুব লয়ের স্থান সেই ঊর্দ্ধস্থলে।
 সাধনা প্রভাবে আর শ্রীগুরু কৃপায়
সিদ্ধযোগী তথা শিবদুর্গা দেখা পায়।
—বৈষ্ণব সাধকে তথা রাধাকৃষ্ণ দেখে—
বাক্-সিদ্ধি ঘটে তার ষট্চক্রে লেখে।
 নাদ লিঙ্গ দানিলাম পরিচয় যার,
বিরাজে শঙ্খিনী নাড়ী আরো ঊর্দ্ধে তার।
শঙ্খিনীর মস্তকে যে শূন্যাকার স্থান,
সেই স্থানে আছে এক শক্তি বিদ্যমান।
সে শক্তির অধোভাগে পদ্ম সহস্রার,
গণিলে দেখিবে দশশত দল তার।
—শুভ্রবর্ণ শারদীয় পূর্ণ ইন্দু সম,
অধোমুখে বিকসিত অতি মনোরম,
সেই দশ শত দল, শুন মহোদয়,
কেশর সকল হয় নব ভানুময়;
অকারাদি পঞ্চাশৎ বর্ণাত্মক তারা,
—অরুণ-আতপে যেন হীরকের তারা!
 ত্রিভুবন জননী পরম গোপনীয়া,
জীবের জীবন, সর্ব্বলোক বরণীয়া,

বাস করে সেই স্থানে,
যোগীন্দ্রেরা তত্ত্বে জানে।
সে প্রচ্ছন্না শক্তি মধ্যে পরানন্দময়,
যোগিগণ জ্ঞানগম্য শিবস্থান রয়।
কেহ কহে ব্রহ্মপদ, কেহ বিষ্ণুধাম,
বিচক্ষণ হংসে কহে, তাহা আত্মারাম।
সুশীল সাধক যোগ তন্ত্রাদি শিখিয়া,
অষ্টাঙ্গ যমাদি ধীরে সাধন করিয়া,
লভিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞান সংযত মানসে,
দেবদেব শ্রীগুরুর পার্শ্বে আসি বসে।
মোক্ষের সোপান এই ষঠ্‌ চক্র-ক্রম,
সে পারে জানিতে, যথাবিধানে, উত্তম।
সাধক হুঙ্কার বীজ আশ্রয় করিয়া,
তেজ বায়ু আক্রমেন ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া,
মূলাধারে স্থিতা কুলকুণ্ডলিনা মায়,
ভেদিয়া স্বয়ম্ভু লিঙ্গ আনিবে মাথায়
সহস্রদল-কমলে বসাইয়া তাঁরে,
করিবে নির্ম্মল চিন্তা হৃদয়-মাঝারে।

• চিন্তা কর তন্তুরূপা কুলকুণ্ডলিনী,
বিশুদ্ধ-স্বভাবা, বিদ্যুদ্দাম-বিলাসিনী ;
চিন্তা কর মূলাধারে স্বয়ম্ভু মহান,
দ্বিদলে ইতর, অনাহতে স্থিত, বাণ,
আর ব্রহ্মনাড়ী তত্ত্ব, আর ষঠ্‌ পদ্ম,
সহস্রদল কমল অমৃতের সদ্ম,
জপ কর কালী কুলকুণ্ডলিনী নাম,
চিন্তা কর তাঁয়, যিনি সর্ব্বরস-ধাম।

চিন্তা কর অলক্তাভ পরামৃত পানে,
কি ভাবে সে কুণ্ডলিনী সহস্রার ধামে,
পূর্ণানন্দ বিথারিয়া, নামি আরবার,
শয়নে স্বয়ম্ভু শিরে, পশে মূলাধার।

চিন্তা কর এই ক্ষুদ্র দেহে কি প্রকাণ্ড,
সুসজ্জিত আছে এক অদ্ভুত ব্রহ্মাণ্ড।
দিবারাত্রি সে ব্রহ্মাণ্ড রহে জ্যোতির্ম্ময়,
—অন্ধের নিকটে মাত্র অন্ধকারে রয়!
চিন্তা কর সুষুম্নার আশ্চর্য্য ব্যাপার,
চিন্ত দেহে কি আশ্চর্য্য জ্যোতির বাজার।
ভাবিতে ভাবিতে ভাবরাজ্যে প্রবেশিবে,
কালী কুলকুণ্ডলিনী দেখিতে পারিবে।"
বলেন মাধবদাস, "তত্ত্ব শুনিলাম,
যার যত শক্তি, সেই তত বুঝিলাম।
বুঝিলাম, ভাবতত্ত্বে করিলে গমন,
তাহাতেও সংযমের নিত্য প্রয়োজন;

যাহা কিছু বল তুমি নিত্য আসি হেথা,
এ কথা সে কথা বলি বল নীতিকথা।
'সংযম যে সর্ব্বোপরি নিত্য প্রয়োজন,'
তোমার সিদ্ধান্তে তাই বুঝে মোর মন।"

ব্রহ্মচারী নিত্যানন্দ বলেন, "তাহাই
সংযমের কথা, যদি তত্ত্বে নাহি পাই,
স্বভাব চরিত্র যদি সাধকে হারায়,
অমৃত খাইতে বসি গোবর সে খায়!

শয়নে—শয়ন করে।

সুকঠিন ষঠ্ চক্র তত্ত্বের বিচার,
অসংযমে সমুঝিতে সাধ্য আছে কার !
সংযমের কথাই ত চাহি আলোচনা,
অসংযমে কোন শান্তি সিদ্ধি ঘটিবে না।"

বলেন কেশবানন্দ, "শুন মহাত্মন্,
করিলে যা কুণ্ডলিনী তত্ত্ব আলোচন,
সাধারণ পক্ষে ইহা অবোধ্য বিষয়,
বিশেষতঃ মোর পক্ষে বোধগম্য নয়।
নিত্য শুনি সরস ভক্তির আলোচন,
সরস সুধায় সিক্ত হয়েছে শ্রবণ।
কাঠিন্য শুনিতে কর্ণ যেন বাধা পায়
সহজ ভক্তির গান শুনিবারে চায়।"

উত্তরে সন্তান, "সত্য তোমার বচন,
কাঠিন্যেও পায় রস কোন কোন জন।
কঠিন খর্জ্জুর বৃক্ষ কৌশলে কাটিয়া,
মিষ্ট রস পান করে আনন্দে বসিযা।
ইক্ষু নিঙড়িয়া রস করে আকর্ষণ,
রস হ'তে করে ক্রমে মিশ্রী উৎপাদন।
কঠিন প্রস্তর ভূমি খনন করিযা,
পান করে সুশীতল বারি উঠাইয়া।
তপস্যা কঠিন কর্ম্ম, মন আছে যার,
সে কঠিন কর্ম্ম হয় সহজ তাহার।

বলেন শ্রীপূর্ণানন্দ মধুর হাসিয়া,
"কুলকুণ্ডলিনী তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া,
নির্ম্মল আনন্দ রসে নিমজিল মন,
এবে ইচ্ছি শুনিবারে তাঁর সংকীর্ত্তন।"

প্রণমি সন্তান তবে করে সংকীর্ত্তন,
—সংকীর্ত্তন ভিন্ন কোথা অমৃত বর্ষণ !

খাম্বাজ—চৌতাল।

কে রে ও পূর্ণচন্দ্রবদনা, আধারে শম্ভু-শির শোভিনী।
কভু ও ব্রহ্মরন্ধ্র বাহিয়া নাদ-শিখরে নৃত্যকারিণী ॥
শম্ভু-বদনে বদন অর্পি, সর্পিণী-রূপা-মধুপায়িনী।
মধুর ভাবে, ঘুমের ঘোরে, আপনা ভুলি সুখ-শায়িনী ॥
আপনি ঘুমায় আপনি জাগে, আপনি চলে উরচারিণী।
চন্দ্র সূর্য্য বহ্নি প্রদীপে গমন-পথ তম-নাশিনী ॥
ভাবে নিরখি ভুলুয়া ভণে, ঐ অনুভব-তনু-ধারিণী।
শঙ্কর-উরচারিণী কালী আধারে কুলকুণ্ডলিনী ॥

শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী।

পঞ্চম দিন

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভক্তেশি, ভক্তলোকেশি, প্রেমভক্তি স্বরূপিনি,
সত্যময়ি, নারায়ণি, জগদ্ধাত্রি নমস্তুতে।
ভক্তলোক-সংরক্ষিকে, সংকটাশ্রয়দায়িনি,
ভক্ত্যানন্দ বিবর্দ্ধিনি, জগদ্ধাত্রি নমস্তুতে॥
সিদ্ধবিদ্যাধরারাধ্যে, সিদ্ধেশ্বরি, সিদ্ধিপ্রদে,
সন্তানাং সর্ব্বসিদ্ধিদে, জগদ্ধাত্রি নমস্তুতে॥
সর্ব্বেশি, সর্ব্বলোকেশি, বিশ্বসৃষ্টি বিধায়িনি,
সর্ব্বজীব সম্পালিনি, জগদ্ধাত্রি নমস্তুতে॥
সর্ব্বাভরণ ভূষিতে, সর্ব্বশক্তি সমন্বিতে,
দেবারাধ্যে, মহাবিদ্যে, জগদ্ধাত্রি নমস্তুতে॥
সংসারারণ্য সংকট-পরিত্রাণ-পরায়ণে,
ভবার্ণব নিস্তারিণি, জগদ্ধাত্রি নমস্তুতে॥

সর্ব্বার্থসাধিকে, দুর্গে, সর্ব্বাপদ-বিভঞ্জিনি,
শরণাগত-পালিনি, নারায়ণি নমস্তুতে ॥

জয় জয় বিদ্যাবুদ্ধি সিদ্ধি প্রদায়িনী,
বরদা মোক্ষদা স্বর্গাপবর্গ দায়িনী।
সুবুদ্ধি অন্তরে দিয়া কর মা সুস্থির,
—অন্তর অস্থির, যথা পদ্মপত্রনীর।
তোমা ভিন্ন দয়াময়ি, দয়া কে করিবে
দুর্গতি-সাগরে মোকে কেবা উদ্ধারিবে ?

কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, মোহ, অহঙ্কার,
আর কতদিন মাগো রহিবে আমার ?
আর কতদিনে হবে শুদ্ধ প্রেমোদয় ?
কত দিনে দেখিব মা বিশ্ব বন্ধুময় ?
চিত্তক্ষোভ কতদিনে হবে মা বিলয় ?
শত্রু মিত্র ভুলি কবে হব মা নির্ভয় ?
ক্ষুদ্র জীবে কবে হব দয়ার অধীন,
বাসনা বন্ধনে কবে হব মা স্বাধীন ?
এখনো মা "মোর" "মোর" রবে আত্মহারা,
ক্ষেত্র কিম্বা অর্থতরে কলহে বিভোরা।
হয় যদি কপর্দ্দক দিতে পরতরে,
কম্পজ্বর বহে মাগো মোর কলেবরে।
ত্যাগে পূর্ণ শান্তি ঘটে, শুনি বার বার,
মোহান্ধ, জানিনা সেই ত্যাগের আকার ?
ত্রিতাপ-যন্ত্রনা সহ্য নাহি হয় আর,
ভুলুয়াকে রক্ষা কর স্বগুণে এবার ?

বলেন শ্রীশ্যামানন্দ প্রশান্ত হৃদয়,
"কে কমলাকান্ত তার দেহ পরিচয় ?

কে সে মহাভাগবত ভক্তির সাগর,
যাকে গণ্য কর রামপ্রসাদ সোসর ?"
উত্তরে সন্তান ধীরে, "সাধক মণ্ডলে,
কমলের যশোগান করে সর্ব্বস্থলে।
বর্দ্ধমান মধ্যে গ্রাম, চান্না নাম তার
তস্করের আড্ডা বলি খ্যাতি ছিল যার।
সেই গ্রামে ছিল তার মাতুল ভবন,
মাতুলান্নে পালিত সে ; কুলীন ব্রাহ্মণ।
জন্মস্থান ছিল গঙ্গাতীরে কালনায় ;
বর্ত্তমানে নাম গন্ধ নাহি পাওয়া যায়।
চান্নাগ্রামে তখন ব্রাহ্মণ শত ঘর,
স্পৃশ্য বা অস্পৃশ্য জাতি ছিল বহুতর।
বিকি কিনি জন্য ছিল বন্দর সমান ;
ছিল চান্না ধনে মানে জেলার প্রধান।
ছিল অষ্ট চতুষ্পাঠী অধ্যাপক যারা,
ছিল সর্ববিদ্যায় সুপারদর্শী তারা।
সেই গ্রামে অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিশালাক্ষী,
নামে যাঁর অত্যন্ত প্রভাব ;

চান্না—এই স্থানে কমলাকান্ত মাতুলান্নে প্রতিপালিত হন। তাঁহার জন্মস্থান অম্বিকা কালনায় ছিল। বাল্যকালে পিতৃহীন হইয়া মাতুলালয়ে গমন করেন। তিনি বন্দ্য বংশীয় কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। চান্নগ্রামে বহু ডাকাত বাস করিত। তখন প্রবাদ ছিল—
"যদি গেল চান্না ঘরে উঠলো কান্না।"

ভুলুয়াবাবা প্রণীত "সদ্ভাবতরঙ্গিনী" অধ্যয়ন করুন। তাহাতে কমলাকান্তের বিস্তৃত জীবনী লিখিত আছে।

বিশালাক্ষী মন্দির—ইহা অতি প্রাচীনকালের বলিয়া বোধ হয়। একটী মাধবীলতা আছে তাহা বৃন্দাবনের শ্রীচৈতন্য দেবের সাময়িক লতার সঙ্গে তুলনা করিলে তাহারও পূর্ব্বের বলিয়া বোধ হয়। এইস্থানে পশুবলির বিধি নিষেধ বারহা বড় নাই। মন্দিরের চারি পার্শ্বেই নানা জাতীয় প্রাণী বলি দেওয়া হয়। কোচবেহার বা ত্রিপুরা প্রভৃতি প্রাচীন রাজগৃহে কিছুদিন পূর্ব্বে পর্যান্তও এইরূপ বলি হইত। বেদীর উপরে পাঁচটী মুণ্ড আছে তাহা পৃথিবীর কোন সৃষ্ট জীবের মুণ্ডের সঙ্গে তুলনা করা যায় না।

তাঁহার মন্দিরে করি জপ তপ ধ্যান,
অনেকে করিত সিদ্ধিলাভ।
আছে এক পুষ্করিণী মন্দিরের পাশে,
যার তীরে আছে সিদ্ধাসন,
—পঞ্চমুণ্ডী সে আসন, তপস্যা করিতে,
তথায় আসিত কতজন।
স্বচক্ষে দেখেছি আমি, সেই পুণ্যস্থান,
নাহি কোন প্রতিমা তথায় ;
বেদির উপরে পাঁচ মুণ্ড বিরাজিত,
—সাদৃশ্য দুর্লভ এ ধরায়।
সেই স্থান সুপ্রাচীন বলি মনে হয়
দেখি তার বৃক্ষলতা যত ;
বলির বিধান তায় অদ্ভুত প্রকার,
বিধি কি নিষেধশূণ্য মত।
কত সিদ্ধ-মহাজন বিশালাক্ষী স্থানে,
যাওয়া আসা করিত তখন ;
কোন সিদ্ধ-মহাজন করুণা করিয়া,
কমলের শিক্ষাগুরু হন।
পুরাকৃত কর্ম্মবলে সদ্গুরু পাইয়া,
সাধনা যেমন আরম্ভিল,
সাধনা-প্রভাব যেন প্রবাহে আসিয়া,
বালক কমলে আলিঙ্গিল।
তখন টোলের ছাত্র ; অধ্যয়ন কালে
সে কোথায়, কেহ না জানিত।
আবৃত্তি সময়ে তাকে দেখি সর্ব্বোত্তম,
সর্ব্বজনে বিস্ময় মানিত।

কোথায় কি শিক্ষা করে, সন্দেহ করিয়া,
সবে করে সন্ধান তাহার ;
একদিন দেখে, রাত্রি দ্বিপ্রহর পরে,
প্রবেশিল মন্দির মাঝার।
বিশালাক্ষী সম্মুখে করিয়া সুখাসন,
ধ্যানস্থ হইয়া সে বসিল,
একাসনে স্থিরভাবে বসি ভক্তিমান,
সমস্ত যামিনী পোহাইল।
অন্য দিন পরভাতে আসি নিরখিল,
ভাসে তনু পুষ্করিণী-জলে,
উঠাইয়া পরীক্ষা করিয়া ভালমতে,
সর্ব্বজনে প্রাণহীন বলে।
কিছুক্ষণ পরে দেহে সঞ্চারিল প্রাণ,
বিদেহ মুক্তের ইহা খেলা ;
যোগতত্ত্ববিদ্ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যে ছিল,
সেই মাত্র বুঝিল একেলা।
যোগ ভক্তি একাধারে প্রায় অসম্ভব,
কমলে তা সম্ভবিত ছিল।
কালে অধ্যাপকশ্রেষ্ঠ হইল কমল,
ক্রমে কীর্ত্তি দেশে বিস্তারিল।
কিন্তু রাজরাজেশ্বরী সর্ব্বস্ব যাঁহার,
অর্থাভাব সর্ব্বদা তাঁহার।
সত্য পথে শুদ্ধমতে একলক্ষ্য যার,
অযোগ্য সে লক্ষ্মীর কৃপার।
মাতুলান্নে পালিত, পৈতৃক বিত্ত নাই,
নিমন্ত্রণ পত্র মাত্র সার ;

তাহা রক্ষা করিত কমল ছাত্র দিয়া,
সংসার-নির্ব্বাহ ছিল ভার।
দুঃখের উপরে দুঃখ ছিল সে সংসারে,
অন্নবস্ত্রাভাব নিত্য হত,
তার সঙ্গে সাধকের সঙ্গলাভ তরে,
আসিত অতিথি অভ্যাগত।
নিত্য সহি ব্রাহ্মণীর মুখের গঞ্জনা,
বিচলিত হল হিমাচল ;
ভিক্ষার্থী হইয়া বর্দ্ধমান সিংহদ্বারে,
উপনীত হল শ্রীকমল।
পরিচ্ছদে পারিপাট্য বিন্দুমাত্র নাই,
রুক্ষ কেশ, নগ্নপদ, নিরখি সিপাই,
না দিল ছাড়িয়া দ্বার ; পুনঃ পরিহাসে,
"কি নাম, কোথায় ঘর," কমলে জিজ্ঞাসে।
ভক্তের বিনয় সার, বিনয় বচনে,
উত্তরিল শ্রীকমলাকান্ত দ্বারবানে।
"কমল আমার নাম, জাতিতে ব্রাহ্মণ,
আসিয়াছি রাজদ্বারে ভিক্ষার কারণ।"
প্রহরী কহিল ফিরে, "বিপ্র তুমি বটে,
কিন্তু কোন বিদ্যাবুদ্ধি আছে তব ঘটে,
এরূপ অন্তরে মোর না হয় প্রত্যয়,
পরিচ্ছদ তোমার তাহার পরিচয়।
শুনিয়াছ ভিক্ষা মিলে রাজবাড়ী এলে,
—ভেবেছ ঘাটের জল, গেলে আর খেলে !
সাধক পণ্ডিত কিম্বা হয় গুণবান,
রাজবাড়ী আসে, পায় গুণের সম্মান !

তুমি যদি যাও মাত্র পাইবে লাঞ্ছনা,
তোমারই মঙ্গল তরে করি তোমা মানা।"
কহিল কমলাকান্ত, "কোন গুণ নাই,
কালীনাম গান করি ভিক্ষা করি খাই।
তুমি দ্বার ছাড়ি দিলে ইচ্ছা ছিল মনে,
করিতাম সঙ্কীর্ত্তন রাজ সন্নিধানে।
মা নাম কীর্ত্তন শুনি রাজার অন্তরে,
দয়া হ'লে অবশ্য মিলিত কিছু মোরে।
না মিলে না হয় আমি যেতেম ফিরিয়া,
কিন্তু তুমি রাখিলে অর্গল পথে দিয়া।
সকলই সে জগদ্ধাত্রী জননী-বিধান,
তুমিত নিমিত্ত মাত্র, শুন বুদ্ধিমান।"
উত্তরে প্রহরী, "যদি ইহা সত্য হয়,
কি কীর্ত্তন কর মোরে দেহ পরিচয়।
প্রহরী বলিয়া মোরে তুচ্ছ না করিও,
আমি সর্ব্বমূলে কর্ত্তা বুঝিয়া দেখিও।
আমি দ্বার না ছাড়িলে কারো সাধ্য নাই,
জাহির করিবে গুণ ধীরাজের ঠাঁই।
অগ্রে আমি দেখি, তুমি গাও কি প্রকার,
যোগ্য যদি বুঝি, আমি ছাড়ি দিব দ্বার।"
প্রহরীর বাক্যে হাসে কমল তখন,
রঙ্গিণীর রঙ্গ দেখি আনন্দে মগন।
প্রহরীর হৃদে বসি কত রঙ্গ তার,
করে বা কতই গর্ব্বে প্রভুত্ব বিস্তার!
অথবা জীবের হৃদে দৈত্য অহঙ্কার,
নফর হইয়া চাহে প্রভুত্ব রাজার।

সংসারের অভিনয় বুঝে যেই জন,
ভবদুঃখে মুক্ত সেই সুখী সর্ব্বক্ষণ।
আনন্দে কমল গান আরম্ভ করিল,
অমৃত উথলি যেন প্রবাহ বহিল।
গান শুনি ছিল যত দৌবারিক আর,
সারি দিয়া দাঁড়াইল চৌদিকে তাঁহার।
হয় সবে সংজ্ঞাহারা, শুনে দাঁড়াইয়া,
কমল আপনাহারা মা ভাবে ডুবিয়া।
ক্রমে ক্রমে হল বেলা, স্নানের সময়,
সবে বলে সঙ্কীর্ত্তন আর শ্রেয়ঃ নয়।
বিমুগ্ধ হইয়া তবে সে দিনের মত,
একত্র বসিল, ছিল দ্বারবান যত।
চান্দা তুলি সকলে উঠায় চারি টাকা,
মিনতি করিল কত নাহি তার লেখা।
প্রণামী প্রদান করি কমলের পায়,
সবে মিলি করজুড়ি আশীর্ব্বাদ চায়।
প্রহরীর ভক্তি দেখি কমলের মন,
যেমন আকৃষ্ট, মগ্ন আনন্দে তেমন।
নৃপতি দর্শনে আর ইচ্ছা না করিয়া,
সে দিনের মত গৃহে যাইল ফিরিয়া।
পুনঃ কিছু দিন পরে আবার আসিয়া,
সঙ্কীর্ত্তন করে সিংহ দুয়ারে বসিয়া,
দৌবারিক যত ছিল বসিল বেষ্টিয়া,
কীর্ত্তন আনন্দে সবে পুলকিত-হিয়া।
তন্ময় শ্রীকমলের ফাটিয়া নয়ন,
ঝরে অশ্রু, পুলকে কম্পিত তনুমন।

কতবার রোধে কণ্ঠ, ভাব অসম্ভব,
দর্শনে সমস্ত লোক নিষ্পন্দ নীরব।
হেনকালে দেওয়ান শ্রীরঘুনাথ রায়,
ধীরাজের দরবারে সেই পথে যায়।
ভক্তিমান রঘুনাথ শুনিয়া কীর্ত্তন,
সরস আনন্দভরে ফিরাল নয়ন।
কমলাকান্তের নাম পূর্ব্বে শুনা ছিল,
দর্শনের ভাগ্য আজ দৈবে সমুদিল।
সাধুর সহিত হয় সাধুর মিলন,
এ ধরায় তাহা সুখময় অতুলন।
রঘুনাথ সসম্মানে কমলে লইয়া,
চলে তেজচন্দ পাশে পুলকিত-হিয়া।
গুণগ্রাহী মহারাজা শুনি পরিচয়,
পরম আনন্দে দিল কমলে আশ্রয়,
শতার্দ্ধ সংখ্যক মুদ্রা করিল প্রদান
আসিতে কহিল পুনঃ করিয়া সম্মান।
রাজার অন্তর বুঝি কমল ধীমান,
"ধন্য" বলি প্রশংসিল, করিয়া সম্মান।

শ্রীরঘুনাথ রায়—এই সময় রঘুনাথ দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন নাই। পরে দেওয়ান হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ নন্দকুমার তখন দেওয়ান ছিলেন। তিনি ভক্তিমান সাধক ছিলেন। তখন তিনি দেওয়ানী কার্য্য দেখিতেন; গান শিক্ষা করিতেন; তেজচন্দ বাহাদুরের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। কমলাকান্ত পদকর্ত্তা ছিলেন, ভাল গায়ক ছিলেন না। তবে সুর তাল ভাল না থাকিলেও ভাবের আবেগে লোক বিমুগ্ধ হইয়া যাইত।

মহারাজা তেজচন্দ বাহাদুর কমলাকান্তের জন্য কোটালহাটে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া দেন। কমলাকান্ত সেই ভবনেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি কমলাকান্তের বাড়ী কোটালহাটে চিহ্নিত আছে। যে কাঠামের উপরে প্রতিমা গড়িয়া কমলাকান্ত পূজা করিতেন, আজ পর্য্যন্ত সেই কাঠামের উপরে প্রতিমা গড়িয়া তথায় পূজা হইয়া থাকে।

লভি শান্তি এ প্রকার ভক্ত সম্মিলনে,
কমল চলিল গৃহে আনন্দিত মনে।
সংসারের প্রয়োজন করিয়া সাধন,
রাজগৃহে ভক্ত পুনঃ দিল দরশন।
এক পক্ষ নিজস্থানে কমলে এবার,
রাখি শুনে মহারাজা ভক্তিতত্ত্বসার।
পরখিয়া কমলের সাধনা-বিধান,
পরখিয়া সমুদ্র প্রমাণ শাস্ত্রজ্ঞান,
পাণ্ডিত্য, কবিত্ব, আর উন্নত প্রকৃতি,
করিল কমলাকান্তে রাজ-সভাপতি।
নির্ম্মিল তাঁহার জন্য রম্য নিকেতন,
সম্পাদিল তাঁহার সমস্ত প্রয়োজন।
সুবিধা পাইয়া ভক্ত বসিল তথায়,
দিবানিশি জগদ্ধাত্রী-নাম-গুণ গায়।
মৃন্ময়ী প্রতিমা গড়ি নিত্য পূজা করে,
শিষ্য-ভক্ত-গণ-সঙ্গে সুখে কাল হরে।
বৰ্দ্ধমান সহরে কোটালহাট নাম,
সেইস্থানে কমলের হল বাসস্থান।
তথাপিও প্রতি বর্ষে যাইত চান্নায়,
প্রতিবর্ষে জগদ্ধাত্রী অর্চ্চিত তথায়।
চান্নায় শ্রীবিশালাক্ষী মন্দিরে কমল
সিদ্ধি লভি হয় মহাজন ;
ধর্ম্মনারায়ণের জননী রূপ ধরি,
করে কালী-সঙ্গীত শ্রবণ।
কভু নারীবাগ্দীরূপে দিয়া দরশন,
নীলালোকে উজ্জ্বলে যামিনী।

যদিও কোটালহাটে শেষ লীলা তাঁর,
চান্নায় সে দরশে তারিণী।
বহু শিষ্য ছিল তাঁর, ভ্রমি শিষ্যালয়
সংগ্রহিত জননী-পূজার
উপচার সমুদয় ; জগদ্ধাত্রী পূজি
বর্দ্ধমানে ফিরিত আবার।
একবার গো-শকটে দ্রব্যজাত ভরি,
আসিতেছে চান্নামুখে, শিষ্যবাড়ী ঘুরি ;
সন্ধ্যাপরে ওড়গাঁর ডাঙ্গায় আসিল ; (১)
দশ গাড়ী দ্রব্য দেখি তস্করে ঘিরিল।
দ্রব্যজাত লুণ্ঠন করিয়া তারা চলে,
কমল আনন্দে গান গায় উচ্চরোলে।
" ও ত্রিনয়না, কেমন তোর করুণা,
আমায় দিয়ে জানা, গেল গো এবার॥
আত্মপুণ্যে নর, যদি হয় উদ্ধার,
মাহাত্ম্য কি তোমার তাতে—
—ও মা,পুণ্য পথে, যেতে যেতে—
আমি হীন-ভক্তি, আমায় দিতে মুক্তি,—
আদ্যাশক্তি, শক্তি না হল তোমার॥
গর্ভবাসে ছিল বাসনা বৈরাগ্য,
ভববাসে এসে হল উপসর্গ ;
মা তোমার চরণে দিতে পাদ্য অর্ঘ্য,
বাসনা ছিল গো মনে।—
ভজ্‌ব কি, ভক্তি না দিলে,
মজ্‌ব কি, মজালে কালে ;

(১) ওড়গাঁর ডাঙ্গা—বর্দ্ধমান অর্দ্ধপার্ব্বত্য প্রান্তরময় দেশ। উচু উচু বিস্তৃত প্রান্তরের নাম ডাঙ্গা।

পূজ্‌ব কি মা বিল্বদলে,
হল, রিপুগণ বাদী অনিবার ॥
শিব আজ্ঞা পেয়েছিলাম এ অবধি
শিব যদি মা এখন হলেন মিথ্যাবাদী,
শিবের দোহাই দিয়ে, মিছে তোমায় সাধি,
মিছে কাঁদি দুর্গা বলে।
ইহকাল গেল অসুখে,
বঞ্চিত হলেম পরলোকে,
কমলের কর্ম্ম বিপাকে,
কলুষ-পাতকী না হল উদ্ধার ॥"
সঙ্গীত শুনিয়া দস্যু নির্দ্দয়-হৃদয়,
নির্দ্দয়তা পরিহরি মানিল বিস্ময়।
বলাবলি করে সবে বিস্ময়ে ডুবিয়া,
"কার ধন-রত্ন মোরা নিতেছি লুটিয়া!"
এক দস্যু উঠি বলে, এ নহে সামান্য,
নিশ্চয় এ সাধু ভক্ত সর্ব্ব-লোক মান্য।
না হলে কি হেন ভাবে ডাকে মা বলিয়া,
যে ডাকে গলিয়া যায় পাষাণের হিয়া।
দেবের করুণাপেক্ষা সাধুর করুণা,
অধিক আগ্রহে নরে করয়ে কামনা।
এমন ভক্তের অর্থ লুণ্ঠন করিলে,
দুর্গতি-সাগরে মগ্ন হইব সকলে।"
অন্য দস্যু ডাকি বলে," ইহা সত্য হয়,
দস্যু বলি হইব কি এতই নির্দ্দয়।
এমন ভক্তের অর্থ কভু না লইব;
আনিয়াছি যাহা, চল ফিরাইয়া দিব।"

অন্যে বলে, "বলিস্ কি ? করিয়া লুণ্ঠন,
দয়ায় গলিলে হবে সব বিড়ম্বন।
ভক্ত বা অভক্ত হোক্, যার থাকে ধন,
আমাদিগে সেই নিত্য করে নিমন্ত্রণ,
ধনীর কুটুম্ব মোরা, বিশ্বে কে না জানে ?
দস্যুকে তাইত লোকে সভয়ে সম্মানে।
ভক্ত বা অভক্ত হয়, তাহা না গণিব,
লুটিব তাহারই অর্থ যার কাছে পাব।
পাষাণে নির্ম্মিত এই দেহ মনপ্রাণ,
আমরা করিব কার্য্য পাষাণ-সমান।
দৈবে যাহা মিলাইল, তাহাই মঙ্গল,
দয়ার কি ধার ধারি, চল্ নিয়া চল্ ?
উত্তম নির্জ্জন মাঠ, এই স্থানে বসি,
কালীনাম কীর্ত্তন করুক সারা নিশি।
গান বাদ্যে যাহাদের অধিকার রয়,
গানে হয় তাহাদের যন্ত্রণার লয়।"
হেন কালে আবার, অমৃত উথলিয়া,
গাইল মা-নাম ভক্ত মর্ম্ম গলাইয়া।
"মনরে মরম দুখ কইও শ্যামা মারে।
অঘট ঘটন কেন ঘটে বারে বারে॥
আমি ভাবি নিজ-হিত
ঘটে কেন বিপরীত,
পুরাকৃত কর্ম্ম বুঝি দূরে গেল না রে॥
তুমি ত সুকৃতি বট,
কোন কাজে নহ খাট,
তে কারণে শ্রীচরণে নিবেদি তোমারে॥

কমলাকান্তের আর
যাতায়াত কতবার,
মাকে সাধিয়ে সুধায়ে সুখী ক'র গো আমারে ॥"
কীর্ত্তন শুনিয়া আর্দ্রচিত্ত-দস্যুগণ,
একজন উঠি করে সর্ব্বে সম্বোধন।
"দস্যু ব'ল আমরা কি এতই ঘৃণিত!
এতই কি পৈশাচিক ভাবে সমন্বিত!
সাধু সজ্জনের দ্রব্য করিয়া লুণ্ঠন,
করিব আমরা পাপ স্ত্রীপুত্র পালন!
দস্যুবৃত্তি ধরিয়াছি অভাবে পড়িয়া,
তাই কি ডুবাব দুঃখে সাধক ধরিয়া!
কার্য্যে পশু, কিন্তু মোরা আকারে ত নর,
—জাতি গর্ব্ব নাহি ছাড়ে হলেও বর্ব্বর!
সাধু-নিপীড়ন কর্ম্ম পশুও করে না,
যার ইচ্ছা সে করুক, আমি পারিব না ॥"

দস্যুপতি বলে, "আর তর্কে কাজ নাই,
সাধকের সন্নিধানে চল সবে যাই।"
এত বলি কমলের সম্মুখে আসিয়া,
দাঁড়াইল দস্যুগণ প্রণাম করিয়া।
জিজ্ঞাসিল দস্যুপতি, "আছে যা তোমার,
ফিরাইয়া দিতে চাও কি কি দ্রব্য তার।
যাহা যাহা চাও তুমি, দিব ফিরাইয়া।"

উত্তরে কমলাকান্ত, সুনির্ভীক হিয়া,
"নির্দ্দয়-হৃদয় দস্যু-সম্মুখে আমার,
কালত্রয়ে লোকত্রয়ে নাহি প্রার্থনার।

সুলভে দুর্লভ জন্ম লভি এ সংসারে,
পরস্ব লুণ্ঠনে যারা মাতি অহঙ্কারে ;
তারা কিছু ফিরে দিবে সামগ্রী আমার,
—বলিহারি তাহাদের ব্যবস্থা বিচার !
দস্যু তোরা মনুষ্যত্বহীন দুরাচার,
নাহি লজ্জা নিন্দা ভয়, হিংস্র ব্যবহার,
তোদিগের সঙ্গত্যাগ বাঞ্ছে সাধুজন,
তুষ্ট হব মোর সঙ্গ ত্যজিলে এখন ।

দস্যুপতি কহে, “ তুমি সাধক সজ্জন,
সাধুর সম্পত্তি মোরা না করি লুণ্ঠন ।
তবে পারিশ্রমিক লইতে কিছু হয়,
না লইলে ন্যায়শাস্ত্র মর্য্যাদা না রয় ।
অভিমানে মাত্র নিজ সম্পদ হারাবে,
এখনো সময় আছে, যাহা চাও পাবে ।”

উত্তরে কমলাকান্ত, “ তোমার নিকটে,
ন্যায়শাস্ত্র শোনার সময় এই বটে ।
দস্যু পারিশ্রমিক ব্যতীত কিবা লয়,
দস্যুর মতন শাস্ত্র-বেত্তা কেবা রয় ।
পরিশ্রম করি দ্রব্য নিতেছ লুটিয়া,
প্রাণ লও এবে, পারিশ্রমিক বলিয়া ।”

হাসিয়া কহিল দস্যু “তুমি মহাজন,
তিরস্কার যোগ্য মোরা জানে সর্ববজন ।

(শ্লেষ বাক্য) দস্যুপতি পারিশ্রমিক চাহে। কমলাকান্ত ন্যায়শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। পণ্ডিতেরা পাতি দিতে পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন। যে সকল ব্যবস্থা হাজার টাকা নিয়া দেওয়া হয়, সে ব্যবস্থা যদি ঘটনাচক্রে উলটিয়া যায় এবং তাহা প্রত্যাহার করিতে হয়, নৈয়ায়িক পণ্ডিত তাহা করেন, কিন্তু পারিশ্রমিকের দোহাই দিয়া সে টাকা ফেরত দেন না।

যোগে ভাগ্যে আজ যদি পাইনু তোমারে,
হিতবাক্য কৃপা করি বল মো সবারে।”
কহিল কমল, “ যাহা নিতেছ লুটিয়া,
জন্মি নাই আমি তার কিছু সঙ্গে নিয়া.
কাল যাহা অন্যে দিল, আজ অন্যে নিল,
তাহে কি “ আমার ” আছে তোমরাই বল।
নাহি জানি এই বিশ্বে কি আছে আমার,
আমিত্ব স্থাপনে মাত্র দুর্দ্দশা অপার।
পরধন করে ধরি নরে ধনী হয়,
পরক্ষণে পরে হরে, আমি পরিচয়।
মায়ামত্ত অন্ধ চিত্ত তত্ত্ব নাহি জানে,
মিথ্যা ধনে ধনী হয়ে মরে অভিমানে।
ধন নহে ইষ্ট, ধন অনিষ্টের হেতু.
ধন ধর্ম্মপথে শত্রু, ধন কাল-কেতু.
ধন ধান্য সঙ্গে যদি নাহি আনিতাম,
তোমাদের গ্রাসে তবে নাহি পড়িতাম।
ধন ধান্যে আর আমার প্রয়োজন নাই,
লুটিয়াছ যাহা, আমি ফিরে নাহি চাই।
যে সম্পদে তস্করের নাহি অধিকার,
যে সম্পদে স্বর্গে মর্ত্তে সমান সুসার,
যে সম্পদে অন্ধকারে আলোক বিতরে,
যে সম্পদে আনে দয়া দস্যুর অন্তরে,
মরণ সঙ্কটে যাহা সঞ্জীবনী শক্তি,
চাহি মাত্র এবে সেই জগদ্ধাত্রী-ভক্তি।
সে সম্পদ যদি কিছু থাকে তব করে,
দান কর বন্ধুমধ্যে গণিব তোমারে।

"আমার, কিছু নাই সংসারের মাঝে, কেবল শ্যামা সার রে
ধন কালী, মন কালী, প্রাণ কালী আমার রে ॥
কেহ, সংসারে আসিয়ে, বড় সুখে আছে,
পাইয়ে রাজ্য-ভার রে,
আমার দরিদ্রের ধন, মায়েরই চরণ,
হৃদয়ে করেছি হার রে ॥
এ তিন ভুবনে, এ তনু ধারণে,
যাতনা নাহিক কার রে।
মায়ের, হেরিলে শ্রীমুখ, দূরে যায় দুখ ;
ঐ গুণ শ্যামা মার রে ॥
কমলাকান্ত, হইয়ে ভ্রান্ত,
ভ্রমিতেছ বারে বার রে।
মায়ের, অভয় চরণ করের স্মরণ
অনায়াসে হবি পার রে ॥

শুনি দস্যু-পতি বলে, " শুন মহোদয় !
তোমার লুণ্ঠিত ধন লহ সমুদয়।
আজনম দস্যুবৃত্তি করিয়া বেড়াই,
সাধুর সম্পদ মোরা কভু লুটি নাই।
পারে যারা কাক মাংস করিতে ভক্ষণ
তারাও শঙ্কিত নিতে সাধকের ধন।
তুমি শ্রেষ্ঠ সাধক, মনস্বী, মতিমান ;
তোমা সঙ্গে জগদ্ধাত্রী সদা বিদ্যমান।
তব রোষে উগারিবে জগদ্ধাত্রী রোষ,
তুমি তুষ্ট হ'লে তাঁর ঘটিবে সন্তোষ।
দস্যু মোরা চিরকাল নিষ্ঠুর পামর,
ভক্ত তুমি প্রেমপূর্ণ তোমার অন্তর।

এ দুষ্টের গতি আজ কর নির্দ্ধারণ
আর্ত্ত আমি. তব পদে নিতেছি শরণ ।"

এত বলি পড়িল কমল-পদতলে,
"দয়া কর" "ক্ষমা কর," অন্য সবে বলে।
প্রেম-সিন্ধু কমল তস্করে অঙ্কে নিয়া,
স্নেহভরে কালীনাম মন্ত্র কাণে দিয়া,
মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করি বিদায় করিল,
দস্যু হল সাধু, দস্যুবৃত্তি তেয়াগিল ।

আশ্চর্য্য সাধুর শক্তি, নামের মহিমা,
অনুভবে বুঝি তাহা অনন্ত অসীমা ।
ভাগবত ভগবন্মাহাত্ম্য প্রচারে,
কিন্তু ভক্ত সঙ্গগুণ বর্ণনায় হারে ।

তার-পরে চান্নায় না নিবসিল আর,
আসিল কোটালহাটে সহ পরিবার ।
ঘটিল কোটালহাটে জীবনের শেষ,
কালক্রমে, বলিতেছি শুন সবিশেষ ।

তেজচন্দ্র তনয় প্রতাপচন্দ্র নাম,
সর্ব্বজন-প্রিয়, আর সর্ব্বগুণ-ধাম ।
ছোট মহারাজ বলি খ্যাতি ছিল যার,
ধর্ম্মপ্রাণ ধীরচিত্ত সুচিন্তা-ভাণ্ডার ।
সর্ব্বত্র সুযশ ছিল, সর্ব্বত্র সম্মান,
কার্য্যে সুপ্রখর বুদ্ধি, শাস্ত্রে সুবিদ্বান ।
কমলাকান্তের করি শিষ্যত্ব গ্রহণ,
প্রথমতঃ যোগাভ্যাসে নিবেশিল মন ।

অতি অল্পদিনে যোগকর্ম্ম সুকৌশলে,
প্রতাপ লভিল সিদ্ধি একাগ্রতা-বলে ।

বিস্তারিল দশদিকে প্রসিদ্ধি, সম্মান,
শুনি মহারাজ চিত্তে হর্ষ অপ্রমাণ, (১)
যোগবলে প্রতাপের প্রতাপ এমন,
দেহ ছাড়ি ইচ্ছামত করিত ভ্রমণ।
　　কিন্তু মাত্র যোগবলে তৃপ্তি না ঘটিল,
জগদ্ধাত্রী দর্শনে তপস্যা আরম্ভিল।
শুদ্ধ-ভক্তিপথ ভক্ত করি পরিহার,
আরম্ভিল, বীরাসনে বসি, বীরাচার।
　　পুনঃ শুন সাধনার পথে যারা যায়,
বিষয়ে আসক্তি তারা দলে দুই পায়।
যুবরাজ প্রতাপ সাধনাসনে বসি,
রাজকার্য্য দরশনে হইল উদাসী।
সর্ব্বদা মা জগদ্ধাত্রী ধ্যানে সমাসীন,
বিষয়ে বিরক্ত, যোগী, নিস্পৃহ, প্রবীন।
　　একমাত্র তনয়ের দেখি ব্যবহার,
মহারাজ তেজচন্দ্রে বিরক্তি অপার।
ভবিষ্যতে যে রক্ষা করিবে বর্দ্ধমান,
বৃথা ধর্ম্ম নামে সেই মত্তের সমান।
　　শ্মশানে বসিয়া রাত্রে করে সুরাপান।
এতকালে গেল রাজবংশের সন্মান।
হীনচিত্ত মোসাহেব রাজার যাহারা,
রাজার সন্দেহে দিত বাতাস তাহারা।
　　গুণগ্রাহী ধর্ম্মপ্রাণ যে ধীরাজ ছিল,
বদ্ধজীব তুল্য হিত-বুদ্ধি পাসরিল।

১) অপ্রমাণ=প্রমাণ বা পরিমাণ অতিক্রম করিয়া—অতিশয়।

সাধকাগ্র গণ্য বলি আনি যে কমলে,
বর্দ্ধমানে দিল স্থান অট্টালিকা তলে ;
সে কমলে বিশ্বাসিল সামান্য মাতাল ;
—কে পারে এড়াতে ভ্রান্তি দেবীর জঞ্জাল !
পরের ছাওয়াল যদি সন্ন্যাসী হইবে,
ভূমিষ্ঠ হইয়া নরে প্রণাম করিবে।
কিন্তু নিজ পুত্র যদি সাধু সঙ্গে যায়,
নির্ব্বোধ মানুষ শোকে করে হায় হায়।
শোকগ্রস্থ হল রাজা সন্তানের জন্য,
অন্তরে অসহ্য জ্বালা, বদন বিষণ্ণ।
একদিন মহারাজা নির্জ্জনে কমলে,
ডাকাইয়া ধীরে ধীরে মনোকথা বলে,
—বলে অনুতপ্ত চিত্তে, " সাধু মধ্যে গণি,
দিয়াছিনু তব করে হৃদয়ের মণি।
করিনু যে শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস তোমায়,
তার যোগ্য পুরস্কার দিয়াছ আমায়।
দেবতা ধরিয়া তুমি গড়াও মাতাল,
ধন্য তব শিক্ষানীতি, কালীর ছাওয়াল।"
শুনিয়া কমলাকান্ত বিনম্র বচনে,
কহে, " মহারাজ হেন না ভাবিহ মনে।
রাজপুত্র অভ্যাস করিল মদ্যপান,
এ কমলাকান্ত তার না জানে সন্ধান।
যোগের কৌশল শিক্ষা দিয়াছিনু তারে,
সিদ্ধি লভিয়াছে তায় সিদ্ধের বিচারে।
বালক সে নহে এবে, তত্ত্ব অধ্যয়নে,
স্বভাবে অনেক ইচ্ছা জাগে তার মনে।

স্বেচ্ছায় সে শ্মশান-সাধনা আরম্ভিল,
তন্ত্র পড়ি প্রয়োজনে কারণ ধরিল।
ভাদর-বাদরে নদী পূর্ণ যবে হয়,
বিধি নিষেধের ধর্ম্ম সে নাহি মানয়।
দুকুল ভাঙ্গিয়া চলে দেশ ধ্বংসি আর,
—মায়ামুক্ত স্বাধীন সাধক সে প্রকার।
তারপরে, বিষয়ে বিরক্তি তার হবে,
সাধু হলে বৈরাগ্য ত স্বভাবে সম্ভবে।
জগতের নশ্বরত্ব চিত্তে জাগে যার,
রহে না সে ভক্ত আর পুতুল খেলার।

কেবা পুত্র, কেবা পিতা, কেবা গুরু শিষ্য,
কে রাজা, কে প্রজা বিশ্বে ; কে ধনী, কে নিঃস্ব।
একা কালী অনন্ত আকারে করে রঙ্গ,
কেহ হাসে, কেহ কাঁদে, কেহ করে ব্যঙ্গ্য।
তুমি আমি তাহারই ইঙ্গিতে কর্ম্ম যুক্ত,
অজ্ঞ বলে কর্ত্তা আমি, জ্ঞানী তাহে মুক্ত।
অনুতপ্ত না হইও চিন্তা করি পুত্রে,
কে জানে কি ঘটে কার কখন কি সূত্রে!
যোগসিদ্ধ পুত্র তব সাধকাগ্রগণ্য,
বৃথা অনুতপ্ত হবে কেন তার জন্য।
মাত্র দেহাবধি ইহ সংসার-সম্বন্ধ,
তার জন্য কি নিমিত্ত এত অনুবন্ধ।

নানা কথা উভয়ের মধ্যে শেষে হল,
সেদিনের মত গুরু নিজ গৃহে গেল।
কিন্তু স্নেহাতুর রাজা পুত্র স্নেহ জন্য,
কর্ণে-জপা-বাক্যে পুনঃ হল অবসন্ন।

একদিন কমলে করিতে বিড়ম্বনা,
চর সঙ্গে মহারাজা করিল মন্ত্রণা।
"যখন কমলাকান্ত মদ নিয়া যাবে
মদ শুদ্ধ রাজপথে তাহাকে ধরিবে।"
গুপ্তচরে সে সংবাদ লইয়া আসিল,
মহারাজা অবিলম্বে ধাইয়া চলিল।
মদপূর্ণ ঘটী নিয়া চলিছে কমল,
সহসা সম্মুখে পাল্কী বাহকের দল।
মহারাজা শিবিকা হইতে নামি কহে,
"তোমার ঘটীর মধ্যে কি সামগ্রী রহে।"
স্তম্ভিত কমল কহে "ঘটী মধ্যে দুগ্ধ"।
ঢালি দেখি মহারাজা হইল বিমুগ্ধ।
নির্ব্বচন হয়ে তবে যাইল চলিয়া ;
কত কি চিন্তিল মনে প্রাসাদে বসিয়া।
কমলাকান্তের প্রতি শ্রদ্ধা যাহা ছিল।
গেল তাহা, পরিবর্ত্তে বিরক্তি ঘটিল।
সহসা ঘটিল কার্য্য বিধির নিদেশ, (১)
প্রিয় শিষ্য প্রতাপ হইল নিরুদ্দেশ ;
শিষ্যের বিরহে মৃতকল্প শ্রীকমল,
মহারাজা পুত্রশোকে হত-বুদ্ধি-বল।
সংসারের অভিনয় বিড়ম্বনাময়,
বৈরাগ্যবিহীন অজ্ঞে নিত্য দুঃখে রয়।
যার জন্য দ্বন্দ্ব সন্দ সে গেল চলিয়া,
কিছুকাল পরে গেল কলহ মিটিয়া।

(১) ছোট মহারাজ প্রতাপচান্দ কি জন্য নিরুদ্দেশ হইলেন, তাহা কেহ প্রকাশ করেন নাই। তবে সঞ্জীববাবু কৃত কমলাকান্ত চরিতে কিছু আভাস পাওয়া যায়। খাঁকীবাবা প্রভৃতি সেই সময়ের মহাপুরুষেরা যাহা বলেন, তাহা প্রকাশ নিষ্প্রয়োজন।

কমলের প্রতি পুনঃ জনমিল তোষ,
আর না ধরিত রাজা সাধনার দোষ।
আর না শুনিত কথা তার প্রতিকূলে,
আর না বলিত মন্দ সন্দেহের ভুলে।
আবার সম্মানে তার সঙ্গীত শুনিত ;
আবার তাহার সঙ্গে তত্ত্ব আলোচিত।
আবার ডাকিয়া স্নেহে হিত জিজ্ঞাসিত ;
আবার অন্বেষি রাজা অভাব নাশিত।
আবার সে বর্দ্ধমানে ফিরিল বাতাস,
পরিষ্কৃত হল ঘন-সন্দেহ-আকাশ।
অতঃপর বলি শুন শেষলীলা তাঁর,
অভিনয় সাঙ্গ হ'লে রঙ্গমঞ্চে আর,
কে পারে থাকিতে বল,
অভিনয় সাঙ্গ হ'ল,
খুলিল কমল জন্য ব্রহ্মলোক দ্বার।
চলিল কমলাকান্ত অঙ্কে উঠি মার।
প্রাণপ্রিয়তম শিষ্য হল নিরুদ্দেশ ;
জরা সন্তাড়নে পক্ক মস্তকের কেশ।
হেনকালে দামোদর তীরোজ্জ্বল করি,
কমলের পত্নী গেল দেহ পরিহরি।
শোকোচ্ছ্বাসে কমল তরঙ্গ তুলি নীরে,
সম্বোধিল শ্মশানে বসিয়া তারিণীরে।
"কালী, সব ঘুচালি লেঠা।
এখন শিবের বচন আছে যাহা,
মানবি কি না মানবি সেটা।
যার প্রতি তোর কৃপা হয় মা,

তার, সৃষ্টি ছাড়া রূপের ছটা।
তার, কটীতে কৌপীন মিলে না,
গায়ে ছাই আর মাথায় জটা।
শ্মশান পেলে ভাল বাসিস, (সুখে ভাসিস)
তুচ্ছ করিস্ মণিকোটা।
আপনি যেমন ঠাকুর তেমন,
ঘুচলনা তাই সিদ্ধি ঘোটা॥
এ সংসারে এনে এবার,
করলি আমায় লোহা পেটা।
তবু যে মা বলে ডাকি,
সাবাস্ আমার বুকের পাটা॥
জগৎ জুড়ে নাম রটেছে,
কমলাকান্ত কালীর বেটা।
কিন্তু, মায়ে পোয়ে এমন ব্যভার,
ইহার মর্ম্ম-বুঝবে কেটা॥"

পত্নী বিয়োগের পরে কমলের আশ,
বর্দ্ধমান ছাড়িয়া করিতে কাশীবাস।
মুক্তহস্ত মহারাজা কমলের তরে,
মণিকর্ণিকার তীরে মুক্তির নগরে,
মনোরম বাসস্থান করি নির্দ্ধারণ,
কহিল কমলে কাশী করিতে গমন।
উত্তরিল, উদাসীন কমল তখন,
"মহারাজ কাশীবাসে আর নাহি মন।

কি আর যাইব পুণ্যতীর্থ কাশীধামে,
পরম আনন্দে হেথা আছি কালীনামে।
আছে হেথা বহু সাধু ভক্ত ধর্ম্মপ্রাণ,
কাশীক্ষেত্র তুল্য গণি এই বর্দ্ধমান।
যথা সাধুসঙ্গ আর যথা কালীনাম,
তথা শান্তি নিকেতন বিশ্বনাথ ধাম।”

কমলের সিদ্ধান্তে ধীরাজ তেজচন্দ,
“ধন্য রে বিশ্বাস” বলি লভিল আনন্দ।

সমুদিল অর্দ্ধোদয় যোগ একবার,
জাহ্নবী সিনান তরে উঠিল ঝঙ্কার।
রাজারও হইল ইচ্ছা জাহ্নবী সিনানে,
কিন্তু ইচ্ছা, যান ভক্ত কমলের সনে।
শুনি মহারাজ তেজচন্দের মনন,
কহিল কমলাকান্ত উদাসীন মন,
“অর্দ্ধোদয়ে গঙ্গাস্নান! ভাল, যাওয়া যাবে।
যে যাবে, সে যাবে, স্নানে মহাফল পাবে।”

শুনি বাক্য মহারাজা অতি হৃষ্টমন,
আরম্ভিল গঙ্গাস্নানে উদ্যোগায়োজন।
নগরের মধ্যে বার্ত্তা যবে প্রচারিল,
সহস্র সহস্র লোক আনন্দে সাজিল।
কিন্তু যবে গমনের সময় আসিল,
মা ভাবে তন্ময় ভক্ত রাজায় কহিল।

“কি আর করিব বল জাহ্নবী সিনান,
সর্ব্ব তীর্থ কালীপদে দেখি বিদ্যমান।
তারিণী চরণামৃত পরশিলে শিরে,
কোটীবার স্নান হয় জাহ্নবীর নীরে।

এত বলি তারিণী চরণামৃত নিয়া,
সম্মুখীন লোকারণ্যে দিল ছিটাইয়া।
ইথে তৃপ্তি না ঘটিল রাজার অন্তরে,
হাসি কহে, বৃদ্ধ হলে বুদ্ধি যায় দূরে।
গৃহের বারাণ্ডা হয় তীর্থ সর্ব্বোত্তম ;
উঠানের বৃষ্টি-জল ত্রিবেণী-সঙ্গম।
আলস্যে ঔদাস্যে দেহ জড় তুল্য হয়।
অন্ধোদয়ে পুণ্য বোধ তখন না রয়।"
পূর্ণ দুই বর্ষ আরো অতীত হইল,
সংসার নিবাসে মনে বিতৃষ্ণা জন্মিল।
সম্পাদিয়া জীবনের কর্ত্তব্য নিচয়,
ইচ্ছিল করিতে দেহ পঞ্চভূতে লয়।
করিয়া ভক্তির কীর্ত্তি-স্তম্ভ নিরমান,
উত্তোলিয়া জয় কালী নামের নিশান,
চলিল কমলাকান্ত করিতে বিশ্রাম,
—স্থান সে আনন্দ লোকে আনন্দের ধাম।
মহারজা তেজচন্দে কহিল কমল,
"আজ মোর চিত্ত যেন হ'তেছে চঞ্চল।
বর্দ্ধমানে থাকিতে বাসনা আর নাই,
ইচ্ছা, বাবা বিশ্বনাথ-ধামে এবে যাই।"
উত্তরিল মহারাজ, "যদি কাশী যাবে,
উপযুক্ত বাসস্থান সেখানেও পাবে।
বর্দ্ধমান ভাণ্ডার হইতে প্রয়োজন,
সাধিত হইবে নিত্য, স্থির কর মন।"
রাজায় বুঝায় ভক্ত রঘুনাথ রায়,
"কাশী যাত্রা হেতু নাহি কহে আপনায়।

আগামী প্রভাতে ভক্ত ত্যজি কলেবর,
ত্যজি মোসবার সঙ্গ, ত্যজি এ নগর,
মহাযাত্রা করিবে শ্রীজয়দুর্গা বলে ;
উঠিবে সে স্নেহময়ী জগদ্ধাত্রী কোলে।
সাধারণ মরণে সাধক নাহি মরে."
বলি ভক্ত রঘুনাথ বিষণ্ণ অন্তরে।
শুনি মহারাজ চিত্তে জনমে বিস্ময়,
চিন্তায় হইল অতি উদ্বিগ্ন হৃদয়।
"শান্তিময় সাধুসঙ্গ হারাইয়া ভবে,
কি ভাবে অশান্তি পূর্ণ দিন গত হবে।"
মুহূর্ত্তে সংবাদ সর্ব্ব সহরে ব্যাপিল,
বিস্ময়ের ঘূর্ণী বায়ু চৌদিকে উড়িল।
পোহাইল শেষ রাত্রি, মহাযাত্রা তরে,
উদ্যোগী হইল যোগী মহাযোগ ভরে।
উষায় উত্থিত হয়ে করিল সিনান,
করিল এ জনমের মত পূজা ধ্যান।
জ্যোতির্ম্ময়ী ধ্যানে তনু হল জ্যোতির্ম্ময়,
প্রভাতে মণ্ডপে যেন চন্দ্র সমুদয় ;
ধ্যান শেষে বারাণ্ডায় আসিয়া বসিল,
অগণ্য ভকতে আসি অগ্রে দাঁড়াইল।
আসিল শ্রীমহারাজ সহ রঘুনাথ,
সাক্ষাৎ করিতে শেষ কমলের সাথ।
কমল করিল কালীনাম সঙ্কীর্ত্তন,
সঙ্কীর্ত্তনে মন্ত্রমুগ্ধ সম সর্ব্বজন।
উপবিষ্ট কমল রহিয়া কিছুক্ষণ,
সহসা আবেশে যেন করিল শয়ন।

কালীপদ নিম্নে ভক্ত শয়ন করিল।
শুষ্ক মুখে জল পানে ইচ্ছা প্রকাশিল।
শুনিয়া সহস্র জন উধাও হইয়া,
আনিতে তৃষ্ণার জল চলিল ধাইয়া।
কিন্তু কি আশ্চর্য্য যেন জাহ্নবী আসিয়া,
ক্ষুদ্র জলধারারূপে উত্থিত হইয়া,
ভেদ করি উপহৃত পুষ্প বিল্বদল,
প্রবেশিল কমলের বদন কমল।
"জয় মা" বলিয়া ভক্ত মুদিল নয়ন,
দৃশ্য দেখি বিস্ময়ে নিস্তব্ধ সর্ব্বজন।
মহারাজা তেজচন্দ বুঝিল তখন,
"গঙ্গা যাঁর সঙ্গে সঙ্গে করেন ভ্রমণ,
তার জন্য নহে তীর্থ-স্নান প্রয়োজন,
অর্দ্ধোদয় রহে তার সঙ্গে অনুক্ষণ।"
অবসন্ন দেহে রাজা শোকদগ্ধ প্রাণে,
চলে জনসঙ্ঘ সনে কমল-শ্মশানে।
জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে বর্দ্ধমানবাসী,
কমলের পুণ্য তনু যজ্ঞস্থলে আসি,
আরম্ভিল মত্ত হয়ে মহাসঙ্কীর্ত্তন,
শিষ্য ভক্ত যত ছিল ঝরে দুনয়ন।
শশী শূণ্য নিশি তুল্য হল বর্দ্ধমান,
কিম্বা চূড়া শূণ্য দেব মন্দির সমান।
বালক যুবক বৃদ্ধ করে হাহাকার।
বর্ণিতে অধিক শক্তি নাহি ভুলুয়ার।

শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী।

পঞ্চম দিন

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নমশ্চণ্ডিকে চণ্ড দোর্দ্দণ্ডলীলা,
—লসৎ খণ্ডিতা খণ্ডলাকেশ ভীতে।
ত্বমেকা গতির্বিঘ্ন সন্দোহহন্ত্রী
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥

শ্রীশ্রীবিশ্বসার।

মঙ্গলে মঙ্গলে রাখ দৈব অমঙ্গলে;
অভয়ে, নির্ভয় কর কালের কবলে;
বরদে, দেহ মা বর দারিদ্র তারিতে;
শুভদে, অশুভ নাশ কর মা ত্বরিতে ॥
জ্ঞানদে, দেহ মা জ্ঞান সত্য সমুঝিতে;
প্রাণদে, দেহ মা প্রাণ সর্ব্বলোক হিতে;
জগদ্ধাত্রী, উদ্ধার মা দুশ্চিন্তা-সাগরে;
ভুলুয়াকে দেহ শক্তি মনস্থির তরে ॥

রামতনু বিপ্র কহে, "ভক্তের চরিত্র,
মহাভাগবত বাক্য, পরম পবিত্র।
কহিলে কমলাকান্ত, একে সে ব্রাহ্মণ,
তার'পরে সুবিদ্বান, তপস্বী-ভূষণ,
তার'পরে অর্থাভাব নাশিতে তাহার,
মুক্ত ছিল বৰ্দ্ধমান-রাজার ভাণ্ডার।
হাজার হাজার শিষ্য হল তারপর,
ধনে, মানে, জ্ঞানে ভাগ্যবান নিরন্তর।
না ছিল অভাব, ভয়, সম্মান-ভাজন,
স্থির মন তাহার সম্ভব সর্ব্বক্ষণ।
কিন্তু কেহ আছে কি না, দারিদ্র যাহার,
আজনম এক ভাবে অঙ্গে অলঙ্কার।
উপেক্ষিত-প্রতিবাসী মণ্ডলে সতত ;
পরমুখাপেক্ষী, প্রায় উপবাস ব্রত,
অথচ মা দুর্গা নামে সর্ব্বদা তন্ময়,
সর্ব্বদা আনন্দময়, উন্নত হৃদয় ;
লোকে করে বঞ্চনা, সে আনন্দে তা সহে,
লোকে উচ্চ বলিলে সে নম্র কথা কহে ;
লোকে মূর্খ বোকা বলি উপহাস্ করে,
তাই শুনি তার মনে আনন্দ না ধরে,
এক দিনও নাহি কহে মানুষ ধরিয়া,
"বিধি কি নির্দ্দয় মোরে সংসারে আনিয়া
নিরবধি দিল দুঃখ না করি বিচার।"
অথবা "মানুষ মন্দ, পাপের সংসার!"
এমন যে নিষ্কিঞ্চন মহামহীয়ান,
কহ শুনি, জান যদি তাহার সন্ধান"

উত্তরে সন্তান, "ভক্ত সর্ব্বদেশে আছে,
ভক্ত আছে তাইত সংসার চলিতেছে।
দরিদ্র ভক্তের কথা কি সুধাও ধীর,
দরিদ্রের চিত্ত যেন দেবতা মন্দির।
দম্ভ দর্প অভিমান পারুষ্যাদি যত,
দরিদ্রের গৃহে তারা সদা উপেক্ষিত।
দারিদ্র যাহার বন্ধু, অর্থ-সাধ্য পাপ
পরশিতে নারে তারে,—দিবে কি সন্তাপ?
দুর্ব্বল যে, প্রবলের অত্যাচার সহে,
প্রতিহিংসা ল'য়া দূরে, কথা নাহি কহে।
পণ্ডিত হইয়া লোকে বুঝি সার তত্ত্ব,
বুঝিবেত এই মাত্র—ভগবান সত্য.?
সেই সত্য দরিদ্রে বুঝিয়া নিরবধি
কতবার ডাকে তাঁরে না আছে অবধি!
শুন এক দরিদ্র ভক্তের সমাচার,
মোর সঙ্গে ছিল নিত্য পরিচয় যার।
দেখিয়াছি স্বচক্ষে তাহার অবসান,
বাক্যে না বলিতে পারি সে কত প্রধান।
ছিল সে ভক্তের নাম মহেশ মণ্ডল,
জাতিতে চণ্ডাল, দিন মজুরি সম্বল।
সারাদিন খাটিলে পাইত তিন আনা;
পালিত সে দারা, পুত্র, কন্যা তিন জনা।
অতি কষ্টে যায় দিন, তবু দুর্গানাম,
বলিত সে, চলিতে ফিরিতে অবিরাম।
না জানিত যুক্তি তর্ক, নাহি ছিল জ্ঞান,
কৃষক সে, অজ্ঞ মূর্খ, নাহি মানামান।

নাহি ছিল ক্ষেত্র, খোলা, পরের দুয়ারে,
না খাটিলে উপায় ছিল না চলিবারে।
তবু শুন তার কার্য্য কি বিস্ময়কর,
কত উচ্চ পবিত্র সে দুঃখী নিরন্তর!
দুর্ভিক্ষ পড়িল বঙ্গদেশে একবার,
উঠিল দরিদ্র-গৃহে নিত্য হাহাকার।
কত অনশন ক্লেশ, অকাল মরণ,
ঘটিল যা, কার সাধ্য করে নিরূপণ।
ফেলিয়া যুবতী পত্নী যুবক পলায়,
পুত্র কন্যা পরিহরি পিতা মাতা যায়।
বস্ত্রাভাবে লজ্জাবতী হয় দিগম্বরী,
—শিহরে অন্তর, দুর্ভিক্ষের দুঃখ স্মরি।
এ বড় ভীষণ দিনে মহেশের ঘরে,
দুই দিন অনাহার,—কে জিজ্ঞাসা করে!
বহুশ্রমে তিন দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া,
মহেশ বাজারে চলে ছ' আনা লইয়া।
কিনিয়া দুসের চাল ফিরিল ত্বরিত;
খেয়া ঘাটে দেখা হল ক্ষেপুর সহিত।
ক্ষেপু ছিল একজন আচার্য্য ব্রাহ্মণ,
ভিক্ষা করি করিত সে জীবন ধারণ।
তৃতীয় প্রহর বেলা, মহেশের ঘরে,
অনাহারে পুত্র কন্যা প্রায় মরে মরে।

ক্ষেত্র খোলা——ধানের ক্ষেত্র আর ধান মাড়াইবার স্থান।
দুর্ভিক্ষ পড়িল দেশে——১২৮০ সালের দুর্ভিক্ষ।
চলিবারে——সংসার চলিবার কোন উপায় ছিল না।
পালিত—পালন করিত।

চাল নিয়া তাই দ্রুত চলিছে মহেশ,
—কি দুর্দিন! কি সঙ্কট! কি বিপন্ন দেশ!
তবুও আনন্দে ভক্ত হাসিভরা মুখে,
দুর্গা বলে, যেন তার বুকভরা সুখে।
ক্ষেপুর বিষণ্ণ মুখ, জীর্ণ শীর্ণ কায়,
নিরখি মহেশ অতি আগ্রহে সুধায়,
"কেন ভাই দেখি এত বিষণ্ণ বদন?
বাড়ীতে ত ভাল আছে পুত্র পরিজন?
কালীর কি ইচ্ছা তাহা কে কহিবে বল?
—গরীবের প্রাণ প্রায় অনাহারে গেল।
অনাহার জন্য ভাই আমি না ডরাই।
ইচ্ছা যদি করি, তিন দিন পরে খাই।
এত বল আছে মনে কালীর কৃপায়।
—তবে ইচ্ছা, যেন ভবে আর সবে খায়।
তাই ভাই দেখি যবে, অনাহারে মরে,
দুর্গা বলি কাঁদি, আর সহেনা অন্তরে!"
ক্ষেপু কহে, "আজ দুর্গা ভিক্ষা নাহি দিল,
দুর্ভাগার দশা আর কি শুনিবে বল?
তিন দিন অনাহারে পুত্র পরিজন;
নিশ্চয় দেখিব আজ সবার মরণ:
বলিয়া নয়নধারা ফেলিতে লাগিল,
উদ্বেগে মহেশ বলে, "হারে সেকি বল?

ক্ষেপুঠাকুর——সংস্কৃত কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র আচার্য্য মহাশয়ের আত্মীয় ছিলেন। ফরিদপুরের মধ্যে থালকুলায় আচার্য্য মহাশয়ের বাড়ী ছিল। ১০।১২ মাইল দূরে গাঁড়াখোলায় ক্ষেপু আচার্য্যের বাড়ী ছিল। ক্ষেপুঠাকুর পত্রিকা শ্রবণ করাইয়া বেড়াইতেন।

দুর্গা বিনা দুর্গমে কে ত্রাণ করে আর !
মন প্রাণ এক করি ডাক একবার।
অপার করুণাময়ী সে যে মা আমার,
ভক্তের দুর্গতি নাশ স্বভাব তাহার।
তবে যে আমরা দুঃখ পাই অবিরত,
তাহার কারণ নাহি চলি কথামত।
মানুষে যে দয়া করে সে দয়াও তাঁর,
সে দিলে মানুষে দেয় এই জেনো সার।
যেমন সে রাখে থাকি, তায় কেন দুঃখ !
'জয় দুর্গে' বলি ডাক, বলে বান্ধি বুক।
অবশ্য মিলিবে ভিক্ষা," ক্ষেপু বলে "ভাই,
যতই যা বল, আর সে বিশ্বাস নাই।
উঠিতে বসিতে ভাই বলি দুর্গা নাম,
দুর্গা নাম নিয়াইত ঘুরি অবিরাম।
কোথায় সে দুর্গা তার কে জানে খবর,
যত'দুর্গা বলি, তত দুঃখে ভরে ঘর।
হাবু ডুবু নিত্য খাই, এবে প্রাণ যায়,
বিশ্বাস কি থাকে ইথে তাহার কৃপায়।
তিন দিন অনাহারে আছে পরিজন,
নিশ্চয় দেখিব আজ সবার মরণ।
বলিয়া ফেলায় ক্ষেপু নয়নের জল,
মহেশ বুঝায়, আঁখি করি ছল ছল ;
"বৃথা দুর্গানাম নিন্দা না করিও আর,
বাঁচিয়া যে আছি তাত করুণা তাঁহার।
মাত্র দুই চারি দিন সংসারে বসতি,
বাঁচি এবে; কোনরূপে গেলে দিন রাতি।

সুখ দুঃখ দুই ভাই ; বড়লোক যারা,
সুখ নিয়া টানাটানি সবে করে তারা।
নিরুপায় দুঃখ আর যায় বা কোথায়,
আমরা গরীব লোক ঘরে আনি তায়।
সে দুঃখের তরে দুঃখ কেন তবে আর,
দুঃখই ত আমাদের ঘরের সুসার।
দুঃখকে আশ্রয় মোরা দিয়াছি যখন,
দুঃখ বলি আর কেন করিব রোদন ?"
শুনিয়া নৌকার সবে মহেশের কথা,
"ঠিক্ ঠিক" বলে, ঘন ঘন নাড়ি মাথা।
মহেশ কহিল পুন, "না কাঁদিও আর,
মোর কাছে দিয়াছে মা ভিক্ষা যা তোমার।"
এত বলি চাল নুন সব তাকে দিল,
শূন্য হাতে নিজ ঘরে আপনি চলিল।
দেখি কার্য্য সকলের লাগে চমৎকার।
কেহ বলে, "ঐ রূপই ওর ব্যবহার!"
চলে আর বলে ভক্ত, "চণ্ডাল আমরা,
একাদশী ব্রত কভু নাহি জানি মোরা।
গত কল্য অনাহারে গিয়াছে সংযম,
আজ উপবাসে,ব্রত হবে সুনিয়ম।
দ্বাদশী পারণ তুল্য কাল মোরা খাব,
একদিন না খাইলে নাহি মারা যাব।
দুর্গা দুর্গা বলি ক্ষেপু ভিক্ষা করি খায়,
নামের কলঙ্ক হবে, যদি মারা যায়।"
বলিতে বলিতে গৃহে হল উপনীত ;
পত্নী ছুটী আসি বলে ব্যস্ততা সহিত,

"অগ্রে মোকে চাল দেও করিতে রন্ধন,
—আজ বুঝি পুত্র মোর হারায় জীবন।
বহুক্ষণ হইয়াছে ক্ষুধায় অজ্ঞান,
দেখ আগে পরখিয়া আছে কি না প্রাণ!
নাহি কাঁদে মা বলিয়া, নাহি ডাকে আর,
শিশু কি সহিতে পারে এত অনাহার!
চাল দেও, রান্ধি আমি, যাও তুমি কাছে,
মোদের কপালে আজ না জানি কি আছে!
শুনিয়া মহেশ ধীরে কহিল তখন,
দুর্গা বলি মুখে জল করহ সিঞ্চন।
দুর্গানামে জেন আছে মহিমা অপার,
শুধু জল হবে তার পক্ষে সুধাসার।
জান ত ব্রাহ্মণ ক্ষেপু ভিক্ষা করি খায়;
তিনদিন উপবাসে তারা মৃতপ্রায়।
আজ না খাইলে হবে সবার মরণ,
এ অবস্থা জানি স্থির রহে কোন্ জন?
দুর্গা বলি কান্দে, দুঃখে মোর প্রাণ যায়,
বাজার করিয়া চা'ল দিয়া এনু তায়।"
পত্নী বলে, "না হয় অর্দ্ধেক তাদের দিয়া,
আনিতে অর্দ্ধেক তুমি মোদের লাগিয়া!
তিন বৎসরের শিশু দুদিন না খায়,
চেতনা গিয়াছে তার, কি হবে উপায়।"
উত্তরে মহেশ, "নারী বুঝান কি দায়,
পরের দুর্গতি তারা বুঝিতে না চায়।
ভদ্রলোক একাদশী মাসে মাসে করে,
উপবাসে বল ভবে কে কোথায় মরে?

না হয় আমরা আজ করি একাদশী।
দিন ত গিয়াছে প্রায় বাকী মাত্র নিশি।
কালী যদি রাখে পুত্র আপনি বাঁচিবে,
কাল পূর্ণ হয়ে থাকে, যায় প্রাণ যাবে।
তিনদিন অনাহারে ক্ষেপুর সংসার,
তারা ত বাঁচুক, হোক যা থাকে আমার।”

শুনিয়া সন্ন্যাসীবৃন্দ “বলি ধন্য, ধন্য,”
নয়নের অশ্রু মুছে, কেহ কহে “পুণ্য-
শ্লোক শ্রীমহেশ ভক্ত।” বলি উচ্চরোলে,
প্রকম্পিত সকলে করিল নীলাচলে।

সর্ব্বরিশ্সন্তান কহে, “দুর্গতিনাশিনী
পদে যার চিত্ত রহে দিবস যামিনী ;
দশভুজ বিস্তারি সে কোলে রাখে তায়,
লোকে দুঃখ দেখে, কিন্তু সে'ক দুঃখ পায় ?
ভক্ত যত সে আনন্দময়ীর তনয়,
করিয়া দুঃখের ভাণ করে অভিনয়।
ত্রিনয়না ত্রিলোক দর্শন সদা করে,
মহেশের কার্য্য তার নাহি অগোচরে।

“প্রতিধ্বনি আসিতে বিলম্ব হ'তে পারে,
কর্ম্মফল আসে প্রতি মুহূর্ত্তে সংসারে।
পর্ব্বত হইতে যথা নিম্নে পড়ে জল,
পড়ে তথা জীবের উপরে কর্ম্ম-ফল।
ভাল মন্দ যে যা করে, কালক্রমে তার,
স্বভাবে সে পায় পুরস্কার তিরস্কার।
ত্যাগের অপূর্ব্ব প্রতিদান হাতে হাতে,
যে করেছে ত্যাগ, সেই জানে ভালমতে।

"আপন সর্ব্বস্ব পরহিতে যে বিলায়,
জগতের সর্ব্বস্ব সে হাতে হাতে পায়।
মানুষ হইয়া যদি অমরত্ব চাও,
পরহিত-ব্রত করি আত্ম-বলি দেও।
"ছিল তথা গোপাল ভৌমিক একজন,
মধ্যবর্ত্তী অবস্থার গৃহস্থ সুজন।
পত্নী তার উমা নামে, মূর্ত্তি মমতার,
মহেশের কুটীরের পার্শ্বে গৃহ তার।
মহেশ স্বপত্নী সহ যা বলিতেছিল,
গোপাল স্বপত্নী সহ সমস্ত শুনিল।
পত্নী বলে, "মহেশের মত ভক্ত নাই।"
গোপাল কহিল, "ও ত সাক্ষাৎ গোঁসাই।"
পত্নী বলে, "উহাকে প্রশংসা করে দেশ।"
গোপাল কহিল, "ও ত প্রত্যক্ষ মহেশ।"
পত্নী বলে, "মরিলেও ডাকিয়া না বলে।"
গোপাল কহিল, "ও ত অমর ভূতলে।"
"বলাবলি করি দোহে ত্বরিত উঠিল,
ত্বরিত উঠিয়া দোহে রান্নাঘরে গেল।
হয় নাই তখনও কাহারো ভোজন,
রান্না করা ছিল অন্ন অন্যান্য ব্যঞ্জন।
চারি পাঁচ ব্যঞ্জন সহিত হাঁড়ি ধরি,
অন্ন নিয়া অন্নপূর্ণা ধায় ত্বরা করি।
বাটীভরা দুধ আর গণ্ডা তিন চার,
রম্ভা নিয়া ধায় পাছে ভৌমিক-কুমার।
শিবদুর্গা যেন ভক্তে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া,
মহেশের গৃহে এল আহার্য্য বহিয়া।

"মহেশ ক্ষুধার্ত্ত অবসন্ন পুত্রপাশে,
বসিয়া "শ্রীদুর্গে !" বলি আঁখিনীরে ভাসে।
হেন কালে দোঁহে অন্ন নিয়া উপস্থিত।
নিরখি মহেশ পত্নী সহিত স্তম্ভিত।

"দুর্গা দুর্গা" বলি পত্নী হারাল চেতন,
মহেশ বিস্ময়ে, কহে "কহ এ কেমন !
আমরা ত তোমাদের নিকটে যাইয়া,
অন্নদান চাহি নাই, কিসের লাগিয়া,
অন্নরাশি নিয়া হেথা এলে দুইজন ?
অধম চণ্ডালে অন্নদান অকারণ !
অধমী চণ্ডালে দান কে কোথায় করে ?
—পবিত্র যজ্ঞের ঘৃত কে দেয় কুকুরে।"

ভক্ত শ্রীগোপাল কহে সজল নয়নে,
"অধম চণ্ডাল কারা—অর্চ্চিতে ব্রাহ্মণে
—ব্রাহ্মণ(ই) বা বলি কেন ?—অর্চ্চিতে মহেশ
আসিয়াছি অন্ন নিয়া শুন সবিশেষ।
কোথা কার হেন ভাগ্য ঘটে ধরাতলে,
দর্শে শিবদুর্গা সহ জ্বলে ক্ষুধানলে।
সে ক্ষুধা নিবৃত্তি তরে অন্নাদি লইয়া,
সময়ে দাঁড়াতে পারে সম্মুখে যাইয়া।"

কহিল মহেশ, "ভদ্র-সন্তান যাহারা,
উত্তম বদনে বলে এইরূপই তারা
কত তপস্যার ফলে উত্তম বদন,
উচ্চকুলে জন্মি পায়, উত্তম বচন,
তারা যদি না বলিবে কে বলিবে আর !
অধম চণ্ডাল মোরা কি জানিব তার ?

বলিলে কি হবে মোরা চণ্ডাল চণ্ডালী।
—স্বর্ণরেণু নাহি হয় বাওরের বালি।
জন্মিয়া নারিনু কভু কারো কিছু দিতে,
অধিকার কি আমার তব দান নিতে ?
বহুজন্ম কর্ম্মদোষে হয়েছি চণ্ডাল,
জন্মাবধি সহিতেছি অগণ্য জঞ্জাল !
জন্ম-দুঃখী আমি, দুঃখ সন্তোষে সহিব,
—মা কালী করেছে দুঃখী, তার কি করিব।
"চণ্ডাল হইয়া লব সজ্জনের দান,
নরাধম পাষণ্ড কে আমার সমান।
তোমার সামগ্রী তুমি অন্যে ডাকি দেও।
এ অধমে কি নিমিত্ত নরকে ডুবাও ?"
কহিল গোপাল, "ইহা কভু নহে দান,
তুমি আমি হই এক শ্রীদুর্গা সন্তান।
সম্পর্কে ত হও তুমি মোর জ্যেষ্ঠ ভাই,
মোর অন্ন খাইতে তোমার দোষ নাই।
আজ যদি মোর অন্ন তুমি না খাইবে,
দুর্গা বলি আসিয়াছি, তা হ'লে জানিবে,
তোমার মা দুর্গা নামের নাহি কোন ফল,
—মিথ্যা দুর্গা নাম, মাত্র জলে ঢালি জল।"
শুনিয়া মহেশ নিজ কর্ণে দিল হাত,
যত্ন করি নিল তবে গোপালের ভাত।
পরিতৃপ্ত হয়ে সবে করিল ভোজন,
রহিল গোপাল পত্নীসহ ততক্ষণ।
খায় আর বলে ভক্ত অতি হরষিত,
"ভাগ্যে দেখা হয়েছিল ক্ষেপুর সহিত।

মাত্র দুইসের চাল করিলাম দান ;
তার ফলে শিবদুর্গা গৃহে অধিষ্ঠান।
খাইতাম সে চাল আনিলে শুধু ভাত,
—অদৃষ্টে থাকিলে সুখ রোধে কার হাত !
দুধেভাতে পঞ্চভাগে খাওয়াবে আমায়,
তাই মা সেরূপ বুদ্ধি যোগাল হিয়ায় ;
করিলে অন্যের ভাল নিজ ভাল হয়,
পাইলাম হাতে হাতে তার পরিচয়।”
শেষে ভক্ত গোপাল করিয়া অন্বেষণ,
যাঁচিয়া করিত তার অভাব মোচন।
বহু দুষ্ট নরে ভক্ত মহেশকে নিয়া,
মজুরি না দিত সারাদিন খাটাইয়া।
মহেশ সে জন্য নাহি কলহ করিত,
আবার করিত কাজ যেমন ডাকিত।
বঞ্চনা করিত সবে নির্বোধ বলিয়া,
মহেশ সর্বদা তুষ্ট দুর্গানাম নিয়া।
ভিক্ষা করি করিল সে অতিথি সেবন,
শুন বলি তা আবার আশ্চর্য্য কেমন।
মহেশের ক্ষুদ্র গৃহে বৈশাখের শেষে,
গোঁসাই ব্রাহ্মণ এক সন্ধ্যাকালে আসে।
রূপে রূপবান বিপ্র—তার অঙ্গপ্রভা,
বিস্তারিল উঠানে শারদ চন্দ্রশোভা।

গোপালচন্দ্র ভৌমিক—মধ্যবর্ত্তী অবস্থার লোক। ধনে মানে গ্রামের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। পরসেবাপরায়ন ও ভক্তিমান। তাঁহার পত্নী উমাসুন্দরী সর্ব্বজন প্রশংসনীয়া। গোপালবাবুর গৃহ হইতে মহেশের গৃহ মাত্র দশ বার হাত দূরে ছিল। অন্নদান বা পরের উপকার করিতে গোপালবাবুর মত মহাশয় তখন সে অঞ্চলে আর কেহ ছিল না।

সঙ্গে আছে সেবাদাস, শতরঞ্চ পাতি,
উঠানে বসিয়া বলে, "ব্রাহ্মণ অতিথি।"
মহেশের পত্নী কাশী গোপালের গৃহে
দ্রুতপদে যাইয়া বিপ্রের কথা কহে।
মহেশ কুটীরে নাই, অতিথি ব্রাহ্মণ!
মহেশের পত্নী ভাবে একি অঘটন!
গোপালের গৃহে ছিল স্বজন যাহারা,
ব্রাহ্মণকে সম্মানিতে আসিল তাহারা।
তারা বলে, "মহেশ দরিদ্র অতিশয়,
এ ভগ্ন কুটীর, সেত উঠানে ঘুমায়।
গোস্বামী আপনি পূজ্য সর্ব্বত্র সবার,
ধরিলে মোরাও হই শিষ্য আপনার।
উঠানে না বসি ওই ভবনে চলুন,
কি করিব সেবার যোগাড় তা বলুন।"
বিপ্র বলে "যার গৃহে ফেলেছি আসন,
আজ রাত্রি তার গৃহে করিব যাপন।
দরিদ্র সে যদি, নিত্য উঠানে ঘুমায়,
আমিও উঠানে আজ ঘুমাব হেথায়।
সে যাহা মিলাবে আমি তাই সুখে খাব,
দরিদ্র ফেলিয়া ধনী গৃহে নাহি যাব।"
হেনকালে দ্বিজ রামরত্ন অধিকারী,
যার ছিল গ্রামের ভিতরে জোতদারী।
গোপালের সঙ্গে ছিল বন্ধুত্ব তাহার,
আসিল সে, আসিল গ্রামের অন্য আর।
সবে বলে, "মহাশয়, আপনি ব্রাহ্মণ,
ব্রাহ্মণের গৃহে গেলে মানায় উত্তম।

বিশেষতঃ মহেশ দরিদ্র অতিশয়,
দরিদ্রকে উৎপীড়ন কভু শ্রেয় নয়।
মজুর খাটিতে গেছে, কখনে আসিবে,
কখনে বা সেবার ব্যবস্থা সে করিবে।
কোথায় বা পাবে চাল, ডাল, হাতা, হাঁড়ী,
কে বা দিবে, আনিতে বা যাবে কার বাড়ী!
তাই বলি সময় থাকিতে অন্য গৃহে,
যান যদি কারো কোন কথা নাহি রহে।"
　　কেহ বলে, "প্রভুর বা কিরূপ বিচার,
মাত্র এই এক ভগ্ন কুটীর তাহার।
কন্যা পুত্র পত্নী তার থাকে বারাণ্ডায়,
রহিবেন তার মধ্যে প্রভু বা কোথায়।"
বিপ্র কহে, "একরাত্রি রহিব উঠানে,
আসিয়াছি হেথা আর যাব কোন্‌খানে?"
গ্রাম্য লোকে বলে, "তব যেরূপ চরিত,
চণ্ডালের পুরোহিত তুমি সুনিশ্চিত!
সম্ভ্রান্ত ভদ্রের ঘরে কি নিমিত্ত যাবে,
চণ্ডালিয়া আদর তথায় কোথা পাবে।"
　　গোঁসাই ব্রাহ্মণ শুনি কর্কশ বচন,
শব্দ না করিয়া রহে মূকের মতন।
মহেশ আসিল ঘরে এমন সময়,
ব্রাহ্মণ অতিথি দেখি মহানন্দ ময়।
　　তখনি কড়াই আর কলস আনিতে,
বাহিরিল, বাড়ী বাড়ী লাগিল খুঁজিতে।
কেহ নাহি দেয়, ফিরে বলে কুবচন,
"দেখি নাই—কোন দেশে অতিথি এমন।

ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বাড়ী চক্ষে না দেখিল,
চণ্ডালের বাড়ী যেয়ে অতিথি হইল !"
কেহ বলে যাও তাকে সঙ্গে করি আন,
কি নিমিত্ত কড়াই কলস বৃথা টান ?
উপায় না দেখি ভক্ত বিষণ্ণ অন্তরে,
দুর্গা বলি চলে মধুখালির বন্দরে।
চন্দ্রনাথ সাহা তথা দোকানী প্রধান
মহেশের প্রতি ছিল অতি শ্রদ্ধাবান।
ভক্ত বলি মহেশকে সম্মান করিত,
কিনিলে মহেশ কিছু বেশী বেশী দিত।
অতিথি সেবার তরে যাহা প্রয়োজন,
সকল দোকানী মিলি করিল অর্পণ।
অতিথি গোঁসাই শুনি আনন্দ করিতে,
চলিল অনেক জন উৎসাহিত চিতে।
এ দিকে গোপাল ভক্ত বাটীতে আসিয়া,
অতিথি সম্বন্ধে সব শুনিল বসিয়া।
ভক্তিপূর্ণ মনে আসি অতিথির স্থানে,
প্রণাম করিয়া কথা কহিল সম্মানে।
"মহেশের তুল্য ভক্ত এই দেশে নাই
তীর্থ সম তাহার প্রাঙ্গন,
এ স্থান পাইলে সাধু ভক্ত হন যাঁরা,
অন্যত্র কি করেন গমন ?
প্রভুকে দর্শন করি মোর মনে হয়,
যেন দীনবন্ধু শ্রীনিতাই,
দীন ভক্তে সম্বর্দ্ধিতে অতিথির ছলে,
চিনিতে কাহারো সাধ্য নাই।"

এমন সময়ে ভক্ত মহেশ আসিল,
সঙ্গে তার প্রায় বিশ জন ;
প্রভুকে দেখিয়া সবে বিস্ময় মানিল,
মহোৎসবে করে আয়োজন।
আসিল সে রামরত্ন অধিকারী তবে,
আসিল অনেক অন্য আর,
অতিথি খুলিয়া ভক্তিগ্রন্থ ভাগবত,
আরম্ভিল মূল ব্যাখ্যা তার।
দেখিয়া পাণ্ডিত্য তাঁর, দেখি প্রেম ভক্তি,
পূর্ব্বে যারা মন্দ কহি গেল,
অনুতপ্ত চিত্তে তারা পদপ্রান্তে পড়ি,
স্তুতিবাক্যে ক্ষমা ভিক্ষা নিল।
তার পরে আরম্ভিল উদ্দণ্ড কীর্ত্তন,
হল প্রায় রাত্রি দ্বিপ্রহর,
তারপরে মহোৎসবে প্রায় রাত্রি শেষ,
—উদ্বেলিত আনন্দ সাগর।
হল নিশা অবসান ; প্রভাতে আসিয়া,
অতিথি ব্রাহ্মণে কেহ না পায় খুঁজিয়া।
কেহ বলে " উত্তম পণ্ডিত সে ব্রাহ্মণ
ভাল জানে ভাগবত, নাম-সঙ্কীর্ত্তন।"
কেহ বলে, "থাকিলে রাখিয়া একমাস,
শুনিতাম ভাগবত, পুরাইয়া আশ।"
কেহ বলে, " সে ব্রাহ্মণ দেব নারায়ণ,
অতিথি সাজিয়া দিল মহেশে দর্শন।"
এবে শুন কি প্রকার অবসান তার,
কোটী সিদ্ধ মধ্যে নাই উপমা যাহার।

গোপাল ভৌমিক-গৃহে মিলি সর্ব্বজন,
মাঘী পূর্ণিমায় করে নাম সঙ্কীর্ত্তন।
কীর্ত্তনীয়া আসিয়াছে প্রায় বিশ দল,
নাচিছে, গাইছে লোক, বলি "হরিবোল।"
অন্দর বাহির নাই, সর্ব্বত্র কীর্ত্তন ;
পুরুষ, রমণী তুল্য আনন্দে মগন।
বালক, যুবক, বৃদ্ধ নামে মাতোয়ারা ;
উত্থিত গোপাল-গৃহে প্রেমের ফোয়ারা।
বেলা প্রায় চারি দণ্ড এমন সময়,
নামে প্রেমে মহেশের উন্মত্ত হৃদয়।
কাঁদিয়া কখনো ভূমে গড়াগড়ি যায় ;
—নয়নে গলিত অশ্রু রোমাঞ্চিত কায়।
কভু উঠি করে বহু বিকট চীৎকার,
কভু যেন ক্রোধযুক্ত, করে মার মার।
কভু কালী, কভু কৃষ্ণ, কভু দুর্গানাম,
যাহা মনে আসে, গায় শূন্য-তাল-মান।
কোন কোন কীর্ত্তনীয়া গণিয়া উৎপাত।
মহেশে বাহিরে ফেলে, টানি ধরি হাত।
—কভু হাসে ঠিক যেন উন্মাদের মত;
যার তার ধূলি লয় হয়ে পদানত।
কীর্ত্তন শুনিতে ছিল বেশ্যা তিন জন,
তাদেরও লইল ধূলি ধরিয়া চরণ।
দেখিয়া সে দৃশ্য উপহাসে বহুজন,
কেহ কেহ বলে, "ও ত উন্মত্ত এখন।"
কোন কোন ভক্ত ধরি চরণ তাহার,
"ধন্য তুমি ভাগবত!" বলে বার বার।

কত কাণ্ড করিল সে ঘণ্টা তিন চার,
সাধ্য নাই বাক্যে করি বর্ণনা তাহার।
জনে জনে কর ধরি বলে তারপরে,
"সেই ধন্য হয়, যদি আজ কেহ মরে।
সঙ্কীর্ত্তনময়ী ধরা, গৌরাঙ্গ নিতাই,
চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ, নাচিছে দু ভাই।
চেয়ে দেখ, গগনে নিশান উড়ে কত,
সঙ্কীর্ত্তন করে দেখ দেবগণ যত।
চেয়ে দেখ, কি অপূর্ব্ব চাঁদের কিরণ,
দশদিক আলোকে করিল আবরণ।
চেয়ে দেখ, রাধাকৃষ্ণ শিবদুর্গা কত,
সঙ্কীর্ত্তনে চারিদিকে ঘুরে অবিরত।"
আমাকে ধরিয়া বলে, "রে দাদা গোঁসাই,
কি করিছ বসিয়া, তোমার জ্ঞান নাই!
মা কালী দাঁড়ায়ে র'ল বসিতে না দিয়া.
"কি আক্কেলে" আছ তুমি উপরে বসিয়া।
রাজরাজেশ্বরী কালী, স্বর্ণ-সিংহাসন,
আনি বসাইয়া মাকে, শুনাও কীর্ত্তন।"
ধরি উমাসুন্দরীকে, কহে, "মা আমার,
লক্ষ দিনে এক দিন, দিন আজিকার।
একে ত পূর্ণিমা তিথি, তাহে মাঘ মাস,
তাহে হরি সঙ্কীর্ত্তন, উজ্জ্বল আকাশ,
তাহাতে অগণ্য ভক্ত আসি এ ভবনে,
আজ না মরিয়া তুমি থাক কি কারণে?

"কি আক্কেলে" ঠিক এই কথা মহেশ বলিয়াছিল। এই দেশে গঙ্গা নাই; উঠানে গর্ত্ত খুঁড়িয়া তার মধ্যে জল ঢালে, এক তুলসী গাছ তার কাছে রাখে, এইরূপে মরিলে সে গঙ্গায় দাঁড়াইয়া মরিল এই বিশ্বাস। ইহা এই দেশের প্রথা; ইহাকে অন্তর্জ্জলি বলে। মহেশ আপনার অন্তর্জ্জলি আপনি করিল। ১২৮২ সালে মাঘ মাসে এই ঘটনা ঘটে।

আজকার দিন, তিথি, মাস, পুণ্যক্ষণ,
চল মোরা মায়' পুতে মরিব এখন।"
ধরাধরি করি লোকে হাত ছাড়াইয়া,
টানিয়া বাহিরে নিল, "হরিবোল" দিয়া।
বাহিরে আসিয়া ভক্ত "জয় দুর্গা" বলি,
নাচে হাসে মত্ত সম, দিয়া করতালি।
বলিতে বলিতে নাম নিজগৃহে গেল,
"শীঘ্র জল আন" নিজ পত্নীকে কহিল!
উঠানে করিল গর্ত্ত কোদাল ধরিয়া,
পত্নীকে কহিল "ইথে দে জল ঢালিয়া।"
পতির আদেশে সতী জল ঢালি দিল,
গর্ত্তে পা ডুবায়ে তথা মহেশ শুইল।
পত্নীকে কহিল, "জয় দুর্গানাম গাও।
মহাযাত্রাকালে নাম আমাকে শুনাও।"
কাণ্ড দেখি পত্নী ভয়ে বলে উচ্চৈস্বরে
"দেখে যাও সবে লোক কি প্রকারে মরে।"
তাহার চীৎকারে গেল কীর্ত্তন ভাঙ্গিয়া,
ধাইয়া চলিনু সবে "কি হল" বলিয়া।
সম্মুখে যাইয়া দেখি তখনও প্রাণ
ছাড়ে নাই দেহ, নাকে শ্বাস বহমান;
তখনও "জয়দুর্গা" নাম তার মুখে,
তখনও নাচে অঙ্গ প্রেমের পুলকে।
ধীরে জলধারা বহে পবিত্র নয়নে,
তখনও মধুর হাসি অধরে, বদনে।
পবিত্র শরীরে ধূলা ভস্মের মতন,
—যেন ভস্মমাখা দেব-দেব ত্রিলোচন।

আরম্ভ করিল সবে উদ্দণ্ড কীর্ত্তন,
সে কীর্ত্তন মধ্যে প্রাণ হল "নিষ্ক্রামন"
যেন ব্রহ্ম হরিদাস ইচ্ছামৃত্যু মইল,
কালীর তনয় কালচক্ষে ধূলি দিল।
উদ্দণ্ড কীর্ত্তনে দেহ নিল চন্ননায়,
উদ্দণ্ড কীর্ত্তনে দেহ চিতায় উঠায়।
উদ্দণ্ড কীর্ত্তনে দেহযজ্ঞ হল শেষ,
কীর্ত্তনান্তে কহে সবে "জয় শ্রীমহেশ।"
বুঝিল তখন লোকে সে কত প্রধান,
—কত জ্ঞানবান, যাকে বলিত অজ্ঞান।
সৌভাগ্য তাহার কত, যে দুর্ভাগ্য ছিল,
ঠকাইত যাকে, সে কেমন ঠকাইল।
বুঝিল তখন লোকে, কি তপস্যা তার,
বলিত যাহাকে সবে "ভ্রান্ত" বার বার।
আরম্ভিল তখন সকলে যশোগান ;
—নিবিলে প্রদীপ, যথা করে তৈল দান।"
শুনিয়া সভাস্থ সবে আনন্দে মাতিয়া,
জয় ধ্বনি করে, "জয় মহেশ বলিয়া।"
বলেন শ্রীনিত্যানন্দ, ধন্য শ্রীমহেশ,
তার জন্য তীর্থসম মানি সেই দেশ ;
ভক্তের চরিত্র সদা শ্রবণ মঙ্গল,
কীর্ত্তনীতে ভুলুয়ার নয়ন সজল।

যেন ব্রহ্মহরিদাস——শ্রীশ্রীব্রহ্মহরিদাস ঠাকুর শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সর্ব্বপ্রধান পার্ষদ ছিলেন। তিনি এইরূপ সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীমুখচন্দ্র দর্শন করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। "হল নিষ্ক্রামণ" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভাষায় লিখিত। "শ্রীশ্রীব্রহ্মহরিদাস ঠাকুর পাঠ করুন।"

শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী।

পঞ্চম দিন

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যা মাতৃরূপা ত্রিজগজ্জীবেষু
দুর্ব্বলস্য ভীতস্য আশ্বাসদাত্রী।
আপৎসু মগ্নস্য পরিত্রাণকর্ত্রী
কা স্তব্যতমা জননী তদন্যা॥ (১)

প্রতি মাতৃহৃদে করি বাৎসল্য স্থাপন,
যে করিছে সন্তান পালন।
বুকের শোণিত দুগ্ধে পরিণত করি,
যে রক্ষিছে শিশুর জীবন।

---

(১) যিনি জগতের প্রত্যেক জীবেরই জননী, যিনি প্রত্যেক দুর্ব্বল ও ভীত জীবকে অন্তরালে থাকিয়া আশ্বাস প্রদান করেন, প্রত্যেক আপদে মগ্ন জীবকে যিনি পরিত্রাণ প্রদান করেন, তিনি ভিন্ন সর্ব্বাপেক্ষা পূজনীয়া জননী আর কে আছে?

দেবতা হইতে ক্ষুদ্র কীটানু পর্য্যন্ত
যার মাতৃস্নেহে না বঞ্চিত,
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যাহার করুণা
সর্ব্বতরে সমানে সঞ্চিত।
সেই জগদ্ধাত্রী-কালী জননী আমার
জীবনে মরণে মোর গতি।
এই বাঞ্ছা ভুলুয়ার অন্তরে এখন
কালীপদে রহে যেন মতি।

সুধান মাধবদাস, "প্রেমিক কে হয় ?"
উত্তরে সন্তান, "যার চিত্ত স্নেহময়।
দৃষ্টিমাত্র পর দুঃখে দুঃখিত যে হয়,
পর দুঃখ মোচনে যে যাঁচি দুঃখ সয়।
সে হইতে পারে ভদ্র প্রেমের আধার,
বিশ্বনাথ-প্রেমে তার জন্মে অধিকার।
সেই ত প্রেমিক বিশ্বনাথে যার রতি,
সে প্রেম যাহার আছে সেই মহামতি।

"বিশ্বপিতা বিশ্বনাথ, বিশ্বভরি তাঁর,
আশ্রিত সন্তান, সব তুল্য মমতার।
তাঁর দয়া সর্ব্বোপরি সমানে বর্ষিত।
তাঁর বিশ্ব মাত্র তাঁর দয়ায় রক্ষিত।'
ইহা চিন্তি পরিহরি নিজ অহঙ্কার,
তাঁহার দাসত্ব সুখে করে অঙ্গীকার।
তাঁর বিশ্বজীবে করে সেবা অবিরত,
তাঁর প্রেমে সর্ব্বজীব হয় বশীভূত।

"সে হয় সাধক অবলম্বি মাতৃভাব।
সর্ব্বজীবে ভ্রাতৃবুদ্ধি তাহার স্বভাব।

হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, যে হয় সে হয়,
সে জানে তাহারা তাঁর পুত্র সমুদয়।
মাত্র তারা নহে, ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গম,
তাহার নয়নে সব সহোদর সম।
সর্ব্বজীবে সমভাব জনমে তাহার,
নির্দ্বন্দ্ব, আনন্দময় তার এ সংসার।"

বিষ্ণুদাস হাসি কহে, "তাহা যদি হয়,
প্রেমিক হইতে নারে কালীর তনয়।
অর্চ্চনা করিতে বসি যাহাদের প্রাণ,
বিনাতর্কে হীন পশু করে বলিদান ;
নিজ মুখে ক্ষুদ্রজীবে সহোদর বলি,
প্রেমিক কি দিতে পারে খড়গ ধরি বলি।"

উত্তরে সন্তান, "তত্ত্ব পূর্ব্বে বলিয়াছি।
আবার সে আলোচনা এবে মিছামিছি।
প্রেমিক যে তাহার অর্চ্চনা সতন্তর,
নির্ভরিয়া নির্ব্বাসনা তাহার অন্তর।
সঙ্কল্পবিহীন তার অর্চ্চনা সতত,
তার অর্চ্চনায় কেহ নাহি হয় হত।
প্রেমিকের অর্চ্চনায় নয়নের জল,
সহ জবাবিল্বদল অঞ্জলি কেবল।
প্রেমিক সন্তান যত একত্রে জুটিয়া,
কালীর করুণা গায় নাচিয়া নাচিয়া।
রূপ দেও জয় দেও যশ দেও মোরে
জননীর কাছে তারা প্রার্থনা না করে।
শত্রুবিনাশন জন্য না করে প্রার্থনা,
সৌভাগ্য আরোগ্য তারা জানে না বুঝে না।

"তিন বৎসরের শিশু মার কোলে থাকে
মা ভিন্ন জানে না অন্য মাকে শুধু ডাকে।
কাদা ঘাটে, জল ঘাটে, রৌদ্রে যায় মাঠে,
ধরিয়া আনিতে শিশু মায় পাছে ছুটে।
রোগারোগ্য জন্য সদাই ব্যস্ত তার মা।
কখনও শিশু তার কিছু ভাবে না।
"সারাদিন রূপ নাশে গড়ায়ে ধূলায়,
জননী ধরিয়া শিশু যতনে ধোয়ায়।
শোভিতে শিশুর অঙ্গ পরিচ্ছদ কিনি,
"পর, পর" বলি যত্নে পরায় জননী।
রতন-খচিত-স্বর্ণ-হার পরাইয়া,
কজ্জ্বল বরণ পুত্রে অঙ্কে উঠাইয়া,
চাঁদ চাঁদ বলি তার জননী নাচায়,
সন্তানের রূপ লাগি ভাবে তার মায়।
কজ্জ্বল বরণ পুত্রে কষিত কাঞ্চন
অপেক্ষা সুন্দর দেখে জননী-নয়ন।
সন্তানের রূপ জন্য মাই সদা ভাবে,
অতএব পুত্র কেন সে সকল চাবে?
"কর অগ্রে মার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন,
নির্ভর করহ মাকে শিশুর মতন,
ইহকাল পরকালে যত প্রয়োজন,
যোগাইবে কালী নিত্য করিয়া যতন।
রাজরাজেশ্বরী কালী, যারা পুত্র তাঁর
সৌভাগ্যে-অভাব কোথা থাকে তা'সবার?
সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনী তারিণীর কোলে,
যে থাকে তাহার রোগ নাই কোন কালে।

আরোগ্য সে কেন চাবে জননীর ঠাঁই
সঙ্কল্প না করি পূজা করে সে সদাই।
মা ভিন্ন জানে না, তাই মার পূজা করে,
মার পূজা করে মাত্র নিজ ভক্তিভরে।
বুঝিয়াছে জানিয়াছে, মা তার আপন,
যোগায় মা আনি তার নিত্য প্রয়োজন,
তাই মার পদে সঁপি সর্ব্ব প্রয়োজন
"জয় মা" বলিয়া মহানন্দে সে মগন।
"পুন শুন শিশুর স্বভাব সর্ব্বজন
জননীর সুখ দুঃখে নাহি তার মন।
জননীর কষ্ট হ'লে তাহা সে বুঝেনা,
ভুলিয়াও নাহি করে মার উপাসনা,
বায়না ধরিলে, মর, বাঁচ, দিতে হবে,
সন্তানের অশ্রু মার প্রাণে নাহি সবে।
স্তব স্তুতি আরাধনা শিশু নাহি করে,
ধর্ম্মাধর্ম্ম কোন জ্ঞান না থাকে অন্তরে।
খাদ্যাখাদ্য বিচার না থাকে কিছু তার,
নাহি বুঝে জাতিভেদ ছোট বড় আর।
যে যা দেও তাই মুখে না বিচারি দিবে।
খাইয়া কুচুর ডাটা কাঁদিয়া মরিবে।
আচরণে স্বেচ্ছাচারী, না মানে নিষেধ,
স্বাধীন সম্রাট চেয়ে তিন কাঠি জেদ।
জলের কলসে হাত দিল ডুবাইয়া,
ফেলাইল চালপূর্ণ কলসি ঢালিয়া,
ঘরের সামগ্রী নিয়া বাহিরে ফেলায়,
ঢালিয়া ভাঁড়ের তৈল মাখে সর্ব্ব গায়।

ফেরে সদা করিয়া চূড়ান্ত অত্যাচার,
কারো সাধ্য নাই তার করে প্রতিকার।
তাড়া যদি কর তায় কাঁদিতে থাকিবে,
সান্ত্বনা করিতে পুন চারিদণ্ড যাবে
যত করে অনিষ্ট যতই অত্যাচার,
জননীর কাছে তায় মাধুর্য্য অপার!
জগতের সঙ্গে নাই শিশুর সম্বন্ধ।
নাহি তার যুক্তি তর্ক, ভালমন্দ গন্ধ।

"সেইরূপ একান্ত নির্ভরশীল ভক্ত,
অনুক্ষণ কালীপাদপদ্মে অনুরক্ত।
শিশুর মতন তার সর্ব্ব আচরণ,
সর্ব্বদেশে তার প্রতি তুষ্ট সর্ব্বজন।
নাহি তার শত্রুমিত্র, নাহি নিজ পর,
এ ধরণীতলে সেই প্রত্যক্ষ ঈশ্বর।
তার অর্চ্চনায় হয় তারিণী-সন্তোষ,
সে যা করে তাহে তার নাহি কোন দোষ।

"স্বেচ্ছাচার ভূত্বা কৌলাঃ বিচরন্তি মহীতলে।"

"প্রেমিক সে, তাহার তুলনা বিশ্বে নাই।
শিশু সে, হিংসার নামে কম্পিত সদাই!
তার অর্চ্চনায় মাত্র বিশ্বাস নির্ভর,
অনুক্ষণ মাতৃভাবে তন্ময় অন্তর।
পূজা-ক্ষেত্রে চন্দ্রাতপ তাহার অম্বর,
দানের অঞ্জলী তার বন্ধুবাড়ী ঘর।
মন্ত্র তার "মা আমার" অশ্রু তার গঙ্গা
মুখে পশি আচমন, বক্ষে সুতরঙ্গা।

জ্ঞান তার খড়গ, বধ্য-পশু কু-প্রবৃত্তি,
বলিদান করি করে অনর্থ নিবৃত্তি।
পুরোহিত সে পূজায় বিশ্বাস স্বয়ং,
স্তোত্র তার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস-বচন।
বৈরাগ্যের মহাবহ্নি হোমাগ্নি তথায়,
তৃষ্ণারূপ বিল্বদলে আহূতি তাহায়।
দক্ষিণাস্ত এ সংসার জনমের মত,
তথায় দুর্ব্বল পশু নাহি হয় হত।
প্রেমিক না হয় যদি কালীর তনয়,
বিশ্ব জুড়ি ভ্রাতৃভাব কার হৃদে হয় ?"

"জিজ্ঞাসিল রত্নগিরি, "তুমি মহাজন,
—অবশ্যই কর তুমি মা কালী পূজন,—
দেও কি না ছাগ বলি তোমার পূজায় ?
তোমার পদ্ধতি হবে দৃষ্টান্ত ধরায়।"

উত্তরে সন্তান, "সত্য কহি তব ঠাঁই।
মোর কালী অর্চ্চনায় ছাগবলি নাই।"
হেনকালে উঠি এক তান্ত্রিক সাধক
দাঁড়াইয়া কহে কথা বিরক্তিব্যঞ্জক,
কাহার আদেশে তন্ত্র অমান্য করিয়া
কালীপূজা কর তুমি রুধির না দিয়া ?
কি কি শাস্ত্র পাঠ তুমি করিয়াছ কহ,
কে তোমার পুরোহিত পরিচয় দেহ।
অশাস্ত্রীয় কার্য্য লোকে করি পরচার,
রুদ্ধ না করিও তুমি সিদ্ধির দুয়ার।
বীরধর্ম্ম কালীপূজা তুমি কাপুরুষ,
সিন্ধুভার নাহি ধরে হাতের গণ্ডূষ !

কি মঙ্গল পাও তুমি এমন পূজায় ?
বলিশূন্য কালীপূজা বালকে খেলায়।"
উত্তরে সন্তান, "ভদ্র! জিজ্ঞাসিলে যাহা,
ভাবিয়া বুঝিনু কোন প্রশ্ন নহে তাহা।
প্রচলিত পদ্ধতির বিরুদ্ধ বলিয়া,
হইয়াছ উষ্ণ তুমি ধৈর্য্য হারাইয়া।
কালী যদি হন সত্য জগতজননী,
ছাগ মেষ মহিষ তনয় বলি মানি।
মার কাছে বলি দিলে মায়ের সন্তান,
তুষ্ট কি রহিতে পারে কোন মার প্রাণ ?
"তার পরে সাধুর ধরম হয় দয়া
সে দয়া কোথায় থাকে জীব বলি দিয়া ?
যে দেহ গড়িতে মোর কোন সাধ্য নাই,
সে দেহ করিতে নষ্ট কি সাহসে যাই ?
সর্ব্বদেহ জননীর খেলিবার দেহ,
তাঁর খেলিবার বস্তু কেন নাশ কহ ?
অহঙ্কারে পূর্ণ এই সংসারে মানুষ,
নিজ অপরাধে তাই নাহি হয় হুষ।
জননী-মন্দিরে জীব দেহ বলিদান,
করে মাত্র কলঙ্কিত জননীর নাম।
স্নেহময়ী জননী-ভাবের ভক্ত যাঁরা,
সর্ব্বজীবে ভ্রাতৃভাব আচরিবে তারা।
এ অনন্ত বিশ্বে মাঁর অনন্ত সন্তান,
সন্তান হইয়া বধে সন্তানের প্রাণ,
দম্ভ দর্প অহঙ্কার হেতুমাত্র তার,
বলিতেছে কালী বসি অন্তরে আমার।

অনাদি কালের পূজা, করি বিন্দু বিন্দু
ব্যাভিচার পশিয়া গড়েছে এক সিন্ধু।
মাখনের মধ্যে ক্রমে পড়িয়া কঙ্কর,
হইয়াছে এবে এক কঙ্কর-প্রান্তর।
সে প্রান্তরে অন্বেষিয়া মাখন কে পায়,
কল্যাণ কোথায় এবে এ কালী পূজায় ?
রুধির না দিলে নাহি তৃপ্তি ঘটে যার,
তার সঙ্গে কি সম্বন্ধ স্নেহময়ী মার ?

"যেই মহাশক্তি কালী লক্ষ্মী স্বরস্বতী,
পিশাচী রাক্ষসী হৃদে তাহার(ই) বসতি।
লক্ষ্মী-স্বরস্বতী-শক্তি অর্চ্চি পাই ফল,
পৈশাচিক শক্তি পূজি না হই নিষ্ফল।
কেহ লয় স্বর্গে, কেহ নরকে ডুবায়,
কেহ বংশ রক্ষে, কেহ নির্ব্বংশ করায়।
শক্তিপূজা করে যারা মদ্যমাংস দিয়া,
কি সৌভাগ্য লভে তারা না পাই খুজিয়া,
কিছু কাল ধূমধাম করি পূজা করে,
তার পরে ধূমধাম ধনে বংশে মরে।

"পরব্রহ্মময়ী কালী, পরমা প্রকৃতি
সর্ব্বজীব জননী মা স্নেহময়ী অতি।
দুর্ব্বলের হত্যা তার সম্মুখে সাজেনা,
স্নেহময়ী কালীর সম্মুখে বলি মানা

তথা শ্রীশ্রীমহানির্ব্বাণ তন্ত্রে—

"ত্বং পরা প্রকৃতি সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
ত্বত্তঃ জাতং জগৎ সর্ব্বং ত্বং জগজ্জননী শিবে ॥"

(১) হে দেবী ! তুমি পরব্রহ্মের পরা প্রকৃতি। তোমা হইতে জগতের সমস্ত জীব জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তুমি মঙ্গলময়ী সর্ব্ব শ্রেষ্ঠা সমস্ত জগজ্জীবের জননী ॥

বলেন মাধবদাস, "যা কহিলে মানি,
তবু এক প্রশ্ন আছে, যদি বল শুনি,
দেশ প্রচলিত প্রথা লঙ্ঘন করিয়া,
তুমি যে পূজায় বলি দিয়াছ তুলিয়া,
তাহা কি পড়িয়া তন্ত্র, তত্ত্ব সমুঝিয়া,
কিংবা কোন প্রবীণের সিদ্ধান্ত শুনিয়া,
কিংবা জীবে দয়া জন্য, কহ কি কারণ।"
ধীরভাবে উত্তরিল সন্তান তখন,
"জিজ্ঞাসিলে যদি তুমি,
পূর্ব্ব পর বলি আমি,
জন্মিয়াছি আমি যাদবেন্দ্রের সংসারে,
কালীপূজা মোর বংশে আছে শুদ্ধাচারে।
বাল্যাবধি দেখিয়াছি ছাগ বলিদান,
—ছাগ বলিদান কিন্তু নাহি মদ্য-পান।
সংস্কারা বদ্ধ যারা,
সংস্কারে চলে তারা,
সত্যানুসরণে তারা নহে আগুয়ান ;
লঙ্ঘিতে চলিত প্রথা কম্পিত পরাণ।
আমার বংশীয় যারা,
দেশাচারে চলে তারা,
পূজা হয়, পূজা করে, দেবতার স্থানে
কি চায়, কি পায়, তাহা কেহ নাহি জানে।
মাংসপ্রিয় সকলেই, ছাগ বলি দিয়া,
ছাগমাংস খায় সবে আনন্দ করিয়া।
কে কালী, কি তত্ত্ব তার, কি তার প্রকৃতি,
জিজ্ঞাসিলে কেহ নাহি জানে এক রতি।

সত্য সদাচারে কারো কোন নিষ্ঠা নাই,
নিমন্ত্রণে যাত্রাগানে আনন্দ সদাই।
অর্থ উপার্জ্জন করি আনে আর খায়,
অধিকাংশ করে ওকালতি ব্যবসায়।
সারা বৎসরের মধ্যে ধর্ম্মালাপ নাই,
দেশেও না আসে কোন মোহান্ত গোঁসাই।
ছিল যাহা এককালে সিদ্ধগণ স্থান,
পরিবর্ত্তি এবে তাহা উলঙ্গ-শ্মশান।
সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা, সাধু আলাপনে,
বঞ্চিত হইলে কার ভক্তি জাগে মনে?
শুদ্ধাভক্তি হীন, দেশে গুরু পুরোহিত,
শিষ্য যজমানে তারা কি করিবে হিত?
কোন যোগ্য-তত্ত্বদর্শী সে দেশে না পাই,
কার কাছে অন্তরের সন্দেহ মিটাই।
দেশাচার লোকাচার সে দেশের যাহা,
না হইত মোর মনে তৃপ্তিকর তাহা।
তারপরে আমি যবে পূজা আরম্ভিনু,
বলিদান শ্রেয়ঃ কি না ভাবিতে লাগিনু।
"বহু তীর্থ পর্য্যটন করিয়া বেড়াই,
বহু সাধু মোহান্তের দরশন পাই,
অহিংসা পরম ধর্ম্ম সকলেই বলে,
দয়ার সমান ধর্ম্ম নাহি ধরাতলে।
দেখি কালীপূজা বহু সাধু সদাচার,
ছাগাদির বলিদান নাহি মধ্যে তার।
সংহিতা পুরাণ তন্ত্রে দেখিবারে পাই,
অহিংসার তুল্য ধর্ম্ম তিন লোকে নাই।

যথা তথা অহিংসার প্রশংসা সর্ব্বদা
অথচ হিংসিয়া জীব অর্চ্চিব মোক্ষদা।
এ কেমন রীতি, দয়াময়ী যে জননী,
তাঁর অর্চ্চনায় রক্তে ভাসিবে মেদিনী!
এই প্রশ্ন কালী মোর মনে আনি দিল,
বলি প্রতি দিন দিন সন্দেহ বাড়িল।
"দয়াময়ী কালী এই বিশ্ব বরণীয়া,
মোর মত অন্য সর্ব্বজীব স্মরণীয়া।
সঙ্কটে পড়িলে পরে,
আমি যথা আর্ত্তস্বরে,
বলি তাঁকে, "দয়াময়ি! কর মোরে দয়া,
রক্ষা কর এ সঙ্কটে দিয়া পদছায়া।"
সেইরূপ ছাগাদিকে বধ্যভূমে নিয়া,
নির্দ্দয় স্বভাবে যবে ধরি পাছড়িয়া,
ঘাতকের কালখড়গ ঊর্দ্ধে যবে উঠে,
বলে কি না তারা, "মাগো রক্ষ এ সঙ্কটে"।
"কি বলে তাহারা তাহা বুঝিতে না পারি।
মনে হয় কাঁন্দে ঘোর আর্ত্তনাদ করি।
"মরিনু মরিনু" বলি কাঁদিলে তনয়,
স্নেহময়ী জননীত উন্মাদিনী হয়।
দুর্ব্বল ছাগাদি যবে আর্ত্তনাদ করে,
পশে কি না তাহা মার শ্রবণ-বিবরে?
কালী যদি প্রতি জীবে আত্মরূপে রহে,
আত্মার যা দুঃখ তা কি তাঁর দুঃখ নহে

কালী—কুলকুণ্ডলিনী শক্তি—সঞ্জীবনী শক্তি—তাহাই আত্মা। প্রত্যেক দেহে আত্মারূপে অবস্থান করিয়া সেই নৃত্যকালী নৃত্য করিতেছেন। সেই আনন্দময়ীর আনন্দের

" একবার দেখি এক মহিষের বলি,
কিবা আর্ত্তনাদ তার আকুলি বিকুলি ?
অবিরল জলধারা ঝরিছে নয়নে,
আরক্ত নয়নে নিরখিছে সর্ব্বজনে।
আর্ত্তনাদ তার ঠিক মানুষের মত,
বদ্ধ, তবু পলাইতে চেষ্টা অবিরত।
ঘাতকের খড়গ যেন সম্মুখে তাহার,
ঝলসিয়া হৃদপিণ্ডে করিছে প্রহার।
মৃত্যু যেন মূর্ত্তি ধরি সম্মুখে উদিয়া,
দিতেছিল তীক্ষ্ণশূল বক্ষে বসাইয়া।
ঘূর্ণিত মস্তকে ঘর্ম্ম বেগে বাহিরিয়া,
দিতেছিল ধরাতল প্লাবিত করিয়া।
কি অবস্থা তার কার সাধ্য মুখে বলে,
বধ্যের অবস্থা মাত্র বুঝে বধ্য হ'লে।
এ সংসারে বড় মায়া জীবনের মায়া,
কার প্রাণ সহজে ছাড়িতে চায় কায়া ?
বাক্‌শক্তি হীন, তবু নয়ন তাহার,
বলিতে লাগিল যেন, ধারণা আমার—
" ওরে ও মোহান্ধ নর,
এ নির্দ্দয় ভয়ঙ্কর,
যজ্ঞে নাহি তৃপ্তি ঘটে জগদ্ধাত্রী মার,
নাহি ধর্ম্ম, বলে করি দুর্ব্বলে সংহার।
অর্চ্চনা করিস্ যাঁর,
মোরাও সন্তান তাঁর,

লীলা-বিলাসের দেহ সমগ্র জীবজগৎ। বৈষ্ণব মতে প্রতি দেহে সেই ভগবানই আত্মা। আত্মার কষ্টে ভগবানের কষ্ট। আত্মার সুখেই ভগবানের সুখ।

তাঁর স্নেহে আমাদেরও আছে অধিকার।
বধ্য নহি মোরা, যদি করিস্ বিচার।
বিশ্ব-প্রসবিনী মার স্নেহে নাহি পার,
মোদের শোণিতে নাহি তৃপ্তি ঘটে তাঁর।
রে নির্দ্দয় দুরাশয় কৃতঘ্ন মানব!
চিন্তা কর আমাদের কৃত কর্ম্ম সব।
উত্তপ্ত তপন তাপে তপ্ত-চর্ম্ম হই,
মনে হয় যেন মহাবহ্নি মধ্যে রই।
তবু ক্ষেত্র প্রাণপণে করিয়া কর্ষণ,
তোদিগের জন্য করি শস্য উৎপাদন।
জননী ভগিনী যারা,
দুগ্ধদান করি তারা,
তোদের হৃদয়ে নিত্য করে শক্তিদান!
রক্ষা করে মাতৃহীন নর-শিশু প্রাণ।
তোদের প্রভুত্ব মানি,
গাড়ী টানি, বোঝা আনি,
যা করাস্ তাই করি, নাহি অন্য আন।
তার এই কৃতজ্ঞতা বধিবি পরাণ!
যে দেশে শঙ্কর, বুদ্ধ, নিতাই, চৈতন্য,
সেই দেশে জন্মি তোরা এতই জঘন্য?
হীনমতি, হীনকর্ম্মে গতি, হীনাশয়,
রাক্ষস-প্রকৃতি হবি ইথে কি বিস্ময়?
কৃতঘ্ন বর্ব্বর! শক্তি লভি কলেবরে,
গ্রাহ্য না করিস্ ধর্ম্ম মাথার উপরে।
আছে কাল, আছে ধর্ম্ম, আছে চরাচর,
আছে কালী জগত-জননী সর্ব্বোপর।

করিস্ ধর্ম্মের ভাণে দুর্ব্বলে সংহার।
সংহারিণী করিবেন ইহার বিচার।"
অন্তর-শ্রবণে যেন শুনিলাম কত,
সংজ্ঞাশূন্য রহিলাম কাষ্ঠ-মূর্ত্তি মত।
বহু শক্তি-সাধক ছিলেন সেই স্থানে,
তাহার দুর্দ্দশা কারো না বাজিল প্রাণে।
দুর্গতিনাশিনী দুর্গা সম্মুখে তাহার,
তবু তার দুর্গতির না হ'ল কিনার।
নিষেধ করিনু তাকে করিতে ছেদন,
গৃহকর্ত্তা মোর বাক্যে না দিল শ্রবণ।
পাণ্ডিত্যাভিমানী যারা উপহাস কৈল,
ছেদনের পূর্ব্বে মোকে উঠিতে হইল।
হেন পশুবধে মাত্র উপাসক দায়ী,
এই জ্ঞান-চিত্তে মোর দিতেছে চিন্ময়ী।
পরহিংসা পরিত্যাগ ধর্ম্ম যদি হয়,
উপাসনা ক্ষেত্রে বলি কভু শ্রেয় নয়।
"শাক্তে বলে কালী এই বিশ্বের জননী,
সর্ব্বজীবে সমান করুণাময়ী তিনি।
তাহা যদি সত্য, তবে সম্মুখে তাঁহার,
কি সাহসে করে তাঁর সন্তানে সংহার?
জগজ্জননী কালী যারা বুঝিয়াছে,
কালীর সম্মুখে বলি তারা ছাড়িয়াছে।
যে পূজায় কালী পাদপদ্ম পাওয়া যায়,
জীবে দয়া ধর্ম্ম সেই বিশুদ্ধ পূজায়।
মূল কথা মাতৃভাব গিয়াছে ভুলিয়া,
অহিংসার শুদ্ধ তন্ত্র দিয়াছে তুলিয়া,

অহঙ্কার মদে মহা মাতাল হইয়া,
ধর্ম্মকে অধর্ম্ম গণি আছে উপেখিয়া,
পরমান্ন মধ্যে ঘোল নিয়াছে গুলিয়া,
উপাসনা মধ্যে তাই নাচে খড়গ নিয়া।
প্রেমের আনন্দময় আলিঙ্গনে আর,
ইচ্ছা নাহি আসে, ভাল লাগে অহঙ্কার।
"যত জাতি আছে যদি বিশ্বাসে ঈশ্বর,
বিশ্বপিতা তিনি, তাঁর পুত্র চরাচর।
তা হ'লে কি যায় কেহ অর্চ্চনা মন্দিরে,
সংহারিয়া ক্ষুদ্রজীব তুষিতে ঈশ্বরে।
ঈশ্বরের করুণা প্রার্থনা যারা করে,
তারা কি করুণা করে ভাবুক অন্তরে।
এ সকল চিন্তা মোর অন্তরে জাগিত,
—কার কাছে বলি! বড় যন্ত্রণা হইত।
গেল তিন বর্ষ, নানা সংশয়ে মগন,
রহিলাম ছিন্ন ভিন্ন মেঘের মতন।
দিব কি না ছাগ বলি, ভাবিয়া ভাবিয়া,
হইলাম উন্মাদের প্রায়,
যাকে পাই তাহাকে সুধাই কি করিব,
কেহ নাহি মীমাংসায় যায়।
অবশেষে একদিন জননী মন্দিরে,
বসিলাম, কহিলাম মাকে,
"দিব কি না পশু বলি তোমার সম্মুখে,
বুদ্ধিরূপে! বুঝাও আমাকে।"
মা আমার আর্ত্তস্বর করিল শ্রবণ,
—স্নেহময়ী না শুনিবে কেন?

দশদিক উদ্ভাসিয়া আনন্দ কান্তিতে,
আসিয়া মা দাঁড়াইল যেন।
অভয়ের হস্তখানি উর্দ্ধে উঠাইয়া,
কহিল মা, " শুনরে সন্তান!
অনন্তরূপিণী আমি, অনন্ত প্রকারে—
মোর পূজা আছে বিদ্যমান।
জগতজননী বলি অর্চ্চে যথা মোরে,
আমি তথা জগতজননী।
সন্তানের মমতায় অধীরা তখন,
তথা পূর্ণ-করুণারূপিণী।
বরাভয়দাত্রী তথা নিত্য বরাভয়ে,
করি সর্ব্বজীবের কল্যাণ।
শুদ্ধভক্ত শুদ্ধজ্ঞানী গৃহস্থ তথায়,
অর্চ্চে করি স্বার্থ বলিদান।
সর্ব্ব জীব তুষ্ট তথা মোর অর্চ্চনায়,
সর্ব্ব দেব তথা উপনীত।
বিশ্বের সন্তান সহ আমি তথা যাই,
শান্তি চলে আমার সহিত।
আত্মস্বার্থ বলি দিয়া মোকে যারা চায়,
তাহাদের স্বার্থ আমি বহি।
পরদুঃখে কাতর যাহারা অবিরত
আমি তাহাদের দুঃখ সহি।
বাঞ্ছে যারা সে করুণা, স্বতন্ত্র তাহারা;
সর্ব্বজীবে দয়া করে আগে।
দয়ায় দয়ার হৃদে প্রতিধ্বনি জাগে,
অনুরাগে আনে অনুরাগে।

প্রেমের উপরে ধর্ম্ম কি আছে ত্রিলোকে,
মোর নামে প্রেমিক যে জন,
সর্ব্বভূতে হিংসাশূন্য স্বভাবে সে হয়,
সর্ব্বোত্তম তার আরাধন।
তার বাঞ্ছা পূরাইতে সঙ্গে সঙ্গে তার,
থাকি সদা ছায়ার মতন।
তাহার মুখের বাক্য অমোঘাশীর্ব্বাদ,
নাহি তার শান্তি স্বস্ত্যয়ন।
সাধনা তেয়াগি মনসাধ পূরাইতে,
যারা করে শান্তি স্বস্ত্যয়ন।
প্রতিচ্ছবি নিরখিয়া সুধাংশু ধরিতে,
হয় তারা সলিলে মগন।
মন্ত্রের কৌশলে, কিংবা বধি ক্ষুদ্রজীবে,
মোর তোষে আগুয়ান যারা,
বৃক্ষশিরে বাঁধি রজ্জু, বাহি চলে তারা,
ধরিবারে চন্দ্র সূর্য্য তারা।
নির্ব্বাসনা, হিংসা-নিন্দাশূন্য, চিত্ত যার,
সুনির্ম্মল অন্তর যাহার,
পায় সে অনন্যা ভক্তি, তাহার আহ্বানে,
সাধ্য নাই দূরে থাকি আর।
সর্ব্বভূতে সমান যদিও আমি হই,
শত্রু মিত্র মোর কেহ নাই,
কিন্তু যে একান্ত ভক্ত, মোকে সে জাগায়,
তার সঙ্গে লীলারস পাই।
ইচ্ছাময়ী আমি ; কিন্তু তাহার ইচ্ছায়,
রহি তার দরজায় দাঁড়া।

মোর ইচ্ছা উলুটায় তাহার ইচ্ছায়,
বাঁধি রামপ্রসাদের বেড়া।
সর্ব্ব জীবে আমি, সর্ব্ব জীব প্রতি তার,
রহে সদা স্নেহ সম্ভাষণ।
মোর জীব ছিন্ন করি, উত্তপ্ত শোণিতে,
করে না সে আমার তর্পণ।
চন্দ্র সম সুশীতল স্বভাব তাহার—
শীতল সে করে সর্ব্বজন।”
এত বলি মুহূর্ত্তে মা অন্তর্হিত হল,
হ'ল মোর সন্দেহ ভঞ্জন।
তখন সে প্রচলিত পদ্ধতি ছাড়িয়া
ছাড়িয়া সে মিথ্যা সংস্কার,
না শুনিয়া অজ্ঞানান্ধ অজ্ঞের প্রলাপ,
মিথ্যাভয় প্রদর্শন আর,
ছাগাদির বলিদান দিলাম তুলিয়া,
আমার জননী অর্চ্চনায়।
কত জনে কত ভয় গেল দেখাইয়া
হাসিলাম সে সব কথায়।
জননী আপনি আসি যে কথা কহিল,
তাহার উপরে যদি আর,
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আসি বলেন বচন,
গ্রাহ্য না করিব কিছু তার।
পুন শুন ঘুরে দেশে এক দল লোক,
নামে যারা তান্ত্রিক সাধক।
যাহাদের অধিকাংশ তত্ত্ব নাহি জানে,
অর্থ লাগি অর্চ্চক জাপক।

ভ্রান্ত তারা, ভ্রান্তি লোকে করয়ে বিস্তার,
মিথ্যা যত বুঝায় এমন,
যাহাতে সরল-বুদ্ধি গৃহস্থ সজ্জন,
সত্য ভাবি হয় উচাটন !
মাঙ্গলিক কালী পূজা আরম্ভ করিয়া,
গৃহস্থকে বুঝায় ডাকিয়া,
"ছাগবলি ভিন্ন যারা কালী পূজা করে,
যায় তারা নির্ব্বংশ হইয়া।
কারণ না দিলে কালী হবে ভয়ঙ্করা,
না রহিবে সম্পত্তি তোমার,
গৃহ দগ্ধ হবে, চোরে হরিবে সর্ব্বস্ব,
ব্যাধি করে না পাবে নিস্তার।"
এইরূপে করে মহাভীতি প্রদর্শন,
গৃহস্থকে ফেলায় ফাপরে,
যাহা চায়, ভয়ে ভয়ে গৃহস্থ তা আনি,
তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে।
ছাগবলি বন্ধ যবে করিলাম আমি,
বহু ভক্ত সে কথা শুনিয়া,
আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে নিজ নিজ গৃহে,
দিল সবে বলি উঠাইয়া।
মাংসপ্রিয় বিপ্র যত বিরক্ত হইল ;
ছাগবলি যে না দিবে তার
বাড়ী কালী দুর্গা পূজা করিতে যাইতে
অনেকে করিল অস্বীকার।
কালচক্রে আমারো আসিল দুঃসময়,
দুঃসময় জীবে স্বাভাবিক,

ধৈর্য্য না হারায় ধীর, অজ্ঞান চঞ্চলে
দুঃসময়ে বকে সমধিক।
বলি বন্ধ করিবার দুই মাস পরে,
গৃহ দগ্ধ হইল আমার,
তারপরে অনুজ মরিল যক্ষ্মারোগে,
অর্জ্জিয়া যে রক্ষিত সংসার।
তারপরে ঘরবাড়ী ঝড়ে গেল উড়ি,
তারপরে চোর প্রবেশিয়া,
বস্ত্র অলঙ্কার যাহা অবশিষ্ট ছিল,
চুরি করি সব গেল নিয়া।
কালচক্রে ঘটে যাহা তাহাই ঘটিল,
অসুবিধা পূর্ণ দশদিক।
বহু দুঃখ বহু জনে করে মোর লাগি,
মোর তাহে দুঃখ সমধিক।
জন্ম-মৃত্যু দুঃখ-সুখ উন্নতি-পতন,
জীবভাগ্যে নিত্য স্বাভাবিক।
ইথে চিত্ত কি নিমিত্ত করিব চঞ্চল,
নাহি বুঝে যাহারা বাহ্যিক।
গ্রাম্যলোক সবে আসি বুঝা'ত আমায়,
"এত দুঃখ হ'ল আপনার।
পাঠাবলি বন্ধ করা জননী পূজায়,
একমাত্র কারণ তাহার।
আমাদের অনুরোধ, এবার পূজায়,
আপত্তি না করিবেন আর।
বলি দিলে দূরে যাবে সব অমঙ্গল,
তুষ্টি হবে জগদ্ধাত্রী মার।"

শুনিতাম যে যাহা বলিত আসি মোরে,
শুনিতাম না করি উত্তর।
রহিতাম কালীকুলকুণ্ডলিনী পদে,
সদানন্দে করিয়া নির্ভর।
প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধ কার্য্য হেরি,—
ষড়যন্ত্র করি বহু জন,
মোর নির্যাতন জন্য নিমন্ত্রণ করি,—
আনাইল তান্ত্রিক দুজন।
ঘরে ঘরে করে তারা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন,—
নাশ করে অমঙ্গল যত।
আমার সম্মুখে আসি দাঁড়াইল দোঁহে,
ঠিক কালভৈরবের মত।
ভক্তি করি বসিতে আসন দোঁহে দিনু,
বসি দোঁহে আপন হুকায়,—
তামাকু টানিল প্রায় পূর্ণ এক ঘণ্টা,
মগ্ন যেন মহা ভাবনায়।
তারপরে একজন সম্বোধিল মোরে,
"কি নিমিত্ত এমন করিয়া,
অশাস্ত্রীয় পন্থা ধরি সোণার সংসার—
অকূলে দিতেছ ভাসাইয়া।
তোমার দুর্গতি হেরি দুঃখী মোরা সবে,
তব দুঃখ করিতে মোচন,
ফেলি আরো দশস্থানে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন,
আসিয়াছি মোরা দুই জন।
আয়োজন কর অদ্য জননী পূজার,
ছাগশিশু এক জোড়া চাই।

রুধিরে সাধিলে মার রোষ দূরে যাবে,
সুমঙ্গল রহিবে সদাই।
বলি বন্ধ করি মার অর্চ্চনা করিয়া,
আনিয়াছ ডাকিয়া বালাই,
গৃহ দগ্ধ হয়, চোরে হরে রত্নধন,
অকালে হারাও যোগ্য ভাই।
তোমার মঙ্গল তরে আসিয়াছি মোরা,
ইথে নাহি কিছু স্বার্থ আশ।
পঞ্চাশ টাকার মধ্যে যাতে যাহা হয়,
করি যাব তব বিঘ্ননাশ।"
শুনিতেছিলাম বসি মত্তের প্রলাপ,
'বহু লোক বসি চারিপাশে—
সহসা সে তান্ত্রিকের আলয় হইতে—
এক জন পত্র নিয়া আসে।
পত্রে লেখা ছিল, "বাড়ী ডাকাত পড়িয়
লুটিয়াছে বস্ত্র অলঙ্কার।
তার অনুজের শিরে মারিয়াছে বারী,—
পত্নীকেও করেছে প্রহার।"
পত্র পড়ি মত্তপ্রায় হইল তান্ত্রিক,
কান্দিয়া পড়িল ভূমিতলে।
সান্ত্বনা করয়ে অন্য তান্ত্রিক ধরিয়া,
সঙ্গীগণ হায় হায় বলে।
পাড়ার মানুষ ক্রমে একত্র হইল,
ব্রাহ্মণের দেখি অশ্রুজল,
দুঃখে শোকে সকলেই হ'ল আত্মহারা,
যাহা মাত্র অজ্ঞানতা ফল।

কিছু আত্মসম্বরিয়া তখনি দুজন
চলিলেন আপনার দেশে.
না খণ্ডি দুর্ভাগ্য মোর, না করিয়া শাস্তি,
না বলিয়া আর কিছু শেষে।
ছাগাদি ছেদন করি যারা পূজা করে,
তাহাদেরও বাড়ী চুরি হয় ?
চুরি ভাল, দস্যু আসি লুটে গৃহস্থলী—
প্রহারে জীবননাশ ভয়।
আমার দুর্গতি যারা খণ্ডাইতে আসে,
নিয়া টাকা পঞ্চাশটী মাত্র।
নিজের দুর্গতি তারা খণ্ডাইতে নারে,
প্রকৃতির রীতি কি বিচিত্র !
তাই বলি কেহ যেন না ভাবেন মনে,
নাহি আমি মানি স্বস্ত্যয়ন।
স্বস্ত্যয়ন মানি, যদি করে নির্ব্বাসনা
মহীয়ান কোন নিষ্কিঞ্চন। (১)
সর্ব্বোপরি মাতৃভাব, পূর্ণ শুদ্ধভাব ;
সে ভাবের সাধক যে হবে,
সর্ব্ব জীব সন্নিকটে সে আনন্দধাম,
তার সঙ্গে শান্তি-স্রোত ব'বে। (২)
তাহা না হইয়া যদি হয় বিপরীত,
কালীভক্ত গেলে কোন গ্রামে,

(১) নিষ্কিঞ্চন—যার প্রয়োজনের শেষ হইয়াছে। সর্ব্বোচ্চ বৈরাগ্যের আসনে উপবেশন করিয়া, সংসারের সুখবাসনা ভুলিয়া, যার চিত্ত কেবল কালীকুলকুণ্ডলিনীর চরণকমলে তন্ময় রহিয়াছে, এমন কোন সাধক যদি স্বস্ত্যয়ন করেন তবে তাহা বিশ্বাস করি। স্বস্ত্যয়ন কেন তিনি প্রসন্ন থাকিলেই বহু কুকর্ম্ম ফল এড়াইতে পারি।

(২) ব'বে—বহিবে।

মাংসাশী মাতাল যত নাচে খড়গ ধরি,
ছাগাদি তটস্থ হয় নামে,
তাহা কি লজ্জার কথা! অমৃতে গরল,
—মন্দাকিনী বহে বহ্নিধারা;
নিষ্কিঞ্চন মহীয়ান সাধক যাহারা,
জীবহিংসা করি ঘুরে তারা!
আসি বলে, "সাধক না সিদ্ধিলাভ করে,
না করিলে রুধির অর্পণ;
মদ্যমাংস বিলাসিনী বিশ্বমাতা কালী।"
শুনি হাসি পায় সর্ব্বক্ষণ।
কি সিদ্ধি তাহারা লভে, বুঝিতে না পারি।
সে সিদ্ধিতে কিবা প্রয়োজন,
বাসনার ভৃত্য যারা তাহাদের সিদ্ধি,
মত্তকারী গঞ্জিকা-সেবন।
আনন্দের জন্য জীব সদা সর্ব্বক্ষণ
ছুটোছুটী করে ভূমণ্ডলে,
আনন্দময়ী মা কালী আনন্দ-দায়িনী,
তাই মাকে আরাধিতে চলে।
আনন্দের সিন্ধু মার চরণকমলে,
আনন্দ উথলে মার নামে।
আনন্দের পন্থা মাত্র মা-ভাবে সাধন,
আনন্দের তীর্থ মাতৃধামে।
সে কালীর উপাসনা করে যে সাধক
সে আপনি আনন্দ-নিলয়,
আনন্দের মূর্ত্তি জীব সংহার করিতে,
সে কি কভু অগ্রবর্ত্তী হয়?

সে জানে আনন্দময়ী আনন্দ-নগরে,
বাস করে সন্তান লইয়া।
সর্ব্বজীব সে আনন্দময়ীর সন্তান,
আছে সবে মাকে বেষ্টনিয়া।
আনন্দের চন্দ্র সূর্য্য আনন্দের করে
আলো করে সে আনন্দ-ধাম।
স্থানে স্থানে আনন্দের নিকুঞ্জ কানন,
অভিনব নয়নাভিরাম।
আনন্দের নাতি উচ্চ পর্ব্বত সকল,
বিরাজিত আনন্দের সাজে।
আনন্দ মূরতি বৃক্ষে আনন্দের ফল,
সে আনন্দ-নগরে বিরাজে।
আনন্দের পাখী বসি আনন্দ শাখায়,
আনন্দের গীত গায় কত।
আনন্দ-সমীর তথা ধীরে ধীরে বহি,
আনন্দে করয়ে পুলকিত।
আনন্দের নদনদী আনন্দ-প্রবাহে
আনন্দের সলিল বহি যায়।
সে আনন্দ পুরবাসী আনন্দের নীরে,
সিনানিয়া ত্রিতাপ জুড়ায়।
আনন্দময়ীর সেই পূর্ণানন্দময়,
নগরে বসতি আশা যার,
আনন্দ-পিপাসু জীবে আনন্দ-অন্তরে,
আনন্দ-প্রদান ধর্ম্ম তার।
তার যজ্ঞে কি নিমিত্ত দুর্ব্বল ছাগাদি,
নিরানন্দে হারাইবে প্রাণ?

পাপী, তাপী, ধনী, দুঃখী, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ,
কে না পাবে সমাদরে স্থান ?
বিশ্বপ্রসবিনী কালী বরাভয়দাত্রী,
কল্যাণী, তাঁহার অর্চ্চনায়,
কার না কল্যাণ হবে ? তাঁহার সম্মুখে,
অমঙ্গলে রবে কে ধরায় ?
দয়া ধর্ম্ম হয় যদি, শিক্ষা কর দয়া,
শিক্ষা কর সেবা স্বার্থত্যাগ।
পরহিংসা পাপ যদি, হিংসা ত্যাগ কর,
কর সর্ব্বজীবে অনুরাগ।
হিংসা যদি ছাড়, হিংসা কেহ না করিবে,
বাঘে না খাইবে ঘোর বনে।
মিত্রময় হবে বিশ্ব, সদানন্দে রবে,
নাহি রবে শত্রু ত্রিভুবনে।
বলি যদি দিতে হয়, দেও শত্রু বলি,
সে শত্রুত কামাদি ছ'জন,
যাহাদের সন্তাড়নে সর্ব্বদা মা নাম,
আর সত্য হই বিস্মরণ।
হায় যদি কামাদিকে কালীর দুয়ারে
অগ্রে বলি দিতে পারিতাম,
কি শান্তিতে কি আনন্দে তবে এ জীবন,
এবার যাপিতে পারিতাম।
যারা বধ্য তাহাদিগে বধ না করিয়া,
হীন-প্রাণী বধ করিলাম।
করুণার মূর্ত্তি পূজা করিতে বসি,
বৃথা হত্যাপাপে ডুবিলাম।

মাংসপ্রিয় মানুষের কথায় ভুলিয়া,
আর দেশাচারে করি ভয়,
জননী পূজায় পৃথ্বী রুধিরে ভাসাই-
ইহা কভু মনুষ্যত্ব নয়।
মহাশক্তি স্বরূপিনী, জননী আমার
অন্তরে কর মা শক্তি দান।
ভুলুয়ার হিংসা ক্রোধ পশুত্ব সকল,
চিরতরে করি বলিদান।”

পূরবী—কাওয়ালী।

আর কাজ নাইরে ছাগ শিশু বলিদানে।
বরাভয়দায়িনীর পূজায়
সে প্রাণ হারাবে কেনে॥
দয়াময়ী কালী আমার ত্রিজগত-জননী হয়,
ছাগাদি সে দয়াময়ীর তনয় বইত নয়,
তনয় যে হয় সে তা জানে।—
জননী সম্মুখে তার, তনয়ে করি সংহার,
বরাভয় দেহ মা বলি ডাকিস্ কোন প্রাণে !!
সৃজন-পালন-লয়-কারণ মা কালী একা,
জানেনা এ কথা ভবে আছে কে এমন বোকা,
তায় কে ধায়রে সংহরণে ?
বরং হয়ে কৃতাঞ্জলি, পশু ছটায় দিয়ে বলি,
সর্ব্বজীবের সেবা আজি কর সসম্মানে॥

করুণা করিলে তোরে তোর যদি আনন্দ হয়,
দুর্ব্বলে করুণা করা তোর কি উচিত নয় ?
বুঝিলেইত পারিস্ মনে মনে।
না দিয়ে হীন পশুবলি, পশুর সেবায় আত্মবলি,
দিলে কৃপা যায়রে পাওয়া, কালীর সন্নিধানে ॥
দেবার্চ্চনা মধ্যে যবে বধ্যে করে আর্ত্তনাদ,
কোন্ বিশুদ্ধ চিত্তে তাহে উঠেনা বা অবসাদ,
আর্ত্তনাদ কি যায় না কালীর কাণে ?
ভুলুয়া গায় পরের ছেলে, কালীর কাছে বলি দিলে,
দেওয়া হয় কলঙ্ক স্নেহময়ী কালীর নামে ॥

শ্রীজগচ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার

ধর্ম্মদহ (নদীয়া)

শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী।

পঞ্চম দিন

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ত্বমেকাজিতারাধিতা সত্যবাদি-
ন্যমেয়া জিতাক্রোধ ন ক্রোধ-নিষ্ঠা।
ইড়াপিঙ্গলা ত্বং সুষুম্না চ নাড়ী,
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥১

অজিতা কালী, অমেয়া কালী,
আরাধিতা কালী বিশ্বে।
অক্রোধা কালী, মঙ্গলা কালী,
আশ্রয় কালী নিস্বে ॥

১। হে জগত্তারিণি দুর্গে। মাত্র তুমিই একা এই বিশ্বে অজিতা; তুমিই সকলের আরাধিতা এবং তুমি একাই কেবল সত্যবাদিনী। তুমি অপরিমেয় ক্রোধস্বভাবা, আবার অক্রোধেরও আধার তুমি। তুমিই ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার আশ্রয়। মা, আমি তোমাকে নমস্কার করি। তুমি আমাকে এই ত্রিবিধ সন্তাপপূর্ণ সংসার হইতে উদ্ধার কর।

পিঙ্গলা কালী, সুষুম্না কালী,
কালী একা সত্যবাদিনী।
ত্রিবিধ তাপ- পূর্ণ ভূতলে,
কালী একা শান্তিদায়িনী॥

কালী নাম-তন্ত্রে বাঁধা জিহ্বা-যন্ত্র যার,
যথা নিনাদিত কালীনামের ঝঙ্কার,
কালের হুঙ্কার তথা শান্ত অবিরত;
ত্রিতাপের আগুন তথায় নির্ব্বাপিত।
কালানুচরের করে যদি মুক্তি চাও,
ভুলুয়ারে দিবানিশি কালীনাম গাও।

বলেন মাধবদাস, "কহিয়াছ তুমি,
ভক্তিবলে পায় নরে ত্রিলোকের স্বামী।
ভক্তি যদি নাহি থাকে, না জানে সন্ধান,
পায় কি না অন্য কোন পথে ভগবান?"

উত্তরে সন্তান, "কর গীতা অধ্যয়ন,
শ্রীকৃষ্ণের মহাবাক্য কর নিরীক্ষণ;
বলেন শ্রীভগবান "সর্ব্বভূতে হিত
সাধন যে করে, যার নির্ম্মল চরিত,
সর্ব্বত্র যে সমবুদ্ধি সেই মোকে পায়।
সর্ব্বভূতহিতরত ধন্য এ ধরায়!"

তথা শ্রীশ্রীগীতায়—

"সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তিমামেব সর্ব্বভূতহিতরতাঃ॥" ১

১। শ্রীভগবান বলিলেন, "হে অর্জ্জুন, যাঁরা ইন্দ্রিয় সমূহকে সম্যক প্রকারে সংযত করেন, যাঁরা সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি এবং যাঁরা সমস্ত জীবের হিতসাধনায় তৎপর, তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

বলেন মাধবদাস, "সর্ব্বভূতহিত,
কোন্ কর্ম্মে সুসাধিত কর নির্দ্ধারিত।"
　　উত্তরে সন্তান, "যার পরহিতে মতি,
আপনি সে বুঝি লয় আপনার গতি।
আত্মসুখ-স্বার্থ ভুলি চিত্ত যার স্থির,
পরমার্থ তরে অগ্রবর্ত্তী যে সুধীর,
অনর্থ তাহার অন্তর্হিত ক্রমে হয়,
হয় চিত্তে ভগবানে ভক্তির উদয়।
ভক্ত হয় ভাগবত রসের রসিক,
নিরখে সে ভগবান কৌতুকী অধিক।
ক্রীড়াময় ভগবান প্রতি ভূতে ভূতে—
ক্রীড়া করে নিরখে সে আনন্দিত চিতে।
নিরখে সে ভগবান ভিন্ন ভূত নাই,
ভূতের সেবায় ভূতনাথ সেবা তাই।
সর্ব্বভূতহিতে রত হইয়া সে যায়,
ভূতসেবা করিয়া অতুলানন্দ পায়।
ভূতনাথ ভগবান সন্তুষ্ট সেবায়,
ভূতহিতে রত নিত্য তাঁর কৃপা পায়।
　　"প্রতি জীব জন্য আছে বহু প্রয়োজন,
হিত হয় প্রয়োজন করিলে সাধন।
ক্ষুধার্ত্তে আদর করি কর অন্নদান,
পিপাসার্ত্তে জলদান কর ভ্রান্তমন।
দরিদ্র বিপন্ন জনে সাহায্য করিয়া,
রুগ্নের শয্যায় বসি ঔষধ লইয়া,
সার্থক এ নরজন্ম কর এই বার,
দেবতার উচ্চাসন কর অধিকার।"

বলেন মাধবদাস, "রুগ্ন ভগ্ন জনে,
সেবার সুবিধা পাওয়া যায় বহুক্ষণে।
জলদান পিপাসার্ত্ত করি অন্বেষণ,
—নলের জঙ্গলে প্রায় কাষ্ঠ অন্বেষণ।
কলস করিয়া ঘাড়ে হাতে নিয়া ঘটী,
"জল কে খাইবে" বলি ঘোরা বাটী বাটী,
অবোধ্য অসাধ্য কর্ম্ম বলি মনে হয়,
জলদানে হেন পুণ্য সুখসাধ্য নয়।"

উত্তরে সন্তান, "জলদান পুণ্য যাহা,
লইয়া কলস ঘটী ঘোরা নহে তাহা।
জলাশয় খনন করিয়া জলকষ্ট,
নষ্ট করে যে মহাত্মা সেই লোক শ্রেষ্ঠ।
জলাভাবে গ্রাম্য লোকে ভোগে যে দুর্গতি,
সাধ্য নাই শতমুখে বর্ণি তার রীতি।
স্নানে পানে জলকষ্ট ভুগিয়াছি যেই,
জলাশয় খনন মাহাত্ম্য জানি সেই।

"শত শত যাগ যজ্ঞ কর অনুষ্ঠান,
লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণে ভোজন কর দান।
কর মহা মহোৎসব বহু অর্থব্যয়ে,
কর তীর্থে কল্পবাস শীত গ্রীষ্ম স'য়ে,
কিন্তু জলশূন্য দেশে জলাশয় দিলে;
যে পুণ্য সঞ্চিত, তাহা কিছুতে না মিলে।

"মরণ-যন্ত্রণাপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা,
জলের অভাবে ঘটে। যত বিড়ম্বনা,
জলশূন্য স্থানে নরে সহে অবিরত,
বর্ণিতে তা বেদকর্ত্তা ব্রহ্মা পরাজিত।

আজ এ ভারতে মাত্র জলের অভাবে,
বিশেষতঃ মধ্য বঙ্গদেশে,
(স্বচক্ষে দেখেছি,) কত অসহ্য যন্ত্রণা,
সহে ভদ্রাভদ্র নির্ব্বিশেষে।
বহুস্থানে পরিষ্কৃত জলের অভাবে,
সংক্রামক রোগের কবলে,
মরিছে অগণ্য লোক,—লোকশূন্য গ্রাম,
লোকাবাস ভরিছে জঙ্গলে।
ম্যালেরিয়া বার মাস, রাক্ষসী সমান,
গিলিছে আবাল বৃদ্ধ যত;
কলেরা লাগিলে গ্রামে, জীবিত যে রহে,
রহে সে সর্ব্বদা মূর্চ্ছাগত।
ধনশালী যে জন সে যাইয়া সহরে,
রহে সুখে দারা পুত্র নিয়া,
কত অর্থ উড়ায় সে বিলাসে ব্যসনে,
কত ভোজ বর্গা লোকে দিয়া।
কিন্তু হায় যারা তার চির প্রতিবাসী
যারা তার যথার্থ আপন,
আজন্ম যাহারা তার করুণা প্রত্যাশী..
যারা তার জন্মতঃ স্বজন,
জলাভাবে তারা প্রাণ অকালে হারায়,
তাহাতে সে লক্ষ্য নাহি করে;

বর্গালোকে—কৃষকেরা পরের জমী বর্গা করিয়া চষিয়া অর্দ্ধেক ফসল পায়। পরের জমী আপন করে। ধনী লোকেরা কুটুম্বশূন্য জ্ঞাতিশূন্য সহরে আসিয়া পরকে ধরিয়া কুটুম্বিতা করে। গাঁঠির টাকা ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে খাওয়ায়, সম্বন্ধ পাতায়, কিন্তু কেহ মরিলে অশৌচ বাধে না। এইরূপ কুটুম বর্গা কুটুম বা কর্জ্জা কুটুম।

উল্টাপথে উল্টাপদে চলে ধনশালী,
বঙ্গে প্রায় নগরে নগরে।
হ'ল বঙ্গ উৎসাদিত জলের অভাবে,
এ দুঃখ কহিব আর কারে,
জল পরিবর্ত্তে লোকে বিষ পান করি,
পরমায়ু থাকিতেও মরে।
আছে ধনী, আছে ধন এখনও দেশে,
এখনও আছে ধন-দান,
নাহি মাত্র মন, আর পথ-প্রদর্শক,
বুঝাইতে যথার্থ কল্যাণ।
মনুষ্য হইতে পশু পক্ষী যত প্রাণী,
সকলেই দহে তৃষ্ণানলে,
সে অনল নির্ব্বাপিয়া জুড়াইতে প্রাণ,
সকলেই বাঞ্ছে ভাল জলে।
জলাশয় খনন করিয়া হেন জল,
যে মহাত্মা দান করে জীবে।
সুমঙ্গলময় সেই মহা কীর্ত্তিমান,
কি পার্থক্য তায় আর শিবে ?
তুচ্ছ সুখে মত্ত নর ইতর-প্রকৃতি,
নীচ স্বার্থে অন্ধ সদাকাল।
অর্থের যা সার্থকতা জীবহিত-ব্রতে,
তাই ভাবে তাহা কি জঞ্জাল।
বক্তৃতায় করে যারা স্বজাতি উদ্ধার,
আর করে স্বদেশের হিত,
জলকষ্ট নিবারণে নাহি হয় তারা,
ভরমেও উৎসাহে অন্বিত।

কত ধর্ম্মসভা হয়, কত প্রেম ভক্তি,
তার মধ্যে হয় আলোচনা।
ধর্ম্মবক্তা যারা, তারা জানে জলকষ্ট,
তবু তারা মুখে তা আনে না।
অশিক্ষায় কুশিক্ষায় ভারত বর্ব্বর,
ধারণার শক্তি নাহি আর,
ঐক্যহীন, লক্ষ্যহীন, আপন কল্যাণে ;
এ জাতির রক্ষা পাওয়া ভার।"
শুনি বাক্য আগুলিয়া বিষ্ণুদাস কহে,
হিতবাক্য ইহাই নিশ্চয় ;
সর্ব্বভূত হিতকর কর্ম্ম জলদান।
মহাপুণ্য দিলে জলাশয়।
দেখিয়াছি বহুস্থানে বহুভক্ত জনে,
বহু অর্থ ব্যয় করে সভা সঙ্কীর্ত্তনে।
চৈত্র মাসে মহোৎসব আরম্ভ করিয়া,
হাজার হাজার লোক ডাকিয়া আনিয়া,
ভোজন ব্যাপারে করে বহু অর্থ ব্যয়,
কিন্তু কি ভীষণ কাণ্ড নাহি জলাশয়।
না পারে করিতে স্নান, পানীয় না পায়,
না পারে ধুইতে বস্ত্র, আবৃত ধূলায়,
বসিয়া আকণ্ঠ ভরি মহোৎসব খায়,
তৃষ্ণা জুড়াবার জল মিশ্রিত কাদায়।
মলমূত্র ত্যাগ করে যেখানে সেখানে,
উৎসবের পরে পাপ গন্ধ বহে গ্রামে।
তারপরে ঘটে গ্রামে কলেরা যখন,
উঠে গ্রামে রোদনের মহাসঙ্কীর্ত্তন।

কি ধর্ম্ম ইহাতে হয় বুঝিতে না পারি,
মরুভূমে মহোৎসব দিয়া লোক মারি।
ভ্রান্ত সংস্কারে মুগ্ধ অজ্ঞান মানব,
উদ্‌ভ্রান্ত বিশ্বাসে করে হেন মহোৎসব।
ইহাপেক্ষা অগ্রে করি জলাশয় দান,
করে যদি মহোৎসব হরিনাম গান,
জীবনে মরণে শান্তি তাহে বেশী হয়,
জলশূন্য মহোৎসব মহোৎসব নয়।
পরিষ্কৃত জলে স্নান,
পরিষ্কৃত জল পান,
পরিষ্কৃত জলে অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন,
করিলে যে মহোৎসবে পূর্ণ হয় মন,
তাহার তুলনা বিশ্বে না করি দর্শন.
সর্ব্বরূপে পরিষ্কৃত জলে প্রয়োজন॥
পরমায়ু দীর্ঘ হয়,
শরীর নিরুগ্ন রয়,
অন্তর প্রফুল্ল থাকে ; ডাকি ভগবানে,
অপূর্ব্ব উল্লাস সর্ব্বক্ষণ জাগে প্রাণে॥
শ্রীহরি করুণা তাহে শীঘ্র পাওয়া যায়,
ধনীকে এ তত্ত্ব তার গুরু না শিখায়।”
কহিল সন্তান, “জলদানের মতন,
কোন্ পুণ্য কর্ম্ম আছে, না হয় স্মরণ।
জলদানে মানুষে জীবন দান করে,
জলদাতা প্রাণদাতা ধরণী উপরে।
জলদাতা নারায়ণী শক্তি অবতার।
জলদাতা জগতের শান্তির আধার।

জলদাতা তৃপ্ত করে জীব চরাচর,
জলদাতা বর্ত্তে যেন স্থির সুধাকর।
অমরত্ব লভিতে যাহার অভিলাষ,
জলশূন্য দেশে কর জলের আবাস।
পিপাসার্ত্ত নরে কর জলবিন্দু দান,
গবাদি পশুর তৃষ্ণা কর অবসান।
অর্থকে সার্থক কর জলদান করি,
তৃপ্ত কর সর্ব্বজীব-জননী শঙ্করী।
জলদাতা জীব রক্ষাকারী নারায়ণ,
এ ধরণীতলে ধন্য তাহার জীবন।"

বলেন মাধবদাস, "দেব নারায়ণ,
জলদাতা হন, কথা বল এ কেমন ?"
উত্তরে সন্তান, "যিনি দেব নারায়ণ,
সত্ত্বগুণময় তিনি করেন পালন।
যথা সত্ত্বগুণ, যথা জীবের রক্ষণ,
তথা বিষ্ণুশক্তি, তথা দেব নারায়ণ।
নরপতিরূপে তিনি রাজদণ্ডধারী,
তিনি প্রতি গৃহে গৃহকর্ত্তারূপ ধরি।
তিনি প্রতি মাতৃরূপে সন্তানপালিনী ;
তিনি দৈত্য দমনার্থ 'নৃমুণ্ডমালিনী'।
তিনি শান্তি প্রদানার্থ সাধুমূর্ত্তি ধরি,
বর্ষেণ আশ্বাস-বাণী দেশে দেশে ঘুরি।
তিনি অগ্নিরূপে এই দেহের আশ্রয়,
তিনিই পবনরূপে প্রাণ সুনিশ্চয়।
তিনিই জীবনরূপে জীবের জীবন,
সে জীবনদাতা যিনি তিনি নারায়ণ।

"আমরা ত অর্চ্চি জল হেতু অন্বেষিলে,
দেখি ত্রিজগত শূন্য জল না থাকিলে।
চিন্তা কর ধীর মনে প্রকৃতি স্বভাব,
হয় যদি দণ্ড তরে রসের অভাব,
মুহূর্ত্তে এ বিশ্ব হয় বাষ্পে পরিণত
জলরূপে নারায়ণ প্রত্যক্ষ সতত।
আর্য্য-শাস্ত্রে জলের জীবন এক নাম,
জল হয় অমৃত, অমিয় রসধাম।
জল প্রবাহিনী গঙ্গা পতিতপাবনী,
আর্য্যালোক-অর্চ্চনীয়া সত্যনারায়ণী,
প্রবাহিনী মূর্ত্তি ধরি গ্রামে গ্রামে যায়,
দুরন্ত তৃষ্ণার করে জীবন জুড়ায়।
"জল আছে তাই বৃক্ষ ধরে নানা ফল,
জল আছে তাই আছে পৃথিবী নির্ম্মল।
জল আছে তাই আছে জীবের জীবন,
জল নারায়ণ, জলদাতা নারায়ণ।
বঙ্গের স্বাধীন রাজা রাজা সীতারাম (১)
জলাশয় জন্য আজ মহা কীর্ত্তিমান।
শত শত বর্ষ গত তবুও এখন,
তাঁর জলাশয়ে লোক বাঁচায় জীবন।
কহে বৃদ্ধ রত্নগিরি, "আর কি করিলে,
লোকের কল্যাণ হয় এই মহীতলে ?"

(১) রাজা সীতারাম রায় বঙ্গের স্বাধীন রাজা। মহম্মদপুরে তিনি রাজধানী স্থাপন করেন। ভূষণায় তাঁহার সৈন্য রক্ষার কেল্লাবাড়ী ছিল। জন্মস্থান হরিহর নগর। উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ ছিলেন। সীতারামের কীর্ত্তি দর্শন করিতে বহুলোক এখনও ভূষণা মামুদপুরে গমন করেন। রাজা সীতারাম প্রায় তিনশত বৎসরের কথা।

উত্তরে সন্তান, "ভবে মানুষ হইয়া,
শিক্ষার অভাবে রহে অকর্ম্ম লইয়া।
শিক্ষার অভাবে দুঃখ যতরূপে হয়,
সহস্র বদনে তাহা বর্ণনীয় নয়।
শিক্ষা শব্দে কোনরূপ ভাষা শিক্ষা নহে,
ভাষায় পণ্ডিত জনে শিক্ষিত না কহে।
শিক্ষা শব্দে ধর্ম্মশিক্ষা, শুন মহোদয়,
জীবনে মরণে যাহা শান্তির আলয়।
ভাষাবিৎ পণ্ডিত অথচ যে নাস্তিক,
অশিক্ষিত অপেক্ষা সে দুর্দ্দান্ত অধিক।

"সুশিক্ষা কুশিক্ষা আর অশিক্ষা এ তিন,
মনুষ্য সমাজে বিদ্যমান চিরদিন।
যথার্থ সুশিক্ষা তাই এ আর্য্য নগরে,
যাহে সত্যে অনুরাগ উপজে অন্তরে।
যাহে জন্মে ভগবানে অকপট ভক্তি,
যাহে যায় মোহ ভয়, হৃদে জন্মে শক্তি।
যাহে আত্মসম্মানের বোধ চিত্তে ঘটে,
আলস্য তেয়াগি মন কর্ম্মে জাগি উঠে।
যাহা সত্য, যাহা ন্যায়, তাহা সমর্থনে,
সে শিক্ষায় সমুৎসাহে চলে মৃত্যুপনে।
সে শিক্ষায় স্বাধীন স্বভাব লোকে পায়,
এক দণ্ড নাহি রহে পর প্রত্যাশায়।
সংযমের পথে চলি হয় শক্তিমান,
আদর্শ হইয়া সাধে দেশের কল্যাণ।
জন্মে তাহে পিতৃমাতৃ-ভক্তি, ভ্রাতৃভাব,
আর জন্মে স্বার্থত্যাগ, সেবার স্বভাব।

সে শিক্ষায় দূরে যায় ভ্রান্ত সংস্কার,
সমাজের আবর্জ্জনা করে পরিষ্কার।
সে শিক্ষায় সাধনার পথ প্রাপ্ত হয়,
যে সাধনে এ সংসার হয় শান্তিময়।
সে শিক্ষায় দূর করে কলহ প্রবৃত্তি,
আর করে অন্তরের অনর্থ নিবৃত্তি।
যে শিক্ষায় আমাদের এ সকল নাই,
সে শিক্ষা কুশিক্ষা, তাহা ভ্রমেও না চাই।
হেন শিক্ষা মানুষে প্রদান যারা করে,
দ্বিতীয় ঈশ্বর তারা এ ভূতলোপরে।
মূর্ত্তি গড়ে ঈশ্বর, তাহারা দেয় প্রাণ,
দেবতা কে অর্চ্চনার তাদের সমান।
"অশিক্ষায় কুশিক্ষায় অবনত যারা,
মানুষ হইয়া হীন পশুতুল্য তারা।
মানুষ হইয়া গরু মহিষের মত,
বুদ্ধিমান প্রবলের বোঝা টানে কত।
আপনি আপন হিত বুঝিতে না পারে,
নানা ছলে চতুর ছলিয়া প্রাণে মারে।
ক্ষুধায় আহরি অন্ন কোনরূপে খায়,
লক্ষ্যহীন গুল্ম সম ভাসিয়া বেড়ায়।
স্বভাবে সে দাসত্ব করিতে ভালবাসে,
তাহাকেই প্রভু কহে যে সম্মুখে আসে।
তাই বলি শিক্ষাদানে মুক্তপ্রাণ যারা,
স্বজাতির প্রধান কল্যাণ সাধে তারা।"
জিজ্ঞাসেন শ্যামানন্দ, "ভাষা শিক্ষা বিনা,
শিক্ষিত কিরূপে হয় বুঝিতে পারিনা।

বর্ত্তমানে বিজাতীয় বিধর্ম্মী শাসন,
বিদ্যালয়ে বিদেশীর ভাষা অধ্যয়ন।
সে ভাষায় উচ্চশিক্ষা যাহা লাভ হয়,
তোমার বিচারে তাহা যথেষ্ট কি নয়?"
উত্তরে সন্তান, "আছে তার প্রয়োজন,
তা বলিয়া তাহা নহে যথেষ্ট কখন।
রাজ-কার্য্য সমস্ত এখন সে ভাষায়,
সে ভাষায় অজ্ঞ হ'লে উঠা বসা দায়।
বিজ্ঞান কি রসায়ন জড়তত্ত্ব যত,
সে ভাষায় হইতেছে বহু প্রকাশিত।
সে সকল তত্ত্বে দেশে আছে প্রয়োজন,
অতএব কর্ত্তব্য সে ভাষা অধ্যয়ন।
তার পরে ইংরাজি থাকিলে কিছু জানা,
এ ভারতে কোন দেশ ভ্রমণে বাধেনা।
স্ববশে থাকিতে নিত্য তার প্রয়োজন,
বলিতে লিখিতে ভাষা কর অধ্যয়ন।
ভারতীয় ব্রহ্মজ্ঞান সে ভাষায় নাই,
ভারতের ভক্তিযোগ তাহাতে না পাই।
সাবিত্রীর পাতিব্রত্য না আছে তাহাতে,
নাহি ভীষ্মদেব-কীর্ত্তি তার কোন পাতে।
অনুজের আনুগত্য, আদর্শ লক্ষ্মণ,
রামের রাজত্ব, প্রজা-রঞ্জন-পালন,
নাহি পাতঞ্জল, নাহি দত্তাত্রেয়, বুদ্ধ,
পরাজিত শত্রুপ্রতি নাহি ভাব শুদ্ধ। (১)

---

(১) আমরা ইংরাজি ভাষায় যতই উচ্চশিক্ষা পাই সমস্তই বাহ্য জগৎ লইয়া। অধ্যাত্ম জগতের তত্ত্ব যাহা শিক্ষা করি, তাহা এত সামান্য, যে তাহাতে আমাদের কোন

আচরণে আমাদের বিদ্যা, অধ্যয়ন,
বিদ্যার সহিত মোরা চাহি আচরণ,
অতএব মনুষ্যত্ব যাহে মোরা পাই,
আমাদের আপনত্ব যাহে না হারাই,
সেই শিক্ষা আমাদের এবে প্রয়োজন,
হেন শিক্ষা যে বিস্তারে সেই নারায়ণ !"
বলেন শ্রীশিবানন্দ আগ্রহ বচনে,
"পিতৃমাতৃ সেবাই যে ধর্ম্ম এ ভুবনে,
কর তার আলোচনা বিস্তার করিয়া,
শ্রবণ পবিত্র হোক সে তত্ত্ব শুনিয়া।"
উত্তরে সন্তান, "অগ্রে করি নিবেদন,
বিশ্বগুরু বিশ্বনাথ শিবের বচন।

তথা শ্রীশ্রীমহানির্ব্বানতন্ত্রে, ৮ম উল্লাসে,—

"মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাম্।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্ব প্রযত্নতঃ ॥ ২৫

তুষ্টায়াং মাতরি শিবে তুষ্টে পিতরি পার্ব্বতি,
তব প্রীতি ভবেদ্দেবি, পরব্রহ্ম প্রসীদতি ॥ ২৬

উপলব্ধিই হয় না। মহর্ষি পাতঞ্জলের অষ্টাঙ্গ যোগ, সীতা সাবিত্রীর পাতিব্রত্য, ভীষ্মের পিতৃভক্তি, রাম লক্ষণের ভ্রাতৃভাব, দত্তাত্রেয়ের যোগাঙ্গ, বুদ্ধের কর্ম্মযোগ, অথবা পরাজিত শত্রুর প্রতি যুধিষ্ঠিরের উদারতা ও সৌজন্য আমরা ইংরাজি বা পাশ্চাত্য শিক্ষায় প্রাপ্ত হই না। এইজন্য ইংরাজি ভাষায় পাণ্ডিত্যে আমরা সুশিক্ষা পাই না। কেবল কাজ চালাইবার মত বলিতে কহিতে আমাদের ইংরাজী ভাষার প্রয়োজন। না হইলে যথার্থ, শিক্ষা আমাদের ধর্ম্ম শিক্ষা।

২৫। গৃহস্থগণ পিতামাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা জ্ঞান করিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে সেবা করিবে।

২৬। হে মঙ্গলময়ী। হে পার্ব্বতি। যে মানব আপন পিতামাতাকে সেবার্চ্চনায় সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখে, তুমি তাহার প্রতি সন্তুষ্টা হও এবং পরব্রহ্ম পরমপুরুষ তাহার প্রতি প্রসন্ন থাকেন।

ত্বমাদ্যে জগতাং মাতা, পিতাব্রহ্ম পরাৎপরঃ।
যুবয়োঃ প্রীননং যস্মাৎ তস্মাৎ কিং গৃহীনাং তপঃ। ২৭
আসনং শয়নং বস্ত্রং পানং ভোজনমেবচ।
তত্তৎ সময়মাজ্ঞায় মাত্রে পিত্রে নিয়োজয়েৎ॥ ২৮
শ্রাবয়েন্মৃদুলাং বাণীং সর্ব্বদা প্রিয়মাচরেৎ।
পিত্রোরাজ্ঞানুসারী স্যাৎ সৎপুত্র কুলপাবনঃ॥ ২৯
ঔদ্ধত্বং পরিহাসঞ্চ তর্জ্জনং পরিভাষণং।
পিত্রোরগ্রে ন কুর্ব্বীত যদিচ্ছেদাত্মনোহিতম্॥ ৩০
মাতরং পিতরং বীক্ষ্য নত্বোত্তিষ্ঠেৎ সসম্ভ্রমঃ।
বিনাজ্ঞয়া নোপবিশেৎ সংস্থিত পিতৃশাসনে॥ ৩১
বিদ্যাধনমদোন্মত্তঃ য কুর্য্যাৎ পিতৃহেলনং।
স যাতি নরকং ঘোরং সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ॥ ৩২

পঞ্চ সম্প্রদায় যাহা দেশে বিদ্যমান,
বিশ্বগুরু শিববাক্য সর্ব্বত্র প্রধান।
শিবদত্ত মন্ত্র মুখে করি উচ্চারণ,
সবে করে নিজ নিজ ভজন সাধন।

২৭। হে আদ্যে! ত্রিজগতের ঘরে ঘরে তুমি মাতৃরূপে এবং সেই পরব্রহ্ম পিতৃরূপে অবস্থান করিতেছেন। নিজ নিজ পিতামাতার সেবায় গৃহস্থগণ তোমাদিগের সেবা করে। পিতামাতার সন্তোষে তোমরা সন্তুষ্ট হও। গৃহিগণের ইহাপেক্ষা আর কি উত্তম তপস্যা আছে?

২৮। যে কুলপাবন পুত্র হইবে, সে পিতামাতার আজ্ঞানুসারে আসন, শয্যা বস্ত্র এবং ভোজ্য পানীয় যথা সময়ে প্রদান করিবে।

২৯। যে সৎ এবং কুলপাবন পুত্র, সে বিনয়ী হইয়া পিতামাতার সঙ্গে মৃদুবাক্য ব্যবহার করিবে, এবং পিতামাতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদা প্রিয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে।

৩০। যে পুত্র আত্মহিত বাঞ্ছা করে, সে পিতার সাক্ষাতে কদাচ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিবে না, পরিহাস বাক্য উচ্চারণ করিবে না এবং তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া কথা কহিবে না।

৩১। ৩২। যে পিতা মাতাকে দর্শন করিয়া সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান না হয়, আজ্ঞা প্রাপ্ত না হইয়া ধৃষ্টের মত উপবেশন করে, বিদ্যা, ধনের অহঙ্কারে পিতামাতাকে অবহেলা করে, সে সমস্ত ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হয় এবং ঘোর নরকে গমন করে।

সন্ন্যাসী বা গৃহী হও যে, যে পথ ধর,
শিবের সম্বন্ধ কেহ এড়াইতে নার।
শিব মুক্তিনাথ, শিব হন ভক্তিনাথ,
শিব নিত্য গুরুময় তরিতে অনাথ।
তাই বলি শিববাক্য নত শিরে ধরি,
যে মহাত্মা যান পিতৃমাতৃ সেবা করি,
তিনি ধন্য তাহে নাহি কোথাও শংসয়।
—পিতৃমাতৃ সেবক তাপস শ্রেষ্ঠ হয়॥"

বলেন মাধবদাস, "ইহা যদি সত্য,
সাধুগণ মধ্যে কেন দেখি বৈপরীত্য?
বহু লোক বৈরাগী ও সন্ন্যাসীর দলে,
পরিহরি পিতৃমাতৃ-সেবা যায় চলে।
কেহ কেহ লোকমধ্যে নাচিয়া গাইয়া,
পিতৃসেবা ত্যাগ জন্য নিন্দ্য না হইয়া,
সচ্ছন্দে সুযশ অর্থ করে উপার্জ্জন;
এ সকল কি প্রকার কহ মহাজন।"

উত্তরে সন্তান যাঁরা মনুষ্য-প্রধান,
পিতৃমাতৃ-সেবা ছাড়ি কখনো না যান।
তাঁর সাক্ষী শ্রীত্রৈলঙ্গ স্বামী এক জন,
জননী দেহান্তে তাঁর সন্ন্যাসে গমন।
পূর্ণ-জ্ঞান বৈরাগ্য লভিয়া মহাজন,
বন্দিলেন স্নেহময়ী জননী চরণ।
প্রার্থনা করেন শেষে ত্যাজিতে সংসার,
দেখিলেন তাহে জননীর মুখ ভার।
গৃহে বসি জননীর সেবায় তখন,
শ্রীত্রৈলঙ্গ মহাজন অরপেন মন।

তার পরে যবে মার দেহান্ত ঘটিল,
জননীর দেব-দেহ চিতায় উঠিল,
শ্মশান হইতে ধীর করেন প্রস্থান।
সন্ন্যাসী মণ্ডলে আছে কে তাঁর সমান।

সন্ন্যাসী ভাস্করানন্দ মাকে সঙ্গে করি,
আসিলেন বদরিকাশ্রম তীর্থ ঘুরি।
এই নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী মহাজন,
সন্ন্যাস নিয়াও মাত্র জননী কারণ,
বার বার করিতেন স্বদেশে গমন ;
করিতেন জননীর চরণ অর্চ্চন।

এই শিবানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়,
সন্ন্যাসী মণ্ডলে যাঁর উচ্চাসন হয়,
দুর্গম নেপাল মধ্যে যাঁহার আলয়,
দেখি ইনি জননীর সেবায় তন্ময়।
অতএব দেখি গুরু মহারাজ যত,
কায়মনে সকলে জননী-সেবা রত।

সন্ন্যাসীর শিরোমণি দেব শ্রীচৈতন্য,
মহাতীর্থ নদীয়া হইল যাঁর জন্য।
সন্ন্যাস লইয়া স্বীয় জননী-অর্চ্চনা
করিলেন যাহা, তাঁর তুলনা মিলেনা।
জননীর আদেশে শ্রীজগন্নাথে বাস,
সন্ন্যাসেও মাতৃসেবা ছিল বার মাস।
সন্ন্যাসীর সৃষ্টিকর্ত্তা শঙ্কর মহান,
তাঁর মাতৃভক্তি শুনি চমকে পরাণ। ১

১। শঙ্করাচার্য্য জননীর একমাত্র সন্তান ছিলেন। যখন সন্ন্যাসের সময় হইল, তখন জননীর অনুমতি অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। জননী শঙ্করের বিবাহ দিয়া পিতৃলোকের তৃপ্তি-

অতএব দেখ গুরু মহারাজ যত,
সকলেই জনক জননী-সেবা-রত।
মোর মত লোকে তাহা ভঙ্গ যদি করি,
ব্যভিচার মধ্যে সেই সন্ন্যাসকে ধরি।
"তার পরে চিন্তাকর, যত অবতার,
ধর্ম্ম, শান্তি-স্থাপন উদ্দেশ্য যে সবার,
তাঁহাদের পিতৃমাতৃ ভক্তি কি প্রকার,—
সে দৃষ্টান্ত লোকে অর্চ্চনীয় নহে কার ?
"যাঁর পদ পরশে তরণী হয় সোণা,
সাগরে পাথর ভাসে যাঁহার মহিমা।
সেই পূর্ণব্রহ্ম রাম পিতৃ-সত্য তরে,
কান্তা সনে প্রবেশেন ভীষণ কান্তারে।
দেশে আসি, সহি বনে দুর্গতি অপার,
কৈকেয়ীর প্রতি তাঁর ভক্তি কি প্রকার।

সাধন জন্য উদ্বিগ্ন হইলেন। তখন শঙ্করাচার্য্য জননীর কথা অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া যাইলেই যাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি পূর্ণজ্ঞানের পূর্ণমূর্ত্তি; পূর্ণ বিবেক বৈরাগ্যের অদ্বিতীয় আশ্রয় হইয়াও জননীর অনুমতি ভিন্ন সংসার ত্যাগে প্রস্তুত হইলেন না। জননীকে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। জননীও শঙ্করের মহত্ব ক্রমে অনুভব করিতে লাগিলেন। ভগবান শঙ্করের মত পুত্র গৃহে আবির্ভূত হইলে পিতৃলোকের তৃপ্তির জন্য আর পিণ্ডদানের প্রয়োজন হয় না, জননী তাহাও ক্রমে বুঝিতে লাগিলেন। একদিন ভগবান শঙ্করকে সঙ্গে করিয়া জননী নিজ পিতৃভবনে গমন করিলেন। শঙ্কর জননীর অনুমতির জন্য সর্ব্বদা অস্থির ছিলেন। বিলম্বে তাঁহার কর্ত্তব্যের ব্যাঘাত ঘটিতেছিল। তিনি পথিমধ্যে এক তরঙ্গায়িত মায়ানদী নির্ম্মাণ করিলেন জননীকে ঘাড়ে করিয়া সেই নদী পার হইতে লাগিলেন। তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আসিতে লাগিল। জননী দেখিলেন প্রাণসঙ্কট উপস্থিত। শঙ্কর গঙ্গাজলে নামিয়া বলিতে লাগিলেন, "মা, আর তোমার প্রাণরক্ষা করিতে পারিলাম না। আর আমার শক্তি নাই। এখন আমিও মরিব, তুমিও মরিবে। আমার পক্ষে থাকা না থাকা সমান; কারণ তুমি আমার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্যে বাধা দিতেছ। সুতরাং আমিত সন্তুষ্ট হইয়াই মরিব, কিন্তু তোমাকেও বোধহয় আর বাঁচাইতে পারিলাম না"। জননী তখন বলিতে লাগিলেন, "সর্ব্বনাশ। তুমি মরিও না, আর আমি তোমার কর্ত্তব্যের প্রতিকূলে কথা বলিব না।" "তবে তুমি বল, "শঙ্কর তোর বিবাহ করিতে হইবে না। তুই সন্ন্যাসে গমন কর।" জননী তাহাই বলিলেন। মায়ানদী অন্তর্হিতা হইল। জননী দিব্যজ্ঞানে দেখিলেন, "শঙ্কর শঙ্কর সাক্ষাৎ।" জননীকে সন্তুষ্ট করিয়া দেব দেব শঙ্কর সন্ন্যাসে গমন করিলেন।

মাতা দূরে, যে বিমাতা রাক্ষসী সমান,
তার প্রতি কি সৌজন্য, কি উচ্চ সম্মান !
"শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র কহিয়াছি বারবার,
তার মধ্যে মাতৃভক্তি মাধুর্য্য অপার।
দর্পহারী দর্পচূর্ণ সবার করিল,
কিন্তু মার করে যত প্রহার সহিল।
ভ্রমেও জননী-দর্প চূর্ণ না করিল,
সর্ব্বোপরে জননীর সম্মান রাখিল।
রামকৃষ্ণ দ্বাপরের প্রত্যক্ষ ঈশ্বর,
সন্তোষে নন্দের বাধা বহে নিরন্তর।
ভীষ্মদেব পিতৃভক্তি দেখাইল যাহা,
সমগ্র পৃথিবীমধ্যে অতুলন তাহা।
"জনক জননীরূপে পরম ঈশ্বর
সৃজন পালন কার্য্যে রত নিরন্তর।
ভগবান অনন্ত করুণা আপনার,
জনক জননী হৃদে করিয়া বিস্তার,
প্রকাশেন বিশ্বজীব প্রতি প্রতিদিন,
নিরখিতে অসমর্থ, ভাবভক্তিহীন।
জননীর গর্ভে জন্মি, জননীর কোলে,
পালিত বর্দ্ধিত হই এই ধরাতলে।
পরিশ্রমে জনক করিয়া রক্ত জল,
সাধেন অনন্য মনে আমার মঙ্গল।
ভবিষ্যৎ চিন্তা কিছু না করি অন্তরে,
সর্ব্বস্ব করেন ক্ষয় মোর শিক্ষাতরে।
হেন পিতৃমাতৃ সেবা যদি পরিহরি,
কৃতঘ্ন আমার তুল্য বিশ্বে নাহি হেরি।

বিশ্ববাসী আরাধনা করে ভগবানে,
ভগবান ভক্ত পিতৃমাতৃ সন্নিধানে।
আপনি আচরি জীবে শিখায় মঙ্গল,
সাধু সত্য ধরে ভণ্ডে করে কোলাহল।
এ ভারতে যদি কিছু গৌরবের থাকে,
আছে তাহা ভক্তিযোগে জানে সর্ব্বলোকে।
সেই ভক্তি সাধনার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর,
কর্ম্ম হয় পিতৃমাতৃ-সেবা শুভকর।
নিজ পিতৃমাতৃ পদে ভক্তিহীন জনে,
পরম ঈশ্বরে ভক্তি করিবে কেমনে ?
তুমি যে সাধক, ভক্ত, অগ্রে সাক্ষী তার,
গৃহে বসি দেখাও, তাহলে মানি আর।
পিতৃমাতৃ-সেবা ভদ্র করি পরিহার,—
সন্ন্যাসী যাহারা হয়, তারা সাধনার,
সুমঙ্গল শান্তি পথে কণ্টক ছড়ায়,
সাধু প্রতি প্রবীনের সন্দেহ বাড়ায়।"
বলেন মাধবদাস, "বিষয়ী মণ্ডলে,
পুত্র বসে পিতার সম্পদে সর্ব্বস্থলে।
পিতার অর্জ্জিত অর্থে পুত্র ভাগী রহে,
—পুত্র উত্তরাধিকারী সকলেই কহে।
কিন্তু লভি পিতৃধন, হয় স্বেচ্ছাচারী,
খোয়ায় সম্পত্তি যারা পাপ কর্ম্ম করি,
পিতৃলোক পরিতৃপ্ত নাহি করে যারা,
হয় কি যথার্থ উত্তরাধিকারী তারা ?"
উত্তরে সন্তান, "যথা হেন পুত্র হয়,
পিতৃলোক পরিতপ্ত তথায় নিশ্চয়।

"জননীর গর্ভে জন্মি, জননীর কোলে,
পালিত বর্দ্ধিত হই এই ধরাতলে।
পরিশ্রমে জনক করিয়া রক্ত জল,
সাধেন অনন্যমনে আমার মঙ্গল।
ভবিষ্যৎ চিন্তা কিছু না করি অন্তরে,
সর্ব্বস্ব করেন ক্ষয় মোর শিক্ষাতরে।
হেন পিতৃমাতৃসেবা যদি পরিহরি,
কৃতঘ্ন আমার তুল্য বিশ্বে নাহি হেরি।
"বিশ্ববাসী আরাধনা করে ভগবানে,
ভগবান ভক্ত পিতৃমাতৃ সন্নিধানে।
আপনি আচরি জীবে শিখায় মঙ্গল,
সাধু সত্য ধরে, ভণ্ডে করে কোলাহল।
"এ ভারতে যদি কিছু গৌরবের থাকে,
আছে তাহা ভক্তিযোগে জানে সর্ব্বলোকে।
সেই ভক্তি সাধনার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর,
কর্ম্ম হয় পিতৃমাতৃসেবা শুভকর।
নিজ পিতৃমাতৃপদে ভক্তিহীন জনে,
পরম ঈশ্বরে ভক্তি করিবে কেমনে ?
তুমি যে সাধক, ভক্ত, অগ্রে সাক্ষী তা'র;
গৃহে বসি দেখাও, তাহলে মানি আর।
পিতৃমাতৃসেবা ভদ্র করি পরিহার—
সন্ন্যাসী যাহারা হয়, তারা সাধনার,
সুমঙ্গল শান্তি-পথে কণ্টক ছড়ায়,
সাধু প্রতি প্রবীনের সন্দেহ বাড়ায়।"
বলেন মাধবদাস, "বিষয়ী মণ্ডলে,
পুত্র বসে পিতার সম্পদে সর্বস্থলে।

পিতার অর্জ্জিত অর্থে পুত্র ভাগী রহে।
—পুত্র উত্তরাধিকারী সকলেই কহে।
"কিন্তু লভি পিতৃধন, হয় স্বেচ্ছাচারী,
খোয়ায় সম্পত্তি যারা পাপ কর্ম্ম করি,
পিতৃলোক পরিতৃপ্ত নাহি করে যারা,
হয় কি যথার্থ উত্তরাধিকারী তারা ?"
উত্তরে সন্তান, "যথা হেন পুত্র হয়,
পিতৃলোক পরিতপ্ত তথায় নিশ্চয়।
পুত্ররূপে পৈতৃক সম্পত্তি করে ভোগ,
পিতৃ-কীর্ত্তি রক্ষাতরে নাহি মনোযোগ।
সদ্‌গুণের অধিকারী নাহি হয় যারা,
সম্পত্তির অধিকারী লোকাচারে তারা।
কি প্রকার অধিকারী হয় হেন পুত্র,
বলা যায় তুলনায় দুই এক সূত্র।
"লোকের সম্পত্তি করি তস্করে লুণ্ঠন,
ভোগ করে নিয়া নিজ পুত্র পরিজন।
সম্পত্তির ভাগী হয় তাহারা যেমন,
ঐ প্রকার পুত্র ভাগী সম্পদে তেমন।
"মুক্তদ্বার রন্ধনশালায় প্রবেশিয়া,
শৃগাল কুকুরে খায় হাঁড়ী উলটিয়া।
সম্পত্তির ভাগী হয় তাহারা যেমন,
এ প্রকার পুত্রভাগী সম্পদে তেমন।
"উৎপীড়ক জমিদার কর্ম্মচারী দিয়া,
দুর্ব্বলের উপার্জ্জন খায় বলে নিয়া,
দুর্ব্বলের অংশীদার জমীদার যথা,
পিতৃধনে কুলাঙ্গার অধিকারী তথা।

"পিতৃ-মাতৃ-সেবা করে যেজন যেমন,
তার তাহা পরিশোধ করে পুত্রগণ।
মাধবদাসের পুত্র এক সাক্ষী তার,
পুত্রে দিল তাড়াইয়া পদ্মার ওপার। (১)
কোন কোন স্থানে পুত্র চোক্ ফুটাইয়া—
পিতার দুর্ম্মতি নাশ করে পথে নিয়া।
গোবিন্দের পুত্র দিল এক সাক্ষী তার,
দুষ্ট ঘরে তার মত পুত্র মেলা ভার।

(১) মাধবদাসের পুত্র—জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত বেলগাছি রেল ষ্টেশনের পথের নিকটে যাদবচন্দ্র দাস নামে এক মধ্যবর্ত্তী অবস্থার লোক ছিলেন। তার তেজারতি ছিল। মাধব তার একমাত্র পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। মাধব সেকালের হিসাবে লেখা পড়া শিখিয়াছিল। সে যৌবনে প্রবেশ করিয়া বাপের সম্পত্তি বুঝিয়া লইল। এমন সময় মাধবের মার মৃত্যু হইল। মাধবের ভগ্নী গৃহে বিধবা হইয়া আসিল এবং যাদবের সেবা করিতে লাগিল। মাধবের পত্নী তাহা সহ্য করিতে পারিল না। বৃদ্ধ যাদবকে মাধব পৃথক করিয়া দিল। তেজারতি খতপত্র সমস্ত মাধব নিজ নামে করিয়া নিয়াছিল। যাদবকে মাত্র মাসে দশ টাকা হিসাবে দিতে স্বীকার করিয়া নবদ্বীপে পাঠাইয়া দিল। কিন্তু কোন মাসে টাকা দিত না। যাদব দেশে আসিল মাধব তাহাকে তার বাড়ী ঢুকিতে দিল না। যাদবের কন্যা তখন ধান ভানিয়া তাহাকে প্রতিপালন করিত। যাদব এক ব্রাহ্মণ বাড়ী সামান্য চাকরের কাজ করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিল। মাধব নৈহাটী যাইয়া ৩।৪ টাকা খরচ করিয়া শ্রাদ্ধ করিয়া আসিল।

কালে মাধবের পঁচিশ হাজার টাকা হইল। মাধবদাস তখন বড়মানুষ। তার দুই পুত্র। তারা ইংরাজি লেখা পড়ায় শিক্ষিত হইল। দু-ভাই বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হইল। মাধবের বয়স পঞ্চাশ, তখন মাধবের স্ত্রী মারা গেল। মাধব বিবাহ করিতে উদ্যোগী হইল। তখন দুই পুত্র বিরক্ত হইয়া উঠিল। একদিন কতকগুলি গুণ্ডা জুটিয়া গভীর রাত্রে মাধবের ঘরে ঢুকিল। সকলে মুখস মুখে দিয়া মাধবের লোহার সিন্ধুকের চাবি ও জিনিষপত্র কাড়িয়া নিল। গুণ্ডারা তাহাদের অংশ নিয়া পলায়ন করিল। মাধবের দুই পুত্র সমস্ত অর্থ ভাগ করিয়া আপন আপন ঘরে তুলিল। গ্রামের লোকে জানিল, মাধবও বুঝিল, ডাকাত পড়িয়া সব লুটিয়া নিয়াছে। মাধবকে তখন দুই পুত্র পদ্মাপারে মথুরায় মাতুল বাড়ীতে রাখিয়া গেল। মাধব যখন সমস্ত ঘটনা জানিতে পারিল, তখন দুই পুত্রকে আসামী দিয়া মোকদ্দমা দায়ের করিল। দু বৎসর পরে মোকদ্দমা, তাহাতে কোন ফল হইল না। মোকদ্দমা জিতিয়া দুই পুত্র মাধবকে গুণ্ডা দিয়া একদিন তাড়া করাইল। মাধব খুন হইবার ভয়ে দেশত্যাগী হইল এবং কোথায় কি ভাবে মারা গেল কেহ জানিতে পারিল না।

গোবিন্দের পুত্র——ভূষণা পরগণার রামনগর গ্রামে এক গোবিন্দ গোঁসাই বাস করিত। সে ভাগবত পাঠ করিয়া বেড়াইত। তার ঘরে আশী বৎসরের বৃদ্ধ পিতা ছিলেন। তার স্ত্রী তার পিতাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিত। গোবিন্দের পিতাকে বাহিরের এক ভাঙ্গা ঘরে

সুপুত্র যে হয় তার স্বতন্ত্র লক্ষণ,—
তার জন্মে পিতৃলোক তৃপ্ত সর্ব্বক্ষণ।
অমর সে, পিতৃভক্ত হয় যে সন্তান,
তার সাক্ষী ভাগবতে নাভাগ মহান।"
বলেন মাধবদাস, "সে বৃত্তান্ত বল
উত্তরে সন্তান, যাহা শ্রবণে মঙ্গল।

রাখিত, টিনের থালায় ভাত দিত, টিনের গ্লাসে জল দিত এবং অতি ময়লা ছেঁড়া বিছানায় শোয়াইয়া রাখিত। গোবিন্দ প্রায় প্রবাসে থাকিত। বাড়ী আসিয়া স্ত্রীর নিকটে বৃদ্ধ পিতার নিন্দাই শুনিত এবং তাহাই বিশ্বাস করিত। স্ত্রৈণ গোঁসাই পিতার কোন খোঁজ খবরও লইত না। স্ত্রী পিতাকে যদৃচ্ছা তিরস্কার করিত। গোবিন্দের পুত্রের নাম সুশীল। তার বয়স ষোল সতের বৎসর। সে বিদেশে স্কুলে পড়ে এবং স্বদেশী ছেলে পুলের সঙ্গে মিশিয়া লোকের সেবা শুশ্রূষা করে। সে তার বৃদ্ধ পিতামহের প্রতি তার মার কুব্যবহার দর্শন করে ও মর্ম্মাহত হয়।

সে একদিন তার দাদাবাবুর কাছে আসিয়া বলিল "দাদাবাবু, আজ তোমার থালা গ্লাস আমি আছাড়ে ফেলে দিব। যখন মা খাওয়ার আগে সেগুলি নিতে আসিবে তখন তুমি বল্‌বে, সেগুলি আছাড়ে ফেলে দিয়েছি। তখন আমি এসে খুব তর্জ্জন গর্জ্জন করে তোমাকে বক্‌ব, তুমি তাতে দুঃখিত হ'ওনা।" সুশীল তার দাদাবাবুকে এই সব বলিয়া থালা গ্লাস আছাড়ে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

ভাত দেওয়ার পূর্ব্বে সুশীলের মা আসিয়া দেখিল বুড়োটা থালা গ্লাস আছাড়ে ফেলিয়া দিয়াছে। তখন সে বাঘিনীর মত গর্জ্জিয়া উঠিল। সুশীল তখন সেখানে আসিয়া এক লাঠী হাতে নিয়া মার পক্ষ হইয়া খুব চীৎকার করিতে লাগিল। ক্রমে গোবিন্দ সেখানে আসিল, পাড়ার অনেক লোক জমা হইল। সুশীল তখন বলিতে লাগিল, "বুড়ো শালাকে আজ খুন কর্‌ব। শালা আমার সর্ব্বনাশ করেছে, আমার মাথায় বাড়ী দিয়েছে; থালা গ্লাস ফেলে দিয়ে আমার জীবনের উদ্দেশ্য মাটী করেছে! আমি কত আশা করে বসে আছি, মা বাবা বুড়ো হ'লে তাদিগে এই ভাঙ্গা ঘরে রাখ্‌ব, আর এই টিনের ভাঙ্গা থাল্‌ গ্লাসে খাওয়াব। আর মা যেমন ওকে দিন রাত হাত ঘুরিয়ে, দাঁত খিচুয়ে, বকে, আমার বউও সেইরূপ মা বাবাকে বক্‌বে। আমার মা বাবা যেমন ওর সেবা ভক্তি কর্‌ছে, আমিও সেইরূপ কর্‌ব। কিন্তু তা হ'লনা। বুড়ো শালা সেই পিতৃ মাতৃ সেবার আসল জিনিষটাই ফেলে দিয়েছে। এমন ভাঙ্গা টিনের থাল গ্লাস আমি এখন কোথায় পাব? আমার পিতৃ সেবার সকল আশাই নষ্ট করেছে। আমি আজ ওকে খুনই কর্‌ব।"

সুশীলের সঙ্কল্প শুনিয়া পাড়ার লোক হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। গোবিন্দও অত্যন্ত লজ্জিত হইল। আপনার ইতরতা ও স্ত্রীর নীচাশয়তা তখন বুঝিতে পারিল। স্ত্রীকে তিরস্কার করিল এবং পিতৃসেবায় মন দিল। সুশীল তখন হইতে দাদাবাবুর পরিচর্য্যা আপন হাতে করিতে লাগিল।

"নভগের পুত্র হয় নাভাগ সুমতি,
গুরুগৃহে বাস করে যবে,
ভ্রাতৃগণ পৈতৃক সম্পত্তি যাহা ছিল,
অংশ করি বাঁটি নিল সবে।
ভাবিল, নাভাগ করি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ,
হবে ব্রহ্মবাদী মহাজন ;
আসিবেনা ফিরে আর সংসার-কলহে,
তার অংশ রাখা অকারণ।
কিন্তু মহাভাগ সেই নাভাগ বিদ্বান,
তত্ত্বজ্ঞান লাভ করি যবে,
গৃহে আসি ভ্রাতৃগণে জিজ্ঞাসা করিল,
"মোর অংশ কি করিলে সবে ?"
কৌশলী সে ভ্রাতৃবৃন্দ কহিল ডাকিয়া,
"রাখিয়াছি পিতা তব ভাগে,
পিতৃসেবা করি, পুণ্য করিয়া সঞ্চয়,
কীর্ত্তি রাখ মো সবার আগে।
যাহা ক্ষণস্থায়ী বিত্ত নিয়াছি আমরা,
তাহা নিত্য কলহে আবৃত।
নিত্য স্থির যে সম্পদ, ধর্ম্ম শান্তিময়,
তব অংশে তাহাই রক্ষিত।
অতএব তুষ্ট চিত্তে পিতাকে লইয়া,
পরিচর্য্যা কর সদাকাল,
ইহকাল সুখে যাবে, অন্তে পরকালে,
কাল করে না হবে জঞ্জাল।"
শুনিয়া নাভাগ গেল পিতৃ সন্নিধানে,
নিবেদিল সংক্ষেপে সকল,

শুনি পিতা পরীক্ষিতে কহিল নাভাগে,
"ঘটিল তোমার অমঙ্গল।
তোমাকে বঞ্চনা করি তারা অর্থ নিল,
বৃদ্ধ পিতা তব ঘাড়ে দিল।"
পুত্র কহে, "ইহা মোর তপস্যার ফল,
হেন ভাগ্য বিধি মিলাইল।
নিত্য ভিক্ষা করি আমি সেবিব তোমায়,
তুমি মোকে কর আশীর্ব্বাদ ;
ভ্রাতৃগণ যাহা নিল তাহে তুষ্ট আমি,
তার জন্য না করি বিবাদ।"
শুনি পিতা হৃষ্ট-চিত্তে আশিসি নাভাগে
কহে, "নাহি কোন ক্ষোভ তাহে,
সন্ধান দিতেছি তোমা যথেষ্ঠ সম্পদ,
আজ তব লভ্য হবে যাহে।
আঙ্গিরস মুনিবৃন্দ সত্রকার্য্যে রত,
যদিও সুমেধা তাঁরা সবে,
প্রতি ষষ্ঠ দিনে হন কর্ত্তব্য-বিমূঢ়,
বিসরিয়া বৈশ্যদেব-স্তবে।
অদ্য সেই ষষ্ঠদিন, তুমি তথা যাও,
দুই সূক্ত পাঠ তথা কর,
সত্র সমাপন করি ; স্বর্গযাত্রা কালে,
হয়ে সবে প্রসন্ন অন্তর,
সত্রশেষ ধন রত্ন দ্রব্য যাহা রবে,
তোমাকে দিবেন সে সকল ;
আমরণ সচ্ছন্দে জীবনযাত্রা যাহে,
নির্ব্বাহিবে রহি অচঞ্চল।"

শুনিয়া পিতার বাক্য আনন্দে নাভাগ,
যজ্ঞ-স্থলে হয় উপনীত ;
যথাকালে আঙ্গিরস মুনিগণ হিতে,
পাঠ করে বৈশ্বদেব-গীত।
নাভাগের কার্য্য দেখি আঙ্গিরস যত
পরম আনন্দে গেল গলি ;
অযাচনে সঙ্কটমোচন বন্ধু লভি,
আশীর্ব্বাদ করে হস্ত তুলি।
যজ্ঞশেষে মুনিবৃন্দ স্বর্গযাত্রা কালে,
নাভাগে সর্ব্বস্ব দিয়া গেল ;
কিন্তু কি আশ্চর্য্য তাহা গ্রহণিতে যবে,
নাভাগ স্বহস্ত বাড়াইল,
ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এক বিরাটপুরুষ,
দাঁড়াইল সম্মুখে আসিয়া,
নিষেধ করিল সত্র-ধন পরশিতে,
ঊর্দ্ধাকাশে হস্ত উঠাইয়া।
বিস্ময়ে নাভাগ বলে, "এ কি অবিচার,
এই অর্থ আমাকে অর্পিয়া,
আঙ্গিরস মুনিবৃন্দ স্বর্গে গেল চলি,
তুমি রোধ কর, কি লাগিয়া ?"
সে বিরাট মূর্ত্তি কহে, "তুমি নাহি জান,
যাও তব পিতৃ সন্নিধানে,
জিজ্ঞাসা করিও তাকে, সত্রশেষ ধন,
কার প্রাপ্য, সে সকল জানে।"
নাভাগ পিতায় আসি জিজ্ঞাসা করিল,
শুনি পিতা কহিল স্বরূপ,

"যে দেখিলে কৃষ্ণবর্ণ পুরুষপ্রধান,
তিনি দেব রুদ্র বিশ্বরূপ।
মাত্র সত্রশেষ কেন, সত্রের সমস্ত
ধনভাগী তিনি এ ধরায়।
তিনি যথা উপস্থিত, তাঁর আজ্ঞা বিনা,
কারো সাধ্য নাহি কিছু পায়।"
শুনিয়া নাভাগ আসি রুদ্রের নিকটে
করজোড়ে করে নিবেদন,
কহিলেন পিতা মোকে, "তোমারই সকল,
প্রাপ্য এই সত্রশেষ ধন।
আঙ্গিরস মুনিগণ-বাক্য অনুসারে,
গিয়াছিনু নিতে তব ধনে,
ধৃষ্টতা মার্জ্জনা কর অজ্ঞান বলিয়া,
শরণ লইনু ও' চরণে।"
শুনি নাভাগের সত্য, নিরখি বিনয়,
দেবদেব রুদ্র তুষ্ট মনে,
প্রসন্নতা প্রকাশিল মৃদুহাস্য ভরে,
আশ্বাসিল সস্নেহ বচনে।
সমর্পিয়া যজ্ঞশেষ সমস্ত নাভাগে,
অন্তর্হিত হল ভগবান ;
নাভাগ পরমানন্দে সে সমস্ত নিয়া,
নিজগৃহে করিল প্রস্থান।
এই নাভাগের পুত্র ভক্ত অম্বরীষ,
দুর্ব্বাসার দর্পচূর্ণকারী,
যাঁহার প্রভাবে ব্রহ্মদণ্ড প্রতিহত,
যাঁর কীর্ত্তি যাই বলিহারি

পিতৃসেবারত আর সত্যপরায়ণ,
জগদ্ধাত্রীপদে মতিমান,
যে জন, তাহার দৈব নিত্য অনুকূল,
তার প্রতি তুষ্ট ভগবান।
পৌরাণিক ইতিহাস করি পরিহার,
অন্বেষিবে যদি বর্ত্তমান,
পিতৃমাতৃ ভক্তিবলে শ্রেষ্ঠ হয় নর,
পাবে তার অগণ্য প্রমাণ।
জননীর পাদপদ্মে রহে যার ভক্তি,
তার বুকে হয় ক্রমে এতদূর শক্তি,
সন্তরণে দামোদর রাত্রে হয় পার
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র এক সাক্ষী তার। (১)
মাতৃভক্তি আর মাতৃসেবা করি সার,
গুরুদাস বন্দ্যো বঙ্গে বন্দ্য সবাকার।
মাতৃভক্ত সন্তানের সার্থক জীবন,
তার প্রতি সুপ্রসন্ন সর্ব্ব দেবগণ।
তরঙ্গে পড়িলে সেই তরে অনায়াসে,
তার বাঞ্ছনীয় যত স্বর্গ হ'তে আসে।
বিশ্ববাসী তার যশ একবাক্যে গায়,
তাহার সন্মান বর্দ্ধে সর্ব্বত্র ধরায়।

(১) পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে তাঁহার মা বলিয়াছিলেন "ঈশ্বরে তুই কাল বাড়ী আসিস আমি তোর জন্য পিঠা করব।" বিদ্যাসাগর মহাশয় মার কথায় স্বীকৃত হইয়া যথা সময়ে বাড়ী চলিলেন। কিন্তু দামোদরের তীরে আসিয়া দেখিলেন, নদীতে বাণ আসিয়াছে। তিনি তাহা গ্রাহ্য করিলেন না, না যাইলে জননী চিন্তিত হইবেন বলিয়া, সাঁতরাইয়া সেই ভয়ঙ্করা নদী পার হইয়া, নিশিথ রাত্রে মার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, মা তাঁর জন্য পিঠা করিয়া বসিয়া আছেন। মা পুত্রের দামোদর পার হওয়ার কথা শুনিয়া চমৎকৃতা হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। হাইকোর্টের জজ স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়েরও জীবনের প্রধান গৌরবের বিষয় মাতৃভক্তি। তাঁহারও মাতৃভক্তি বিষয়ে অনেক ঘটনা প্রচারিত আছে।

সিদ্ধি ঘটে অগ্রে তার যে কার্য্যে সে যায়,
বিঘ্ন কি বিপত্তি তার দর্শনে পলায়।"

বলেন মাধবদাস, "গৃহস্থ যেজন,
কোন্ ব্রত সর্ব্ব অগ্রে করিবে গ্রহণ ?"

উত্তরে সন্তান, "ভবে গৃহস্থ আশ্রম,
সেবাধর্ম্ম জন্য হয় সর্ব্বত্র উত্তম।
অনায়াসে সিদ্ধিলাভ সেবায় মিলায়,
সেবার মতন নাই তপস্যা ধরায়।
তার মধ্যে সর্ব্বোত্তম অতিথি-সেবন,
অভ্যাগত অতিথি প্রত্যক্ষ নারায়ণ।
অতিথি সেবিয়া দাতাকর্ণ মহাজন,
গৃহে বসি নারায়ণে করিল দর্শন।
দ্রোণ দ্রোণী একমনে অতিথি অর্চ্চিল,
তাই নন্দ যশোমতী হ'য়ে জনমিল।
মহারাজা রন্তীদেব অতিথি সেবিয়া,
জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি গিয়াছে রাখিয়া।"

সবে বলে, "কহ রন্তীদেবের আখ্যান
রন্তীদেব বিবরণ কহিল সন্তান,

পরসেবা-পরায়ণ, রন্তীদেব সম,
মহাত্মা দুর্লভ এ ভূপরে,
পরদুঃখে কাতর পরের জন্য প্রাণ,
তাঁর মত উৎসর্গ কে করে।
অতিথি-সেবার জন্য যশের নিশান,
স্বর্গে মর্ত্তে যখন উড়িল,
ভক্ত সম্বর্দ্ধনকারী দেব নারায়ণ,
তাঁর সঙ্গে ছল আরম্ভিল।

কালচক্রে ঘটাইল দারিদ্র তাঁহার,
রাজ্যৈশ্বর্য্য গেল সমুদয়,
অন্নশূন্য গৃহ, জলশূন্য জলাশয়,
দশদিক সদা দুঃখময়।
সুরম্য প্রাসাদ হ'ল বিভৎস শ্মশান,
দ্রব্যজাত যাইল উড়িয়া।
লুণ্ঠন করিল গৃহ উজ্জ্বল দিবসে,
নিজ ভৃত্য কৃতঘ্ন হইয়া।
বিনা দোষে জ্ঞাতি বন্ধু কর্কশ বচনে,
মর্ম্মাহত করিল ধাইয়া।
অশন বসনে আর সাচ্ছন্দ্য না দেখি,
দাসদাসী গেল তেয়াগিয়া।
ঘটিলেও মৃত্যু কেহ জিজ্ঞাসা না করে,
দরিদ্রে কে জিজ্ঞাসে কোথায় ?
শুষ্ক তরু কে যতনে, বিশুষ্ক প্রান্তরে,
শস্য নিয়া কৃষক না যায় !
অতি দুঃখে যায় দিন দারাপুত্র সনে,
চক্ষুজল কেবল সম্বল।
"যা ঘটে ঘটুক" বলি অন্তরে ধেয়ায়,
নারায়ণ-চরণ-কমল।
বলিহারি কালচক্রে, কাল যে সম্রাট,
আজ সেই ভিখারী অধম !
আজ যে অধম তুচ্ছ, কাল সিংহাসনে,
বসিয়া সে ভূপতি উত্তম !
অন্নাভাবে উপবাস ঘটিতে লাগিল,
গেল মাস ক্রমশঃ কাটিয়া।

আঠার দিবস আরও গেল ক্রমে ক্রমে,
জলবিন্দু নাহি পরশিয়া।
সম্মুখে বালক পুত্র ক্ষুধায় অজ্ঞান,
পত্নী অস্থিচর্ম্মসার দেহে,
উন্মাদিনী বিবসনা, লুণ্ঠিতা ধূলায়,
তবু ভক্তি টলিবার নহে।
একদিন দাতারূপে আসি কোন জন,
ভোজ্য পেয় তাঁকে দিয়া গেল।
ক্ষুধার্ত্ত, বহু দিনান্তে, আহার্য্য লভিয়া
যথাযোগ্য বিভাগ করিল।
দারাপুত্রে তাহাদের অংশ বিতরিয়া,
নিজ অংশ লইয়া যেমন,
ভোজনে বসিবে, ঠিক এমন সময়,
এল এক অতিথি ব্রাহ্মণ।
অতিথি দেখিয়া রন্তীদেব মহোল্লাসে,
আপনার অংশ বিভাগিয়া
ব্রাহ্মণে অর্দ্ধেক দিল, ব্রাহ্মণ সন্তোষে
চলি গেল ভোজন করিয়া।
রন্তীদেব তারপরে ভোজনে বসিতে,
যেমন হইল অগ্রসর,
অতিথি হইল এক শূদ্র দ্রুত আসি,
বলে, "আমি ক্ষুধায় কাতর।"
মহাভক্ত রন্তীদেব, ক্ষুধার্ত্ত দর্শনে,
আপনার দুঃখে নাহি মন।
যাহা মুষ্টিমেয় ছিল, দিল ভাগ করি।
শূদ্র নিয়া করিল গমন।

পরে যাহা র'ল,   ভক্ত চলিল ভোজনে,

হেনকালে অন্য একজন,

পার্ব্বতী মূরতি তার   অগণ্য কুক্কুর

সঙ্গে করি দিল দরশন।

অতিথি হইয়া বলে,   "শুন মহাশয়,

এ সকল মম সহচর।

সহচর সঙ্গে আমি   আছি উপবাসী,

ভোজ্য পেয় শীঘ্র দান কর।

রন্তীদেব অতিথি   দর্শনে হরষিত,

যাহা ছিল পরম যতনে,

অর্পণ করিয়া তাকে,   নমস্কার করি,

বিদায় করিল সুবচনে।

তারপরে অবশিষ্ট   রহিল কেবল,

জলবিন্দু গণ্ডুষ প্রমাণ।

তৃষ্ণা নিবারণ তরে   তাই হস্তে তুলি,

চলিল করিতে ভক্ত পান।

সহসা আসিয়া এক   ঘৃণিত পুক্কশ,

বলে আমি পিপাসার্ত্ত অতি।

অবিরাম পরিশ্রমে   অবসন্ন তনু

জলদান কর শীঘ্রগতি।

মহারাজ রন্তীদেব   নিরখি পুক্কশে,

সমাদরে বসিতে বলিল।

নিজে ওষ্ঠাগত প্রাণ,   তথাপি পানীয়;

প্রেমভরে তার হস্তে দিল।

ঊর্দ্ধমুখ হয়ে তবে,   মনুষ্য-গৌরব,

প্রার্থনা করিল জোড় করে,

"মুক্তি-মোক্ষ-প্রার্থী, আমি নহি পরমেশ,
তোমার দুয়ারে ক্ষণতরে।
এ প্রার্থনা মোর, যেন অন্তঃস্থিত হয়ে
সহি আমি বিশ্বের যন্ত্রণা,
যার যত পাপ, তার দণ্ড মোকে দেও,
তা সবারে করিয়া মার্জ্জনা।
নিত্য উপবাসে তুমি, আমাকে রাখিয়া,
সর্ব্বজীবে কর ভোজ্য দান।
তোমার চরণে এই রন্তীর প্রার্থনা
ইহা ভিন্ন নাহি কিছু আন।"
দেখি রন্তীদেব-কার্য্য, শুনিয়া প্রার্থনা,
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ দেবগণ;
ছদ্মবেশে নানারূপে পরীক্ষা করিতে,
তাঁরাই ছিলেন এতক্ষণ।
তখন সকলে নিজ নিজ মূর্ত্তি ধরি,
রন্তীদেবে করেন সম্মান,
নারায়ণ রন্তীদেবে অঙ্কে উঠাইয়া,
করিলেন থির শান্তি দান।
রন্তীদেব কীর্ত্তিকথা সর্ব্বদেবগণ,
কীর্ত্তন করিয়া অন্তর্হিত।
আবার ঐশ্বর্য্য রাজ্য কিঙ্করী কিঙ্করে,
রন্তীদেব হল পরিবৃত।
রন্তীদেব-ইতিহাস শুনি সর্ব্বজন,
উচ্চরোলে হরি বলি উল্লাসে মগন।
ক্ষণস্থায়ী এ নর-জীবন এ ভূতলে
চিরস্থায়ী হয় ইহা পরসেবা বলে।

মরিয়া না মরে নর ত্যাগী যদি হয়,
তাহার সম্মান যশ হয় বিশ্বময়।
শত্রুও তাহার যশ শতমুখে গায়,
তত প্রশংসিত হয় যত দিন যায়।
পরের সেবায় হয় উদ্যোগী যাহারা,
পরাৎপর দয়া প্রাপ্ত নিত্য হয় তারা।
ধন্য তারা ধন্য ভবে তাদের জনম,
লোকহিতকর কর্ম্ম যাদের ধরম।

তুচ্ছ অর্থনীতি লোকে পড়িয়া এখন,
দানধর্ম্ম মানুষে দিতেছে বিসর্জ্জন;
কৃপণতা দোষে দেশ বিনষ্ট-স্বভাব,
তাই জাতি হীনবীর্য্য, বিগত-প্রভাব।
তপস্যাবিহীন দেশ দৈবকৃপা নাই,
নিত্য নব যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত তাই।
আবার আসুক দেশে পিতৃমাতৃ-ভক্তি,
আবার আসুক দেশে জীবসেবাসক্তি,
আবার হউক দেশ মোহপাশে মুক্তি,
আপনি জাগিবে দেশে মহীয়সী শক্তি।
আপন কর্ত্তব্যে নাই দৃঢ়তা উদ্যোগ।
মুখে লম্ফ ঝম্প, ভুলুয়ার কর্ম্মভোগ।"
জিজ্ঞাসিল রত্নগিরি, "অর্চ্চনা করিয়া
জগজ্জননী কালী মায়,
পথপ্রান্তে কিংবা হাটে, মাঠে বৃক্ষমূলে
না বিসর্জ্জি রাখে প্রতিমায়।
কি উদ্দেশ্য ইহার? শুনিতে ইচ্ছা করি।"
উত্তরিল সখেদে সন্তান,

"অসঙ্গত কর্ম্ম ইহা, হেন কর্ম্মে মাত্র—
মোরা ক্রয় করি অসম্মান।
মূর্ত্তি ত মা কালী নহে, কালী মূর্ত্তি দেখি
শুদ্ধভাবে চিত্ত পূর্ণ হয়—
ভাবের ভাবুক মন্ত্রে প্রাণ সঞ্চারিয়া
প্রাণময়ী মাকে আরাধয়।
যতক্ষণ থাকে ভাব অর্চ্চে ততক্ষণ—
শেষে মন্ত্রে বিসর্জ্জন করে।
প্রাণশূন্যা তখন প্রতিমা সর্ব্ব ঠাঁই,
মৃতদেহ তুল্য তাকে ধরে।
যে দেহ অর্চ্চনা করি পরাভক্তি ভরে,
যার কাছে বরাভয় চাই,
কত ভক্তি সম্মানের কলেবর যাহা
যাহার তুলনা বিশ্বে নাই।
তার লীলা অর্চ্চনা বন্দনা যতক্ষণ—
লীলা শেষে সে পবিত্র দেহ,
ভগ্ন চূর্ণ বিকৃত করিতে কোন্ বিজ্ঞ—
নিজ ঘরে রক্ষা করে কহ ?
গৃহস্থের গৃহে যদি মরে কোন জন,
বাসীমড়া হইতে না দেয়,
বিকৃত বিবর্ণ তাহা করিতে চাহে না
রাতি না পোহাইতে তা পোড়ায়।
পিতৃ-মাতৃ-দেহ প্রিয় পুত্রাদির ঠাঁই
কত যত্ন আদরের ধন,
সুপুত্র যে হয় মর্ম্ম জানে সেই জন,
অসাধ্য তা বাক্যে বরনন।

সেইরূপ কালীমূর্ত্তি কালীভক্ত ঠাঁই
কি দুর্ল্লভ কি অমূল্যনিধি,
জানে তাহা কালীপদে মনবুদ্ধি দিয়া—
কোন ধীর ভক্ত হয় যদি।
ত্রিবিধ সন্তাপে মুক্তি লাভের নিমিত্ত
করে নরে অর্চ্চনা যে মূর্ত্তি,
নির্জ্জনে বিরলে ঘোর মহানিশাকালে
অর্চ্চি যাহা হয় ভাবস্ফূর্ত্তি।
বিঘ্ন যায়, বিপত্তি পলায় যে পূজায়,
যে পূজায় যায় মৃত্যু ভয়,
সে পূজার শ্রীবিগ্রহ ভগ্ন চূর্ণ দেখি,
কোন্ সজ্জনের সহ্য হয়।
প্রথমে পুতুলই থাকে, প্রাণ সঞ্চারিযা,
হয় তাহা বিগ্রহ প্রধান;
স্বরূপের সঙ্গে নাম, বিগ্রহ সমান
জানে তত্ত্ব ধীর ভক্তিমান।
বিসর্জ্জিলে সে বিগ্রহ হন শব তুল্য,
জননীর সুসন্তান যারা,
নিশি না পোহাইতে জলে করি বিসর্জ্জন,
ভক্তের কর্ত্তব্য করে তারা।
সহচরী সঙ্গে মার নগ্ন দেহ যারা,
দিবালোকে বিশ্বকে দেখায়,
আয়ু-যশ-লক্ষ্মী-ধর্ম্ম-মঙ্গলাশীর্ব্বাদ
ধীরে ধীরে তাহারা খোয়ায।
বলেন আভীরানন্দ "তন্ত্র তত্ত্বার্ণব,—
"ইথে নাহি রহে কোন ধর্ম্ম।

পূজান্তে প্রতিমা রাখে যেখানে সেখানে,
ইহা অতি গর্হিত কুকর্ম্ম।
ডাকিনী হাকিনী যারা হস্ত উঠাইয়া
কহে ডাকি, " রে ভ্রান্ত মানব,
মূর্ত্তি পূজি বিকলাঙ্গ করিতে রাখিস,
—মরণের চিহ্ন এই সব !
অর্চ্চি মাত্র একদিন যতন করিয়া
অযতনে শত শত দিন,
রাখিস্ প্রান্তরে, কিংবা মাঠে, পথ প্রান্তে,
হেলায় করিস্ অঙ্গহীন।
সেবা অপরাধে ভয় না করিস্ মনে,
নাহি কোন ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান।
হবে গ্রাম মরুতুল্য নির্জ্জন শ্মশান,
নাহি রবে ধন, মান, প্রাণ।"
এ দেশেও ধন মান কোন স্থানে নাই,
নাই মাত্র বিধিহীন কর্ম্মে ;
ধর্ম্ম উপার্জ্জিতে বসি নির্বোধ মানব,
আলিঙ্গন করয়ে অধর্ম্মে ॥"
কহিল সন্তান, "রাখে অর্চ্চিতা প্রতিমা,
ভাঙ্গি তাহা বিকলাঙ্গ হয় ;
বিধর্ম্মী খৃষ্টান আসি কি ধর্ম্ম হিন্দুর
প্রচারিতে ফটো তুলি লয়।
মুসলমান আসি ঈর্ষায় জ্বলিয়া,
ভাঙ্গিয়া ফেলায় মুণ্ড তার,
কহতব্য নহে হীন চরিত্র নির্বোধ,
যে প্রকার করে অত্যাচার।

অতএব ভক্ত যারা চিন্তি এ সকল,
আর চিন্তি মঙ্গলামঙ্গল,
অর্চ্চনান্তে প্রতিমায় কভু না রাখিবে
অমৃতে মিশাতে হলাহল।"

শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী।

পঞ্চম দিন

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী স্তোত্র।

আধার ভূতাপ্যাধেয় স্বরূপা
সূক্ষ্মাপি স্থূলা স্থূলাপ্যব্যক্তা।
ব্যাপ্তা সমস্তাপি জনৈরদৃশ্যা
সা মে প্রসীদতু শ্রীজগদ্ধাত্রী ১
যন্নাম স্মরণাৎ অজ্ঞোঽপি বিজ্ঞঃ
যৎপাদ ভজনাৎ শ্বপচোঽপি বিপ্রঃ
যদ্‌গুণ কীর্ত্তনাৎ মূকোঽপি বক্তা
সা মে প্রসীদতু শ্রীজগদ্ধাত্রী ॥ ২
যচ্ছক্তি প্রভবাৎ বিশ্বপ বিষ্ণুঃ
যৎকৃপাকণাৎ বাসবো দেবেন্দ্রঃ।

যদাদেশ লাভাৎ যমোদণ্ডধারী।
সা মে প্রসীদতু শ্রীজগদ্ধাত্রী ॥ ৩
যদ্‌যশস্তবনাৎ বেদকার ব্রহ্মা
যদরূপধ্যানায় সদাশিবো যোগী।
যদ্‌ভক্তিদানায় ভব বিশ্বগুরুঃ।
সা মে প্রসীদতু শ্রীজগদ্ধাত্রী ॥ ৪
যদাজ্ঞামাধায় শিরসিচ বহ্নিঃ
জগদ্ধিতার্থং সদা সংনিযুক্তঃ।
যন্নিয়োগে বায়ুঃ বিশ্বস্য প্রাণঃ
সা মে প্রসীদতু শ্রীজগদ্ধাত্রী ॥ ৫
যন্নিয়োগে সূর্য্য ব্রহ্মাণ্ড সাক্ষী
সুধাংশু সুধাকর সঞ্চারকঃ
শীতাতপাদয়ঃ বহন্তি কালাঃ।
সা মে প্রসীদতু শ্রীজগদ্ধাত্রী ॥ ৬
আপৎসু মগ্নস্য নিরাশ্রয়স্য—
রুগ্নস্য ভগ্নস্য ভয়াতুরস্য।
হীনস্য দীনস্য যন্নাম গতিঃ
সা মে প্রসীদতু শ্রীজগদ্ধাত্রী ॥ ৭
মহোপসর্গস্য যা মুক্তি হেতুঃ
ত্রিতাপতপ্তস্য পরমার্ত্তিহন্ত্রী।
ভবাব্ধিমধ্যে পরিত্রাণদাত্রী
সা মে প্রসীদতু শ্রীজগদ্ধাত্রী ॥ ৮

(আশ্বাস।)

জগদ্ধাত্রি ! তুমি দুর্গা, দুঃখহারিণী,
অন্নপূর্ণা, দয়াময়ী, বিশ্বপালিনী।
দীনের দুঃখ দূরকারিণী,
ধনীর গর্ব্ব-সংহারিণী,
দুর্ব্বলে অভয়দায়িনী, দুর্জ্জনে ত্রাসকারিণী।
তুমিই রাজরাজেশ্বরী, ন্যায়ের মূর্ত্তিরূপিণী॥

বিচার তোমার তুলাদণ্ডে,
নিরখি মা দণ্ডে দণ্ডে,
প্রচণ্ড প্রভাব তোমার, চণ্ডমুণ্ডঘাতিনী।
যে হয় মা রাজরাজেশ্বরী, হ'তে হয় তার এমনি॥

তুমি, দানব মানব দেবতার মা,
পশু পক্ষী পতঙ্গের মা,
স্থাবর জঙ্গম সকলের মা, সবাই তোমার পানে চায়।
মনের কথা, প্রাণের ব্যথা, সবাই মা জানায় তোমায়

তুমি, দেও প্রভুত্ব ; শেষে প্রভু করি অহঙ্কার,
প্রবলে দুর্ব্বলের প্রতি করে যখন অত্যাচার,
দুর্ব্বল তখন নয়নজলে,
ভাসি ডাকে "মা মা" বলে।
তোমা ভিন্ন ত্রিসংসারে মুছাতে তার নয়ন-ধার,
বিশ্বেশ্বরি ! নিঃস্বমাতঃ ! বল কেবা আছে আর ?

দানবের অহঙ্কারে,
চলে জগৎ ছারে ক্ষারে,

দুর্ব্বলের বুকের রক্ত চুষে খাওয়া স্বভাব তার।
তোমা ভিন্ন তার করে কে নারিহে করে নিস্তার ॥

কেন তুমি দানব গড়,
গড়ি কেন দলন কর,
মীমাংসা কার সাধ্য করে, এই বিচিত্র সমস্যার।
তত্ত্বদর্শী বলে নৃত্যকালী হও তুমি,
দানবরণে নৃত্য করা, অভিনয় তোমার খেলার ॥

দানব না গড়িলে দানবদলনী নাম কৈ তোমার ?
তাই মা তুমি দানব গড়,
রণের ভাণে দলন কর,
রণ ভালবাস মা, রণরঙ্গিণী কালী আমার !
তাই যত্ন করি দানব গড়ি, রণ করি কর সংহার ॥

দানবরণে কর তুমি এমন ভয়ঙ্কর ঝঙ্কার
ঝঙ্কারে হয় ভূমিকম্প, নড়ে ত্রিসংসার।
নড়ে মা সমুদ্রের সলিল,
নড়ি উঠে শান্ত অনিল,
অনল নড়ি বনের মাঝে পুড়িয়ে করে পরিষ্কার।
কত পাহাড় যায় মা ভেঙ্গে রয়না কোন চিহ্ন তার ॥

আবার দেখি, যখন তুমি কর মা ঝঙ্কার,
ভয়ঙ্করা সিংহী পলায় শাবক করি পরিহার।
বিভীষিকা পলায় ভয়ে,
ঢেউ থাকে না জলাশয়ে,
হিমালয়ের হিমালয়ে তুষার গলি পরিষ্কার।

পশুরাজ সিংহের ফুরায় অহঙ্কারের হুহুঙ্কার ॥
আন্ধারে আবরে বিশ্ব,
সমান হয় মা দৃশ্যাদৃশ্য,
সিন্ধু যথায় ছিল তথায় হুতাশন প্রলয় করার।
তৃষ্ণা নিবারণের সলিল-বিন্দু পাওয়া যায়না আর।

আপনি গড়, আপনি ভাঙ্গ, আপনি সাজি সমুদয়,
আপন বিশ্বরঙ্গমঞ্চে আপনি কর অভিনয়।
কিংবা শক্তি দিয়ে জীবে,
হতমান করাও মা শিবে,
শেষে শাসন-দণ্ড ধরি কর জীবের দর্প লয়।
যা তোমার শাসনের খেলা, জীবে তা মহাপ্রলয় ॥

প্রবলে দুর্ব্বলের প্রতি করে যখন অত্যাচার,
—অত্যাচারে দিনেই ঘটায় অমানিশার অন্ধকার,
তখন খড়্গ করে ধরি,
সে অন্ধকার বিনাশ করি,
আনন্দের আলোক জ্বালি মা আপনে কর উদ্ধার।
ত্রিভুবন বিজয়ে দম্ভী রাবণরাজা সাক্ষী তার।

তোমার বিন্দু কৃপার বলে লঙ্কার রাজা দশানন।
রাক্ষসের পাল সহায় করি জয় করিল ত্রিভুবন।
বল করিয়ে ছল করিয়ে
ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য নিয়ে
লঙ্কাগর্ভ পূর্ণ কর্‌ল, গর্ব্বে হ'ল দুঃশাসন।
(হ'ল) তার যাতনায় জর্জ্জরিত জগজ্জীবের দেহ মন ॥

লোভোন্মত্ত রাক্ষসের পাল ত্রিভুবন ভ্রমণ করি,
"কর দে" বলি কেড়ে নিত অন্ধেরও কাণাকড়ি।
ধনরত্ন দূরের কথা,
কেড়ে নিত বালিশ কাঁথা,
ভোজন করত মানুষ, মহিষ, গরু, ঘোড়া সব ধরি।
অত্যাচারে কাঁপত সিন্ধু কাঁপত হিমালয় গিরি॥

সুদুর্গম সমুদ্র মধ্যে অবস্থিতি সে লঙ্কার,
সুদুর্ভেদ্য দুর্গে ঘেরা ; রাক্ষসের কি অহঙ্কার!
ঘরে ঘরে স্বর্ণ ইটে,
অট্টালিকার চূড়া উঠে,
মণিরত্নে বিজড়িত প্রতি গৃহের বহির্দ্বার,
সূর্য্যালোকের ঝলকে তায় দৃষ্টি রাখা হ'ত ভার॥

বিশ্বকর্ম্মা আপন হাতে,
নির্ম্মেছিল সোণার পাতে,
গৃহ, মন্দির, বাজার, বন্দর, রাক্ষসের নাচিবার নাট।
আর, মর্ম্মরে মা নির্ম্মেছিল রাক্ষসপাড়ার রাস্তা ঘাট।
নির্ম্মেছিল সে রাজধানী,
যত চান্দ কুড়ায়ে আনি,
মধ্যে মধ্যে তারা গুঁজি, দিয়েছিল তার বাহার।
তাইতে ত নাম স্বর্ণলঙ্কা, সমুদ্র পরিখা যার॥

রাক্ষসের অস্ত্রশস্ত্র কে করিবে সংখ্যা তার,
অস্ত্রের সঙ্গে বান্ধা যেন থাকত অরির যমদ্বার।
অগণ্য বাণ, কোনও বাণে,
আগুণ পড়ি স্থানে স্থানে,

পোড়া'ত বিপক্ষ সৈন্য সেনানিবাস যত আর ;
কোন বাণে বিষের ধূমায় হ'ত জগৎ অন্ধকার ।

কোন বাণে বজ্র পড়ি,
কত বন্দর নগর বাড়ী,
উড়িয়ে দিত, না রহিত কাহারো কোন চিহ্ন আর ।
রাক্ষসের অস্ত্রের ভয়ে ভীত ছিল ত্রিসংসার ॥
ত্রিলোকের রাজত্ব পেয়ে,
উঠলো যেন উথলিয়ে,
পরিণামের চিন্তা ভ্রমেও রাক্ষসের ছিল না আর ।
ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগের জন্য মত্ত থাকৃত অনিবার ॥

কত, সাধুর যজ্ঞ ভগ্ন করত,
সতীর সতীত্ব হরত,
গোহত্যা আর ব্রহ্মহত্যা ছিল রাজ্যের অলঙ্কার ।
রাক্ষসে নাশিলে প্রজা, রাবণের রাজ্যে,—
নির্ব্বিবাদে, নির্ব্বিচারে মুক্তি হ'ত তার ।
মুনি ঋষি তপস্বী যাঁরা,
উৎপীড়িত রইতেন তাঁরা,
রাক্ষসের প্রভুত্ব জন্য পীড়ন-তন্ত্র ছিল সার ;
সাধু হ'ক অসাধু হউক,
বনে থাক্, ভবনে থাকুক,
এক গোশালে ভরি নিয়ে ঘানি টানা'ত অনিবার ।
—কাহার সাধ্য ভাষায় বলে রাক্ষস জাতির অত্যাচার ॥

যমকে দিয়ে ঘাস কাটা'ত
বরুণ দিয়ে জল টানা'ত,

মেঘের সৌদামিনী ধরি মিলা'ত আলোর বাজার।
　　রাজমিস্ত্রী বিশ্বকর্ম্মা,
　　গ্রহাচার্য্য স্বয়ং ব্রহ্মা,
আবর্জ্জনা দূর করিতে পবন নিজে ঝাড়ুদার।
দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং রাবণ রাজার মাল্যাকার॥

তোমারি তপস্যা করি পেয়ে তোমার আশীর্ব্বাদ,
রাবণের এই প্রভুত্ব সম্রাটত্ব নির্ব্বিবাদ!
　　দুদিনের সম্পদের গর্ব্বে,
　　কি যে ছিল দুদিন পূর্ব্বে,
ভুলে গেল——
ভুলে গেল তোমার কথা, উন্নতির প্রথম সংবাদ,
আরম্ভিল ভুবন ভরি অহঙ্কারের বিষম্বাদ।
　　মানীর মান আর রাখিল না,
　　সত্য ন্যায় আর থাকিল না,
গরীবের সর্ব্বস্ব গেল, হ'ল গৃহ অন্ধকার,
মিথ্যা প্রবঞ্চনায় পূর্ণ হ'ল মা সংসার।

সর্ব্বত্র-দর্শিনী তুমি করিলে দর্শন,
আস্ফালনের সুযোগ তাকে দিলে কিছুক্ষণ।
　　তার পরে রাজরাজেশ্বরি,
　　দাঁড়াইলে দণ্ড ধরি,
আরক্ত করিলে তোমার করুণার নয়ন,
হুঙ্কারিলে, সে হুঙ্কারে, স্তম্ভিত হ'ল ত্রিভুবন।
　　রাক্ষসের আহার্য্য যারা,
　　রাক্ষস নির্ম্মূল করল তারা,

—তারা করে, কি তুমি কর, বুঝিতে তা সাধ্য কার ?
—যে বুঝে সে নিত্যানন্দে নির্ভাবনা অনিবার।
কোথায় গেল স্বর্ণলঙ্কা,
কোথায় গেল বিজয় ডঙ্কা,
সিন্ধু-তীরের বালুকাতে হল সকল নিরাকার।
—যেন থিয়েটারের খেলা প্রভাতে নাই কিছু আর ॥

এক নিমিষে সব করিতে পার মা তুমি ;
পাহাড় ভেঙ্গে প্রান্তর গড়,
প্রান্তরে মা পাহাড় কর,
বিড়াল ধরি কর সিংহ ভালুকের মুলুক-স্বামী,
বিড়ালীর দুয়ারে বসি বাঘিনী দেয় প্রণামী ॥

বিচার তোমার তুলাদণ্ডে, জগজ্জীবের জননী !
ছোট বড়, রাজা প্রজা, ধনী কিংবা নির্ধনী,
সে বিচার এড়াইতে পারে,
কারো সাধ্য নাই সংসারে ;
ন্যায়ের মূর্ত্তি তুমি, তুমি ধর্ম্ম সত্যরূপিণী,
নিত্য দেখি, নিত্য সাক্ষী পাই মা, দিন যামিনী ॥

তাই ত তোমার বিচার স্মরি অন্তরে এখন,
নির্ভাবনায় বসে আছি, করি শত্রু দরশন।
তস্করে ঘিরেছে গৃহ,
গর্জ্জিতেছে অহরহ,
লুণ্ঠিবে মা বহুকালের কষ্টের, উপার্জ্জিত ধন।
সহায়শূন্য দুর্ব্বল আমি, তাই তাহাদের আস্ফালন ॥

হই না কেন সহায়শূন্য, হইনা কেন সুদুর্ব্বল,
জানি আমি আছ তুমি, আছে তোমার চরণতল।
আমার মত দুর্ব্বল যারা,
বিপন্ন বিষণ্ণ যারা,
ধরুক্ না ঐ চরণ তারা, হয় যাহা দুর্ব্বলের বল।
দেখুক না অদূরে বসি, দানব মারা কেমন কল॥

"জয় কালী, জয় কালী" যারা বলে মা মুখে,
হয় না তাদের কুবুদ্ধি পাপ, রয় তারা সুখে।
অমর, অক্ষয়, ভবে তারা,
অনন্ত আনন্দে ভরা,
ধরা তাদের আনন্দময়, ভরা বল তাদের বুকে,
শিশুর মত হাটে তারা সংসারের পথে,
তুমি পাছে পাছে হাট, সদা, রাখি তাদের সম্মুখে॥

বরাভয় তাহাদের জন্য,
খড়্গ দুষ্ট শাসন জন্য,
ত্রিনয়ন দর্শনের জন্য, ন্যায় কাহার, অন্যায় কাহার।
সাক্ষী, উকিল, বিচারকর্ত্তা নিজেই তুমি সবাকার।
তোমার বিচার তুলাদণ্ডে, এড়াইতে সাধ্য কার?

এমন মা থাকিতে আমি ভয় কেন পাব,
এমন সহায় থাকিতেই বা কার সহায় চাব!
সাধ্য থাকে যাহার যত,
করুক হিংসা অবিরত,—
অটল রব আমি, আমি মার করুণার গান গাব।

আমার " মা নাম " মন্ত্রের আছে এতই মহিমা,—
" জয় মা " বলি কত দৈত্য দানব তাড়াবি ॥

তাই বলি মন, এস দেখি,
দুই জনে একযোগে থাকি,
একযোগে দুইজনে ডাকি, মহেশ্বরের হৃদয়-ধন ।
আর "জয় মা" বলি, পদে করি, দুই জনে শির-লুণ্ঠন ।
শরণাগত-পালিনী,
বরাভয়-প্রদান-কারিণী,
ত্রিজগৎ-তারিণী কালী, নিশ্চয় দয়া করবে,
স্নেহের হস্ত বিস্তারিয়া নিশ্চয় একার ধরবে ।
অকালে মন কালের হাতে কিসের লাগি মরবে !
ভুলুয়া নির্ভয়ে এবার অকূল সিন্ধু তরবে ?

মহিমা ।

তোমার, নামটী নিলেই দুখ থাকে না,
অন্তরে আনন্দ ধায় ।
তাই ত বেঁচে সরবস, দিলাম এবার তোমার পায় ॥
মা বুদ্ধি অন্তরে ধরি,
যে দিক যখন দৃষ্টি করি,
সেই দিকেই ত দেখি ধরা, ভরা তোমার মহিমায় ।
আবার, তোমাকে মা বলি ব'লে ;
আপন ছাড়া নাই ধরায় ॥
আব্রাহ্মণ চণ্ডাল পর্য্যন্ত,
সুহৃদের না আছে অন্ত,

স্নেহের হস্ত বিস্তারিয়া কোলে নিতে সবাই চায়।
জন্মেও যাহার নাম শুনি নাই, সেই আনি আহার যোগায়॥

এক তোমাকে মা বলিলে, এতই কি মা তাহার ফল?
দলে দলে দেবী সকল সম্মুখে আসে কেবল।
কেহ ধোয়ায় কেহ খাওয়ায়,
কেহ যতন করি শোয়ায়,
কেহ সুধায় স্নেহভরে আমার কুশল অকুশল,
কেহ আমার অসুবিধা করিলে দর্শন,—
আত্মসম্বরিতে নারি, ঝরে কেবল নয়ন জল॥

মা নামের কি এতই শক্তি, মা ভাবের কি এতই বল,
নামের সুধায় বিনা বন্যায় প্রেমে ভাষায় ধরাতল।
বিনা মেঘে মরুর মাঝে বর্ষে বারি সুশীতল।
আর অমৃতে হয় পরিণত বিষধরের হলাহল।
মা নাম নিয়ে দাঁড়াইলে,
সুরধুনীর জল উছলে,
"আবার বল" বলি, বীচিমালায় করে কোলাহল।
এ নামের, ঝঙ্কারে হয়, অহঙ্কার লয়,
পাষাণ ফেটে বেরয় জল॥
এ নাম যাহার মুখে আছে,
গরীষ্ঠ কে তাহার কাছে,
গেছে তাহার সব অনর্থ, হয়েছে সে প্রেমময়।
এ নাম মহা প্রণবে সে, পাঠ করে বেদ চতুষ্টয়॥

এ নাম যাহার মুখে আছে,
সর্ব্বতীর্থে সর্ব্বদা সে,—

তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ তাহার প্রয়োজন না হয়।
যন্ত্র সকল মঙ্গল নিয়ে তাহার সঙ্গে সব সময়।
এ নাম যাহার মুখে আছে,
ধরায় স্বর্গ সে পেয়েছে,
বিরামশূন্য শান্তিপূর্ণ সর্ব্বদা তাহার হৃদয়।
সর্ব্বদা সে শিবের মত জগতের মঙ্গলালয়॥
এ নাম যাহার মুখে আছে,
গুরুর আসন সেই পেয়েছে,
সকল ইষ্ট পরিতুষ্ট পূজিলে তার পদদ্বয়।
সদ্‌গুরু সে, উচ্চজ্ঞানী সে ভিন্ন আর কেহ নয়॥
কামাদি কুবৃত্তি যত,
মা নাম মন্ত্রে অন্তর্হিত,
মাতৃভাবের সাধক হলে শিশুর মত স্বভাব হয়।
না তাহার প্রয়োজন বহে, রয়না তাহার মরণ ভয়।
ইচ্ছামৃত্যু সেই ত মরে,
মহেশ সাক্ষী তার ভূপরে,
আর এক সাক্ষী শ্রীরামপ্রসাদ, কে না জানে পরিচয়।
কত জনের নাম করিব, কত স্থানে কত রয়॥
জয় কালী জয় কালী বল,
জয় মা বলি পথে চল,
বেলা গেল, সন্ধ্যা এল, আর বসতি কতক্ষণ।
বেজেছে টিকিটের ঘণ্টা, বোস্কা তুলি চল মন।
কোন কথা আর বল্‌না,
কারো পানে আর চেওনা,
পারের তরি ঘাটে বান্ধা, কর যেয়ে আরোহন।
পথের সম্বল জয় কালী নাম, ভুলুয়ার সর্ব্বস্ব ধন॥

ধ্যানান্তে।

হা দীনদয়াময়ি মা, অপার স্নেহময়ি মা,
নাই তোমার করুণার অন্ত,
নাই তোমার স্নেহের উপমা ॥
যখন যাহা হয় প্রয়োজন,
তাই মা এনে জোগাও তখন,
প্রয়োজন রয়না যখন, তখন তাহা, দেও সরায়ে,
দূর কর আবর্জ্জনা।
বুঝি না, তাই আবর্জ্জনার শোকে সহি যন্ত্রণা ॥

এই দিতেছ, এই নিতেছ,
এই নিতেছ, এই দিতেছ,
দিয়ে নিয়ে দিচ্ছ নিত্য ভরসা আর সান্ত্বনা।
আরো দিচ্ছ বদ্ধজীবে, বোধ বিবেচনা ॥
আরো দিচ্ছ বুঝায়ে মা, কর্ত্তা নাই কেউ ভিন্ন তোমা,
তোমার ইচ্ছা ভিন্ন কেহ কিছুই পাবেনা।
সুখের আশায় মিথ্যা ঘোরা, সার কেবল বিড়ম্বনা ॥

রাজত্ব প্রভুত্ব যাহা,
তোমার ইচ্ছা ভিন্ন তাহা,
পায় না কেহ ছলে বলে ; ভোজন শয়ন যাহা যার।
তাও মা তোমার ইচ্ছা ভিন্ন,
চেষ্টা যত্নে ঘটা ভার ॥

যাহা আসার তাহাই আসবে,
যাহা ঘটার তাহাই ঘট্‌বে,

যাহা থাকার তাহাই থাকবে নহে যা থাকার,
থাক্‌বে না তা, বৃথা চেষ্টা রাখ্‌তে তা যাওয়ার।
পড়িলে কঠিন রোগে,
যে কদিন ভোগ থাকে ভোগে,
ভোগান্তে হয় আরোগ্য, না হয় মৃত্যু ঘটে তার;
ধনী হউক দুঃখী হউক, ব্যতিক্রম কোথায় ইহার ?

ব্যতিক্রম যা ধনীর ঘরে,
তাহা কেবল অহঙ্কারে,
ডাক্তার ডাকে, কবিরাজ হাঁকে, ঝাঁকে ঝাঁকে,
লোকের সার।
লাখে লাখে টাকার শ্রাদ্ধ, উৎপাতের ত নাহি পার

রোগের উৎপাৎ ছাড়া কত আমদানী উৎপাৎ
রোগের সময় ধনীর গৃহে ঘটে মা দিন রাত॥

শেষে যাহা ঘটার ঘটে,
হয় হাসি নয় কান্না ওঠে,
ইচ্ছাময়ি, তোমার ইচ্ছা মূলে তা সবার;
তবু লোকের চোক ফোটেনা ইহাই চমৎকার॥

খেল্‌তে ভালবাস তুমি, নৃত্যকালী নাম তোমার;
আপনি প্রসবি বিশ্ব তাই খেলাচ্ছ অনিবার।
নিজে নিজের সন্তান নিয়ে,
খেলাও জীবন মরণ দিয়ে,
সুখ অসুখ কি সম্পদ বিপদ খেলনা মা সেই খেলার
জীবের ইচ্ছা না থাকিলেও, জোর করি খেলাও,
এমন জবরদস্তী খেলা কার!!

রঙ্গময়ী তুমি, তোমার রঙ্গের সীমা নাই।
সসীমায় ত্রিসীমাতীতা, অসীমায় মিশাই'।
তোমার রঙ্গ বুঝে যারা,
ধরায় নিত্যানন্দ তারা,
জয় পরাজয় নিন্দাস্তুতি সমান তাদের ঠাঁই,
তাদের ধৈর্য্য সহিষ্ণুতার বলিহারি যাই॥

নৃত্যকালী, তুমি নাচ, তাই নাচে সংসার।
—তাই নাচে মা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ অনিবার।
তাই নাচে মা কীট কীটাণু,
নাচে অণু, পরমাণু,
তাই নাচে মা মানব, দানব, সীমা নাই নাচ্নার,
এক নাচনে জগৎ নাচে, নাচ্নার কি বাহার॥

ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম নিয়ে নাচে নর,
অজ্ঞান-জ্ঞানী নরে নাচে গড়ি আপন পর।
তোমার ভাবে বিভোর যারা,
তোমার রঙ্গ বুঝি তারা,
ধর্ম্মাধর্ম্মে কর্ম্মাকর্ম্মে না রহে তৎপর।
ভালমন্দ গেছে তাদের, সমান সলিল বৈশ্বানর॥

বিশ্বের তুমি, তোমার বিশ্ব, রাজত্ব তোমার,
অনন্তকাল আছে; রবে তোমার অধিকার।
তুমি ছাড়া আর যা যত,
আস্ছে যাচ্ছে অবিরত,
ভ্রান্ত জীবের আমার আমার চিন্তা অনিবার।
তুমি ছাড়া তোমার বিশ্বে কাহার অধিকার॥

তোমার হুকুম অবহেলি,
কাহার সাধ্য এক পা চলে,
তোমার খেলায়, বিঘ্ন ঘটায়, এমন সাধ্য আছে কার ?
বুদ্ধি-রূপে ! যে যা করে, বিচার করিলে,
সব খেলা তোমার ॥

তাই ত তোমার ভক্ত যাঁরা,—
তোমার লীলা-দর্শী তাঁরা,
যে যা করে তাতেই তাঁরা আনন্দিত অনিবার।
পাপেপুণ্যে ভালমন্দে ভেদবুদ্ধি নাহি আর ॥
কেহ দুষ্ট, কেহ শিষ্ট,
কেউ নিকৃষ্ট, কেউ বিশিষ্ট,
সবকে দেখি ইষ্টস্ফূর্ত্তি তাঁদের ঘটে অনিবার।
আনন্দময়ি মা, তাঁরা ভিন্ন এ ধরায়,
কারা পাবে তোমার নিত্যানন্দে অধিকার ?

আনন্দময়ি মা, স্থির আনন্দের আশায়,
আশ্রয় নিয়াছিনু এবার, তোমার রাঙ্গা পায়।
প্রাণভরা শ্রীমানাম মন্ত্রে,
সরল সহজ ভক্তি তন্ত্রে,—
জিহ্বা যন্ত্রে যতন করি এঁকেছিনু তায়,
যাত্রা করেছিলাম পথে, প্রবল ভরসায়।

আনন্দের নগরে যাব,
আনন্দের ঘর বান্ধিব,
আনন্দের সরোবরে তিনবেলা মা ডুবাব।
আনন্দের বাজারে যেয়ে,
আনন্দের বেচা কেনা করি বেড়াব ॥

আনন্দের পশি যারা,
আনন্দে আস্‌বে তারা,
আনন্দে বস্‌বে ঘিরে, সে আনন্দের প্রাঙ্গনে,
আনন্দের কথা কবে,
আনন্দের কীর্ত্তন গাবে,
পরমানন্দে কেউবা নাচ্‌বে, ঘুরে ঘুরে সঘনে,
কেউবা হাস্‌বে, কেউবা কাঁদ্‌বে,
আনন্দের ধারা বহাই নয়নে।

কেউবা কর্‌বে পূজা তোমার,
কেউবা বস্‌বে ধ্যানে আবার,
জয় মা আনন্দময়ি" কেউবা বল্‌বে রসনে ;
আনন্দের ফোয়ারা ছুট্‌বে, নিত্যানন্দের ভবনে ॥

কত আশাই ছিল, কিন্তু মা তোমার মায়ায়,
এল অহঙ্কারের বুদ্ধি,
গেল দূরে চিত্তশুদ্ধি,
পথ ভুলে মা উল্টোপথে চরণ চলি যায় ;
আনন্দের নগরে যাব, এলাম নিরানন্দের ইট্ খোলায় ॥
কোথায় ভুলব নিন্দাস্তুতি,
তাতে হ'ল উল্টো মতি,
পরের ক্রুটী ধরা আমার স্বভাব মা হল,
পরের দোষ গুনতে গুনতেই আমার দিন গেল।
গেল দিন এল রাত্রি,
এখন মা জগদ্ধাত্রি !
তোমার ও চরণকমলে মন নাহি গেল ;
ঐ পদ-কমলের মধুর স্বাদ নাহি পেল ॥

হ'ল না পেলাম না বলে,
এখন ভাসি নয়ন জলে,
মায়াবদ্ধ জীবের মত এখন করি অনুতাপ,
এখন সন্তাপ ভুগিতে, সাধ করি মা ধরি সাপ।
মনের মত হ'ল না বলি,
ক্ষোভ করি এখন চলি,
সাধাসাধি কর্‌লে কেহ এখন করি কত মান
এখনও মা চলি ফিরি, ঠিক্ আঁধার মাণিক সমান।

এখনো হয়ে বরযাত্রী,
খেয়াঘাটে পোহাই রাত্রি;
কুলিন হয়ে বিদায় নিতে এখন করি আস্ফালন,
এখনো মা লম্ফ মারি, দলাদলি বাধায় মন।

এখন দুরাশায় মাতি,
খুঁজে বেড়াই দিবারাতি,
কোথায় গেলে হ'তে পারে দুটী পয়সার সংস্থান।
একটী পয়সায় সইতে পারি একটী ঝুড়ি অপমান॥

এখন মা আছে বাতিক,
একেবারে সান্নিপাতিক,
ভদ্রলোকের মধ্যে বসি স্বরূপের প্রশংসা চাই,
রূপবান বলিলে তারা,
আনন্দে হই আত্মহারা,
নাক কাটা বদনের কত প্রশংসা মা নিজে গাই।
খবরের কাগজে লিখি, পাড়ার লোক ডাকি শুনাই।

এখন বনের মহিষ ধরি,
ব্রহ্মজ্ঞান বিতরণ করি,
নগদ মূল্য পাঁচ রূপেয়া, দিলে আরো কিছু চাই
—অনর্থ বোঝাই ঘরে, প্রতিমা কোথায় বসাই !!

হ'লনা মা আর আনন্দের নগরে যাওয়া !
হ'লনা মা আর আনন্দের মধুর ফল খাওয়া।
অনর্থের নাই নিবৃত্তি,
নাই মনে মা সুপ্রবৃত্তি,
মই পেতে কি চাঁদ ধরা যায়, হাত দিয়ে জাহাজ বাওয়া।
যত বোবার পাল দোহার করিয়ে,
যায় কি মা কীর্ত্তন গাওয়া ?

মা তোমার কর্ত্তৃত্ব স্মরি,
স্মরি তুমি মহেশ্বরী,
অহঙ্কারের কর্ত্তৃত্ব যে করে বিসর্জ্জন।
আনন্দময়ি মা তাহার আনন্দের নগর,
জীবনে মরণে, মুক্ত দুয়ার অনুক্ষণ ॥
অহঙ্কার দূর হ'ল না দুর্ব্বাসনা ভুলুয়ার !
আনন্দময়ীর আনন্দে হয় কি তাহার অধিকার ?

কীর্ত্তন।
মিশ্র—গড় খেমটা।

তোমরা কি কেউ বল্‌তে পার, কোথায় আমার মা !
আমি সারা পৃথিম খুঁজে ম'লাম, তার দেখা পেলাম না ॥
আমার, মা বড় করুণাময়ী, (আমি) তার আদরের সন্তান হই,
আমি খেল্‌তে খেল্‌তে হারায়ে গেছি, আমার মা তা জানেনা ॥

আমার মা যে দেশে আছে, সে দেশ ভরা ফলের গাছে,
এ দেশের লোক সে দেশে কি, কেউ যায়না আসেনা ॥
সে চার হাতে কাজ করতে পারে, তিন নয়নে দেখ্‌তে পারে,
আবার, চুল বাধে না, নাই তার বসন, বরণ তার শ্যামা ॥
ভুলুয়া কয় চিনি তারে, সে আছে আমার মণ্ডপ ঘরে,
এখন, শিব তায় বুকে রাখে বলি তার নাম শিবাসনা ॥

বিভাস—ঝাঁপতাল।

কাহে এত চঞ্চল, রহবি দিন যামিনী,
কাহে এত দুর্ভাবনা ঘোর, হা রে ;
ভাবনা-ভয়-হারিণী, বরাভয়-দায়িনী,
করুণাময়ী জননী যদি তোর, হা রে ॥
(বলি সেই কথা কি ভুলে গেলি ?)
যদি কহবি কাল অতি কুটিল গতি বহমান,
কালগতি রোধ সুদুষ্কর, হা রে !
(যদি বলিস্ সময় মন্দ)
সো কাল জননী কালী চরণ-তলে বিগলিত,
অতি ললিত ভাবে বিভোর, হা রে ॥
(বলি তা কি চেয়ে দেখিস্ না রে !)
বহ্নি বায়ু বরুণ যম, রবি চন্দ্র গ্রহ তারা,
শাসিত যাঁর শাসনে নিরন্তর, হা রে,
ভুলুয়া কহে সোহি মহামহীয়সী জননী যদি,
অঙ্কে করি কহয়ে মোর মোর, হা রে।

গান।

১। বিভাস—একতালা।

এ দেহের প্রাণ　　তুমি গো জননি,
তোমা বই জানিনা অন্য।
(এখন) জীবনে মরণে,　　তুমি সাথী হ'লে
গণিব জীবন ধন্য॥
তুমি ভাসাইয়া দেও ভাসিয়া যাইব,
কিনার ধরাও কিনার পাইব,
তোমারই বিধান মাথায় ধরিব,
কিছুতে না হব ক্ষুন্ন॥
তোমারই নামে মরম বাঁধিয়া,
যেতেছি যাইব সকলই সহিয়া,
মাথায় বজর পড়িলে এখন,
তৃণ সম কর্ব গণ্য॥
যত পারে, নিন্দা মানুষে রটুক,—
যত পারে, অভাব অমান ঘটুক,
(আমি) অচঞ্চল আছি তোমার ও চরণে,—
নহি নহি অপসন্ন॥
তুমিই আমার বিপদে বন্ধু,
তুমিই আমার করুণা সিন্ধু,
তুমিই আমার পিপাসার নীর,—
তুমিই ক্ষুধার অন্ন॥
অন্বেষণ করি এ তিন সংসার,
অন্ত না নিরখি তোমার করুণার,

বিশ্বে তোমার মত কে বা আছে আর,
স্নেহময়ী মোর জন্য ॥
তোমারই শ্রীপদ মস্তকে ধরিয়া,
নির্ভয়ে বেড়াই সংসার ঘুরিয়া,
তুমি ভুলুয়ার সম্পদ বিপদ,
সুখ, দুঃখ, ধন, দৈন্য ॥

২। বিভাস—একতালা।

আমার, কেহ নাই, তাতে দুখ নাই,
যদি তুমি হও আমার আপনার।
আর, কিছু নাই— তাতে অভাব নাই,
যদি ভাগী হই তোমার করুণার ॥
ভবে মান, অপমান, যশ, অপযশ,
যা ঘটে ঘটুক, তায় আমার।
নাই কোন ভয়, অভয় তোমার
পদে যদি পাই একবার ॥
অভাব বিপদ যত পারে ঘটুক—
অনাহার সহি অনিবার।
তোমার নাম যদি না খাই ভুলিয়া,—
উপশম হবে যাতনার ॥
জীবনে না হয়, মরণেও যদি,
দরশন পাই মা তোমার।
(তবে) ত্রিতাপে জ্বলিয়া, ছাই হই যদি,
ক্ষোভ নাহি তায় ভুলুয়ার ॥

৩। ভৈরবী—গড়খেমটা।

আমি, জানিনা সাধন জানিনা ভজন,
জানি মা কেবল তোমার নাম।
আর জানি তোমার করুণা না হলে
কিছুতে পূরে না কোন কাম॥
তোমারই ইচ্ছায় পেয়েছি জীবন,
তোমারই ইচ্ছায় ঘটিবে মরণ,
বেঁচে আছি তাও তোমারই ইচ্ছা
তোমারই ইচ্ছায় মানাপমান॥
কত ভাল মন্দ করিনু বাসনা,
কিছুই তারিণী কভু ঘটিল না,
ঘটিল মা তাই স্বপনেও যাহা,
করি নাই আমি কখনো ধ্যান॥
পিপাসায় নীর ক্ষুধায় আহার
মিলে যে তাহাও করুণা তোমার।
তোমারই বিধান অনুসারে শিবে
সুনাম কুনাম লোকে করে গান॥
এবার যেভাবে রেখেছ সেই ভাবে আছি,
যবে যা দিতেছ তাহাই পেতেছি,
পরিণাম ভার তোমাকে দিয়াছি
তোমা বই ভুলুয়া জানেনা আন॥

—

৪। বেভাস—একতালা।

এত যে করুণা কর নিশি দিন,
তবু নিকরুণা বলি মা তোমায়।

আর, এত যে দিতেছে, চাহিবার আগে,
তবু বলিতেছি দিলে না আমায় ॥
সন্তানের মুখ ভার হবে ভয়ে
দশভুজে মাগো দিতেছ বহিয়ে,
যত পাই তত জানাই কাঁদিয়ে,
অভাব-সাগরে ডুবালে আমায় ॥
আমার, পদে পদে অপরাধের অন্ত নাই,
সে কথা কখনও স্মরিতে না চাই,
আবার, কত মন্দ ছন্দে তোমাকে দোষাই
দুখের আঁচড় যদি লাগে গায় ॥
এত যে নির্ভয়ে রাখ সারাদিন,
এত যে সম্মানে করেছ আসীন,
তবু বলি আমায় করিয়াছ দীন,
সুখে দুখ করি শুনাই সবায় ॥
তুমি ত করুণা কর অনিবার,
আমি তা সর্ব্বদা করি অস্বীকার,
এমন, দুর্জ্জনের হিত করা অনুচিত
দুঃখে ফেলি শিক্ষা দেও ভুলুয়ায় ॥

৫। বিভাস—একতালা।

তুমি, এত যে দিতেছ, দশহাতে আনি,
তবু বলি আমি পেলেম কৈ ?
আর, এত যে খাওয়াও, অন্নপূর্ণা হয়ে
তবু বলি আমি খেলেম কৈ ?

আমি, তুলিতে না পারি, এমন বোঝা নিয়ে,
ফিরে আসি থলি নিলেম কৈ ?
তুমি, সুখের উপরে দিতেছ মা সুখ
তবু বলি সুখী হলেম কৈ ?
তুমি, পথের মানুষ ধরি, সুহৃদ করি দেও,
আমি, কখনো স্বজন ছাড়া নই।
তবু বলি আমি, ভবে একার একা,
আমার মত নিমকহারাম কৈ ॥
দুরাশায় মত্ত এতই অন্তর, কিছুতেই তৃপ্ত নাহি হই।
করুণার যোগ্য, নহে মা ভুলুয়া, একথা শপথ করিয়া কই ॥

৬। আলেয়া—একতালা।

আমার, মন নহে মনের মত।
সে আপনে পর ভাবি, হইল পর-সেবী,
রইল পরের অনুগত ॥
যে কথা বলিলে পরে বিপদ ঘটে,
রসণাগ্রে মন অগ্রে তাহাই রটে,
আবার যে কথা শ্রবণে, নিষেধ ত্রিভুবনে,
আগ্রহে তাই শুনতে রত ॥
তুচ্ছ ভোগের লাগি ভুল্‌ল ভক্তি-যোগ,
তাইতে আমার ভাগ্যে এত কর্ম্মভোগ,
নিত্য দুঃখ ভোগ নিত্য নূতন রোগ,
মনের দোষে হলেম জীবন-মৃত ॥
মন যে মহোদ্যোগে গঙ্গাস্নানে যায়,
ঘটী বাটী কেনা উদ্দেশ্য তাহায়,

আবার, হরি সঙ্কীর্ত্তনে, অশ্রু বরিষণে,
হতে, সাধু নামে পরিচিত ॥
যত্ন করি পরি সন্ন্যাসীর বসন,
অর্থ আর প্রতিষ্ঠা করে অন্বেষণ,
আবার, ইন্দ্রিয় সম্ভোগে, মগ্ন মহাযোগে,
ভগ্ন তাই সুমনোরথ ॥
মহা শত্রু ঘরে আছে যে ছয় জন,
যত্ন করি সাধে তাদের প্রয়োজন ;
এবার—ভুলুয়ার জয়কালী, পূজার ঘরে কালী,
কলঙ্কে ভরল জগত ॥

৭। বিভাস—একতালা।

এখন, কি আর বলিব বুঝিতে না পারি
কি ভাবে জীবন যাপিলাম।
এবার, সুলভে দুর্ল্লভ জনম লভিয়া,
কি ভাবে মা তাহা খোয়ালাম ॥
যদি, সংসারী হইয়া সংসার লইয়া
সংসারের কর্ম্ম করিতাম।
আমার, তা'হলেও এক ধর্ম্ম থাকিত
প্রবোধ মানিতে পারিতাম ॥
আমি, সংসারে না রই সন্ন্যাসী না হই,
কোন পথের কাজ না করিলাম।
আমার, না র'ল একূল না পেলেম ওকূল
মাঝ গাঙ্গে ডুবে মরিলাম ॥

এবার, বেছে নাম রেখে ছিলে মা ভুলুয়া,
সকলি ভুলিয়া রহিলায় ।
তাই, তারিণি তোমার, চরণ ভুলিয়া
আজনম তাপে দহিলাম ॥

৮। পূরবী—কাওয়ালী ।

দিন ত ফুরায়ে গেল তারা ।
আমার, সান্ধ্য গগনে দেখা দিল সান্ধ্য তারা ॥
এল কাল-নিশা ঘোর, ভাবিয়ে হতেছি ভোর,
চতুর্দ্দিকে শুধু বিপদ ভরা ।
এ কাল-সঙ্কট ঘোরে কে রক্ষা করিবে মোরে,
তুমি যদি কর চরণ ছাড়া ॥
তনু হল বলহীন ভরসা-বিহীন মন
সঙ্কটে সহায় হবে আর না দেখি এমন
এখন, আত্মীয়বিহীন বসুন্ধরা,—
দেখি দুঃসময়াগত হয়েছে সব পরের মত
এতকাল ছিল ভবে, আমার আপন যারা ॥
কি মায়ায় বিমুগ্ধ হয়ে ঘুরিয়াছি আজীবন,
বিদগ্ধ অন্তরে এবে করি তার আলোচন,
হতেছি মা ক্রমে সংজ্ঞাহারা,—
দোষে গুণে থাকে সবে আমি মাত্র দোষে ভবে,
কে আর মুছাবে শিবে, আমার অশ্রু-ধারা ॥
সঙ্কটবারিণী তুমি শঙ্করের ঘোষণা আছে
শঙ্কা বিনাশিতে তাই এসেছি তোমার কাছে
কিঙ্করে হও মা কৃপাপরা,—

ভুলুয়ার আসন্নকালে, নিবারণ করিও কালে,
"জয় মা" বলি হয় মা যেন থির এ নয়ন-তারা ॥

৯। সিন্ধু—মধ্যমান।

বড় দুখে পড়ে গেছি মা। হর মনোরমা।
চৌদিকে বিপদের সিন্ধু, নাহি মা কূল নাহি সীমা ॥
অভাব ত্রিজগৎ জুড়ে, বল বুদ্ধি গিয়াছে উড়ে,
এখন, ক্ষুধায় অন্ন পিপাসায় জল, মিলিবার নাই সম্ভাবনা ॥
বন্ধু বান্ধব ছিল যারা, বিরূপ হয়ে গেছে তারা,
এখন, তুমি মোর ভরসা কেবল, হওনা মা নিকরুণা ॥
দুর্গতি হারিণী তুমি দুর্গমে পড়েছি আমি
দুর্গে দুখী উদ্ধারিতে আর দূরে থাকিও না।
অপরাধ করেছি যাহা, নিজগুণে ক্ষম তাহা,
এখন, সঙ্কটে কঠিনা হয়ে, ভুলুয়াকে ভুলিও না।

১০। সিন্ধু—মধ্যমান।

ভরসা তুমি মা ব্রহ্মময়ি! আমি, জানি না মা তোমা বই ॥
আমার, অন্তরে বাহিরে অরি; না জানি কখন কি হই ॥
সাধনার বল নাই মা আমার, অপরাধের নাহি মা পার,
শঙ্কর কাল-শাসনে, সতত মা সাজা সই ॥
এমনি মা সময় মন্দ সুহৃদেও করিয়া সন্দ
বিনাদোষে নিন্দে মন্দে ভবে আর মরমী কৈ ॥
সাধ করি পেয়ে যাতনা, সাধে মা আর নাই বাসনা,
এখন, এই বাসনা শিবাসনা, যেন তোমার পদে রই ॥
বিপন্ন জন-পালিনি, ভুলুয়ার ভরসা তুমি,
জীবনে মরণে এবার, আমি আর কাহারো নই ॥

১১। বেহাগ—আড়া।

অকূল ভবসিন্ধু জলে, আমায়, দেও মা কিনার,
হাবু ডুবু খেয়ে মরি, অকূল পাথার ॥
স্বকর্ম্ম বায়ু প্রতিকূল, সমুদ্র দুখতরঙ্গাকুল,
আমার, ভগ্ন তরি আধা মগ্ন, না জানি সাঁতার ॥
নাই মা সুহৃদ নাই মা সহায়, এ সঙ্কটে নাই আর উপায়,
আয়ুসূর্য্য অস্ত যায় যায়, এল, কালের অন্ধকার ॥
এ কাল-দুখ-সাগরে, ভুলুয়া যদি না তরে,
পতিত-পাবনী নামে হবে, কলঙ্ক তোমার ॥

১২। মিশ্র—একতালা।

তোমার, বাসনা হইলে, আঁখির পলকে
সকলই করিতে পার মা।
পার পাখার বাতাসে পাহাড় উড়াতে
কিছুতে তোমার বাধে না ॥
কত, মহাসিন্ধু-জানে গোষ্পদে ডুবাও
সিন্ধুকে বিন্দুতে আন মা।
কত, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-হরে মোহোন্মত্ত করি
নাচাইতে তুমি ছাড় না ॥
কর ব্রাহ্মণে চণ্ডাল, চণ্ডালে ব্রাহ্মণ,
দানবে দেবতা গড় মা।
কত, শূন্য দিয়ে গড়ি হর্ম্ম্য মনোহর
শূন্যোপরি তাহা রাখ মা ॥
জীবের, জনম মরণ সম্পদ বিপদ
সকলি তোমার বাসনা।

কত, আসন্ন শয়নে মরিয়া না মরে,
তুমি, কর যদি বিন্দু করুণা ॥
পার জোনাকী আলোকে, জগদুদ্ভাসিতে,
চন্দ্র সূর্য্য তোমার লাগে না।
সব পার কেবল ভুলুয়ার দুখ
হরিতে মা তুমি পার না ?

১৩। বেহাগ—আড়া।

মার মত ব্যথার ব্যথিত, কেবা আছে আর।
মা কি বস্তু সেই জানে মার, অভাব ঘটে যার ॥
মা, প্রাণ ধরে সন্তানের জন্য, সন্তান বই জানেনা অন্য,
সন্তান হলে বিপন্ন, মার, জগত অন্ধকার ॥
কিসে সন্তান সুখী হবে, কোথায় থাবে কোথায় রবে
কি হল কি হবে কেবল, মার, ভাবনা অনিবার ॥
দেহ ছাড়ে জননীর প্রাণ, তবু বলে কৈ মোর সন্তান,
চিতায় পুড়ে ধূমা হয়েও, খুঁজে, বেড়ায় সন্তান তার ॥
মার উপরে আর কে আছে, কার তুলনা মায়ের কাছে,
তাই, জীবনে মরণে সম্বল, মা নাম ভুলুয়ার ॥

১৪। বেহাগ—আড়া।

তাহার কিসের এত ভয়।
শরণাগত পালিনী—কালী নামে যে তন্ময় ॥
বিপদ-ভয়-বারিণী-পদে, নির্ভর করি পদে পদে,
পদক্ষেপ যে করে, তাহার, পরমাদ কি রয় ॥

কালী নাম বদনে যাহার, কালের তাহে নাই অধিকার,
সংসারের তরঙ্গ তাকে,　　পরশিবার নয় ॥
ভুলুয়া সমুচ্ছে রটে,　　তার যদি অমঙ্গল ঘটে
তবে, উল্কার মত চন্দ্র সূর্য্য খসিবে নিশ্চয় ॥

১৫ ।　বেহাগ—আড়া ।

যতনে তারিণী পদ, হৃদয়ে রেখো ।
আর, "তার মা তারিণি" বলি, বদনে সঘনে ডেকো ॥
সাগরের তরঙ্গের মত,　সংসারের বিপত্তি যত,
দুখে হয়ে আত্মহারা,　মা নাম ভুলে থেকো নাকো ॥
জরামরণ ব্যাধির কোলে, বসতি এই ধরাতলে,
যা হওয়ার তাই হউক বলে, চরণ ছাড়া হওনাকো ॥
প্রতিকূল পাঁচ ভূতের ঘরে, ভুলুয়া বসতি করে ।
কখন কি ঘটে কপালে সতত সাবধানে থেকো ॥

১৬ ।　বিভাস—একতালা ।

কার কাছে যাব,　　কোথায় দাঁড়াব,
　　দুখ ভাল কেউ ত বাসে না ।
দুখীর আঁখিজল　　মুছাতে তোমার
　　মত কেউ ত আর আসে না ॥
ধনী দুখী তাপী,　　তোমার করুণায়,
　　বঞ্চিত কভু কেহ না ।
তোমার দুয়ারে　　যে আসে যখন
　　পায় সে সমান করুণা ॥

আপন বলিয়া বল কে করিব,
এমন আর কারো দেখি না।
(তাই) তোমার দুয়ারে আসে মা ভুলুয়া,
তাড়াইয়া তাকে দিও না ॥

১৭। পূরবী—একতালা।

তুমি, এত ভালবাস, তবু তোমার কথা,
এ অধমের মনে থাকে না।
তোমার, নাম নিলে সকল, অভাব দূরে যায়,
মন তবু তোমায় ডাকে না ॥
তোমার মতন, ব্যথিত কেহ নাই,
তবু তোমায় স্মরণ রাখে না।
তুমি, রক্ষা কর সদা পাছে পাছে থাকি,
তবু তোমায় ফিরে দেখে না ॥
ভুলিয়াও আমার, অহঙ্কারের ঘাড়,
তোমার দুয়ারে বাঁকে না।
তোমার মুরতি, ভুলিয়াও মন,
একবারও হৃদে আঁকে না ॥
এমন স্নেহময়ী জননী যে তুমি,
তাহা, বর্ব্বর ভুলুয়া বুঝে না।
সে, তোমাকে হেলিয়া ইহাকে উহাকে,
ধরিয়া চাহে মা করুণা ॥

১৮। সিন্ধু—মধ্যমান।

তুমি কি মোর যেমন তেমন মা।
আমি, ত্রিভুবন খুঁজিয়ে নাহি, পেলাম তোমার উপমা ॥

ভবে যারা সুহৃদ হয় মা, দুখ দেখিলে কেউ দাঁড়ায় না,
তখন, আমার বল ভরসা কেবল তোমার করুণা ॥
আজ আত্মীয় হয় মা যারা, পরের কথা শুনে তারা
কাল যখন কাঁদাতে বসে, তুমি কর সান্ত্বনা ॥
নাই মা অন্ন নাই মা বসন, নাই মা গৃহ কর্‌ব শয়ন,
তবু তোমার নামের বলে বুকে আঘাত লাগে না ॥
ভুলুয়া তাই ডাকি বলে, রাখ্‌লে তুমি চরণ তলে,
পড়্‌ব যখন কাল-কবলে, মরেও তখন মর্‌ব না ॥

১৯। পিলু—ঝাঁপতাল।

তুমি যদি দূর করি দেও তোমার চরণ ছাড়া করে।
তবে, কে মোরে আর করবে দয়া, বল দেখি এ সংসারে ॥
তুমি করুণা রূপিণী, পাপী তাপী উদ্ধারিণী,
(তোমার) নাম নিয়ে মা এ সংসারে কত মহাপাপী তরে ॥
যাহার কেহ নাই মা ধরায়, তোমায় ধরি সে মা দাঁড়ায়,
কাঙ্গালের ভরসা কেবল স্নেহময়ী তুমি তারে ॥
অপরাধ যদি মা থাকে, দেও সাজা আসি সম্মুখে,
আমি, সইব সকল বস্‌তে যদি দেও মা তোমার চরণ ধরে ॥
কাঁদাতে এনেছ ধরায়, কাঁদাও তোমার প্রাণ যত চায়,
তবে মা নামের গৌরব থাকে মা কাঁদাও যদি বুকে ধরে ॥
ভাঙ্গিয়ে গিয়াছে হৃদয়, কখন যেন প্রাণগত হয়,
(তোমার) উচিত হয়না এমন সময়, নিদয় হওয়া ভুলুয়ারে ॥

২০। বিভাস—একতালা।

(আমার) এমন কিছু নাই যাহা তোমার ঠাঁই,
নিবেদন করিতে পারি।

তুমি রাজরাজেশ্বরী, মহা মহেশ্বরী,
আমি অতি হীন দিন-ভিখারী ॥
কত ব্রহ্মা বিষ্ণু হরে, অনন্তোপচারে,
অর্চ্চে তোমায় কত যতন করি।
তবু, হয়ে ক্ষুন্নমনা "হ'লনা অর্চ্চনা!"
বলি বহান দুই নয়নে বারি ॥
কত, সাধু সিদ্ধ জনে, যত্নে সাবধানে,
অর্পে সরবস তোমায় হেরি।
আর, "হ'লনা পারলাম না" বলি বার বার,
করেন আর্ত্তনাদ হে শঙ্করী ॥
আমার, নাই মা বিদ্যা বুদ্ধি, সাধনা কি শুদ্ধি,
অর্থ বা সামর্থ্য হিতকরী।
নাই মা, কোন উপচার, নিত্য অনাহার,
হাহাকারে এখন স্মরি কি মরি ॥
তবু দুরাকাঙ্ক্ষা, অন্তরে আমার,
অর্চ্চি ও চরণ পারের তরি।
কে জানে কি হবে, এমন আকাঙ্ক্ষায়,
সিন্ধু পাড়ি দিতে চাই সাঁতারি ॥
(এখন) কামাদি ছয় বলি, খড়্গে দিয়া বলি,
গ্রহণ কর যদি করুণা করি।
দিলাম, ভুলুয়ার হৃদয়, ও শ্রীপাদপদ্মে,
অঞ্জলি এবার শুভঙ্করি ॥

২১। কীর্ত্তন—গড়খেমটা।

আমরা, তাইত কালীর পূজা করি।
কালী মোদের, আমরা কালীর,
মোদের কালী মহেশ্বরী ॥১

কালী মোদের বল ভরসা,
আমরা, কালীরই খাই কালীর পরি।
কালী যদি বাঁচায় বাঁচি,
কালী মার্‌লে আমরা মরি ॥২
নাই কালীর মহিমার অন্ত,
যে দিকে চাই সে দিক হেরি।
তাই ত এত ঘটা করি,
কালী নামের ফোটা পরি ॥৩
জগন্ময়ী কালী মোদের,
বিরাট বিশ্বের বিশ্বেশ্বরী।
তাই, কালীর পদ মহেশ্বর
যত্নে রাখেন বুকে ধরি ॥৪
মোদের, কালী পূজাই মহাযজ্ঞ,
কালী নাম বই জপ না করি।
আর, কালী নামের মালা প'রেই,
করে বেড়াই বাবুগিরি ॥৫
আমাদের, নাইগো মন্ত্র, নাই নিবেদন,
কালী বলেই ভোজন করি।
আবার বাঘ ভালুকে ভরা বনে,
কালী বলেই ঘুরি ফিরি ॥৬
মোদের কালী নামে শিক্ষা দীক্ষা,
পরীক্ষায় এক কালী পড়ি।
আবার, চৌদ্দপোয়া জমী মাপি,
কত, পৃথিম কালী কর্‌তে পারি ॥৭
কালীর কৌশল এত জানি,
এত কালী বল্‌তে পারি!

এখন, যাদের কালীর হয় প্রয়োজন,
তারাই ডাকে সমাদরি ॥৮
মোদের নাইকো সকাল নাইকো বিকাল,
কালের হাটে করি ফেরি।
মোদের, ওজন বান্ধা কালীর মাপে,
ঠগা জেতার কি ধার ধারি ॥৯
ভুলুয়া কি সাধে বেড়ায়
জয় কালী নাম বুকে ধরি।
ঐ কালী-পদ কমল তাহার,
ভবসাগর পারের তরি ॥

২২। বিভাস—একতালা।

না হয় না হ'ল, ধন জন ভবে,
তায় নাহি দুখ আর আমার।
ধনে জনে যার যত সুখ তা' ত
দেখিতেছি আমি অনিবার ॥
কত জনের ছিল নিজ জন কত,
সাহস ভরসা কত জনে দিত;
কিন্তু কাকে দিয়া কার কুলাইল,
ঘটিল যখন কালের আঁধার ॥
সম্পদের সুখ যাতনায় মেশা,
ঘুরায় যেমন মাতালের নেশা,
তম-কুয়াসায়, সুপথ ভুলায়,
প্রান্তরে দেখায় অকূল পাথার

দুদিনের তরে এ ভবে বসতি,
জলবিম্ব সম ইহার বেশাতি,
বেশাতি যা থির, ইহ পরকালে,
তার প্রতি মতি নাই ভুলুয়ার ॥

২৩। মিশ্র—গড়খেমটা।

সুখের কথা সবাই বলে।
আর সবাই ভাবে দিবা নিশি
　　সুখ পাওয়া যায় কোথায় গেলে।
কেউ ভাবে সুখ হ'ত এবার,
　　মনের মত টাকা হ'লে।
তাই যদি হয় টাকার ঘরে
　　কেন শোকের আগুন জ্বলে ॥
কেউ বলে সুখ উচ্চপদে,
　　কেউ বলে সুখ জনবলে।
তাই যদি হয় জার নিকোলস,
　　গুলিখেয়ে কেন ম'লে ॥
সম্পত্তি প্রভুত্ব যাহা
　　হাওয়ায় আসে হাওয়ায় চলে।
জলের তরঙ্গ যেমন,
　　জলে উঠি মিশায় জলে ॥
ভুলুয়া গায় সুখ কেবা পায়,
　　ধন দৌলতে ধরাতলে।
মন খাটী যার, সুখ আছে তার,
　　আর সুখ শ্যামা পদ তলে ॥

২৪। ভৈরব—একতালা।

মন তুমি কুবুদ্ধি ছাড়।
ঘরের খেয়ে পরের কথায় কেন বনের মহিষ তাড় ॥
করে ছয়টা ভূতে মারামারি, সেধে যেয়ে মধ্যে পড়।
আবার, যে ঘরে কালকূটের বাসা, সেই ঘরে মন নড় চড় ॥
চৌকীদারী কর্ম্ম নিয়ে, পরের গাছের কাঁঠাল পাড়।
আছে ঘুমন্ত বাঘ বনে শুয়ে, যেয়ে তাহার লাঙ্গুল নাড় ॥
যত জঞ্জাল যতন করি, ঘরের মধ্যে এনে ভর।
আবার, রুদ্ধ পথে গমন করি, বাব্‌লার্ কাঁটা ফুটে মর ॥
যারা তোমায় কর্‌ল ফকীর, তাদের সেবায় তুমি দড়।
আর, খাওয়ায় পরায় যে তোমাকে, লাফ মেরে তার ঘাড়ে চড় ॥
কালের হাতে কঠোর দণ্ড দেখেও হওনা জড় সড়।
ভুলুয়া কয় ধরবে যেদিন, করবে সেদিন তোমায় গুড়ো ॥

২৫। বিভাস—একতালা ॥

সুখ সুখ করি দিন চলি গেল,
সুখ মোকে দেখা দিল কৈ ?
সুখের আশায় যে পথেই হাটি,
দেখিনা কোথাও দুখ বই ॥
কত জনে সুখ- নিকেতন ভাবি,
কত আশে মোর মোর কই।
তারা, গাছে উঠাইয়া, ফেলিয়া পলায়,
আমি শেষে একা দুখ সই ॥
লোকে ভাবে সুখ, ধনে জনে হয়,
সে দুখের কথা কারে কই।

আমি, ধন জন নিয়ে কাদা খাই, আর
লোকে ভাবে আমি খাই দই ॥
যে বলে বলুক এ সংসারে সুখ,
আমি আর সে কথায় নই।
ভুলুয়াও কহে কাঁকর ভাজিয়া,
কেউ কি কোথাও পায় খৈ ॥

২৬। বিভাস—একতালা।

বহুদিন তোরে কহিয়াছি মন,
সাবধান হয়ে চল্ না।
পরনিন্দা পরচর্চ্চা পরিহরি,
পরাৎপরের কথা বল্ না ॥
নিজ দোষ নিজে গণিতে বসিয়া,
প্যাস্ কিনা সীমা দেখ্ না ॥
বিচারে জবাব কি দিবি, তা আগে,
ঠিক ঠাক্ করি রাখ্ না ॥
যার দোষ তার সাজা সেই পাবে,
তোর কেন তায় ভাবনা।
তোর দোষে তুই কোথায় দাঁড়াবি,
তাই একবার ভাব্ না ॥
নিজ দোষ ঢাকি পর দোষ বলি
জিতিবি এই ত বাসনা ?
ভুলুয়া ভণয়ে, "বিচারক কাল,
চালাকি সেখানে চলে না ॥"

২৭। ভৈরবী—গড়খেম্‌টা।

মন ভুলেছ কাজের গোড়া।
তাই আম পাড়িতে জামের গাছে,
উঠে দিচ্ছ ডালে ঝাড়া॥
রোগ সারাতে ঔষুধ বেঁটে, ক্ষয় করিছ পাটানোড়া।
কিন্তু, সর্ব্বরোগহর মা নাম, খেলে না তার একটী মোড়া॥
সুখের আশায় সেই পথে ধাও, যে পথে দুখ আকাশ জোড়া।
আবার, চোর ছ'জনায় আপন ভাব, মন তোমার কি কপাল পোড়া॥
বাটপাড়ের চূড়ান্ত যে লোভ, তায় দিয়েছ চাবির ছড়া।
তোমার টাকা মোহর দূরের কথা, থাকবে না এক ক্রান্তি কড়া॥
সাধুসঙ্গ হয় না তথায়, কাজায় বৃথা নামের কাড়া।
ধানের ভাগী যায় না হওয়া সারা জীবন মলি নাড়া॥
বিল ঘাটিলে লাভ কি হবে রতন রয় না সিন্ধু ছাড়া।
তুমি, সিন্ধু পারের জাহাজ কিনতে আর যেও না জোলা পাড়া॥
স্বার্থ বলি দান চলে কি, তুলি পাঠাবলির খাড়া।
ভুলুয়ার ভুল ভাঙ্গবে কিসে, সে, ঘোড়া ভাবি পোষে ভেড়া॥

২৮। মিশ্র—গড়খেম্‌টা।

তুমি সব করিতে পার।
তুমি সব করিতে পার গো মা, কিছুতেই না হার॥
কত পাহাড় ভাঙ্গি এক নিমিষে, মহাসাগর গড়।
আবার, এক নিমিষে মহাসাগর মরুভূমি কর॥
এক নিমিষে রাজা করি, উঠাও তেতালায়।
আবার, এক নিমিষে ফকীর করি, নামাও মা ভিক্ষায়॥
তোমার ইচ্ছায় মহাসাগর, ইন্দুরে দেয় পাড়ি।
আবার, কত হাতী যায় মা মারা, হাঁটু জলে পড়ি॥

তুমি এক নিমিষে ভাল বাসাও, পথের মানুষ ধরি ।
আবার, সেই মানুষকে দিয়া তাড়াও জগৎ ছাড়া করি ॥
অসম্ভব সম্ভব হওয়া, বেশী কিছু নয় ।
কত, জল দিয়া মা আগুন জ্বালাও, ইচ্ছা যখন হয় ॥
তুমি, সবই পার, তাই তোমাকে, ইচ্ছাময়ী বলে ।
ভুলুয়া কয়, পারনা মা, কেবল করতে কোলে ॥

২৯ । মিশ্র—গড়খেম্‌টা ।

মাগো সবই তোমার খেলা ।
বুঝি না তাই তর্ক করি, ঐ ত হ'ল জ্বালা ॥
চাকর মাথে আতর চন্দন, প্রভু মাথে ধূলা ।
আর শেয়াল বসে সিংহাসনে, সিংহের কাঁধে ঝোলা ॥
পাথর চেয়ে মাগো এখন, ভার বেশী হয় সোলা ।
আবার, তাজা মানুষ কয়না কথা, মরার মস্ত গলা ॥
ছাগের দর্প এত এখন বাঘকে মারে ঠেলা ।
আর দেবতার মন্দিরে যত হনুমানের মেলা ॥
মাছরাঙ্গা বৈরাগী সাজি ; খাচ্চে দুধ আর কলা ।
ঘোড়ায় খায় মা ফড়িং ধরি, শামুকে খায় ছোলা ॥
ভুলুয়া গায় তোমার খেলা, বুঝতে নারেন ভোলা ।
এবার গুলি খেল গদাই ঠাকুর, মরল হদা জোলা ॥

৩০ । মিশ্র—গড়খেমটা ।

চুকে যাবে সকল লেঠা ।
যদি সকাল বিকাল কালী বলি, কর বসা ওঠা ॥

যতই হউক মহাবলী, ঘরের অসুর ছটা।
যদি কালী বলি উঠাও খড়্গ, (হবে) এক কোপে সব্ কাটা
দশদিকে করুক আঁধার, কাল-মেঘের ঘটা।
কালের আঁধার নাশে, কালী নাম-বিজলীর ছটা ॥
কেন বৃথা টেক্স দিবে, গড়ি দালান কোটা।
কালীর কোলে বাস করিয়ে, দুধ খেয়ে হও মোটা ॥
কালীর ছাণ্ডয়াল সার করিলেও, চেম্‌টী লেংঠী লোটা।
তার, বাবুর উপর বাবুগিরি, কোটার উপর কোটা ॥
ভবের বান্ধন হোক্ না কেন, যতই আটা পেটা।
মারলে কালী নামের ঝাঁকি, হবে ছেড়া ছোটা ॥
কালী যখন দয়াময়ী, যে হও কালীর বেটা।
কেটোনা আর মিথ্যা সংস্কারে মহিষ পাঠা ॥
ভুলুয়া কয় বল্‌ব সে দিন, সাবাস বুকের পাটা।
যে দিন দয়াময়ীর পুতের দেখ্‌ব, দয়ায় কোমর আটা ॥

৩১। মিশ্র—গড়খেম্‌টা।

এবার উল্টা বুঝলি মন।
আঙ্গার খাওয়া স্বভাব করি,
আঙ্গুর করলি অযতন ॥
পরের কুথা শুনে এবার,
চিন্‌লিনা তোর আপন জন।
তাই তালের আঠি পূজ্‌তে বস্‌লি,
দূরে ফেলি নারায়ণ ॥
ঘৃণা লজ্জায় মরিস্ শুনি,
পুণ্য প্রেমের আলাপন।

আবার, মিথ্যা পরনিন্দা শুনে,
আনন্দে হ'স্ নিমগন ॥
তোর, বৃন্দাবনে যাওয়ার কথা,
চল্লি এখন বাদাবন।
জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘের
জ্বালায় হবি জ্বালাতন ॥
নাই হিতাহিত বিবেচনা,
মদ খাওয়া মাতাল যেমন।
তাই, চোর খেদাড়ি বাড়ীর উপর,
করিলি ডাকাত পত্তন ॥
তোর ঘরে মা করুণাময়ী
সে দিকে তোর নাই নয়ন।
ভুলুয়া কয় আপন দোষে
ঘটালি আপন মরণ ॥

৩২। মিশ্র—গড়খেমটা।

তোমার ঐ ত রোগের গোড়া।
তোমায় কিন্‌তে বল্লাম মিহিদানা,
কিনি আন্‌লে মেটে ঘোড়া ॥
ভাল বল্লে মন্দ বুঝ,
রামায়ণ বল কবির ছড়া।
আবার, ঘসী খেয়ে হেসে বল,
এবার খেলাম ছানাবড়া ॥
এম্‌নি মোহ অহরহ, ভাব্‌লে কেবল টাকার তোড়া।
আর গেয়ে কথায় গুল পাকিয়ে রসনাকে রাখ্‌লে জোড়া ॥

চেটেছ মন তালের আঁঠি, তার ঢেকুরে বদন জোড়া।
উঠে কি চন্দনের গন্ধ, ঘস্‌লে কেবল পাটা নোড়া ॥
ধর্ম্মের দোহাই সে কি মানে, ছয়টা ভূত যার ঘাড়ে চড়া।
কালের হুকুক চিরকালই তাহার উপর চড়াচড়া ॥
ধর্‌ল না সুপথ ভুলুয়া, সাত জনমের কপাল পোড়া।
সে গাঁয় মানেনা আপ্‌নি মোড়ল, পেতে বসি উল্টো মোড়া ॥

৩৩। মিশ্র—গড়খেম্‌টা।

মন আমার বেহায়া বিশে।
সে জাগা ঘরে চুঁরি করি, পেটন খেয়ে হারায় দিশে ॥
চুরির সময় কল্লে চুরি, ছয়টা চোরের সঙ্গে মিশে।
চোরা মালের মালিক তারা, ও দেয় শুধু ধরা এসে ॥
কত দুর্নাম রটেছে ভাই, জেল খেটেছে দেশ বিদেশে।
তবু বেটার হয় না আক্কেল, দায়মালী আসামী শেষে ॥
হয় যাবে ও দ্বীপান্তরে, না হয় এবার ঝুল্‌বে ফাঁশে।
ভুলুয়া কয় বল্লে কি হয়, মানুষ মরে স্বভাব-দোষে ॥

৩৪। মিশ্র—গড়খেম্‌টা।

তুমি ভাবের ঘরে চুঁরি কর না।
একাদশী করলে যদি ডুব দিয়ে জল খেও না ॥
ভাবের মানুষ আছে এক জনা,
সে ভাবের ঘরের চোরকে কভু ক্ষমা করে না।
করে লঘু পাপে গুরু দণ্ড, যতনে দেও যাতনা ॥
যেমন পোষাক পরেছ এবার,—

আর যেমন কর্ম্মী বলি লোকে পরিচয় তোমার,
তুমি সাক্ষাতে খুব ছাপাই থাকি পরোক্ষে ডুব মের না ॥
(আপন) ওজন বুঝে কথা বল না,
বে-ওজনে বল্লে কথা ঘট্‌বে লাঞ্ছনা।
আবার, বে-ওজনে ভোজন করি, কাপড় ভরি হেগ না ॥
মুখে সাধু মনে গণ্ডগোল,
আর, যতন করি মিশাওনা পরমান্নে ঘোল,
ভুলুয়া গায় কাঁচা কাঁঠাল কিলাইলে পাক্‌বে না ॥

৩৫। মিশ্র—গড়খেম্‌টা।

ভবে কর্ত্তা নাই সেই একজন ছাড়া।
সে যা হুকুম কর্‌বে তাহার নড়বে না ক একটী কড়া ॥
তুমি আমি যে যা করি, সেই সকলের গোড়া।
এই কলের জগৎ তেম্‌নি চলে, যেম্‌নি দেয় সে কলে মোড়া ॥
সুখের তরে তোমার আমার মিথ্যে আশায় ঘোরা।
সুখ দিলে সে তেঁতুল গাছ হয় বোম্বাই আমে ভরা ॥
চোরের কি সাধ্য চুরি কর্‌তে টাকার তোড়া।
সোয়ার যেমন চালায় তেমন চলে তাহার ঘোড়া ॥
কত কষ্টে জুঠ্‌লাম টাকা করি কড়া কড়া।
সোণার বালা গড়ব আশা গড়লাম শেষে লোহার কড়া ॥
মনের সুখে চড়্‌ব বলি কিনে আনলাম ঘোড়া।
রাত পোহালে যেয়ে দেখি, (সে) বাত হয়ে হয়েছে খোঁড়া ॥
(আমার) কত আশায় রং বিরঙে দালান কোঠা গড়া।
(এবার) এক মড়কে সব মরেছে জঙ্গলে হয়েছে জোড়া ॥

মসল্লা পিশিবার আশে কিনে আনলাম নোড়া।
ভুলুয়া গায় সেই নোড়াই ত ভেঙ্গেছে তোর দাঁতের গোড়া ॥

৩৬। মিশ্র—গড়খেমটা।

রে মন, তাকে হরিভক্তি বলে না।
যাতে তোমায় সকল দিলাম বলে,
ঘরে লও ষোল আনা ॥
সেজে গুজে হরিভক্ত হও,
চরণ বিনা আর কোন ধন চাই না কত কও,
কিন্তু তফীলে হাত দিতে হ'লেই
জ্ঞানের নাড়ী টনটনা ॥
মন বুদ্ধি গোবিন্দে অর্পণ,
করিলে হয় প্রাপ্তির উপায় আত্মনিবেদন।
তোমার, মন থাকে ছয় চোরের কাছে,
মুখস্থ উপাসনা ॥
প্রেম হ'লে জল আপনি আসবে,
নইলে, সাদা চোখে তেল দিয়ে আর কত কাল কাঁদবে?
তোমার, মন কাঁদেনা মন যোগাতে,
নাকি সুরে সুর টানা ॥
আমটী সারি আমড়াটী দেখাও,
আর, বল, "তোমায় সবই দিলাম, মোর আর কিছু নাই।"
ভুলুয়া গায়, "পাওয়ার বেলায়,—"
আমড়া বই আম আসেনা ॥

৩৭। বিভাস—একতালা।

চাই যারে তার সাড়া ত পাই না,
তবে কেন এ দিক আসিলাম।
তবে কি আবার কুহকে ভুলিয়া,—
চেনা পথ আমি হারালাম ॥
কতবার পথ, ভুলিয়া ভুলিয়া,
কত বিড়ম্বনা সহিলাম।
তবু, পথ ভোলা রোগ কিছুতেই আমি
ছাড়াইতে আর নারিলাম।
যে পথে তাহার কাছে যাওয়া যায়,
সে পথ ত বড় প্রাণারাম।
কত ফল-ফুল— ছায়াময় তরু
আছে সেই পথে ঠাম ঠাম ॥
সেই পথে নাই কোন পশু ভয়
নাই চোর ডাকাতের নাম।
আছে, পথ ভরা কত, অতিথি সেবার,
মনোরম সুখময় ধাম ॥
এ পথে কেবল কলহ বিবাদ,
আর পশু-ভয় অবিরাম।
ভুলিয়া যে পথ ভুলেছে, তাহার—
এই সব হয় পরমাণ।

৩৮। রামপ্রসাদী সুর।

মন যতক্ষণ ভবে থাক।
জয় কালী জয় কালী বলি, অন্তরে বাহিরে ডাক ॥

গা তুলো জয় কালী বলি, কালী বলি শুয়ে থেক।
আর যেখানে যাও যাহাই কর, জয় কালী নাম ভুলোনাক ॥
আগে কালী পাছে কালী, কালীরূপে নজর রোখো।
নজর বন্দি কর্‌লে মাকে ভবের বন্ধন থাকবে নাক ॥
মনে কালী মুখে কালী সর্ব্বাঙ্গে মন কালো মাখ।
ভুলুয়া কয় কালী দিয়ে ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটোই ঢাক ॥

৩৯। আলেয়া—একতালা।

হ'ত মন যদি মনের মত।
তবে, মনের মত একবার, ডাক্‌তাম মা বলিয়া,
দেখ্‌তাম কেমন করি দূরে র'ত ॥
আক্ষেপে বিক্ষেপে শত খণ্ড মন,
শত লক্ষ দিকে চলে অনুক্ষণ,
নাহি লক্ষ্য স্থির, অস্থির অধীর,
তাহে, অন্তঃশত্রুর অনুগত ॥
আছে ভগবানের শ্রীমুখ বচন,
নরকের পাণ্ডা কামাদি তিন জন,
তাদের সঙ্গ যারা, না ছাড়িবে তারা,
সবে দুঃখজ্বালা অবিরত ॥
জানিয়া শুনিয়া তাদের সঙ্গে চলি,
অন্তরে বাহিরে তাদের মন্ত্র বলি,
তাদের অনুবন্ধে, জননীর সম্বন্ধ,
হয়ে আছি আমি বিস্মরিত ॥
নিশিদিন আমি মার কথা ভুলি,
তাদের সেবায় হয়ে আছি কৃতাঞ্জলি,

যাদের সেবা করি, তারাই ঘুরি ফিরি,—
দরশন আমায় দেয় সতত ॥
রইত যদি মন জননীর শ্রীপদে,
বিপদ কি আর তবে হ'ত পদে পদে,
কাটি ঘোড়ার ঘাস, করব এম্ এ পাশ,
—দুর্ব্বাসনা আমার যত ॥
মন বুদ্ধি নিয়া করব আরাধন,
সে মন বুদ্ধি নহে বাধ্য এক ক্ষণ।
অসাধ্য এখন ভুলুয়ার সাধন,
সিদ্ধি সুদূর পরাহত ॥

৪০। মিশ্র—গড়খেম্টা।

রে মন, আর কতকাল রবি মোহের দাস।
হোটেলের বিছানায় শুয়ে, করবিরে এপাশ ওপাশ ॥
বচন গেল লোচন গেল, চলাচলের চরণ গেল,
সকল গেল ছাড়বি না কি, তবু মোহের বদ্ অভ্যাস ॥
কোথায় বাড়ী কোথায় ঘর, কে তোর আপন কে তোর পর,
না বুঝে মন পরের ঘরে, আর কতকাল করবি বাস ॥
কার কি হ'ল কার কি হবে, মরলি কেবল তাহাই ভেবে,
এই ভাবেই কি কাটাবি দিন কেটে পরের ঘোড়ার ঘাস ॥
ভুলুয়া গায় মদ খেয়েছে, এখন কি আর মানুষ আছে,
নেশা যখন ছুটবে তখন বুঝবে কত হল নাশ ॥

—

৪১। মুলতান—একতালা।

দিন গেল যত বৃথা গণ্ডগোলে,
কাজের কাজ কিছু হ'ল না।
যত, ভূতের কোলাহলে কার হৈ হৈ,
তার, নাম লওয়ার সময় র'ল না ॥
আকাশের চাঁদ মোর কি তোমার,
তাই কেবল আমার ভাবনা।
কিন্তু, কি হবে কি খাব, কাল কোথায় যাব,
তাহা একবারও ভাবি না ॥
ছালা ভরি ছোলা, আনিনু বেচিতে,
করি কত লাভের বাসনা,
তাহা, মুট মুট করি, পরখেই গেল,
মূল্য আর কেহ দিল না ॥
মুক্তা ভ্রমে যত কঙ্কর কুড়াই,
বেচিলে কেউ তা কিনে না।
জলে জল ঢালি হলাম অবসন্ন,
তবু মোহের নেশা গেল না ॥
ভুলুয়া ভণয়ে, নেশা যাবে কিসে,
নেশার রসে ভেজা রসনা।
কালী নাম সুধা, রস ইথে দিলে,
এ রসনা তাতে রসে না ॥

৪২। রামপ্রসাদী সুর।

মন কি বলি ডাকিস্ মাকে।
আজ যদি মা এসে দাঁড়ায়, বল কোথা বসাবি তাঁকে

একখানি ঘর পুঁজি মন তোর, বাজে জিনিস্ লাখে লাখে।
ঘরের চাল সমান করেছিস্ বোঝাই, ঠেসেঠুসে থাক বেথাকে॥
(ঘরে) দুর্গন্ধময় পচা ময়লা, রেখেছিস যা কেউ না রাখে।
(আবার) দুয়োর জুড়ে বসায়েছিস্, মলঘাটা সেই কাম বেটাকে॥
তোর ঘরের মধ্যে মোহের আধার, এমন ঘরে বল্ কে ঢোকে।
আঁধার ঘরে চোরের বাসা, সম্ঝিয়ে দে ভুলুয়াকে॥

৪৩। রামপ্রসাদী সুর।

এখনে মন আর কেঁদ না।
পরে তারা কেঁদেই থাকে, আগে যারা রোধ মানে না॥
কুপথে মন হাটার সময়, শুন নাই ত কারো মানা।
সাপ ধরি যে গরল খাবে, জুড়াবে কে তার যাতনা॥
দীপ নিবিলে তেল ঢালিলে, ফিরে তাহা আর জ্বলে না।
সাধ করিয়ে ডুবায়ে নাও, কাঁদলে তাহা আর ভাসে না॥
সারা জীবন স্বেচ্ছাচারী, বৃদ্ধকালে উপাসনা।
ভুলুয়া কয় ডুবো নৌকায়, গুণ বাঁধিয়ে উজান টানা॥

৪৪। মুলতান—কাওয়ালী।

মন রে এই চরাচরে সেই ত চতুর হয়।
যে জন, পদ্মপত্রের জলের মত,
সংসারে সংসারী রয়॥
সে সংসার নিয়ে থাকে বটে,
মন থাকে তার মার নিকটে,
হাতে মুখে কাজ করে, আর মা নাম মুখে লয়।

তাহার বাহির দেখি যায় না ধরা,
নয়নে তার পরিচয় ॥
সেই ত চতুর হয় ॥

সে যাহা দেখে যাহা শুনে,
মার করুণার সংখ্যা গুণে
গোয়েন্দা পুলিশের মত, ছদ্মবেশে রয়।
পেলে, মনের মানুষ, থাকেনা হুঁষ,
বলে গোপন সমুদয় ॥
সেই ত চতুর হয় ॥

তার মত না হলে পরে,
তাকে আনা যায় না ঘরে,
তাহার সঙ্গে ভালবাসা, বিড়ম্বনাময় ;
সে যেমন কোমল তেমন কঠিন,
করে না কলঙ্কের ভয় ॥
সেই ত চতুর হয় ॥

ভুলুয়া গায় বলব কি আর,
এই পৃথিবী সুখের আগার,
দুখ্ সহে বেকুবে, চতুর সুখে সুখময়।
আবার,—মা বুদ্ধি যার অন্তরে নাই
সে তাহা বুঝিবার নয় ॥
সেই ত চতুর হয় ॥

৪৫। মিশ্র—গড়্খেমটা।

আমার করম ভাল নয়।
মা, আমার কপাল ভাল নয়।

ভাল যদি হ'ত, মা তোমার মত
জননী থাকিতে, এত কি যাতনা হয় ॥
পতিত-তারিণী তুমি ত জননী,
মোর পাপ কেন না হয় ক্ষয় ?
তুমি, তারি আন তীরে পাপের সাগরে,
আমি পড়ি ফিরে, না করি নরক ভয় ॥
তুমি ত করুণা, সতত কর মা,
করিলে কি হবে হওয়ার নয় ।
ভুলুয়ার পাপে ত্রিজগত কাঁপে
তুমি ছাড়া কার, পরাণে কতই সয় ?

৪৬। ভৈরবী—কাওয়ালী।

আর কত দুঃখ দিবি মা। (হর-মনোরমা)
আয়ু ত ফুরায়ে গেল, এ তনু বিকল হল,
এ বিকল কলেবরে, আর দুখ সহে ত না ॥

করম মন্দ বটে সংসারে এবার আমার,
তাই কি নিঠুরা হয়ে করিবি শুধু প্রহার,
ক্ষমাময়ী মা হয়ে কি করিবি না ক্ষমা আর,
তবে আর কার কাছে দাঁড়াব শ্যামা ॥

ভাল মন্দ যত যাহা করিয়াছি এ ধরায়,
আজনম আছি বাঁধা জননী গো তোর পায়,
শরণাগত-পালিনী নামের মহিমা শুনি,
নামের গৌরব আর তুই কি মা রাখিবি না ?

নিতই নূতন দুঃখে মরি যদি এইবার,
জগভরি রহিল মা এ ঘটনা পরচার।

ভুলুয়ার দুখ স্মরি, মা বলি মা কেহ আর,
ডাকিবে না, তুই কি মা আর তাহা ভাবিবি না ॥

৪৭। মনোহর—সাঁইসুর।

যদি মা আমার, আমি নই কিসে তাঁর,
এ অবিচার কেন হবে!
আমার জীবনে মরণে তাঁহার আশীর্ব্বাদ,
কেন এবার আমি পাব না তবে ॥
হইনা আমি মন্দ, তাতে কিসের ভয়,
মন্দ ছেলে কারো কি রয় না ভবে!
যদি মন্দ ছেলে হলে, জননী দেয় ফেলে,
তবে, স্নেহময়ী নাম কি গৌরবে ॥
আমি যাহার লাগি হইনু গৃহত্যাগী,
ভুলে যাওয়া তাহার কি সম্ভবে।
দণ্ডে বা দিবসে মাসে বা বরষে,—
একদিন তাহার কোলে নিতেই হবে ॥
চিরকাল সে মা সমান দয়াময়ী,
শিববাক্য কি আর বিফলে যাবে।
এবার, নির্ভয়ে ভুলুয়া, থাক্না বসিয়া,
সে, আপনি এসে কোলে নিবেই নিবে ॥

৪৮। রামপ্রসাদী সুর।

এখন আমি বল্‌তে পারি।
আমি শিবের আজ্ঞাকারী যখন,
মানব না কারো জমীদারী

মা তোমায় মা যে বলিবে,
ত্রিতাপ-জ্বালা সে এড়াবে,
শিব আমায় বলেছেন ডেকে
রেখেছি তা শিরে ধরি ॥
স্মরণ করি যাঁহার চরণ,—
মার্কণ্ড জিনেছেন শমন
তুচ্ছ করি তাঁহার বচন,
আন কিছু আর শুন্‌তে নারি ॥
তাই ভুলুয়া উচ্চে বলে, জয়কালী নাম নিশান তুলে,
এবার জয় করিব কালে, দেখিবে তা জগভরি ॥

৪৯। সিন্ধু—মধ্যমান।

শ্যামা মা যার সঙ্গের সাথী, সে কি শমন ডরায় তোরে।
সে, কালী নামের ডঙ্কা মেরে, নাচেরে আনন্দ ভরে ॥
আনন্দময়ী মায়ের নামে, স্বর্গ পায় সে ধরাধামে,
মুক্তি মোক্ষ চায় কিরে সে, জয়কালী নাম যার অন্তরে ॥
কাল থাকে যার চরণ তলে, আমি থাকি তাহার কোলে,
তুই কি মূর্খ, তবু বেটা মারিস আমার পাছে ঘুরে ॥
শোন, উপদেশ দিচ্ছি তোকে, জয়কালী নাম যাহার মুখে,
তার প্রতি তোর নাই অধিকার, না হয় সুধাস্ ভুলুয়াকে ॥

৫০। আলেয়া—একতালা।

শমন, আমি কেনরে ভয় পাব ?
যদি, ভ্রূভঙ্গী দেখাবি, আমিও দেখাব,
তোর কাছে কেন খাটো হব ? ॥

যার বলে তুই অদ্বিতীয় বলী,
ব্রহ্ম হ'তে স্তম্ব স্ববশে আনিলি,
আমি তাঁরই তনয় ব্যক্ত বিশ্বময়,
তোর খাতির আমি কি যোগাব ? ॥
মহাশক্তি জগদ্ধাত্রী পদতলে,
পেয়েছি আশ্রয় এবার তনয় বলে,
জয়কালী জয়কালী, যখন মুখে বলি,
তোর গরিমা আমি কেন স'ব ॥
(আমার) পাপপুণ্যের বিচার তুই কি করিবি,
আমার পাপপুণ্য কোথায় বা তুই পাবি,
কালী নামানলে আমি তা সকলে,
পোড়ায়েছি সাক্ষী আছেন ভব ॥
ভুলুয়ার সিদ্ধান্ত শোন্‌রে তুই শমন,
" মা " নাম মহামন্ত্র পেয়েছি যখন,
জয়কালী জয়কালী বলে করতালি
দিয়ে নামের নিশান উড়ায়ে যাব ॥

৫১। সিন্ধু—মধ্যমান।

কালী নাম অন্তরে জাগে যার।
আছে, কালের তায় কি অধিকার ?
সে যে নির্ভয়ে বসেছে কোলে, ভয়বারিণী অভয়ার ॥
মার পদে যার মতি থাকে, তার কি আবার বিপদ থাকে,
সে নাও না বেয়ে উজান চলি, ভব সাগর হয়রে পার ॥
সুপ্রসন্ন তাহার গ্রহ, শান্তি পায় সে অহরহ,
দুঃখের কারণ মায়ামোহ অনেক দূরে রয় তাহার ॥

ডাক জয় মা কালী বলে, নাচরে মন বাহু তুলে,
শরণ লও মার চরণতলে, ভয় রবে না ভুলুয়ার ॥

—

৫২ ।

কে রে ও বামা অনুপমা, অনুপম পুলক-ভরে,
হরিছে তম নবীন ঘন-কান্তি-মাখা কলেবরে ॥
বিগলিত রজত কান্তি গিরীশ উরে বিরাজিতা,
উদ্ভাসিতা আপনি হাসি হাসিয়া অধরে ।
সে হাসিতে কত রবি চন্দ্র তারা পরাজিতা,
ধবল গিরিশিখরে আজ সজ্জিতা অপরাজিতা,
(তাই) পরা-অপরা-জিতা-বরণে পরাৎপরা মন হরে ॥
সকরুণ দরশনে বামার ত্রিনয়ন ভরা,
বরাভয়ের কর দুখানি আগ্রহে আগুলি ধরা,
এত অধরা করুণায় যে ধৈরয কভু না ধরে ॥
সজ্জনে সাহায্য তরে, দুর্জ্জনে শাসন করে,
শাসনার্থে অসি মুণ্ড ধরে ও করে ।
গোপনে বা প্রকাশ্যে ভাল মন্দ যে যা করে ভবে,
ত্রিনয়নার সম্মুখে তার বিন্দু না গোপনে রবে,
ওর বিচারে সুখ দুঃখ ভোগে জীবে ইহ পরে ॥
বিগলিত বসনা বটে তবু হের কি রূপ রাশি,
অভূষণ ভূষণ হয়ে উজলিছে দশদিশি ।
ভুলুয়া গায় কত রবি শশী ও পদ নখরে ॥

৫৩।

জয় নিস্তার-কারিণী, নির্ব্বিশেষা।
জয় স্বর্গাপবর্গদা দুর্গারূপা।
জয় দ্বন্দ্ব-বিসম্বাদ—সংহারিকা।
লোক-পালিকা, অম্বিকা, অম্বালিকা॥

জয় রাজরাজেশ্বরী ঐশ্বরদা।
জয় বিশ্বপ্রপালিনী বিশ্বমাতা।
জয় সর্ব্বলোকাশ্রয় শান্তিরূপা।
লোকপালিকা, অম্বিকা, অম্বালিকা॥

জয় দুর্গতি-হারিণী দুঃখহরা।
জীব-মণ্ডল-মঙ্গল সংসাধিকা।
জয় শঙ্করী, সর্ব্বাণী, সিদ্ধিপ্রদা।
লোক-পালিকা, অম্বিকা, অম্বালিকা॥

পরাভক্তি প্রদায়িনী বিদ্যাপ্রিয়া
জয় নির্ম্মল হৃদয়োল্লাসপ্রদা।
জয় ভুলুয়া সংসার-বিঘ্নহরা।
লোক-পালিকা, অম্বিকা, অম্বালিকা॥

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।